Regtd. No. C. 548.

চতুর্থ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩১৯ সাল। [প্রথম সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা "তিলি জাতি সম্মিলনীর" সভ্য হইতে এবং সম্মিলনীর" মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদের নাম ধাম নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। তিলি-জাতির সুমার বা সেন্সস গ্রহণ করিবার আয়োজন হইতেছে, শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে যাঁহারা গণনাকারী ও সুপার ভাইজার হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা আপন আপন নাম ধাম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। বলা বাহুল্য বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামেই গণনাকারী নিযুক্ত হইবেন।

তিলিজাতি সম্মিলনী কার্য্যালয়
নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীরাধাচরণ পাল।
শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।
সম্পাদকগণ।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট বিবরণ এজেন্সী, তিলি-বান্ধব কার্য্যালয় এবং অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। প্রকাশক শ্রীঅক্ষয়কাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক—শ্রীহরিহর শেঠ, লোহাপটী, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। নগদ এক সংখ্যা ৵০ আনা

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৴১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধব পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সনের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সনের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

আদি বর্ণানুক্রমিক।

বর্ষ সূচী।

১৩১৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | বৈশাখ ১৩১৯ সাল। | ১ম সংখ্যা।

বান্ধবের চতুর্থ বর্ষ।

কালচক্রের নিয়মিত আবর্ত্তনে, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের ঐকান্তিক যত্নে ও সাহায্যে আজ বান্ধব পত্রিকা চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে যে ক্ষীণ কলেবর প্রথম সূতিকা গৃহে ভবিষ্যতের গাঢ়তম অন্ধকারে অদৃশ্য প্রায় ছিল আজ তাহা নাতি-জ্যোতি-তিমির উষার ক্ষীণালোকে কিঞ্চিৎ প্রতীয়মান বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু যে সৎ-উদ্দেশ্য লইয়া ইহার জন্ম এবং ইহা যে মহৎ লক্ষ্যের অনুসারী সে উদ্দেশ্যের সে লক্ষ্যের এখনও একাংশও সাধিত হয় নাই। কারণ তাহা সময় সাপেক্ষ। ভগবানের কৃপায় শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও যখন ইহা ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে তখন একদিন না একদিন ইহা যে জাতীয় উন্নতি সাধনের একটী মুখাসম্ভ হইয়া দাঁড়াইবে

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদিগকে আমরা তিলি-বান্ধব পত্রিকা পাঠাইতেছি আমাদের বিশেষ ধারণা তাঁহারা তিলি-বান্ধব পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন. যিনি পত্রিখা লইতে অনিচ্ছুক তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। নচেৎ আমরা নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের জন্য আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইব।

তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তবে মাননীয় পৃষ্ঠপোষকগণের অনুকম্পা এবং গ্রাহকবর্গের অনুগ্রহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই বাধিত হইব।

স্বজাতি লেখনী প্রসূত স্বজাতি বিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ লইয়া এই পত্রিকার কলেবর, এবং ইহা স্বজাতির মধ্যেই পরিচালিত। ইহাতে এমন লিপিচাতুর্য্য বা রচনা কৌশল নাই যাহাতে ইহা একটী উচ্চ আদর্শের মাসিক পত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহার কারণ অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা আমাদের সমাজে বিদ্যাচর্চ্চা অতি অল্পই হইয়া থাকে। অল্প দুই চারিজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি যাঁহারা আছেন তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসাবলম্বী হইয়া মসীচর্চ্চার বড় একটা প্রয়াস রাখেন না। এখন যে কয়েকটী নবীন লেখকের অস্ফুট লেখনী প্রসূত দুই চারিটী প্রবন্ধ এই পত্রিকার কলেবর শোভিত করিতেছে তাঁহারা চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে বেশ সুলেখক হইতে পারেন। কিন্তু কালের গতি দেখিয়া বোধ হয় দুরূহ কর্ম্মভারগ্রস্ত হইলে তাঁহাদের হস্তচ্যুত মসীবিন্দুও আর পরিলক্ষিত হইবে না। আবার অনেকে এমন আছেন যে তাঁহাদের সামর্থ ও সময় সত্বেও বিনা স্বার্থে তাঁহারা কোন কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না যে বিদ্যাচর্চ্চা একবারে ব্যর্থ হয় না। অন্যান্য অনেক কার্য্য আছে যাহাতে হাতে হাতে কিছু না ফলিলে একবারে নিস্ফল হইয়া যায়; কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা আপাততঃ নিস্ফল হইলেও ভবিষ্যতে যে মঙ্গল দায়ক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমাদের স্বজাতীয়-গণের নিকট করযোড়ে নিবেদন যে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুলেখক অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই পরিমার্জ্জিত সার গর্ভ প্রবন্ধাদি রচনা করিতে পারেন তাঁহারা যেন সমাজের উন্নতিকল্পে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ দানে এ পত্রিকার অঙ্গ বৰ্দ্ধিত করেন। এ বিষয়ে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেরই সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া উচিত, কেন না সংবাদ পত্রই জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায় সংবাদ পত্রই সভ্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

এবারে কয়েকটী মাননীয় পৃষ্টপোষকের মৃত্যুতে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। অন্যান্য স্বজাতীয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণের পূর্ব্বেই যাঁহাদিগের উৎসাহে এবং সাহায্যে আমরা এ পত্রিকা পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলাম আজ তাঁহাদের কয়েকটীর লোকান্তে আমরা যে কি পর্য্যন্ত শোক সন্তপ্ত ও অধীর হইয়াছি তাহা বাক্যে প্রকাশ করা দুরূহ। যাহা হউক, আশা করি তাঁহারা স্বর্গ হইতে যে আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষণ করিতেছেন তাহার বলে পত্রিকা ক্রমশঃ

উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সভ্য জগতে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়ই ব্যয় সাধ্য হইয়া পড়িতেছে এবং সকলকার্য্যে অর্থের আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। অর্থাভাবই সকল শুভানুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায়। এরূপ অবস্থায় দরিদ্র তিলি বান্ধবের সহৃদয় গ্রাহকগণ যদ্যপি তাঁহাদিগের বার্ষিক দেয় টাকা নিয়মিতরূপে দান করেন এবং ভিঃ পিঃতে প্রেরিত সংখ্যা ফেরত না দেন তাহা হইলে বান্ধবের দুর্দ্দশার অনেকটা লাঘব হয়।

সম্পাদকস্য।

জাতিভেদ।

আদিম অবস্থায় মনুষ্যগণ বস্ত্র পরিধান করিত না, শীতকালে পশুচর্ম্মই তাহাদের শীত নিবারণের এক মাত্র উপায় ছিল। তাহারা শস্য উৎপাদন করিতে জানিত না, পশুবধই তাহাদের জীবিকা এবং তরু কোটর ও পর্ব্বত গুহাই তাহাদের এক মাত্র বাসস্থান ছিল। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে মনুষ্যগণ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আবশ্যক হইতে লাগিল। তাহারা কৃষি কার্য্যের দ্বারা শস্যোৎপাদন করিতে এবং শীত ও লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত বস্ত্র বয়ন করিতে শিখিল এবং বংশ খণ্ড ও ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সভ্যতার সোপানে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আবশ্যকীয় দ্রব্যের এরূপ অভাব বোধ করিতে লাগিল যে প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইল না; তখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অভাব দূর করিতে সচেষ্ট হইল সুতরাং সকল মনুষ্যকেই পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ হইতে হইল।

যাহারা কেবল কৃষি কার্য্যেই নিযুক্ত রহিল তাহাদিগকে বস্ত্রের জন্য বস্ত্র বয়নকারীদিগের মুখাপেক্ষী হইতে হইল। আবার বস্ত্রবয়নকারী ব্যক্তিগণও আহার্য্য দ্রব্যের নিমিত্ত কৃষকদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। ক্রমে এক একটী দল লইয়া এক একটী সমাজ গঠিত হইল এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজ

একত্র হইয়া গ্রাম বা নগর স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। পরে পুত্র, পিতার ব্যবসায় শিক্ষা করিতে লাগিল অন্যপ্রকার শিল্প বা ব্যবসায়ে মন দিল না। এইরূপে জাতিভেদের সৃষ্টি হইল এবং কাল ক্রমে সেই জাতিভেদ এখন এত সুদৃঢ় হইয়াছে যে এক জাতীয় লোক অপর জাতীয় লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না এমন কি আহারাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে।

জাতিভেদ সভ্যতার চির সহচর। যে প্রাচীন হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভায় হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি এক সময়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, যাঁহাদের জ্ঞানের কণামাত্র প্রসাদ লাভ করিয়া ইংরাজ জর্ম্মাণ প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিরা আপনাদিগকে বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধন কর্ত্তা বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করেন সেই প্রাচীন আর্য্য জাতিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণে বিভক্ত ছিলেন এবং সেই আর্য্যদিগের আধুনিক বংশধরদিগের মধ্যেও জাতিভেদ এত প্রবল যে শত শত বৎসর কাল দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও সে জাতিভেদ বিজাতীয় ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে তৃণ খণ্ডের মত ভাসিয়া যায় নাই।

পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা "All men are equal. All men are free" (মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বত্র সমান অধিকার, সকলেই স্বাধীন) ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করেন বটে কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও জাতিভেদ আছে, তবে সে জাতিভেদ আমাদের দেশের জাতি ভেদের মত নহে। পাশ্চাত্য জাতিভেদের মূল, অর্থ। অর্থই তাঁহাদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা। যাহাদিগের গৃহে সে দেবতার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নাই তাহারাই হীন জাতি তাহাদের দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যে কোন মনুষ্যোচিত গুণ থাকুক না কেন তথাপি তাহারা হীন জাতি কিন্তু যাহারা সে দেবতার ক্রোড়ে লালিত তাহারাই উচ্চ জাতি। এই উচ্চ ও নীচ জাতির মধ্যে বিবাহাদি অতি বিরল, আহারাদিও ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি ও পরিশ্রম বলে লোক সমাজে ধনী বলিয়া পরিগণিত হন তাহা হইলে উচ্চ জাতির সহিত একত্র আহারাদি করিতে পারেন কিন্তু অন্যান্য দরিদ্র ব্যক্তির সহিত তিনি সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত করেন। আবার যদি কোনও ধনী সন্তান কালে দরিদ্র হইয়া পড়েন তবে তিনি আর ধনীগণের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হয়েন না।

আমাদের দেশের জাতিভেদ বিভিন্ন প্রকার।

আমাদের দেশের জাতিভেদের সহিত ধনের কোনও সংস্রব নাই। আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে পূর্ব্ব পুরুষদিগের অবলম্বিত মার্গানুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছি। এক জন ধনী বা দরিদ্র কায়স্থ এক জন ধনী বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার পাণী প্রার্থী হইতে পারেন না তাঁহাকে কায়স্থ কন্যাই বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সদ্ভাব বা সহানুভূতির অভাব আছে এমত নহে। আমাদের দেশে কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণকে দাদা বলিতেছে আবার ব্রাহ্মণ পুত্রও প্রতিবাসী কৈবর্ত্তকে কাকা সম্বোধন করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এরূপ সরলতামাখাভাব আর কোন দেশে আছে কি? এরূপ নির্ম্মল নিঃস্বার্থ ভালবাসা পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায় সম্ভবে?

পাশ্চাত্য জাতিভেদের ফল অতি বিষময়, ইংলণ্ড প্রকৃতি দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সাহানুভূতি অতি বিরল তথায় ধনীদিগের অসহ্য অত্যাচারে দরিদ্রদিগকে স্বর্গ হইতে গরীয়সী জন্মভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; বর্ত্তমান আমেরিকান জাতিই এ বিষয়ের জাজ্বল্য প্রমাণ। কেবল তাহাই নহে এ প্রকার জাতিভেদের ফলে প্রাচীন রাজবংশ পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। ধনী ফরাসীদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত দরিদ্র ফরসীগণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ফ্রান্সে যে বিষম বিপ্লব-বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিল তাহাতে রাজা ষোড়শ লুইর সিংহাসন পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের তাণ্ডব নৃত্যে ইউরোপের রাজন্যবর্গের সিংহাসন টলমল করিয়াছিল, ফ্রান্সদেশ নর রক্তে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। এই বৃত্তান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পংক্তিতে পংক্তিতে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতিভেদের যে কুফল, কেবল ধনীদিগের দরিদ্র পীড়নই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ আশঙ্কা নাই। আমাদের দেশে ধনী বা দরিদ্র বলিয়া কোনও পৃথক জাতি নাই, সকল জাতির মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে ধনী বা দরিদ্র ব্যক্তি আছে। যদি কোন জাতির ধনী ব্যক্তি অপর জাতিভুক্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে অযথা পীড়ন করে তাহা হইলে ঐ দরিদ্র ব্যক্তি জাতীয় কোন ধনী ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিয়া অত্যাচারের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতে পারে। সুতারাং আমাদের দেশের জাতিভেদের ফলে ফরাসী দেশের ন্যায় বিষম বিপ্লব বহ্নি দেশ ছারখার

করিতে পারে না।

আমাদের দেশের জাতিভেদ সমাজে পাপের স্রোতকে বাধা দেয়। যদি কোন ব্যক্তির কোন প্রকার পাপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি অনেক সময়ে সমাজের ভয়ে পাপ কার্য্য করিতে সাহস করে না। কারণ যদি কোন ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম করে তাহা হইলে অনেক সময়ে সমাজ তাহাকে "এক ঘরে" করিবে, স্বজাতীয় লোকের মধ্যে তাহার পুত্র কন্যার বিবাহ হইবে না অপর জাতীয় লোক ত বিবাহ করিবেই না। কিন্তু যদি জাতিভেদ না থাকিত তাহা হইলে কাহারও "এক ঘরে" হইবার ভয় থাকিত না সুতরাং লোকে অবাধে যদৃচ্ছা আচরণ করিতে পারিত। সমাজ বন্ধন দৃঢ় না হইলে লোকে পাপের প্রশ্রয় দিবে এবং অচিরে জন সমাজ অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হইবে সন্দেহ নাই।

উচ্চবর্ণ যে নিম্নবর্ণের স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করেন জাতিভেদ দৃঢ় রাখাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রকার প্রথা না থাকিলে উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে কালে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া উন্নতির মূল জাতিভেদের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত এবং পরিশেষে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও কেবল মাত্র ধনী ও দরিদ্র এই দুই জাতি অবশিষ্ট থাকিত, কিন্তু উচ্চবর্ণ হীনবর্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজী বিড়ালের স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করেন না কারণ বিড়ালের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিলে বোধ হয় বিড়ালের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইয়া তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার কাহারও আশঙ্কা নাই।

কারণ যাহার সহিত একত্র আহারাদি করা যায় তাহার সহিত আপনা আপনই ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা এই নিমিত্তই উৎসব মাত্রেই ভোজন ব্যাপার। কলিকাতার ন্যায় নগরীতে সমাজ বন্ধন এরূপ শিথিল যে নাই বলিলেই হয় এজন্য তথায় যে সকল পাপের স্রোত অবাধে প্রবাহিত হয় পল্লীগ্রামে তাহার চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয় না। অনেকে বলেন যে অনেক সময়ে স্বজাতির মধ্যে কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র দৃষ্ট হয় না কিন্তু অন্য জাতির মধ্যে সুশীল সচ্চরিত্র ও বিদ্বান পাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় অথবা স্বজাতির মধ্যে মনোমত পাত্র থাকিলেও বর পক্ষীয়েরা এরূপ পণ চাহিয়া বসেন যে সে পাত্রে কন্যাদান করিতে হইলে কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় অথচ অন্য জাতির মধ্যে এরূপ সৎপাত্র পাওয়া যাইতে পারে যে তাহার সহিত বিনা

পণে কন্যার বিবাহ হইতে পারে কিন্তু তথাপি সমাজের ভয়ে বাধ্য হইয়া অপাত্রে প্রাণাধিকা কন্যাকে অর্পণ করিতে হয় অতএব সমাজের বন্ধন থাকা নিতান্ত অন্যায়।

এ কথার উত্তর অতি সহজ। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে স্বজাতির মধ্যে সুশীল ও সচ্চরিত্র পাত্র এত বিরল কেন, অতঃপর যাহাতে স্বজাতীয় যুবকগণ গুণবান হন তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু যদি তাহা না করিয়া অপর জাতীয় পাত্রের জন্য লোলুপ হই তাহা হইলে স্বজাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী আর আমাদেরই ত্রুটীতে যদি স্বজাতির এরূপ অধঃপতন হয় তবে তাহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি আছে?

দ্বিতীয়তঃ বর পণের কথা। অধিকাংশ ব্যক্তিরই পুত্র কন্যা দুইই আছে, তাঁহারা পুত্রের বিবাহের সময় কন্যা কর্ত্তার নিকট গহনার ও বরপণের বিস্তৃত ফর্দ্দ দেন। অনেকে কন্যার বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে "বরপণ নিবারিণী" সভার সভ্য হন ও সুদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা অশেষ নিন্দা করেন আবার পুত্রের বিবাহের সময় সভার সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করেন। সকলেই যদি এরূপে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যত্নবান হন তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল কোথায়? কিন্তু পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণ করিবার সকলেই যদি "বরপণ প্রচলিত থাকিলে তাঁহাদিগকেও স্বীয় কন্যার বিবাহের সময় কিরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে" একবার চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে অচিরেই সমাজ হইতে এ ঘৃণ্য প্রথা অন্তর্হিত হইবে এবং আর "অর্থাভাবে সমাজের দোষে বাধ্য হইয়া কন্যাকে অপাত্রে অর্পণ করিতে হইল" বলিয়া কাহাকেও আক্ষেপ করিতে হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে জাতিভেদ থাকায় সমাজে শিক্ষার বিস্তার হয় না। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশ বিজ্ঞানের উচ্চ সোপানে অবস্থিত আমাদের দেশের যুবকেরা সমাজের ভয়ে পাশ্চাত্য প্রদেশে গমন করিয়া বিজ্ঞান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন না সুতরাং সমাজের উন্নতি হয় না কিন্তু সমাজ ত "বিলাত ফেরৎ" ব্যক্তিগণকে ক্রোড়ে স্থান দান করিতে অস্বীকার করেন না; সমাজ কেবল একবার মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। কিন্তু বিলাত ফেরৎ দেশী সাহেবেরা মস্তক মুণ্ডনকে অসভ্যতার লক্ষণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করান অর্থের অপব্যয় মনে করেন। যদি একবার মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সমাজে পুনঃ প্রবেশ করা যায় আর যদি স্বদেশী

সাহেবেরা তাহা না করেন তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে সমাজ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলেন না তাঁহারাই সমাজকে ত্যাগ করিলেন। আবার এই সকল বিলাত ফেরৎ বাবুরাই চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে বহুবার মস্তক মুণ্ডন করিতে পারিবেন তথাপি সমাজের অনুরোধে একটী বার মাত্রও মস্তক মুণ্ডন করিতে অপমান বোধ করেন। তাঁহারা এক একটী feast বা ভোজের সময় যে টাকা ব্যয় করেন তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিলেই অনায়াসেই বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইতে পারে কিন্তু সমাজের কাতর প্রার্থনাতেও তাঁহারা তাহা করিতে চাহেন না। সুতরাং সমাজ অতিরিক্ত পরিমাণে বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার প্রধান অন্তরায় হইতে পারেন কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে কোন বিঘ্ন প্রদান করেন না।

জাতিভেদ না থাকা যেরূপ দোষাবহ একটী স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ও সেই সমাজ মধ্যে পরস্পরের বিবাহাদি প্রচলিত না থাকা ততোধিক দোষাবহ (বর্ত্তমান সময়ে তিলি জাতির এই অবস্থা) তিলি জাতি একণে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত এই সকল বিভিন্ন সমাজ মধ্যে পরস্পরের বিবাহাদি প্রচলিত হয় না। পূর্ব্ব বঙ্গে এক সম্প্রদায় তিলি জাতী আছেন প্রসিদ্ধ ধনী ভাগ্যকুলের কুণ্ডুগণ সেই সম্প্রদায় ভুক্ত, কিন্তু সেই সম্প্রদায় ও পশ্চিম বঙ্গের তিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত নাই ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যে পরিবারে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ সে পরিবারের যেমন উন্নতি হয় না সেইরূপ যে জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত বিভিন্ন জাতির ন্যায় আচরণ করে সে জাতির উন্নতি অসম্ভব। দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি কোন জাতিই তিলি জাতির ন্যায় বহু ভাগে বিভক্ত নহে সেই জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যেরূপ জাতীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তিলি জাতির মধ্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু দুঃখ বিভাবরী অবসান প্রায়, তিলি জাতির ভাগ্যগগণে "তিলি বান্ধব" উষা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া তিলি জাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে এক সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছে।

"তিলি বান্ধবের সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক!

জনৈক তিলি ছাত্র, কালীঘাট।

তিলি জাতির ইতিবৃত্ত।

বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন "তিলি" একটী জাতি বিশেষ "তেলি" দেখ। তেলি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি গল্প লিখিয়াছেন এখানে তাহার একটী গল্প বলিলেই চলিবে। এক সময়ে মহাদেবের তেল মাখিবার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি তাঁহার গায়ের ময়লা হইতে এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন "মনোহর পাল"। নগেন্দ্র বাবুর মতে এই মনোহর পালই তিলি বা তেলি জাতির আদি পুরুষ। তেলিরা প্রধানতঃ তৈল পেষণ-কারী তবে যাহারা তাহাদের উক্ত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে তাহারা নিজেরা তিলি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন প্রকৃত পক্ষে "তিলি" বা তেলিতে জাতিগত কোনরূপ পার্থক্য নাই। শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব তাঁহার statistical accounts এ তিলি এবং তেলিদের oil-pressure অর্থাৎ তৈল পেষণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তিলি জাতি কি বাস্তবিকই তৈল পেষণকারী? আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম এবং কোথায় ছিলাম এবং কেনই বা আমাদের সামাজিক উন্নতি বা অবনতি হইল এই সকল বিষয় অবগত হইবার ইচ্ছা আমাদের স্বজাতি মহোদয়গণের খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ আগ্রহ আমাদের কেন নাই। কেন আমরা এ বিষয়ে এত কম অনুসন্দিৎসু! অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে তিলি জাতি এতই ব্যস্ত যে অন্য কোন চিন্তা এত দিন তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাই নাই। সংসারের লোক তিলি জাতিকে কিরূপ চক্ষে দেখে তাহা এত দিন আমাদের জানিবার তত অবসর হয় নাই আবশ্যকও হয় নাই। কিন্তু এখন আর সে ধনগৌরব নাই এখন আমাদের হাত হইতে ব্যবসা বাণিজ্য অন্যে কাড়িয়া লইতেছে এখন বিংশ শতাব্দীতে পুরাতন ধরণের ব্যবসা আর চলিবে না এখন বিদ্যা ও বুদ্ধির সমাবেশ না হইলে উন্নতি নাই আমাদের বিদ্যা নাই তাই অন্যে আমাদের হাত হইতে ব্যবসা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইতেছে তাই আমরা আমাদের সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার সময় পাইতেছি ও দেখিতেছি যে বিদ্যা শিক্ষার অভাব-জনিত দোষে আমরা সমাজের চক্ষে তত উচ্চাসন পাই না। হাণ্টার প্রভৃতি

তৈল পেষণকারী বলিয়া লিখিয়া যাওয়া সত্বেও তাহার কোনরূপ তীব্র প্রতিবাদ না হওয়ায় অনেকের মনে ধারণা হইয়াছে যে তিলিরা প্রকৃতই প্রথমে তৈল পেষণকারীই ছিল। সাধারণের মনে এইরূপ একটি অযথা ধারণা করিয়া দেওয়ার জন্য প্রকারান্তরে আমরাই দোষী। সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা যদি তিলি জাতির থাকে তাহা হইলে সঠিক ইতিবৃত্ত প্রচার করা বিশেষ দরকার। হাণ্টার ও নগেন্দ্র বসু প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ আবশ্যক। সুধু একদিন একটা সভা করিয়া প্রতিবাদ করিলে চলিবে না যাহাতে স্থায়ীভাবে ও systematically প্রতিবাদ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ তাহার পিতার নাম বলিতে না পারে তাহা হইলে সমাজ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ও তাহার জন্ম সম্বন্ধে অনেক গল্প আবিষ্কার করিয়া সমাজের চক্ষে তাহাকে অতি হীন স্থানে আনিয়া ফেলে আমাদের অবস্থাও তাই হইয়াছে। আমরা নিজেরা আমাদের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত না থাকায় অন্য জাতির যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবার ও লিখিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আমাদের ভিতরে এত রাজা মহারাজা ও ধনী ও বিদ্বান ব্যক্তি জীবিত থাকিতে অন্য জাতি তিলি জাতিকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবে আর রাজা মহারাজা অম্লান বদনে হজম করিবেন! কোন প্রতিবাদ নাই! প্রকৃত ইতিবৃত্ত সংগ্রহের কোনরূপ চেষ্টাও নাই। যাহাই হউক অচিরে আমাদের ইতিবৃত্ত প্রকাশ হওয়ার বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

শাস্ত্র এবং জনশ্রুতি এই দুই স্থান হইতে আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের স্বজাতীয় জমিদারগণ অনেক বিষয়ে সাধারণের উপকার করিবার জন্য Scholarship ও Prize দিতেছেন। তাঁহারা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বজাতির ইতিবৃত্ত লেখার সম্বন্ধে একটী Prize দেওয়ার মত করেন তাহা হইলে সেই পুরস্কারের আশায় অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন সন্দেহ নাই। রাজা মহারাজা মনে করিতে পারেন কৈ তাঁহাদের ত অন্য কোন সমাজ ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না। তাঁহারা বড় লোক অনেকে অনেক প্রকার প্রত্যাশা তাঁহাদের নিকট করে সেই জন্য তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন না। তাঁহাদের কোনরূপ কষ্ট বা grievance নাই বলিয়া কি অন্যের জন্য ভাবিবেন না? যদি স্বজাতির ধনীগণ আমার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিয়া একটী Prize দেওয়ার ব্যবস্থা

করেন তাহা হইলে স্বজাতির বিশেষ উপকার করা হইবে। প্রকৃত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ হইলে আমরা সমগ্র হিন্দু সমাজকে দেখাইতে পারিব যে আমরা সংসারে ভাসিতে ভাসিতে আসি নাই। আমাদেরও সমাজে ও সংসারে উচ্চস্থান ছিল এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও উচ্চে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া থাকি। হিন্দু সমাজের চক্ষে যাহাতে আমরা বৃহৎ স্থান অধিকার করিতে পারি তজ্জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষ চেষ্টার দরকার। যাঁহারা বহু দিন হইতে সমাজে আধিপত্য করিতেছেন তাঁহারা কখনই অন্য ব্যক্তিকে সহজে সেই উচ্চাসনে বসিতে দিবেন না। তাই বলিয়া কি আমরা হতাশ হইব? কখনই নহে। Struggle না করিলে কখন কেহ বড় হইতে পারে নাই আমরাও পারিব না। আমাদেরও চেষ্টা চাই, অধ্যবসায় চাই, এবং self-assertion চাই। দুই একটী জাতি তাহাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাদের অপেক্ষাকৃত হীন জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের তাহাই মানিয়া লইতে হইবে? নিজেরা নিজেদের হীন বিবেচনা করিলে কি আমরা কখনও উচ্চ হইতে পারিব? যে ব্যক্তি নিজেকে হীন বিবেচনা করে সে কখনই তাহার সদ্বৃত্তির বিকাশের অবসর পায় না। তাই বলিতেছিলাম যাহাতে আমরা আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাস বাহির করিতে পারি তজ্জন্য সকলেরই চেষ্টা করা আবশ্যক। পূর্ব্ব ইতিহাস স্থির করিয়া যাহাতে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইতে পারি তদ্বিষয়ে আমরা সকলেই চেষ্টিত থাকিব।

যদি জমিদারবর্গ একায়েক এই পুরস্কার ঘোষণা করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ হন তাহা হইলে তিলি সম্মিলনীর কার্য্যকরী সভার হস্তে সাধারণের যে টাকা আছে তাহা হইতে অনায়াসে এই Prize দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ পুরস্কারের ঘোষণা করিলে তিলি জাতির বহু উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। আমি আশা করি Executive Committeeর সভ্যগণ আমার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন।

S. N. Roy.

তিলি জাতি ও স্ত্রী শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লর্ড বেকন্স ফিল্ড সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে তিনি বৃটিষ পার্লামেন্টে

যে দিন প্রথম বক্তৃতা করেন সে দিন শ্রোত্রীবর্গের বড়ই হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। তিনি আপন অকৃতকার্যতায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে লেডী বেকন্স ফিল্ড গ্যালারী হইতে নামিয়া আসিয়া উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না. এমন দিন আসিবে যে দিন সমগ্র ইংলাণ্ড তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তোমারই কথা শুনিতে বাধ্য হইবে"। বলা বাহুল্য এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল। বীরচূড়ামণি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পত্নী জোসেফাইন স্বামীর সামরিক প্রতিভার জনয়িত্রী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বয়ং রণক্ষেত্রে স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়া তাঁহার বিজয় লাভে সহায়তা করিতেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার ইহাই প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য যে স্বামী স্ত্রীর সাহায্য পাইলে. পুরুষ রমণীর সহায়তা লাভ করিতে পারিলে আমাদের অনেক বিষয় অনায়াস লভ্য হইয়া থাকে এবং আমাদের ললনাকুলকে শিক্ষিতা না করিলে আমরা কখনই এই সাহায্য পাইতে পারি না। আমরা যে কিছু আন্দোলন আলোচনা করি না কেন. যে কিছু সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করি না কেন, তাহা কেবল মাত্র আমাদের জাতীয় পুরুষগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ও তাহা আমাদের নারীগণ শিক্ষার অভাবে সম্যক উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হওয়ায় আমাদের উদ্যম আমাদের যত্ন তাদৃশ সুফল প্রসব করিতেছে না। যখন আমরা কোন উচ্চ আশা কোন উচ্চভাব বা কোন মহতী আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৃহে যাইব এবং আমাদের মাতা পত্নী ও কন্যারা বলিবেন "হাঁ এই ত কর্‌তে হবে" তখন আমরা কি নূতন বলে বলীয়ান হইব, আমাদের হৃদয় কি অদম্য উৎসাহে পরিপূর্ণ হইবে!

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষার নামে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বলিয়া থাকেন, সনাতন হিন্দু সমাজে আবার স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা কেন? যাহা কখন ছিল না তাহা লইয়া সমাজকে উৎপীড়িত করা কেন? তাঁহারা আপনাদের বিদ্যাভিমান ও জ্ঞান গর্বে স্ফীত হইয়া মনে করেন যে সকল ইংরাজি শিক্ষিত যুবক পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়াছেন স্ত্রী শিক্ষা তাহাদেরই বিকৃত মস্তিষ্কের অন্যতম খেয়াল মাত্র। এই শ্রেণীর লোক যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাহা বলা বোধ হয় বাহুল্য মাত্র। পুরাকালে ভারত

বর্ষের হিন্দু সমাজে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত ছিল কি না ও তৎকালে ভারত ললনার কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা অবগত হইতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন আর্য্য সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। সেই সুদূর ঐতিহাসিক যুগে অনেক রমণী যে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য ও গণিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খনা, লীলাবতী, কর্ণাটরাজ পত্নী, কালিদাসের স্ত্রী প্রভৃতি রমণীদিগের নাম প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত না থাকিলে আজ এই সকল রমণীর নাম কখনই আমাদের শ্রুতি-গোচর হইত না।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন. আমরা যে কয়েক জন রমণীর নাম শুনিতে পাইতেছি কেবল তাহাদিগকেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল অপর সকলকে নহে। উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে যাঁহাকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে তিনিই যে খনা লীলাবতী হইয়া উঠিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের দেশে যিনিই শিক্ষা পাইবেন তিনিই যে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন, যিনিই বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবেন তিনিই যে জগদীশ চন্দ্র বসু হইবেন এরূপ আশা করা বৃথা।

গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ প্রত্যেক উপনিষদ পাঠকের নিকট সুপরিচিত। একদা রাজর্ষি জনক মিথিলা নগরীতে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভারতের ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত মণ্ডলী উক্ত যজ্ঞে সমুপস্থিত। জনক এক সহস্র ধেনু আনয়ন করিয়া সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীকে বলিলেন "আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ তিনি এই ধেনু সকল গ্রহণ করুন।" এই কথা শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপনার শিষ্যগণকে বলিলেন "ধেনু সকল আমার আশ্রমে লইয়া যাও"। অন্যান্য পণ্ডিতগণ মহর্ষির এই কথা শুনিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। তখন গার্গী পণ্ডিত মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনারা ক্ষান্ত হউন; আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন করিতেছি, যদি তিনি তাহার সম্যক উত্তর দিতে পারেন তাহা হইলে আপনারা পরাজয় স্বীকার করিবেন।" গার্গীর বাক্যে পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বিরুক্তি না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। এই ঘটনার দ্বারা প্রাচীন আর্য্য সমাজে নারীগণের প্রতিভা কতদূর বিকাশপ্রাপ্ত

হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায়।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তর রাম চরিতে দেখিতে পাই আর্য্যা আত্রেয়ী লবকুশের সহিত একত্রে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এবং তাঁহার প্রতি মহর্ষির তাদৃশ যত্ন না থাকায় তিনি নিবিড় অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া অন্য একটি আশ্রমে চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে স্ত্রী শিক্ষা কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা এই আত্রেয়ী চরিত্র হইতে সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। সমাজে যদি নারী শিক্ষা প্রচলিত না থাকিত তবে নারী বিশেষের বিদ্যার প্রতি এত অনুরাগ কখনই সম্ভব হইত না এবং মহাকবি ভবভূতিও কখনও এরূপ চরিত্র অঙ্কিত করিতে সাহস করিতেন না।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের একটি চিত্র দেখুন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইয়াছেন। অনেক পণ্ডিত তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়াছেন। এমন সময়ে মণ্ডন মিশ্র আসিয়া শঙ্করের সহিত বিচার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মধ্যস্থ হইবে কে? পণ্ডিতবর মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী মধ্যস্থতার ভার গ্রহণ করিলেন। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন, দুই দিকে দুই জন মহাজ্ঞানী শাস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত আর বিচারপতি একজন রমণী। স্ত্রী শিক্ষার ইহা অপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? যে দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে রমণীর অধিকার এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও স্বীকৃত হইয়াছিল, যে দেশে উপনিষদের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ রমণী রচিত ও রমণীর সাহচর্য্যে গঠিত, যে দেশের রমণী শিক্ষার প্রতি ঈদৃশ অনুরাগ ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে দেশের নারীশিক্ষা খনা, লীলাবতী প্রসব করিয়াছিল, সেই দেশের রমণী শিক্ষাধিকার হইতে বঞ্চিতা, সেই দেশে ঘোষিত হইল "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাম্ ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।" অধঃপতন আর কাহাকে বলে?

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নন্দী, ২নং পাইকমারাপাড়া লেন, বর্দ্ধমান।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

এককালীন দান। জেলা হাওড়ার অন্তর্গত আটিলা গ্রাম নিবাসী। শ্রীযুক্ত হারাধন পাল মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে "তিলি

বান্ধব মুদ্রা যন্ত্রের" জন্য ২৲ দুই টাকা সাহায্য করিয়াছেন। প্রত্যেক বিবাহে "তিলি বান্ধব মুদ্রাযন্ত্রের" জন্য ঐরূপ কিছু কিছু সাহায্য পাইলে, মুদ্রা-যন্ত্রের অভাব হয় না।

নূতন বড় লাটের সংবর্দ্ধনা। বিগত ২২ শে চৈত্র তারিখে হিন্দু মুসলমান ও এংগ্লোইণ্ডিয়ান সমাজত্রয়ের প্রতিনিধিরূপে ছয়টি সভার প্রতিনিধিবর্গ গবর্ণমেণ্ট প্রসাদে উপস্থিত হইয়া নূতন লাট লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন আমাদের কাসিমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

শুভ বিবাহ। ৭ই বৈশাখ তারিখে কলিকাতা শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহণ কুণ্ডু শিকদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুমারেশ শিকদারের সহিত কলিকাতা ৪৫।১নং বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার মল্লিকের প্রথমা কন্যার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। যশোহর জেলার তিলি সমাজের সহিত কলিকাতা তিলি সমাজের এই প্রথম বিবাহ।

বিগত ২৪ শে বৈশাখ তারিখে কলিকাতা যোড়াপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র ৺বিপিন বিহারী কুণ্ডু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জয় কৃষ্ণ কুণ্ডুর সহিত ৯৭. ৯৯ নং সীতারাম ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধা রমণ পাল মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দাসীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে।

উক্ত ২৪ শে বৈশাখ তারিখে হাওড়া জেলার অন্তর্গত আটিলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাধন পাল মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান প্রকাশ চন্দ্র পালের সহিত এলেনগঞ্জ—এলাহাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দাসীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শান্তিপুরের একাদশ তিলি সম্প্রদায়ের সহিত আটিলা গ্রামের দ্বাদশ তিলি সম্প্রদায়ের এই প্রথম বিবাহ।

২৬ শে বৈশাখ তারিখে কলিকাতা ৫৮, ৫৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহণ পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান দুর্গা পদ পালের

সহিত, কলিকাতা ১০৮ নং বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত রাধা চরণ পাল বাহাদুরের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুষমা সুন্দরী দাসীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আয়ুষ্মতীগণের মাথার সিন্দুর ও হাতের নোয়া অক্ষয় হউক আমরা ইহার অধিক আর কি আশীর্ব্বাদ করিব?

পাত্রীর প্রয়োজন। একটি মধ্য বিত্ত গৃহস্থ ঘরের বয়স্থা পাত্রীর প্রয়োজন, পাত্র একত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত মগরা Pal union school এর হেড্ মাষ্টারি করিতেছেন. দ্বিতীয় পক্ষ, বয়স ২৫।২৬ বৎসর বঙ্গদেশীয় যে কোনও তিলি সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে রাজি আছেন।

শোক সংবাদ। কলিকাতা লোহাপটির লোহা ব্যবসায়ী হাওড়া জেলার অন্তর্গত নাইকুলী বাউন পাড়া নিবাসী রাজেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয় বিগত ২২ শে বৈশাখ তারিখে পত্নী ও ১টী মাত্র সধবা কন্যা রাখিয়া ইহ লোক ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় যে সকল মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার নামকে চিরস্মরনীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ শান্তি লাভ করুন ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৭ সালের গ্রাহকের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৬৭৫। শ্রীযুক্ত পাঁচ কড়ি পাল, ২২।১ বাগ বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

১৩১৮ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৮৭৯। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর পাল, ইসলামপুর সার্কেল স্কুল মৈমনসিংহ ঐ

৮৮০। " রঘুনাথ নন্দী, পোড়াবেদা, পোঃ সাটুই, মুরসিদাবাদ ঐ

৮৮১। " মহাদেব চন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ P. O. Sumirdhia নদীয়া ... ঐ

৮৮২। " ব্রজ গোপাল নন্দী, প্রফেসার, গোরকপুর কলেজ ... ঐ

৮৮৩। " জ্যোতীশ চন্দ্র প্রামানিক, জিয়াগঞ্জ, মুরসিদাবাদ ... ঐ

৮৮৪। " শশী ভূষণ পাল, সাঁতরাগাছি, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া .... ১৲
৮৮৫। " প্রিয় নাথ সাহা, তালবেড়িয়া, নদীয়া ... ঐ
৮৮৬। " ভুবন মোহণ কুণ্ডু, হেড পণ্ডিত, মাথাভাঙ্গা স্কুল, কুচবিহার ঐ
৮৮৭। " চন্দ্র কুমার পাল, হাসিমপুর, পোঃ রায়পুরা, ঢাকা ... ঐ
৮৮৮। " স্মৃতি কণ্ঠ সাহা, দোগাছি, পাবনা ... ঐ
৮৮৯। " বনমালী সাহা, পোঃ ভাগনাগরকাদী, রাজসাহী ... ঐ
৮৯০। " ব্রজ নাথ মৌলিক, বড়তরফ, পোঃ চড়ামন, দিনাজপুর ... ঐ
৮৯১। " শ্যামাচরণ পাল, রাঙ্গাপুর পোঃ Rangilabad ২৪ পরগণা ঐ
৮৯২। " শেঠ এণ্ড কোং সন্ধ্যাবাজার, রাজকৃষ্ণপুর, হাওড়া ... ঐ
৮৯৩। " অমৃত লাল কুণ্ডু, কালীপুর বাজার, পোঃ আরামবাগ, হুগলি ঐ
৮৯৪। " কালী পদ মাহিন্দার, বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের ১ম গলি, হাওড়া ঐ
৮৯৫। " বঙ্ক বিহারী কুণ্ডু, Sialkart Lane P. O সালিখা, হাওড়া ঐ
৮৯৬। " অমূল্য চরণ মল্লিক, ১৬৪ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
৮৯৭। " তারিণী চরণ কুণ্ডু, কুণ্ডু পাড়া লেন; হাওড়া ... ঐ
৮৯৮। " প্রভাস চন্দ্র সাহা, ২৪ নং গৌর চন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
৮৯৯। " আশুতোষ পাল, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ ... ঐ
৯০০। " নবীন চন্দ্র পাল, করিমগঞ্জ; ঐ বাজার, শ্রীহট্ট ... ঐ
৯০১। " রাধাবল্লভ কুণ্ডু, মিরকাদীম, ঢাকা ... ঐ
৯০২। " আশুতোষ নন্দী, ৯।১ মুন্সীগঞ্জ খিদিরপুর, কলিকাতা ... ঐ
৯০৩। " গিরি লাল কুণ্ডু, গজরা, পোঃ সেনগ্রাম, নদীয়া ... ঐ
৯০৪। " ভূষণ চন্দ্র কুণ্ডু, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া ... ঐ
৯০৫। " মহেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী, পোঃ ভোজেশ্বর, ফরিদপুর ... ঐ
৯০৬। " মৃত্যুঞ্জয় দে, কাথড়া, পোঃ কুসুম গ্রাম, বর্দ্ধমান ... ঐ
৯০৭। " পূর্ণ চন্দ্র পাল মোক্তার, P. O. Madhipura, ভাগলপুর ... ঐ
৯০৮। " চুনী লাল দে, Cashier, ২নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা ... ঐ
৯০৯। " ভুজঙ্গেশ্বর শ্রীমানি ২৯নং শোভাবাজার, ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ঐ
৯১০। " রাম লাল কুণ্ডু, ২৬নং মীরজাফর লেন, কলিকাতা ... ঐ
৯১১। " সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, ১।১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ঐ
৯১২। " শ্যামাচরণ দে, ১০নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ঐ

৯১৩। " জ্যোতীন্দ্র নাথ খাঁ, ৬৮নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ১৲

১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে গ্রাহকদিগের নিকট, বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৯১৪। " শ্রীযুক্ত মতিলাল পাল, ২৭নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
৯১৫। " সুরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়, ১৬নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা... ঐ
৯১৬। " অনাথ নাথ দে, ৮৯।১নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
৯১৭। " বৈদ্যনাথ নন্দী, মহারাজপুর, পোঃ বরহারোয়া, সাওতাল পরগণা ঐ
৯১৮। " গণেশচন্দ্র শেঠ, হেলান, হাওড়া ... ঐ
৯১৯। " বিনোদ বিহারী মণ্ডল, উকিল, পলসা কাছারি, বীরভূম ... ঐ
৯২০। " বিনোদ বিহারী পাল, সুরেরপুকুর, পোঃ চন্দন নগর, হুগলি ঐ
৯২১। " সারদা প্রসাদ পাল, উরদি বাজার, পোঃ চন্দন নগর, হুগলি ঐ
৯২২। " পদ্মহরি পাল, শ্রীরামপুর, হুগলি ঐ
৯২৩। " শুকচাঁদ কুণ্ডু প্রামাণিক, মহাকাল, নওয়াপাড়া, যশোহর ... ঐ
৯২৪। " নবীন চন্দ্র নন্দী, মহাকাল, পোঃ নওয়াপাড়া, যশোহর ... ঐ
৯২৫। " কালীচরণ দে, পোঃ মগরা, ঐ বাজার, ২৪ পরগণা ... ঐ
৯২৬। " নিরঞ্জন পাল, পোঃ পাটুলি, বৰ্দ্ধমান ... ঐ
৯২৭। " রামবল্লভ দে, মেমারি, বৰ্দ্ধমান ... ঐ
৯২৮। " দুর্লভ চন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মীগঞ্জ, পোঃ চন্দন নগর, হুগলি ... ঐ
৯২৯। " রামচন্দ্র শেঠ, সাঁতরাগাছি, পোঃ ব্যাতড়, হাওড়া ... ঐ
৯৩০। " আশুতোষ নন্দী, পণ্ডিতঘাট, পোঃ সালিখা, হাওড়া ... ঐ
৯৩১। " প্রাণ কৃষ্ণ পাল, ৬০নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ঐ
৯৩২। " নগেন্দ্র নাথ প্রামাণিক, ১৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
৯৩৩। " নবীন চন্দ্র কুণ্ডু, ৭৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ঐ
৯৩৪। " বিজয় কৃষ্ণ নন্দী, ১৭নং মুন্সীগঞ্জ রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা ঐ
৯৩৫। " তারিণী চরণ দে, লক্ষ্মীগঞ্জ, পোঃ চন্দন নগর, হুগলি ... ঐ
৯৩৬। " কাঙ্গালি চরণ শেঠ, লক্ষ্মীগঞ্জ, পোঃ চন্দন নগর, হুগলি ... ঐ
৯৩৭। " শম্ভু চরণ পাল, কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা ... ঐ
৯৩৮। " বিপিন বিহারী পাল, P. O. Usthi, ২৪ পরগণা ... ঐ
৯৩৯। " উত্তম চন্দ্র পাল, মাদারপুর, পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা ... ঐ
৯৪০। " ভগবতী চরণ কুণ্ডু, তৃতীয় সব জজ, আলিপুর কোর্ট ২৪ পরগণা ঐ
৯৪১। " শশধর দে, মাণিকপাড়া, পোঃ চাঁদড়া, মেদিনীপুর ... ঐ

৯৪২। " রজনী কান্ত সাহা, পোঃ হিলি, বগুড়া ... ১৲
৯৪৩। " সতীশচন্দ্র পাল, এম এ, বি এল, মেহেরপুর, নদীয়া ... ঐ
৯৪৪। " চারু চন্দ্র প্রামাণিক, পটেশ্বরীতলা, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া... ঐ
৯৪৫। " অমৃত লাল পাল, শ্যামবাজার পাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া ঐ
৯৪৬। " উপেন্দ্র নাথ দে, বসন্তপুর, পোঃ হিঙ্গলগঞ্জ, ২৪ পরগণা ... ঐ
৯৪৭। " সহায় হরি কুণ্ডু, পোঃ নাদনঘাট, বর্দ্ধমান ... ঐ
৯৪৮। " বিপিনবিহারী পাল, বালি বড়ালপাড়া লেন, P. O. হুগলি ঐ
৯৪৯। " জ্যোতীন্দ্র মোহন পাল, ৩৪নং বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
৯৫০। " সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, ৮৬।৮৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
৯৫১। " সতীশচন্দ্র সাহা, ডাক্তার, আমলাসদরপুর, নদীয়া ... ঐ
৯৫২। " অধর চন্দ্র সাহা, নূতনবাড়ী, পোঃ আমলাসদরপুর, নদীয়া ... ঐ
৯৫৩। " মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, রাধাবল্লভতলা বাজার, রাণাঘাট, নদীয়া ঐ
৯৫৪। " হিড়ম্ব লাল কুণ্ডু, ডাক্তার, মহেশ বাথান, নদীয়া ... ঐ
৯৫৫। " ষষ্ঠী চরণ কুণ্ডু, পোঃ মহেশ বাথান, নদীয়া ... ঐ
৯৫৬। " বৃন্দাবন চন্দ্র দে, পোঃ আরামবাগ, হুগলি ... ঐ
৯৫৭। " রামচন্দ্র শ্রীমানি, ২নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ঐ
৯৫৮। " রসিক লাল পাল, পোতাজিয়া, পাবনা ... ঐ
৯৫৯। " নগেন্দ্র নারাণ নন্দী, সাহাগঞ্জ, হুগলি ... ঐ
৯৬০। " অম্বিকাচরণ দে, নকীপুর, খুলনা ... ঐ
৯৬১। " রাম রাম দে, মেটরী, নদীয়া ... ঐ
৯৬২। " হর লাল কুণ্ডু, পোঃ বাঙ্গালঝি, ঐ বাজার, নদীয়া ... ঐ
৯৬৩। " সৌরেন্দ্র লাল দে চৌধুরী, হরিমাষ্টারের বাটী, নবদ্বীপ, নদীয়া ঐ
৯৬৪। " ঋষি পদ পাল, পোঃ বাঙ্গালঝি, ঐ বাজার, নদীয়া ... ঐ
৯৬৫। " চৌধুরী চিন্তমনি মহাপাত্র, জমিদার, ডগরপাড়া, কটক ... ঐ
৯৬৬। " গৌরাঙ্গ চরণ সাহা, জমিদার, ডগরপাড়া কটক ... ঐ
৯৬৭। " বিনোদ বিহারী কুণ্ডু, কুমারডাঙ্গা পোঃ মকিনপুর, যশোহর ঐ
৯৬৮। " নকুল চন্দ্র সাহা, মহিষডাঙ্গা পোঃ জোয়ারী, রাজসাহী ... ঐ
৯৬৯। " যোগেন্দ্র নাথ দে, নকীপুর, খুলনা ... ঐ
৯৭০। " নিশিথ নাথ পাল চৌধুরী, শিবনিবাস নদীয়া ... ঐ
৯৭১। " যশোদানন্দন পাল, ভবানীপাড়া পোঃ শান্তিপুর নদীয়া ... ঐ

৯৭২। " পঞ্চানন নন্দী সারাবেড়িয়া পোঃ আন্দুলবেড়িয়া নদীয়া ১৲

৯৭৩। " বিজয় গোপাল প্রামাণিক রামনগরপাড়া পোঃ শান্তিপুর নদীয়া ঐ

৯৭৪। " ব্রজ গোপাল কুণ্ডু ইন্দোর ষ্টেট ইন্দোর ... ঐ

৯৭৫। " ত্রৈলোক্য নাথ কুণ্ডু সরকারী ডাক্তার পোঃ আমিনগাঁও গৌহাটী ঐ

৯৭৬। " শ্রীরাম চন্দ্র সাহা Asst Engineer, দিঘাপতিয়া রাজসাহী ঐ

৯৭৭। " মদন মোহন কুণ্ডু সাহাপুর পোঃ ইংরেজ বাজার মালদহ ঐ

৯৭৮। " দীননাথ পালপুরাণ কালীকাপাড়া Baniya Chong, শ্রীহট্ট ঐ

৯৭৯। " প্রসন্ন চন্দ্র কুণ্ডু শিবনিবাস নদীয়া ... ঐ

৯৮০। " রাধা বিনোদ কুণ্ডু মহেশ বাথান নদীয়া ... ঐ

৯৮১। " শচী নন্দন কুণ্ডু এল এম এস মনাখালি পোঃ দরিয়াপুর নদীয়া ঐ

৯৮২। " গোকুল চন্দ্র সাহা আমলাসদরপুর নদীয়া ... ঐ

৯৮৩। " রামগুরু কুণ্ডু ১৫নং চাউলপটী রোড বেলিয়াঘাটা কলিকাতা ঐ

৯৮৪। " প্রসন্ন কুমার পাল জমিদার কামারগাঁও পোঃ বিথঙ্গল শ্রীহট্ট ঐ

৯৮৫। " মথুরানাথ দে পুইনি পোঃ ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান ... ঐ

৯৮৬। " সুরেন্দ্রনাথ পাল আইলহাঁস বাজার পোঃ আইল হাঁস লক্ষ্মীপুর ঐ

৯৮৭। " গোবিন্দ চন্দ্র রায় B A দিঘাপতিয়া রাজসাহী ... ঐ

৯৮৮। " অনুকুল চন্দ্র নন্দী কয়াল বাগান পোঃ সালিখা হাওড়া ... ঐ

৯৮৯। " উমাচরণ কুণ্ডু ক্ষিরেরতলা দক্ষিণ ব্যাটরা হাওড়া ... ঐ

৯৯০। " টি এন কুণ্ডু Atterkhada, পোঃ মাগুরা যশোহর ... ঐ

৯৯১। " রাধিকাপ্রসাদ দে বিহুপাড়া পোঃ সোমপাড়া মুরশিদাবাদ ঐ

৯৯২। " সুরেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরী মালঞ্চী পোঃ লক্ষণহাটী রাজসাহী ঐ

৯৯৩। " মিছুরাম ফৌজদার দিঘাপতিয়া রাজসাহী ... ঐ

৯৯৪। " পণ্ডিত চরণ পাল বিরাট পোঃ আজমিরিগঞ্জ শ্রীহট্ট ... ঐ

৯৯৫। " দীনেন্দ্র নাথ কুণ্ডু মেহেরপুর নদীয়া ... ঐ

৯৯৬। " দক্ষেশ্বর নন্দী মাথরুণ পোঃ কৈচর বর্দ্ধমান ... ঐ

৯৯৭। " হংস চরণ মণ্ডল কৃষ্ণ সায়ের পোঃ পাঁচাল বাঁকুড়া ... ঐ

৯৯৮। " চন্দ্র নাথ মজুমদার গোবিন্দপুর পোঃ লালের রাজসাহী ... ঐ

৯৯৯। " অনাদি নাথ চৌধুরী ঢাকচোর, পোঃ ডাঙ্গাপাড়া রাজসাহী ঐ

১০০০। " রজনী কান্ত সাহা, দমদমা, পোঃ তাহিরপুর, রাজসাহী ... ঐ

১০০১। " ভবানী চরণ বাবু, শিরইল, p o & Dist রাজসাহী ... ঐ

১০০২। " অভয় চরণ পাল, পোঃ লালচন্দ, শ্রীহট্ট ... ১৲
১০০৩। " পঞ্চানন মণ্ডল পোঃ তালবেড়িয়া, নদীয়া ... ঐ
১০০৪। " হরিদাস পাল, পোঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা ... ঐ
১০০৫। „ বিপিন চন্দ্র কুণ্ডু, কৈবারা, পোঃ মন্দা, রাজসাহী ... ঐ
১০০৬। " দীন নাথ দে, ভাঙ্গাবান্দের, পোঃ পাঁচাল, বাঁকুড়া ... ঐ
১০০৭। " H C Kundu বাঁশবেড়িয়া, হুগলি ... ঐ
১০০৮। " রাধা গোপাল সরকার, শিরইল, রাজসাহী ... ঐ
১০০৯। " রতি কান্ত সাহা, পোঃ আড়ানি, রাজসাহী ... ঐ
১০১০। " সারদা প্রসাদ চৌধুরী, বালসী, বাঁকুড়া ... ঐ
১০১১। " মহেশচন্দ্র পাল, Inspector of Police, পূর্ণিয়া ... ঐ
১০১২। " সুরেশ চন্দ্র পাল, পোঃ শিলিমপুর, ঢাকা ... ঐ
১০১৩। " চুনী লাল কুণ্ডু, গোবিন্দপুর, পোঃ সাগরকান্দী, পাবনা ... ঐ
১০১৪। " কেদার নাথ সাহা, আমলা, পোঃ আমালাসদয়পুর, নদীয়া ঐ
১০১৫। " যোগীন্দ্র নাথ দে, নাসীগ্রাম, বর্দ্ধমান ... ঐ
১০১৬। " শ্রীমন্ত লাল সাহা, পোঃ কুষ্টিয়া, নদীয়া ... ঐ
১০১৭। " ক্ষেত্র মোহন নন্দী ৩৯নং হেম চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর লেন, হাওড়া ঐ
১০১৮। " মতি লাল কুণ্ডু, ফুলহরি, যশোহর ... ঐ
১০১৯। " সুরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক, রামনগরপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া ঐ
১০২০। " নবীন চন্দ্র কুণ্ডু, কৈবারা, p o Mandha, রাজসাহী ... ঐ
১০২১। " শিবেশ্বর সাহা দমদমা পোঃ তাহিরপুর রাজসাহী ... ঐ
১০২২। " বৈকুণ্ঠ নাথ পাল পোঃ তাহিরপুর, শ্রীহট্ট ... ঐ
১০২৩। " যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু বল্লভদি, পোঃ মুকদমপুর ফরিদপুর ... ঐ
১০২৪। " কৃষ্ণদাস সাধুই, এম এ, বালসী বাঁকুড়া ... ঐ
১০২৫। " দামোদর মানিক করঞ্জবুনী পোঃ বালসী বাঁকুড়া ... ঐ
১০২৬। " ক্ষিতীশচন্দ্র দে মোক্তার বহরমপুর পোঃ খাগড়া মুরশিদাবাদ ঐ
১০২৭। " প্রফুল্ল কুমার কুণ্ডু মহাকাল, p o Noupara, যশোহর ... ঐ
১০২৮। " যদু নাথ নন্দী মহাকাল, p o Noupara, যশোহর ... ঐ
১০২৯। " বসন্ত কুমার দে ঝিনাইদহ স্কুল পোঃ ঝিনাইদহ যশোহর ঐ
১০৩০। " হৃদয় নাথ কুণ্ডু ত্রিবেণী পোঃ ফুলহরি যশোহর ... ঐ
১০৩১। " রাধিকা নাথ সাহা সঁপুরা পোঃ কাজলা রাজসাহী ... ঐ

১০৩২। " রাম চরণ মণ্ডল বাজে প্রতাপপুর বর্দ্ধমান ... ১৲
১০৩৩। " গিরিশ্চন্দ্র দে আবাইপুর স্কুল পোঃ আবাইপুর যশোহর ১৲
১০৩৪। " মহীন্দ্রনাথ দে ২১৩নং শ্যাম বাজার ব্রিজ রোড কলিকাতা ১৲
১০৩৫। " নফর চন্দ্র শ্রীমানি পূর্ব্বনপাড়া পোঃ মাকড়দহ হাওড়া ১৲
১০৩৬। " কালী নফর সাহা দোগাছি ষ্টেট পোঃ খলিসপুর যশোহর ১৲
১০৩৭। " রাজ চন্দ্র পাল পোঃ তাহিরপুর শ্রীহট্ট ... ১৲
১০৩৮। " রমনী মোহন কুণ্ডু পেস্কার দোগাছি ষ্টেট পোঃ খলিসপুর যশোহর ... ১৲
১০৩৯। " মনোহর সর্দ্দার পোঃ ফুলহরি যশোহর ... ১৲
১০৪০। " সুরেন্দ্র নাথ পাল বজাগোড় পোঃ পিংলা মেদিনীপুর ১৲
১০৪১। " পঞ্চানন সাউ পোঃ কাঁথি মেদিনীপুর ... ১৲
১০৪২। " রামচন্দ্র কুণ্ডু পোঃ সাগরকান্দী পাবনা ... ১৲
১০৪৩। " দুর্গাদাস নন্দী ছোটপোষলা পোঃ পোষলা বর্দ্ধমান ... ১৲
১০৪৪। " জগন্নাথ কুণ্ডু বি এ এল এম এস ৪৬নং সিমলা ষ্ট্রীট কলিঃ ১৲
১০৪৫। " ঈশান চন্দ্র পাল চৌধুরী কলাবাধা পোঃ দুরমুট মৈমনসিংহ ১৲
১০৪৬। " গগণ চন্দ্র পাল চৌধুরী হাসিমপুর পোঃ রায়পুরা ঢাকা ১৲
১০৪৭। " কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, নিদনপুর, পোঃ রায়পুরা, ঢাকা ... ১৲
১০৪৮। " দীন নাথ পাল, খিল্লগ্রাম, পোঃ চুড়খাই, শ্রীহট্ট ... ১৲
১০৪৯। " ঈশান চন্দ্র পাল, পুরাণকালিকাপাড়া, পোঃ Baniyachong শ্রীহট্ট ... ১৲
১০৫০। গোপাল চন্দ্র কুণ্ডু সুজানগর পাবনা ... ১৲
১০৫১। হরিদাস দে, p o & vill Puntsure, বর্দ্ধমান ... ১৲
১০৫২। মন্মথ নাথ কুণ্ডু হরিপুর পোঃ জীবনপুর দিনাজপুর ... ১৲
১০৫৩। অটল বিহারী মল্লিক হরিপুর পোঃ জীবনপুর দিনাজপুর ১৲
১০৫৪। অভয় চরণ দে বাখিরা পোঃ বালসী বাঁকুড়া ... ১৲
১০৫৫। রমনী কান্ত সাহা দমদমা পোঃ তাহিরপুর রাজসাহী ... ১৲
১০৫৬। উমাচরণ কুণ্ডু শিবগঞ্জ পোঃ দরিয়াপুর রাজসাহী ... ১৲
১০৫৭। দুলাল চন্দ্র পাল Bachipur, p o Juri, শ্রীহট্ট ... ১৲
১০৫৮। সতীশ্চন্দ্র পাল চৌধুরী ১১৩নং গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা ... ১৲
১০৫৯। পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু পোঃ পাঁচঘরা হুগলি ... ১৲

১০৬০। রাম নাথ কুণ্ডু, শিবগঞ্জ পোঃ দরিয়াপুর, রাজসাহী ... ১৲
১০৬১। মতিলাল পাল, পোঃ নকীপুর, খুলনা ... ১৲
১০৬২। কুমুদ নাথ মল্লিক, জমিদার রাণাঘাট, নদীয়া ... ১৲
১০৬৩। পান্নালাল নন্দী, ২৩৭নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ১৲
১০৬৪। হরচন্দ্র পাল, কলাবাধা পোঃ ভুরমুট, মৈমনসিংহ ... ১৲
১০৬৫। হেমচন্দ্র পাল পোঃ চাকৃদ নদীয়া ... ১৲
১০৬৬। বেহারী লাল নন্দী খড় বিক্রেতা কদমতলা হাওড়া ... ১৲
১০৬৭। ক্ষেত্র মোহন মাইতি পোঃ কাঁথি মেদিনীপুর ... ১৲
১০৬৮। হারাধন পাল Paikbond board school, p o Deulbar, মেদিনীপুর ... ১৲
১০৬৯। কোপীন চন্দ্র মণ্ডল আমলাই পোঃ Sijgram, মুরশিদাবাদ ১৲
১০৭০। এককড়ি দে মাপরূণ পোঃ কৈচর বৰ্দ্ধমান ... ১৲
১০৭১। বনমালী কুণ্ডু শিবগঞ্জ পোঃ দরিয়াপুর রাজসাহী ... ১৲
১০৭২। সীতানাথ কুণ্ডু হাকরা পোঃ মনিরামপুর যশোহর ... ১৲
১০৭৩। দীননাথ দে (মণ্ডল) পোঃ সালিখা যশোহর ... ১৲
১০৭৪। হরিদাস পাল বলরামপুর পোঃ বেড়ুগ্রাম বৰ্দ্ধমান .. ১৲
১০৭৫। অশ্বিনী কুমার কুণ্ডু পোঃ শান্তিপুর নদীয়া ... ১৲
১০৭৬। হরিদাস পাল বড়বাজার পোঃ বুনিয়াচুঙ্গ শ্রীহট্ট ... ১৲
১০৭৭। মহেন্দ্রনাথ পাল বাসুড়িয়া পোঃ Panga, রংপুর ... ১৲
১০৭৮। অবিনাশ চন্দ্র পাল Ulipur school, পোঃ Ulipur, রংপুর ১৲
১০৭৯। ত্রৈলোক্য নাথ কুণ্ডু শিবগঞ্জ পোঃ দরিয়াপুর রাজসাহী ১৲
১০৮০। শ্রীনিবাস কুণ্ডু আলিপুর পোঃ মহাদেবপুর রাজসাহী ১৲
১০৮১। ঈশান চন্দ্র কুণ্ডু অলিপুর পোষ্ট মহাদেবপুর রাজসাহী ১৲
১০৮২। রাজ নারায়ণ কুণ্ডু আলিপুর পোঃ মহাদেবপুর রাজসাহী ১৲
১০৮৩। অনুকূল চন্দ্র দে বাউই পোঃ ভাণ্ডারডিহি বৰ্দ্ধমান ... ১৲
১০৮৪। ননি লাল নন্দী নরসোনা পোঃ মানডাঙ্গা বৰ্দ্ধমান ... ১৲
১০৮৫। সুরেন্দ্র কুমার পাল বেজপাড়া পোঃ শান্তিপুর নদীয়া... ১৲
১০৮৬। শ্রীমন্ত লাল কুণ্ডু নূতনহাট পোঃ শান্তিপুর নদীয়া ... ১৲
১৯৮৭। যশোদানন্দন কুণ্ডু বড়বাজার শান্তিপুর নদীয়া ... ১৲
১০৮৮। অঘোর নাথ পাল ঠাকুরপাড়া পোঃ শান্তিপুর নদীয়া ... ১৲

১০৮৯। রাধাবল্লভ নন্দী বহরমপুর পোঃ খাগড়া মুরশিদাবাদ ... ১৲
১০৯০। প্রাণ কৃষ্ণ দে একরা কলিয়ারি পোঃ বাঁশজোড়া মানভূম ১৲
১০৯১। মতি লাল নন্দী শান্তিপুর নদীয়া ... ১৲
১০৯২। হৃষিকেশ মজুমদার বি এ কুষ্টিয়া হাই স্কুল পোঃ কুষ্টিয়া নদয়া ১৲
১০৯৩। রণজিৎ চন্দ্র পাল ভবানীপুর পোঃ শান্তিপুর নদীয়া ... ১৲
১০৯৪। মতিলাল কুণ্ডু পোঃ আলমপুর নদীয়া ... ১৲
১০৯৫। কৃষ্ণ চন্দ্র পাল উকিল শ্রীহট্ট ... ১৲
১০৯৬। হরচন্দ্র পাল মুন্সেফকোর্ট কিশোরগঞ্জ মৈমনসিংহ ... ১৲
১০৯৭। সহায় হরি কুণ্ডু মাজদহ পোঃ সরূপগঞ্জ নদীয়া ... ১৲
১০৯৮। শ্যামাচরণ কুণ্ডু চাঁপাইগাছি পোঃ আলমপুর নদীয়া ... ১৲
১০৯৯। বনমালী কুণ্ডু পোঃ পোতাজিয়া পাবনা ... ১৲
১১০০। দেবেন্দ্র নাথ বঙ্গ পোঃ কুলতলা শ্রীহট্ট ... ১৲
১১০১। জানকী নাথ চৌধুরী, ঝাউদিয়া, পোঃ বৈদ্যনাথপুর, নদীয়া ১৲
১১০২। জানকী নাথ কুণ্ডু, শিবগঞ্জ দরিয়াপুর রাজসাহী ... ১৲
১১০৩। পঞ্চানন কুণ্ডু নাজিরপুর পোঃ আলমপুর নদীয়া ... ১৲
১১০৪। হীরালাল দে (মণ্ডল) মহিয়াড়ী বাজার পোঃ আন্দুল মহিয়াড়ী হাবড়া ... ১৲
১১০৫। ক্ষেত্র মোহন কুণ্ডু বেড়বাড়াদিগ্রাম পোঃ হরিনারায়ণপুর নদীয়া ১৲
১১০৬। জ্ঞানেন্দ্র নাথ বঙ্গ Signaller at giagonj মুরশিদাবাদ ১৲
১১০৭। পুলিন বিহারী মট রামনগরপাড়া পোঃ শান্তিপুর নদীয়া ১৲
১১০৮। যোগীন্দ্রনাথ নন্দী ৬১নং উপেন্দ্র নাথ মিত্রের লেন সালিখা হাওড়া ... ১৲

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চরণ সরকার পোঃ কলিগ্রাম মালদহ ... ১৲
২। রজনীকান্ত নন্দী ১৩৬নং পুরাতন চিনে বাজার কলিকাতা ... ১৲
৩। হাওড়ার পুলিশ সাহেব বাহাদুর হাওড়া ... ১৲
৪। বিভূতি ভূষণ কুণ্ডু পাতুরিয়াপটী কালিঘাট কলিকাতা ... ১৲
৫। মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাশিমবাজার ... ১৲
৬। মহারাজ কুমার শ্রীশ চন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাশিমবাজার ... ১৲

Printed and published by Bahir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

পত্রঃ—(১) বম্বের শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র মহাদেব প্রভু দেশাই মহাশয় বলেন "ভিট্রাস
আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় আরও কিছু দিন ব্যবহারের জন্য আপনাকে
আদেশ দিলাম। (২) কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ৫ই
"ভিট্রাস সারসা" সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা পত্র বাহির হইয়াছে। (৩) তিনি
বাঙ্গলার ডেলটন কেমিকেল ওয়ার্কসের বিবিধ ঔষধ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

Regtd. No. C. 548.

চতুর্থ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩১৯ সাল। [প্রথম সংখ্যা।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা "তিলি জাতি সম্মিলনীর" সভ্য হইতে এবং সম্মিলনীর" মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদের নাম ধাম নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। তিলি-জাতির সুমার বা সেন্সেস গ্রহণ করিবার আয়োজন হইতেছে, শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে। যাহারা গণনাকারী ও সুপার ভাইজার হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা আপন আপন নাম ধাম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। বলা বাহুল্য বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামেই গণনাকারী নিযুক্ত হইবেন।

তিলিজাতি সম্মিলনী কার্য্যালয়
১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীরাধাচরণ পাল।
শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।
সম্পাদকগণ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা। নগদ এক সংখ্যা ৵০ আনা

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৴১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীবাহির দাস পাল।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ সাল। | ২য় সংখ্যা।

আশা।

১

মহা তিলিজাতি অদৃষ্ট গগন
ছিল এত কাল আঁধারে মগন,
শিক্ষাভাব হেতু তিলি পুত্রগণ,
পেত নানা ক্লেশ লভিতে জ্ঞান।
এবে সে আকাশে অজ্ঞানান্ধ রাশি
যাইছে সরিয়া, প্রকাশিছে আসি
শুভ জ্ঞান রবি অজ্ঞানান্ধ নাশি;
স্থাপিছেন স্কুল তিলি সন্তান।

২

যদিও জাতীয় বিদ্যালয়াভাব
রয়েছে অপূর্ণ; জ্ঞানের প্রভাব
তিলি তনয়ের আছে অসদ্ভাব
তবু হেন হয় প্রতীয়মান।
অচিরে অভাব হইবে পূরণ
সুশিক্ষা পাইবে তিলি পুত্রগণ;
রাজা মহারাজা—দাতাকর্ণগণ
তিলি সমাজেতে আছেন বর্ত্তমান।

৩

মহামাননীয় স্বজাতীয়গণ
এক মত হয়ে করি প্রাণপণ
করিছেন মহা ব্রত উদ্‌যাপন—
তিলি সমাজের অশেষ কল্যাণ।
(তাই) বহু বাধাবিঘ্ন অবহেলি আজ
সগর্ব্বে "বান্ধব" করিছে বিরাজ,
জাতীয় উন্নতি প্রথম সোপান।

৪

এ সব নেহারি হৃদে হয় আশা,
ঘুচিবে মোদের জাতীয় দুর্দ্দশা;
গ্রাম্য তিলিগণ করিয়া ভরসা,
শাখা সম্মিলনী করি অনুষ্ঠান।
কি ধনী দরিদ্র আবাল বনিতা,
তিলি সমাজের যে আছেন যথা
জাতির হিতে না করি অন্যথা,
স্ব স্ব সাধ্য মত করিবেন দান।

শ্রীশ্যাম প্রসন্ন কাটারি,
চাইবাসা।

সেরপুর নিবাসী স্বনাম ধন্য পুরুষবীর স্বর্গীয় রমণী মোহন রায় চৌধুরীর জীবন-বৃত্তান্ত।

প্রস্তাবনা।

সংসারে কালই দুরতিক্রম। ভাব ও অভাব (জন্ম এবং মৃত্যু) সুখ এবং দুঃখ সকলেই কালের অধীন। কাল ভূতবর্গকে সৃজন ও সংহার করিতেছে, আবার কালই প্রজা-সংহারক মৃত্যুর বিনাশক। জগতে কালই শুভাশুভ সমস্ত বিষয়ই করিতেছে। কাল অব্যক্ত মহৎ প্রবৃত্তিকে

সঙ্কুচিত করিয়া পুনরায় প্রসারিত করে। জগতের লয়ের অবস্থায় একমাত্র কালই জাগ্রত থাকে।

তাই বলিতেছি কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। সমভাবে বর্ত্তমান স্বাধীন-কাল সমস্ত প্রাণিবর্গে বিচরণ করিতেছে। উদ্যানে ফুলটীর প্রতি চাহিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন উহা যেন অস্তিত্ব গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া স্বীয় মহিমা বিস্তার করিতেছে; আবার কল্য হয় ত দেখিবেন সেখানে কিছুই নাই, শুধু দু-চারিটী ভূ-পতিত পুষ্প-পত্র এবং বৃন্ত অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মানুষের জীবনও সেইরূপ। আজ দেখিবেন হতভাগা মানব উন্নতির চরম সীমায় সমুন্নত হইয়া বৃথা গর্ব্ব করিতেছে, আবার হয় ত কিছু দিন পরে দেখিবেন প্রজা সংহারক কাল তাহাকে বিনাশ করিয়াছে এবং তাহার কীর্ত্তিকলেবরের প্রতি দয়া পরবেশ হইয়া তাহার মহিমা জগতে বিস্তার করিতেছে। অনেকে মনে করেন যে মৃত্যুর সহিতই মানব জীবন শেষ হয়; এটী সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কবি বলিয়াছেন :—

Life is real, life is earnest and the grave it not its goal;
Dust thou art, to dust reternest was not spoken of the soul.

অর্থাৎ জীবন স্বপ্ন নহে, ইহা বৃথা ব্যয় করা উচিৎ নহে; ইহা মৃত্যুর সহিত শেষ হয় না "মাটীর শরীর মাটীতেই মিশাইবে" এ কথা আত্মা সম্বন্ধে বলা হয় নাই। এই ত গেল আত্মা সম্বন্ধে; আবার কালের করাল গ্রাসে পতিত মানবের কীর্ত্তিগুলিও ইতিহাসে পরিস্ফুট হইলে তাহার যশঃ সৌরভ আরও বিস্তৃত হয়। তাই বলি "Death is but a transplantation of human worth blooming in profit otherwise, not final extinction."

স্বজাতীয় কীর্ত্তি "তিলি বান্ধবে" প্রকাশ করিবার বোঝা স্কন্ধে লইয়া আজ আমি দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৃত্তান্ত ঘটিত নিবেদন।

রচনা লেখা কঠিন কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই বিশেষতঃ মাদৃশ জনের এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুখের বিষয়, স্বজাতিকৃত কীর্ত্তিকলাপের অভাব নাই, কিন্তু সেগুলি বন-পুষ্পের ন্যায় বনেই ঝরিয়া পড়িতেছে;

নানা কারণে ইতিহাসের কোণেও স্থান পায় না। তাই হৃদয়ের আবেগে ও উৎসাহীগণের উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া যে তিলি মহাত্মার কীর্ত্তিকলাপ সুধীবৃন্দের গোচরে আনায়ন করিতে বাসনা করিয়াছি তাঁহার নাম রমণী মোহন রায় চৌধুরী। স্বর্গীয় মহাত্মার জীবনী তেমন ঘটনা পূর্ণ নহে। অতএব যে সমস্ত অল্প সংখ্যক কাগজ পত্র অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন বৃত্তান্ত রচনায় প্রয়াস পাইতেছি, প্রায়ই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায় চৌধুরী এবং মদীয় সহোদর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ কুণ্ডুর যত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। সালঙ্কারাদি রচনাদ্বারা বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেওয়া বা লিপি নৈপুণ্য দেখান লেখকের উদ্দেশ্য নহে এবং তাহা ক্ষমতা বহির্ভূত। স্বজাতীয় কীর্ত্তি ইতিহাসে প্রকটন করিবার চেষ্টা পাইতেছি মাত্র। এক্ষণে পাঠক বৃন্দের সমীপে নিবেদন তাঁহারা এ প্রবন্ধে সেরূপ সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য পাইবেন না কারণ লেখক প্রবীন নহে সে জন্য ক্রটী গ্রহণ না করেন।

বাল্য-জীবন।

রমণী মোহন সাহা চৌধুরী ১২৭৯ সালের ৬ই শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিতে দিবা ১৷০ সোওয়া প্রহর সময় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মোহন লাল সাহা চৌধুরী উচ্চবংশ সম্ভূত ও সেরপুরের মহাস্থানী পট্টীভুক্ত ছিলেন। আধুনিক "রায় চৌধুরী" পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষগণ সর্ব্বপ্রথমে ব্যাবসা—বাণিজ্যাদি দ্বারা সুখে কালাতিপাত করিতেন এবং তদ্দ্বারাই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে ক্ষম হইয়াছেন কিন্তু মোহন লাল সাহা চৌধুরী তেজারতি সত্বেও তৎকালীন জমিদারী দ্বারা সংসারের উন্নতি সাধন করেন এবং ক্রমে উন্নতির উচ্চ সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে একমাত্র পুত্র রমণী মোহন সাহা চৌধুরী জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পিতাকে প্রায় সকল সময়েই বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত সুতরাং রমণী মোহন মাতৃ দেবী " ইচ্ছাময়ী " কর্ত্তৃক আদরে প্রতিপালিত হইয়া দিন দিন—সংসারকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিতে লাগিলেন। অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি তৎকালীন স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠা-

ভ্যাস আরম্ভ করেন তিনি মাতা পিতার বড় আদুরে ছিলেন সুতরাং কয়েক বৎসর পাঠাভ্যাসের পরই স্কুলে বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাটীতেই প্রাইভেট টিউটারের সাহায্যে ইংরাজি লিখিতে ও পড়িতে শিখেন এবং অবসর মত পিতার সহিত ষ্টেটের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ত্রয়োদশ বৎসরের কিশোর মাত্র, কিন্তু পিতার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ও পরিবারের আদুরে ছেলে বলিয়া ১২৯২ সালের ২৪শে আষাঢ় তারিখে পিতা জঁাকজমকে তাঁহার বিবাহ দেন। তিনি শৈশব হইতেই ষ্টেটের কার্য্য দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং তদ্দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। সুতরাং অল্প বয়সেই জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কার্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারগ হন। এ দিকে প্রজাগণও দিন দিন তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিল।

বিবাহের পর আট নয় বৎসর মধ্যে অর্থাৎ ১৩০০ সালের পূর্ব্বে তাঁহার দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অধুনা ইহাঁরা,—

শ্রীযুক্ত অনন্ত মোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায় চৌধুরী, নাবালক অবস্থায় আছে। অভিভাবিকা স্বয়ং মাতৃদেবী। কয়েক বৎসর পরই মোহন লাল একটু সামান্য জ্বরে আক্রান্ত হয়েন কিন্তু রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ১৩০৬ সালের ৩রা আষাঢ়ে দুটী পৌত্র ও একমাত্র পুত্র রমণী মোহন সাহা চৌধুরীকে রাখিয়া অশিতি বৎসর বয়সে গঙ্গালাভ করিলেন।

প্রসিদ্ধির কারণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শৈশব হইতে তিনি ষ্টেটের কার্য্য বড় ভাল বাসিতেন। এক্ষণে পিতার মৃত্যুর পর স্বীয় অতুল সম্পত্তির প্রতি মন নিবিষ্ট করিলেন এবং কিরূপে ষ্টেটের উন্নতি সাধন করিবেন তৎপ্রতি চেষ্টিত হইলেন। প্রথমতঃ সেরপুর ও রংপুরের সমুদায় সম্পত্তি যাহা এ যাবৎ তাঁহার পিতার নামেই ছিল তাহাতে—নিজের নাম জারী করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন অবশেষে ১৩০৭ সালের ২২শে ভাদ্র তারিখে উক্ত নাম জারীর জন্য জেলা পাবনা ও বগুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে

দরখাস্ত করেন। "আমার পিতা ৺মোহন লাল সাহা চৌধুরী মহাশয় গত ১৩০৬ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে আমাকে একমাত্র পুত্র ও প্রবল উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করায় আমি ত্যক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলিকার আছি" ১৯০২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নাম জারীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি কতকগুলি সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং সেই গুলিও তাঁহার প্রসিদ্ধির একমাত্র কারণ। অনুমান ১৩০৭ সালে শ্রীশ্রীলক্ষী পূজা এবং বিজয়ার দিনে তাহার মিছিল, যাহা এখনও মহা-সমারোহে সুসম্পাদিত হইতেছে এবং যাহার মহিমা সহস্র কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছে সেই পূজা ও মিছিল তাঁহার পিতার আমলে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত না বলিয়া নিজ জমিতে একখানা মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিতীয় বার প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করেন। আশা করি তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ পিতার এই ধর্ম্মাদি জনিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি চিরদিনই দৃষ্টিপাত করিবেন। এই সময়ে তিনি ২৯ বৎসরের যুবক ; এই বয়সেই তাহার মন ধর্ম্ম বিষয়ে নিবিষ্ট হয়। তিনি মাংসাদি ভক্ষণ করিতেন না কারণ উহা নিজেই অহিতকর বুঝিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে ভিক্ষুকদিগকে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। দান ধর্ম্মে তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত হস্ত ছিলেন, ১৩০৭ সনে তাঁহার দরিদ্র ভগিনী ও ভাগিনেয়ী উভয়কে যথাক্রমে ২০৲ এবং ৫৲ নিজ সম্পত্তি হইতে মাসিক মাসহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন এবং এ সময়ে তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে ২।৪ জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের পৈতা গ্রহণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কোন যাচক কোন কিছুর প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিলে কখনই পরাঙ্মুখ হইত না। তিনি প্রজাদিগকে এমনি ভাবে সুশাসনে রাখিলেন যে প্রজাগণ একদিকে যেমন তাঁহাকে দেখিয়া থরথরি কাঁপিত অপর দিকে তেমনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। দুই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান "জেলে পাড়া" ইত্যাদি মহাল খরিদ করিয়া ষ্টেটের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিলেন এবং বাটীর প্রাচীন অট্টালিকা সমূহ নূতন নূতন বিশাল অট্টালিকায় পরিণত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে "রায়" উপাধি গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর ১৯০৩ খৃঃ পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ জলকষ্ট পীড়িত প্রজাদিগের

ও পথিকগণের দুঃখ নিবারণার্থ তাঁহার " পাইকড়া " মহাল মধ্যে একটী পুষ্করিণী খনন করিবার জন্য মনস্থ করিলেন কিন্তু এই সময়ে বগুড়া সরকারী ডাক্তার খানার (charitable—Dispensary) সংলগ্ন একটি হাঁসপাতালের অভাব হইয়াছিল, সে জন্য বগুড়ার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার রমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহাকে এই অভাবটীর কথা জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শানুযায়ী কি পরিমাণ অর্থ হইলে উক্ত হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইতে পারে এই মর্ম্মে কুমার বাহাদুরকে জানাইলেন এবং সঠিক খবর পাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার রমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের হস্তে পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ উক্ত হাঁসপাতাল " মোহন লাল হল " হইবে এই হিসাবে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করিলেন। কিন্তু রাজসাহী বিভাগের তৎকালীন কমিশনার সাহেব সি, আর,—মেরিডিন (C R Maridin Esqr. C S) ১৯০৩ খৃঃ ৪ঠা জুন তারিখে উক্ত দুই হাজার টাকা তদুদ্দেশে অপর্য্যাপ্ত হইবে মনে করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার বাহাদুরকে দার্জ্জিলিং হইতে পত্র লিখিলেন ঃ—

With reference to your letter No. 198 J. * * * and the enclosure in which you state that Babu Ramani Mohon Rai Choudhury , a zamindar and merchant of Sherpur , has placed Rs 2000 in your hand as a gift for the construction of a surgical ward attached to the Bogra Charitable Dispensary, after the name of his deceased father, Mohan Lall Chaudhury, I have the honour to inform you to point out to the donor that his generous donation of Rs 2000, though it would provide a surgical ward, would not for its up-keep* * * *

To this should also be added a further sum for contingencies, servant etc * * * Babu Ramani Mohon Rai Choudhury may be asked under the circumstances if he is willing to provide a further sum for the

endowment of the ward. in which case it would be named after his decreased father, or whether he is willing to pay the Rs, 2000 for its construction on the condition that a tablet should be put up in the building with an inscription stating that the building has been erected by him in memory of his deceased father. You are now requested to ascertain and report the further wishes of the donor in the matter.

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর কমিশনার সাহেবের পত্রের মর্ম্ম রমণী মোহন রায় চৌধুরীকে জানাইলে তিনি ১৮ই জুন তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরকে যেরূপ উত্তর প্রদান করিলেন তাহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন তাঁহার হৃদয় কত মহৎ ও উন্নত ছিল; পত্র খানি এইরূপ :—

With referance to your office Memo. No. 277* * * initiating that the proposed surgical ward cannot be named after my deceased father unless an endowment for servants etc., besides my gift of Rs. 2000, be also made by me, I have the honour to remind you that I have placed the said sum of Rs. 2000 in your hand on the clear understanding that the ward would be named "Mohon Lall Ward" after my decreased father * * * I should, however, feel highly obliged if your Worship would be pleased to request the worthy Commissioner of the Division and the Inspector General of Civil Hospitals, Bengal, to ascertain and inform me what further sum is to be paid for the purpose. ***

শেষ জীবন।

সকলেই জানেন "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ"। সুখ কাহারও ভাগ্যে চিরস্থায়ী রহে না। সময়ে সময়ে সকলকেই দুঃখের বোঝাও স্কন্ধে লইতে হয়। সাধারণতঃ মানব জীবনের প্রথমাংশ সুখ সচ্ছন্দে অতিবাহিত হয় কিন্তু শেষাংশ জ্বালাযন্ত্রণাপূর্ণ হইয়া থাকে। সেই জন্য মহামতি স্কট বলিয়াছেন :—

Our Youthful summer oft we see
Dance by on wings of game and glee
White the dark storm reserves its rage
Against the winter of our age.

রমণী মোহন রায় চৌধুরীর জীবনীও তদ্রূপ, পাঠক! দেখিবেন তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ কত আনন্দপূর্ণ? কিন্তু শেষ জীবন কত বিষাদময় তাহা পরে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই সময়ে তিনি ত্রিংশ বৎসরে পদার্পন করিলেও ইহা জীবনের শেষাংশ। হায়! দুর্ভাগ্য মানব তাহা তখন বুঝিতে পারে নাই। ১৩০৯ সালে তিনি রক্তপিও ও ক্ষয়ী রোগে (Cough and Himoptysis) সাংঘাতিকরূপে আক্রান্ত হইলেন। এদিকে ক্রমশঃ তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তারগণের পরামর্শানুযায়ী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মধুপুরে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে উক্ত বগুড়ার হাসপাতাল সম্বন্ধে পুনরায় পত্র লিখিলেন; তখন তাঁহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও মানসিক অবস্থা কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত হয় নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি কমিশনার সাহেবের দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত হাসপাতালের একটী মারবেল টেব্‌লেট যাহাতে তাঁহার মৃত পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ নামাদি লিখিত হইবে সেই টেব্‌লেটের নিমিত্ত ১৫০৲ দেড় শত টাকা এবং একখানি অপারেশন টেবিলের নিমিত্ত ১০০৲ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। ১৯০৩ খৃঃ ২২শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কেমিষ্টিস্ আর স্কট টমসন কোং (R Scott Thomson & Co) তাঁহাকে যেরূপ ভাবে আবেদন করেন

তাহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার যশঃ সৌরভ কতদুর বিস্তৃত হইয়াছিল, পত্র খানি এইরূপ :—

We beg to ask you to kindly permit us to supply any surgical instruments and medicines which may be required for the surgical ward which is attached to the Bogra Charitable Dispensary towards which you have so liberally given a donation of Rs. 2000, * * * we should be glad to supply all the requirements of the Bogra Charitable Dispensary.

* * * *

We await your "order".

অতঃপর মধুপুরে তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রথমতঃ বাটীতে কিছুকাল ভালই ছিলেন এবং সকলে মনে করিতে লাগিল বুঝি ভগবান এ যাত্রায় তাঁহাকে রোগের কবল হইতে মুক্ত করিলেন। কিন্তু বিধির বিধান বুঝিবে কাহার সাধ্য। তিনি পুনর্ব্বার পীড়িত হইলেন এবং রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ১৩১০ সালের ২৮শে ফাল্গুন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেরপুর নিজ ভবনে ৩ বৎসর মাত্র ষ্টেট পরিচালন করিয়া ৩১ বৎসর বয়সে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। যদিও তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জনে ক্ষম হইয়াছিলেন তিনি সর্ব্বদাই ধনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে মন নিবিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৩১০ সালের ৫ই আষাঢ় কোন এক বন্ধুকে যেরূপ পত্র লেখেন তাহা হইতে ইহা উত্তমরূপে বোধ গম্য হয়। তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

" * * * ধন এবং প্রাণ মানুষের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদির মূল নয় কি? আমাদের এই দুইয়ে স্পৃহা ত্যাগ করিয়া

* * * *

ধর্ম্মে মন দেওয়া, উচিত" Bacanবলিয়াছেন :— I cannot call reaches better than the beggar of virtue অতএব দেখা যাইতেছে তিনি উক্ত মন্ত্রটী সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। যান

স্বনাম ধন্য কর্ম্মবীর। আপনার ৩টী বৎসরের কীর্ত্তিকলাপ ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা কুমুদ কামিনী চৌধুরাণী স্বামীর প্রতিশ্রুত বগুড়া হাঁসপাতালের নিমিত্ত ২৫০৲ আড়াই শত টাকা সেরপুরের তৎকালীন ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় দ্বারা বগুড়ার ডিস্‌পেন্‌সারী কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া পরলোক গত স্বামীর ও তিলি জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেন।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, সাং সেরপুর।

---

* পণ্ডিতবর ও সংস্কৃত কবিবর মহাত্মা ৺ হরি মোহন প্রামাণিকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

+ ১৭৪৮ শকাব্দের ৫ই পৌষ মঙ্গলবারে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুর গ্রামে হরি মোহন প্রামাণিকের সম্ভ্রান্ত তিলি বংশে জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাধামাধব প্রামাণিক ও পিতামহের নাম রাম চন্দ্র প্রমাণিক। রাম চন্দ্র প্রামাণিক নিজালয়ে শ্রীশ্রী৺ রাধারমণজি বিগ্রহের মূর্ত্তি স্থাপন ও অন্যান্য বহুবিধ সদ্ব্যয়ের দ্বারা ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যান।

রাধামাধব প্রামাণিক বাল্যে সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা করিয়া পরিণত বয়সে কলিকাতায় থাকিয়া ইংরাজি শিক্ষা করেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় শান্তিপুর গ্রামে যে কয়েক জন উক্ত ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ছাত্র। বিদ্যানুশীলনে তাঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল, এবং স্বয়ং শিক্ষক রাখিয়া অনেক ছাত্রকে নিজালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার কৃত কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ যদিও আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় নাই, কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকে ও বাঙ্গালা ভাষায় পদাবলী ও গীতাদি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে

---

* কবিবর হরি মোহন প্রামাণিকের সুবিস্তৃত জীবনী, শান্তিপুর "যুবক কার্য্যালয়" কিম্বা শরচ্চন্দ্র প্রামাণিক, রামনগর পাড়া ঠিকানায় পাওয়া যায়। + "কবি সময় নিরূপণ" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

বিশেষ গুণপনা লক্ষিত হয়। পাঠকবর্গের গোচরার্থ এই স্থলে রাধামাধব প্রামাণিকের কৃত একটী কীর্ত্তনের কতকাংশ উদ্ধৃত করা গেল; এই প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনটী অদ্যাপি শান্তিপুরে সময়ে সময়ে গীত হইয়া থাকে।

তাল ঠেকা—রাগ বসন্তবাহার।

চন্দ্র মল্লিকা যুথি বিকশিত হয়। (আহা)
কুঞ্জে শোভে অতিশয়।
গুঞ্জরে মধুকর মানোহর রঙ্গে।
হরি খেলত নব গোপী সঙ্গে॥
মোহন লাল, লাল, লাল হে।
বাজত তাল তরঙ্গে,
নাচত মুরহর মোহন ত্রিভঙ্গে॥
ডালে গোলাল, আজু রঙ্গ ভৈই ভাল।
গাওয়ে রসাল কোহি ধরে করতাল;
পীতবসন শোভে শ্রীনন্দ কুমার,
নীলবসন রাধার, দোঁহে বদন দোঁহে
নিরখে অপাঙ্গে॥

রাধামাধব প্রামাণিকের সততা ও বদান্যতার বিষয় সর্ব্বদাই লোক মুখে শ্রবণ করা যায়। হরি মোহন রাধামাধব প্রামাণিকের তৃতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাধাশ্যাম ও মধ্যম বিশ্বম্ভর যৌবনাবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। বাল্যকালে হরি মোহন তাঁহার পিতার নিকটে সামান্যরূপে ইংরাজি, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা করেন। যৌবনাবস্থায় তিনি প্রসিদ্ধ কবিরাজ কালিদাস সেনের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও মুন্সি কিনু নামক জনৈক মুসলমান মৌলবীর নিকট রীতিমত পারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। যদিও কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট ইংরাজি ভাষা পরে অধ্যয়ন করেন নাই, তথাপি সংস্কৃত ও পারসি ভাষার ন্যায় ইংরাজিতেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার আসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ব্যাকরণ, অভিধান ও প্রথম পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে তিনি বর্ত্তমান ইয়ুরোপের ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষা ও অনেকগুলি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার রচিত যে কয়েক খানি

প্রসিদ্ধ পুস্তক তাহার গুণান্বিত পুত্র ৺ যশদানন্দন প্রামাণিক (M. A. B. L. Pleader of High Court, Calcutta.) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, একবার পাঠ করিয়া দেখিলে প্রমাণিত হয় ও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার, পাণ্ডিত্বের এবং দুর্গম সংস্কৃত ক্ষেত্রে গভীর ও সুনিপুণ গবেষণার জন্য আশ্চর্য্যন্বিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। সুযোগ পাইলেই উপযুক্ত ব্যক্তির নিকটে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেন। (১)

১৭৭৭ শকে হরি মোহন প্রামাণিক "সংস্কৃত কোকিল দূত" কাব্য রচনা করিয়া ১৭৮৫ শকে মুদ্রাঙ্কিত করেন। উক্ত কাব্যের সংস্কৃত টীকা তাঁহার সংস্কৃত অধ্যাপক কালিদাস সেনের ও বাঙ্গালা টীকা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দীনদয়াল প্রামাণিকের নামে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থই হরি মোহন প্রামাণিকের লেখা। গ্রন্থখানি বিতরণ জন্যই মুদ্রাঙ্কিত করেন।

---

(১) ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার আনুরক্তি ও অধ্যবসায় ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত দুইখানি পত্রে প্রকাশ পাইবে। প্রথম পত্রখানি ১৮৭১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে শান্তিপুর হইতে তিনি রেভেরেণ্ড স্যামুয়েল ডাইসন সাহেবকে লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় পত্রখানি কলিকাতার বেনেটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ১২৭৮ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। প্রথম পত্রখানি, যথা :—

SIR,

*   *   *   *

An attentive perusal of the Greek Gospels has incited in me great curiosity of reading the original Pentateuch. I presume therefore to ask your directions as to which Hebrew and English Grammar may be found to be the most appropriate for a beginner.

I have, &c.,

Hair Mohon Pramanik.

"সংস্কৃত কোকিলদূত" কাব্য রচনার পূর্ব্বে তিনিই ইংরাজিতে "An address to young Bengal" নামক আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক এক প্রবন্ধ রচনা করেন: তাহা অদ্যাপি মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ১৭৮৭ শক হইতে ১৭৯৩ মধ্যে "কবি সময় নিরূপণ" "কমলা করুণা বিলাস" নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থের সূত্রপাত ও কিয়ৎ পরিমাণে সমাপ্ত সাধন করেন (২)। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে "কবি সময় নিরূপণ" এতদিন পরে মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইয়ুরোপের বর্ত্তমান ও প্রাচীন সমস্ত ভাষাই সংস্কৃতমূলক, এই বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ বহু পরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ ও এক বিস্তৃত গ্রন্থের সূত্রপাত করেন গ্রন্থকারের অকালে মৃত্যু হওয়ায় উক্ত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পত্রখানি, যথা :—

* * * * *

কল্য সংক্রান্তিতে শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ লেখাইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। তুমি যত শীঘ্র পার গোস্বামী ভট্টাচার্য্যর টীপ্পনী আর যে যে টীকা পাওয়া যায় তৎসমুদয় এবং গোস্বামী গ্রন্থের তালিকা পাঠাইলে ভাল হয়। শ্রীশ্রী৺গ্রন্থ লেখা তোমার অপেক্ষায় বন্ধ রহিল। ঐ সকল টীকা টীপ্পনী না পাইলে কিরূপে লেখাই; এক গ্রন্থেই সব টীকা লেখাইতেছি। তোমার সেই জিন্দ ভাষার ব্যাকরণ অদ্যাপি পাই নাই; উহার জন্য পুনর্ব্বার লিখিলাম।

* * * * *

শুভার্থিনঃ

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামিনঃ।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, উপর্য্যুক্ত পত্র দুইখানি তাহার ৪৫ বৎসর বয়সের সময়ে লিখিত; ইহার দুই বৎসর পরে হরিমোহনের মৃত্যু হয়।

(২) খৃষ্টীয় ১৮৭১ সালের ১৫ই (?) তারিখে কলিকাতায় অবস্থিতিকালে হরি মোহন প্রামাণিক নিজ রচিত গ্রন্থের যে একটী তালিকা করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:—

১৭৯৫ শকের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে তিলিকুলতিলক কবিবর হরি মোহন প্রামাণিকের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর ৮ মাস হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষরূপ বিব্রত ছিলেন তথাপি সাংসারিক বিষয়ে এতাদৃশ নির্লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না। প্রাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কিয়ৎকাল ধর্ম্মচিন্তার পর ১১টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা; পরে স্নানান্তর দুই ঘণ্টা যাবৎ পূজাহ্নিক; বৈকালে পুনরায় অধ্যয়ন; সন্ধ্যার পর গৃহ দেবতার মন্দিরে হরিনাম ও সংকীর্ত্তন; পরে রাত্রি ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত পুনরায় অধ্যয়ন, এইরূপ দৈনন্দিন ব্রত ছিল। বদান্যতা ও পরদুঃখকাতরতা তাহার জীবনের ভূষণ ছিল। তাঁহার কখন কোন শত্রু ছিল না বলা অত্যুক্তি হয় না, এবং তাঁহার পবিত্র

IN SANSKRIT.

1. A Dramatic Poem founded upon subject of an Episode of the Puran and written also with reference to the late famine, containing some moral precepts as regards the acquisition and proper use of wealth.

IN VERNACULAR.

2. A Sanskrit Dissertation of Rhetoric translated for the first time.

3. A chronological Biography with critical remarks of some eminent Indian Poets.

4. A philosophical work with a brief synopsis showing the coincidence existing in some points between the eastern and the western tenets of Philosophies.

5. An Alphabetical Lexicon showing the different modes in which Sanskrit words may be written.

জীবনের নানাবিধ প্রসঙ্গ অদ্যাপি লোকমুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। শান্তিপুর চৈতন্য দেবের লীলাস্থান ও অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া তিনি ইহার পবিত্র মৃত্তিকা চর্ম্ম পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক কখন স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় পবিত্র, সংযমী, নিষ্ঠাবান, বিদ্বান, সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি জগতে বড়ই বিরল।

প্রত্যেক স্বজাতিরই তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি পাঠ করা একান্ত দরকার ও কর্ত্তব্য। তাঁহার কবিত্বশক্তি, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার নানা বিজাতীয় ভাষায় আশ্চর্য্য অধিকার, তাঁহার সংস্কৃত ও জ্যোতিষি বিদ্যার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, তাঁহার অকৃত্রিক ভগবৎ ভক্তি এবং নির্ম্মল চরিত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইবেন।

তিলি জাতির মধ্যে এবম্প্রকার মহৎ ব্যক্তি কত জন্মগ্রহণ করিয়া নীরবে স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিবে?

---

6. A new Guide for learning easily the rules for distinguishing the numbers and genders of certain Sanskrit words'

NOT YET COMPLETE'

7' A Comparative Grammer.

8, The Common Source of Religion,

এখানে হরি মোহন প্রামাণিকের "সংস্কৃত কোকিল দূত" রচিত কাব্যের দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যথা ঃ—

" সিন্ধুস্বর্গাশ্বশুভ্রাংশৌ শকে দেবপ্রাসাদতঃ।
বসন্তদূতদূতাখ্যাংজাতং কব্যামৃতং গবি ॥ "

ইহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই,—

"বৃন্দাবৃন্দমরন্দবিন্দুনিচয়স্যন্দেন সন্দীপিতাদ্
গন্ধাদ্যস্য সনন্দনাদিরমৃতানন্দেঽপি মন্দাদরঃ।
মোক্ষানন্দথু নিন্দি সেবন সুখস্বাচ্ছন্দ্যসন্দোহদং
তদ্বন্দেমহি নন্দনন্দনপদদ্বন্দারবিন্দং মুহুঃ ॥ "

আমরা জানি না, খোঁজ লই না, তাই কোন কিছুরই অবগত নহি। ইহা আমাদের গৌরব নহে বরঞ্চ কলঙ্ক।

"Search you will find the like enumerable men. It (Tilijati) is no barren. It is like :—

"Full Many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full Many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweatness on the desert air".

মোদের গরীব দেশ।

মোদের গরীব দেশ!
ওগো মোদের গরীব দেশ!
রাজা! মনে রেখো, মনে রেখো, রেখো হে নরেশ।
ওগো মোদের গরীব দেশ!
তুমি রাজার রাজা, তস্য রাজা, তোমারি এ দেশ,
তাই মনে রেখো, মনে রেখো, রেখোহে নরেশ।
দেখে গেছ নিজের চোখে
ভারতের লোক কেমন দুঃখে
কাটে কত ক্লেশ;
দেখে গেছ নিজের চোখে, ওগো ও নরেশ।
তাই মনে রেখো, মনে রেখো মোদের গরীব দেশ।

গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই,—

"বৃন্দাবন্যান্মধুপুরমিতে মাধবে তস্য পশ্চা
দায়াস্যামি ত্বরিতমিতিবাগ্‌বীজসম্ভূতমেকং।
আশাবৃক্ষং নয়নসলিলৈঃ সিঞ্চতী বর্দ্ধয়ন্তী
রাধা বাধাবিবশহৃদয়া যাপয়ামাস মাসান্‌॥"

শ্রীমৎ।

ধন ধান্যে পূর্ণ ছিল, ছিল সাম গান,
রাগরাগিনী বাঁধা ছিল, ছিল পূর্ণ তান ;
বেদ মন্ত্র উচ্চারিত আর্য্য ঋষিগণ,
সুখ শান্তি ভরা ছিল, ছিল এক মন।

আমাদের সেই ভারত, সেই ভারত সেই গরীব দেশ,
দেখে গেছ নিজের চোখে, ওগো ও নরেশ !

ছয় ঋতু ছবার এসে,
ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে,
কলকণ্ঠ বিহগের কণ্ঠভরা তান,
নিশার শেষে, সকল দেশে, কেমন মাতায় প্রাণ।

ফুলের সুবাস, ভাসিয়ে আকাশ, ভেসে চলে যায়,
ঐ আকাশের, ঐ আকাশের, ঐ আকাশের গায় ;
নীল আকাশে, চাঁদের পাশে হাঁসে তারাগণ,
কাশী কাঞ্চী তীর্থ আছে, আছে বৃন্দাবন ;
আমাদের সেই তীর্থ সেই তীর্থ, সেই গরীব দেশ !
দেখে গেছ নিজের চোখে ওগো ও নরেশ।
তাই মনে রেখো, মনে রেখো, মোদের গরীব দেশ।

আবার তুমি আস্‌বে শুনে,
ছিন্ন প্রাণে বাজছে বীণে ;
করুণস্বরে, হৃদয় ভ'রে উঠছে মধুর তান,
ভারতবাসী হ'য়ে খুসী গাইছে মঙ্গল গান,
তোমার তরে পথের ধারে, আছে সবাই ব'সে,
দুঃখী মোরা, এসো ত্বরা, কহগো কথা হেসে,
তোমার তরে অকাতরে সঁপে দিয়ে মন,
ইন্দ্রপ্রস্থে মহাব্যস্তে, সাজায় সিংহাসন,
সেই আসনে, বসে তুমি কর অভয় দান,
দীন দুঃখী প্রজা মোরা, বাঁচাও মোদের প্রাণ,
এসো তুমি দ্যাখো চেয়ে, কেমন মোদের ক্লেশ,
অন্তহীন দুঃখ রাশি, নাইকো দুঃখের শেষ॥

তুমি দেখ গেছ নিজের চোখে ওগো ও নরেশ।
তাই মনে রেখো, মনে রেখো, মোদের গরীব দেশ।

জনৈক ভক্ত প্রজা—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস কুণ্ডু, বাচামারি, মালদহ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

বিজ্ঞাপন। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে,—যে সকল তিলি-সন্তান ১৯১২ সালে ম্যাট্রিকিউলেসন; ইণ্টারমিডিয়েট; বি, এ ; এম, এ; উকালতি; মোক্তারি; ইঞ্জিনিয়ারি; ওভারসিয়ারি; ডাক্তারি কিম্বা অন্য যে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের পিতার নাম ধাম এবং কোন পরীক্ষার কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতীয় ছাত্রগণের পরীক্ষায় ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

এককালীন দান। ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মাহদহ জেলার অন্তর্গত কলিগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ চরণ সরকার মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে "তিলি-বান্ধব" পত্রিকার উন্নতি কল্পে ৫৲ পাঁচ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে এলেনগঞ্জ—এলাহাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ পাল মহাশয় তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তিলি-বান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে ২৲ দুই টাকা সাহায্য করিয়াছেন। প্রত্যেক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে স্বজাতি মহোদয়গণের নিকট ঐরূপ কিছু কিছু সাহায্য পাইলে বান্ধবের দুর্দ্দশার অনেকটা লাঘব হয়। যে সকল তিলি মহোদয় তিলি-বান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে এবং তিলি বান্ধব মুদ্রাযন্ত্রের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমরা চির ঋণী রহিলাম।

বৈষ্ণব সম্মিলনী। ১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় ৩০২ নং অপার সার্কুলার রোডস্থিত মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভবনে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর" দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তদুপক্ষে যথারীতি শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও নাম সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

আদ্যশ্রাদ্ধ। মালদহ জেলার অন্তর্গত কলিগাঁও গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ চরণ সরকার মহাশয়ের পরমারাধ্য পিতৃদেব বিগত ২১শে চৈত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ২০শে বৈশাখ তারিখে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আদ্যশ্রাদ্ধ। জেলা হাওড়ার অন্তর্গত নাইকুলি বাউনপাড়া নিবাসী ৺ রাজেন্দ্র নাথ মল্লিকের আদ্যশ্রাদ্ধ ২২।২৩।২৪।২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পাঁচ পরগণার বহু আত্মীয় ও কুটুম্ব উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহু সংখ্যক কাঙ্গালী ও আগন্তুকদিগকে সন্তোষের সহিত খাওয়ান হইয়াছিল। এই কার্য্যোপলক্ষে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, বলা বাহুল্য এই টাকা তাঁহার উইল কৃত স্বীয় কারবার হইতে খরচ করা হইয়াছে।

ম্যাট্রিকিউলেসন্ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

প্রথম বিভাগ।

জেলার হুগলির অন্তর্গত পুইন্যান গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ শেঠ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান অমৃত লাল শেঠ প্রথম বিভাগে।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত নবদ্বীপ গ্রাম নিবাসী ৺ হরি জীবন কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বৈদ্য নাথ কুণ্ডু প্রথম বিভাগে।

ঐ জেলা ও ঐ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বেহারী লাল কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শিবতোষ কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রাম শঙ্কর নন্দী ১ম বিভাগে।

ঐ জেলার অন্তর্গত মানকানালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেনারাম ধুণ্ডার পুত্র শ্রীমান বনমালী ধুণ্ডা ও শ্রীমান প্রমথ নাথ ধুণ্ডা ১ম বিভাগে।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাঘাদাড়ী গ্রাম নিবাসী শ্রীমান পদ্ম লোচন সাহা কাঁথি হাইস্কুল হইতে ১ম বিভাগে

রামনগর—শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু পুলিন বিহারী মট মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান পঞ্চানন মট ১ম বিভাগে।

জেলা হুগলির অন্তর্গত সোনামাকুরী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধরচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

দ্বিতীয় বিভাগ।

জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত চৌগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হর চন্দ্র সাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান যোগেশচন্দ্র সাহা ২য় বিভাগে।

জেলা ঢাকার অন্তর্গত শ্রীনিধি গ্রাম নিবাসী শ্রীমান মথুর চন্দ্র পাল ২য় ভিাগে।

কলিকাতা ৫৮, ৫৯নং বলরাম দের ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গ মোহন পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান দুর্গাপদ পাল New Indian School হইতে ২য় বিভাগে।

জেলা হাওড়ার অন্তর্গত বাল্‌টিকরী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভূষণচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র শেঠ ২য় বিভাগে।

তৃতীয় বিভাগ।

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত মানকানলী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল চন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বসন্তকুমার দে তৃতীয় বিভাগে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত সাহাগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান কানাই লাল নন্দী (Intermidiate in science) দ্বিতীয় বিভাগে।

জেলা হাওড়ার অন্তর্গত সাঁতরাগাছি গ্রাম নিবাসী ডাক্তার প্রিয়নাথ পাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান উপেন্দ্র নাথ পাল (Intermidiate in art) দ্বিতীয় বিভাগে।

জেলা হাওড়ার অন্তর্গত সীবানন্দবাটী গ্রাম নিবাসী ৺মহাদেব চন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মনীন্দ্রনাথ দে ১ম বিভাগে।

বি, এস, সি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বৈদ্যপুরের বিখ্যাত জমিদার বংশীয় ৺আশুতোষ নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান যোগেশ্বর নন্দী এ বৎসর বি, এস, সি, পরীক্ষা বহরমপুর কলেজ হইতে সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এম, এস, সি পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন।

ডাক্তারী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

জেলা হাওড়ার অন্তর্গত দক্ষিণ বাঁ্যাটরা নিবাসী ৺বেহারীলাল মাহিন্দার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ মাহিন্দার L. M. S (Homœo) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পাত্রীর প্রয়োজন। সতীশচন্দ্র দে নামক একটী বালক বিগত ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রোপলিটন্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহার বয়স ১৯ বৎসর ২ মাস। ইহার নিমিত্ত একটী সুন্দরী পাত্রীর প্রয়োজন। পাত্রীটী একাদশ তিলি হওয়া চাই, ইহার কুষ্ঠি আছে, পাত্রীর কুষ্ঠি থাকিলে গণনা করা হইবে। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন বা অনুসন্ধান করুন।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ দে।
১১৬নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখকের মন্তব্য।

কি উপায়ে স্বজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হইবে, প্রথমতঃ তদ্বিষয় সাধারণের হৃদয়ঙ্গম জন্য চেষ্টা করা বিধেয়। কোন্ পথে পরিচালিত এবং কি কি সদুপায় নির্দ্ধারণ করিলে উক্তোন্নতি অনায়াস লুব্ধ হইবে, তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সমগ্র জাতির শক্তি সংগ্রহ দ্বারা ইহা এবং নানাবিধ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। বঙ্গদেশে তিলি জাতির প্রাদেশিক সমিতি স্থাপন এবং তিলিকুলের কৌস্তুভমণি, তিলিকুলতিলক, নৃমণি মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে উক্ত প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি মনোনীত করণ, এবং প্রত্যেক জেলায় এক একটী জেলা সমিতি স্থাপন ও পালচৌধুরী প্রভৃতি তুল্য মহাত্মাগণকে প্রত্যেক জেলা সমিতির অধিনায়কত্বে বরণ এবং প্রত্যেক গ্রামে পুরাকালাবধি একটী গ্রাম্যসমিতি যাহা অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে, এই গ্রাম্য সমিতির সংস্কার সাধন এবং প্রত্যেক সমিতির মাসিক কি ত্রৈমাসিক অধিবেশনের সময় ও স্থান নির্দ্ধারণ। কার্য্য পরিচালনের প্রধান অঙ্গ অর্থা-

গমের উপায় সর্ব্বাগ্রে করণীয়। প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতির উপর চাঁদা ধার্য্য করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সমস্ত গ্রাম্য সমিতির অর্পিত বার্ষিক চাঁদার টাকা প্রাদেশিক সমিতির একটী স্বতন্ত্র তহবিলে জমা থাকিবে। তদ্বারা দুইজন শাস্ত্রজ্ঞ সুনিপুণ অধ্যবসায়ী বহুদর্শী ন্যায়বান লোক সমিতি সমূহের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের মাসিক ব্যয় ও বেতন প্রত্যেকের এক শত টাকা করিয়া দিতে হইবে। এই ব্যক্তিদ্বয় সহিষ্ণু, মধুরভাষী, দেশকালপাত্র বিবেচক, এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সরলতার আদর্শ স্বরূপ হওয়া প্রয়োজন। কর্ম্মচারীদ্বয় সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া প্রতিভা ও অকাট্য যুক্তিবলে পল্লীবাসী নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকে ও সমিতির নিয়মে পরিচালনে বাধ্য করিতে পারিবেন। প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতির সভাপতিও প্রধান সভ্যগণকে লইয়া জেলা সমিতি গঠন এবং প্রত্যেক জেলা সমিতির সভাপতি ও প্রধান সভ্যগণকে লইয়া প্রাদেশিক সমিতি গঠন হইবে। সুতরাং সমগ্র তিলি সম্প্রদায়েরই স্ব স্ব সাধ্যানুসারে সহানুভূতি ও যোগদান একান্ত বিধেয়। সমুদায় সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বার্থত্যাগ প্রয়োজনীয়। নিজস্বার্থান্বেষণে এতাদৃশ মহৎকার্য্যে কেহ যেন যোগদান না করেন। সর্ব্বাগ্রে মহিমান্বিত মহোদয়গণের আদর্শ স্বরূপ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ সাধারণগণ শত শত স্থানে উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন। যেখানে স্বার্থ সেখানেই অনর্থ এবং তৎসঙ্গেই কার্য্য পণ্ড হইয়া থাকে এই বিধায়ে সর্ব্বতোভাবে উহা বর্জ্জনীয়। সমিতি সমূহ হইতে পরিদর্শক কর্ম্মচারী শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বালক, বালিকা, কুমার, কুমারী, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও পতিহীনা প্রভৃতি লোকের সংখ্যা স্থির করিয়া লইবেন। এতৎ কার্য্যে সমিতির প্রধান বর্গের সহানুভূতি প্রয়োজন। যে সকল সমিতির সভ্য মহোদয়গণ বঙ্গভূষণ বদান্যপ্রবর মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্রের উপস্থিত বাঞ্ছনীয় বোধ করিবেন, তত্রত্য সমিতিতে মহারাজ বাহাদুর অবশ্যই সমাসীন হইয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবেন। যাহাতে স্বজাতীয় বালক বালিকাগণ অনায়াসে কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, কৃষি শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি বিধান দ্বারা দাসত্ব শৃঙ্খল বিমোচন করতঃ স্বাধীন জীবিকার্জ্জনে সক্ষম হয় তাহার উপায় বিধান করা জাতীয় শক্তির সমষ্টি ব্যতীত দুরাশা মাত্র।

নিবেদক—শ্রীভোমন চন্দ্র নন্দী, সাহাপুর, মালদহ।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৬ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৫৫১। শ্রীযুক্ত অভয় চরণ কুণ্ডু, কাঞ্চনপুর, পোঃ চাম্পাপুর, বগুড়া ১৲
৫৫২। " আশুতোষ পাল, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ ... ১৲

১৩১৭ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৬৭৬। শ্রীযুক্ত অভয় চরণ কুণ্ডু, কাঞ্চনপুর, পোঃ চাম্পাপুর, বগুড়া ১৲
৬৭৭। " আশুতোষ পাল, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ ... ১৲

১৩১৮ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

১১০৯। শ্রীযুক্ত জয় গোবিন্দ কুণ্ডু, পোঃ প্রসাদপুর, কুণ্ডুবাটী, রাজসাহী ১৲
১১১০। " অনন্তরাম চিনে, ৯নং নরসিংহ রোড, হাওড়া ... ১৲
১১১১। " হরেকৃষ্ণ দে, কাসিমপুর পোঃ ভোলাহাট, মালদহ ... ১৲
১১১২। " সুরেন্দ্র নাথ দে ১৭নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ১৲
১১১৩। " প্রসন্ন নাথ নন্দী, ৩নং লোক নাথ চাটার্জ্জির লেন, শিবপুর ১৲
১১১৪। " চণ্ডীচরণ দে, ২৫০।৫ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৲
১১১৫। " ভোলানাথ সাউ, ফলপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা ১৲
১১১৬। " সাধুচরণ পাল, কলাপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা ১৲
১১১৭। " পূর্ণচন্দ্র দে, কলাপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা ১৲
১১১৮। " যুগল চন্দ্র চৌধুরী, কলাপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিঃ ১৲

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৭। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র কুণ্ডু, কুণ্ডুবাটী, পোঃ প্রসাদপুর, রাজসাহী ১৲
৮। " জয় গোবিন্দ কুণ্ডু, কুণ্ডুবাটী, পোঃ প্রসাদপুর, রাজসাহী ... ১৲
৯। " কালী পদ নন্দী, ১নং বেলগেছিয়া রোড, হাওড়া ... ১৲
১০ " কুমার বসন্তকুমার রায়বাহাদুর,এমএ, বি এল, দয়ারামপুর রাজসাহী ১৲
১১। " চণ্ডীচরণ দে, ২৫০।৫ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ... ১৲
১২। " ননি লাল দে, কলাপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা ১৲

Printed and published by Babir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

প্রশংসা পত্রঃ—(১) বম্বের শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র মহাদেব প্রভু দেশাই মহাশয় বলেন "ভিট্রাস সারসা" ব্যবহার করিয়া আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় আরও কিছু দিন ব্যবহারের জন্য আপনাকে ১ বোতল পাঠাইবার আদেশ দিলাম। (২) কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে "ভিট্রাস সারসা" সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা পত্র বাহির হইয়াছে। (৩) তিলি বান্ধব সম্পাদক মহাশয় হাওড়ার ডেলটন কেমিকেল ওয়ার্কসের বিবিধ ঔষধ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

নূতন আমদানী ফুল ও সব্জী বীজ।

প্রতি তোলা বীজের মূল্য :—বীট, ।৹, বাঁধাকপি,—নারিকেলী ১৲, জলদি ড্রমহেড—অয় ঢাকের ন্যায় বৃহৎ ১৲, ঐ নাবি ১৲, লাল বাঁধাকপি ১৲, স্যাভয়—কাফি কপি ১৲, গাজর, ।৹, ফুলকপি; আর্লি গ্লোবল ৩৲, ইক্লিপস ২৲; একস্ট্রা আর্লি ১॥৹, অটম জায়ান্ট ১।৹; পাটনাই জলদি ॥৶৹, ঐ নাবি ॥৶৹, ল্যাণ্ড্রেথের কাঁটাশূন্য পাঁচ সেরী বেগুণ ৸৹; প্যাকেট ।৹, ওলকপি ৸৹, সালাদ ৸৹, পিয়াজ, সাদা ৸৹, লাল ৸৹, মূলা, আমেরিকার—লং সাদা ।৹, লং—কাল ।৹; লং—লাল ।৹,—লাল ডিম্বাকার ।৹, কাঁথির ৶৹,—রাক্ষুসে কুমড়া ৸৹;—রাক্ষুসে লাউ ৸৹, টমাটো ৸৹, সালগম ।৹, লঙ্কা—রাক্ষুসে ।৹, প্যাকেট, মটর—আমেরিকার পাউণ্ড ১৲, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ; তোলা ৶৹, পাউণ্ড ২৲, ফুল বীজ ৮ রকম ১॥৹, মাশুল। গাছের মূল্য তালিকা বিনা মূল্যে।

দি হাওড়া প্ল্যান্ট এণ্ড সিড ষ্টোরস, ১১৪ নং খুরুট রোড হাওড়া।

Regtd. No. C. 548.

চতুর্থ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩১৯ সাল। [তৃতীয় সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা "তিলি জাতি সম্মিলনীর" সভ্য হইতে এবং সম্মিলনীর" মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদের নাম ধাম নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। তিলি জাতির সুমার বা সেন্সেস গ্রহণ করিবার আয়োজন হইতেছে. শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে যাহারা গণনাকারী ও সুপার ভাইজার হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা আপন আপন নাম ধাম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। বলা বাহুল্য বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামেই গণনাকারী নিযুক্ত হইবেন।

তিলিজাতি সম্মিলনী কার্য্যালয়
১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরাধাচরণ পাল।
শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।
সম্পাদকগণ।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৷১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধব পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | আষাঢ় ১৩১৯ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

নব বর্ষে।

(১)

উষাকালে পূর্ব্বাকাশে প্রকৃতি সুন্দরী,
ললাটে সিন্দূর বিন্দু করিছে ধারণ;
বিকাশে আপন শোভা আহা কি মাধুরী,
হেরিয়া নয়নে তাহা জুড়ায় জীবন॥

(২)

মলয় হিল্লোল বহে অতি মৃদু বেগে,
তাহে অভিষিক্ত মিষ্ট কুসুম সৌরভ;
বিতরে আপন মনে সুগন্ধ চৌদিকে,
ছুটিছে ভ্রমর কুল লভিতে বিভব॥

(৩)

পিকবধু কণ্ঠ হ'তে ঝরে সুধাগীতি,
শুনিয়া শ্রবণে তাহা মোহিছে অন্তর;
ভ্রমিতেছে পশুগণ মদালসা গতি,
বাহিরিল পশুরাজ ত্যজিয়া বিবর॥

(৪)

হৃষ্টচিত্ত মনোরম শাবক কুরঙ্গ,
জানাইছে ভালবাসা কুরঙ্গ সকাশে;
নবালোক হেরি সুখে যতেক বিহঙ্গ,
কলধ্বনি করি জাগে বিপুল সাহসে॥

(৫)

নববর্ষে নবালোকে শর্ব্বরী প্রভাতে,
সকলি আনন্দময় নব দীপ্তি হেরি,
তুমি কেন রহ তিলি নিমগ্ন সুপ্তিতে?
মেলরে লোচনদ্বয় নিদ্রা পরিহরি॥

(৬)

আসন বিস্তৃত তব হের উচ্চস্থানে,
কেন তবু নিম্ন দৃষ্টি কেন নত মুখে?
পশিয়াছে নবপ্রভা হৃদয় প্রাঙ্গনে,
উঠরে জাগিয়া সবে অন্তরের সুখে॥

(৭)

হীন নহে কভু তিলি পাশ্চাত্য শিক্ষায়,
বিদ্যা বুদ্ধি মানে জ্ঞানে কভু নহে ন্যূন;
তবু কেন তিলি জাতি ঘুমাইয়া রয়,
আপন প্রভুত্ব বুঝি জানেনা কখন॥

(৮)

হিংসা দ্বেষ অভিমান দিয়া বিসর্জ্জন;
সবান্ধবে একপ্রাণে মিলিয়া হরিষে,
কর্ত্তব্যের পথে সবে হও আগুয়াণ,
অলসতা দূরে রাখি বিপুল সাহসে॥

(৯)

রাজমিস্ত্রি হয়ে হও নিজ কার্য্যে রত,
তব আশা অট্টালিকা স্পর্শিবে বিমান,
উদ্যম সাহস সঙ্গী কর অবিরত,
কাশিমবাজার-পতি হন ভিত্তিস্থান॥

(১০)

জাতীয় উন্নতি ইচ্ছা প্রবল বাসনা,
করিবেন পূর্ণ বিভু দয়ার আধার ;
এক মনে তাঁর পদ করিয়া বন্দনা,
কর্ম্মক্ষেত্রে মহোল্লাসে হও অগ্রসর ॥

(১১)

মাননীয় মহারাজ আর রাজাগণ,
করুন সমাজে দান সুশিক্ষা-সুবুদ্ধি,
তব আজ্ঞাকারী হোক স্বজাতীয়গণ,
দূর হোক সমাজের কুনীতি কুবুদ্ধি ॥

(১২)

জাগ তিলি জাগ সবে কিসের ভাবনা,
কর্ম্মক্ষেত্র মহাক্ষেত্র যেন তীর্থ স্থান ;
উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি হৃদয়ে ধারণা,
এ মহা সাধন ক্ষেত্রে সঁপহে পরাণ ॥

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল, ডাক্তার,
সেকের পাড়া, পোঃ মগরা, মৈমনসিংহ।

প্রতিশোধ।

(১)

"স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা নাই বলিয়া আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে এত পশ্চাতে পতিত আছে" নির্ম্মল পড়িবার সময় হাসিতে হাসিতে এই কথা বলেন। "হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষ, এদেশে কোনও দিন স্ত্রী শিক্ষা বা স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল না। পুরাকালে এই ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির দেশ ছিল। অমল একটু ক্রোধের সহিত নির্ম্মলের প্রতিবাদ করিল।

"অমল, তুমি নিশ্চয় জানিবে 'না জাগিলে যত ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা।' ভাই অমল তুমি যতই কেন বল না, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার না হইলে আমাদের দেশের উন্নতি সম্ভবপর নহে। পুরাণাদি গ্রন্থেও অনেক বিদুষী ললনার নামোল্লেখ দেখা যায়।' "তা হোক, তখনকার সে শিক্ষায় ও আজকালকার এ শিক্ষায় অনেক তফাৎ আছে। অন্তঃপুরচারিণী রমনীগণ বিবি সাজিয়া প্রকাশ্যে রাজপথে বাহির হইলেই বোধ হয় তোমার মতে দেশের উন্নতি হইল। দেশোন্নতির এমন সহজ পন্থা তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কেই সম্ভবপর হয়।" ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে অমল নির্ম্মলের উত্তর দিল।

"অমল, তোমার কি কুসংস্কার, তুমি তোমার স্বদেশবাসিনী ভগিনীগণকে চিরকাল ঘোমটার আড়ালে রাখিতে চাও। চিরকাল তাঁহাদিগকে অজ্ঞান তিমিরে রাখিতে তোমার এত সাধ! স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে সমাজ যে কোন অশুভ ফলোৎপাদন হইতে পারে, তাহাতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। স্ত্রী যদি পুরুষের সহধর্ম্মিণী সমসুখদুঃখভাগিনী ও সংসারের প্রধান অবলম্বন হয়েন, তাহাহইলে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে শিক্ষিতা করা কর্ত্তব্য।" নির্ম্মল একটু শ্লেষের সহিত অমলের এই প্রতিবাদ করিল।

অমল স্বভাবতঃ একটু কোপন স্বভাব, অভিমানী, তাহাতে পিতা মাতার চির আদরে প্রতিপালিত। সে নির্ম্মলের শ্লেষ বাক্যে সাতিশয় রাগান্বিত হইল। নির্ম্মলের আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। দুই চক্ষুর বারি ধারা তাহার পরাজয় ঘোষণা করিয়া দিল।

নির্ম্মলও অমলের স্বভাব জানিত, শেষে মারামারি হয় এই ভয়ে সেও অমলেরে আর কিছু বলিল না।

অভিমানী পুত্র সে স্থান পরিত্যাগ করতঃ পিতার নিকট গিয়া নালিস রুজু করিল।

অমলের পিতা একজন Retired Deputy Magistrate পেন্সন লইয়া তিনি স্বগ্রামেই বাস করিতেছেন। তিনি তিলি বংশোদ্ভব হইয়াও, সামাজিক হিসাবে একটু লিবারেল গোছের। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক হইয়াও তিনি গোপনে যাহা ইচ্ছা পানাহার করিতেন। অমল তাঁহার একমাত্র পুত্র, অমলের মাত্র একটী ভগিনী ছিল।

নির্ম্মল মাতৃপিতৃহীন অনাথা বালক। ত্রিসংসারে তাহার বলিতে আর কেহই নাই। সে আশৈশব অমলের মাতা পিতার নিকট লালিত পালিত হইতেছে।

পিতা পুত্রের নালিসের কি মীমাংসা করিবেন একটু চিন্তা করিয়া পুত্রের বিপক্ষেই নিজের রায় দিলেন। অহঙ্কারক্ষুব্ধ পুত্র পিতাকে সমুচিত শিক্ষা দান করিবার নিমিত্ত স্নেহবতী মাতার নিকট আপীল রুজু করিল।

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া গ্রীবা হেলাইয়া বলিতে লাগিলেন, পুরুষ, স্ত্রী জাতির কি দরকার তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন? হিন্দুর ঘরে লেখা পড়ার কোন দরকার দেখি না। হিন্দু ললনা গৃহিণীপণা জানিলেই হইল, সেই শিক্ষাই তাহার সুখ সম্পদ, সেই তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য। অন্য কোনরূপ শিক্ষার কোন আবশ্যকতা ত আমি দেখি না।

অমল আপীলে মোকর্দ্দমা পাইয়া কতক শান্ত হইল। সেই সময় দশম বর্ষীয়া সুধা তাহার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "মা, যদি স্ত্রী জাতির শিক্ষার কোন দরকার না থাকে তাহাহইলে তুমি কেন এত পাশ করিয়াছ, আগামী কল্য হইতে তাহা হইলে আমিও আর স্কুলে যাইব না।"

মাতা অধরে দন্ত টিপিয়া কন্যার দিকে চাহিলেন, কন্যা নিরুত্তর হইল।

(২)

নির্ম্মল ও অমলের মধ্যে সদ্ভাব ও ভালবাসা যথেষ্ট। একে অন্যের অদর্শনে ক্ষণকাল থাকিতেও কষ্ট বোধ করে। অমলের পিতামাতাও নির্ম্মলকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন ও ভালবাসেন। তাহারা একত্রে শয়ন, ভোজন, ক্রীড়া ও কৌতুকাদি করিয়া থাকে। তাহাদের বাল্য জীবনের ৪।৫ বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল। স্কুলে নির্ম্মল ও অমল উভয়েই তুল্য ছিল। ক্লাসের পরীক্ষায় উভয়েই সমান স্থান অধিকার করিত। ক্রমে মাইনর পরীক্ষার সময় আসিল, উভয়েই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। দৈব দুর্ব্বিপাকে নির্ম্মল পরীক্ষা দিতে পারিল না। অমল সম্মানের সহিত সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিল। ডেপুটীর পুত্র বৃত্তি লাভ করিল, লোকের মুখে তাহার আর সুখ্যাতির অন্ত রহিল না। গ্রামে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে কেবল অমলের প্রশংসা। পুত্রের সুখ্যাতি

শুনিয়া কোন্ পিতার হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। অমল একে ডেপুটী নন্দন, তাহাতে এমন গুণবান্ ; সে যে পল্লীগ্রামের শিরোভূষণ তাহা বলাই বাহুল্য। আর হতভাগ্য নির্ম্মল, তাহার দিকে ফিরিয়া চায় কে? সে মাতৃপিতৃহীন অনাথ বালক, আজন্ম অভাবের ভীষণ নিষ্পেষণে নিপীড়িত, পরান্নে জীবিত, পরগৃহে প্রতিপালিত, দৈবাধীনে পরীক্ষার সুখাস্বাদনে পরাঙ্মুখ সে জন্য সাধারণতঃ সে সকলের সহানুভূতি ও সমবেদনার যোগ্য পাত্র। কিন্তু হায়, তাহার সহিত অমলের তুলনায় লোকে নির্ম্মলকে নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ মনে করিতেছে। হে স্বার্থান্ধ মানব, একবার নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার জীবনের ঘটনাস্রোত বিলোকন কর, তাহার নিজ শক্তির পরীক্ষা কর—তাহার পর সদাসুখপুষ্ট লক্ষ্মীর প্রসাদ ভোগী ডেপুটীর পুত্র অমলের সহিত স্বগুণে গুণান্বিত দরিদ্র তনয় নির্ম্মলের তুলনা করিও। পক্ষপাত না করিলে তুলাদণ্ডে উভয়কেই সমান দেখিতে পাইবে।

অমল পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া ও নির্ম্মল পরীক্ষা প্রদানে অকৃতকার্য্য হইয়াও উভয়ে ইংরেজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। তার পর বেশ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উভয়েই উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইল। এখন উহাদের মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা। স্কুলের Debating ক্লবে একে অন্যের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে। অমল অন্যায্য কথা বলিলে নির্ম্মল তাহার সংশোধন করে, আবার নির্ম্মল ন্যায়সঙ্গত কথা বলিলেও অমলের তাহাতে প্রতিবাদ করা চাই। বাহিরে এরূপ ঘোর বাদ বিসম্বাদ থাকিলেও এখনও তাহারা অন্তরে একাত্মা। আশৈশব প্রতিপালিত দুই বন্ধু এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটী পুষ্প কোরকের ন্যায় ডেপুটীর গৃহ শোভিত করিতে লাগিল।

ক্ষণিক বালদ্বেষ, তাহার পর তাহার মীমাংসা। সময়ে ভীষণ প্রতিযোগিতা, তাহাতে বেশ রেষারেষি, তাহার পর পুনরায় উভয়ের মিলন; সময়ে সময়ে তর্ক বিতর্কে কথা কাটাকাটি, তাহার শেষে উভয়ের মন খুলিয়া সাদর সম্ভাষণ। এই ভাবে কয়েক মাস অতীত হইলে স্কুলের Debating ক্লবে একদিন বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। নির্ম্মল তাহার স্বভাব সিদ্ধ তেজস্বিতার সহিত হিন্দু রমণীর পক্ষপাতিত্বে

বিধবা বিবাহের সমর্থন করিয়া, এবং অমল নির্ম্মলের প্রতিবাদ করিয়া মাতা ভগিনীর নিকট বাহাদুরী লইবার মানসে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখিল।

স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় যে প্রবন্ধের পরীক্ষা করিলেন। ভাষার লালিত্য ও চমৎকারিত্বে, সুযুক্তিপূর্ণ তর্কের অবতারণায়, সুকীর্ত্তিত গবেষণায় ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে হেড মাষ্টার মহাশয় নির্ম্মলের প্রবন্ধ স্কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

নির্ম্মল যথানির্দ্দিষ্ট মেডেল প্রাপ্ত হইল। অমল মাথা হেঁট করিয়া বাড়ী আসিল।

(৩)

অমল প্রতিযোগিতায় ভগ্নাশ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। বিদ্যালয়ে সকলে নির্ম্মলের প্রশংসা করে দেখিয়া অমলের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহার সদা প্রফুল্ল বদন-কমলের যে ভাব লক্ষ্য করিয়া অমলের পিতা অনুমানেই তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি নির্ম্মল ও অমলকে ডাকিয়া তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতে মনস্থ করিলেন। বালবিধবা বিবাহ দ্বারা সমাজ সংস্কারের আন্তরিত ইচ্ছা থাকিলেও প্রকাশ্যে সমাজের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার গৃহিণী বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র সম্মত বলিয়া স্বীকার করিবেন না, এ ধারণা তাঁহার ছিল। সুতরাং এরূপ স্থলে স্ত্রী পুত্রের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নিজের মত-বিরুদ্ধ হইলেও বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন মনস্থ করিলেন। সংসারে মনুষ্য মাত্রেরই দোষ আছে, নির্দ্দোষ মনুষ্য পরমেশ্বরের অবতার। সেই দেবতুল্য মহাপ্রাণ ডেপুটীর শরীরে সকলই গুণ—এত গুণ না থাকিলে কোন ব্যক্তি জীবনে কখনও উন্নতি করিতে পারে না। সেই পূত চরিত্র দেব হৃদয়ে যে সামান্য দোষ থাকিতে পারে না, এমত নহে।

অপর পক্ষে নির্ম্মল বিধবা বিবাহের পক্ষে যে সকল সারবান যুক্তির অবতারণা করিয়াছে তাহা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হইল। তাঁহার এজলাসে তিনি বড় বড় উকিল কৌন্সিলের যুক্তির ও

তর্কের বিরুদ্ধেও নিজের রায় বাহাল রাখিয়াছেন সত্য! কিন্তু এখন নির্ম্মলের এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার টু শব্দটুকু করিতেও মন সরিল না। এক দিকে আত্মজের দুর্জ্জয় অভিমান, সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর দারুন প্রতিবাদ, অন্যদিকে মাত্র নির্ম্মলের প্রতি সত্যের বিচার। পুত্রকে অসন্তুষ্ট করিলে, গৃহিণী অসন্তুষ্ট হন, আর পুত্রসম নির্ম্মলকে অসন্তুষ্ট করিলে ন্যায় বিচার হয় না। এমত স্থলে তিনি শ্যাম রাখেন কি কুল রাখেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুত্রসম নির্ম্মলকে ন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট করিলে গৃহে বাস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে মনে করিয়া তিনি পুত্রের মানই রক্ষা করিলেন।

পিতার নিকট আশ্বস্ত হইয়াও অমলের মন শান্ত হইল না। কারণ যদি তাহার মাতা তাহার পক্ষ সমর্থন না করেন তাহা হইলে পিতার অনুগ্রহ তাহার কোন ফলোপদায়ক হইবে না ভাবিয়া অমল মাতার নিকট এই প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিল। অমলের ধারণা ছিল, তাহার মাতা কখনও তাহার বিপক্ষে বলিবেন না। কারণ কোন হিন্দু রমণী বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বলিতে পারে না।

কর্ত্তা যখন বিধবা বিবাহের বিপক্ষে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন তখন গৃহিণীর হৃদয় বাল বিধবার দুঃখে গলিয়া গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অধীর হইয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "তোমাদের কি ঘোর অবিচার! তোমাদের সমাজ বন্ধন কত ভীষণ! তোমাদের অন্তঃকরণ কি নির্ম্মম! তোমরা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছ. সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কত আন্দোলন করিতে দেখিয়াছি, এখন তুমি বলিতেছ বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত নহে! আহা, কুসুমোপম সুকুমারী বালিকা বিবাহের কি বোঝে? সে স্বামীকে চিনে না, সংসারের ভাল মন্দ বিচার করিতেই শিখে নাই, তাহাকে তোমরা চির বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে এই হিন্দু সমাজ গড়িয়াছ! সমাজ সংস্কারক তোমরা, তোমাদের জন্য আচার ব্যবহার ব্রতনিয়ম, সব শিথিলী কৃত! বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হইলেও পুত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমানে তোমাদের বিবাহের সাধ ষোল কলায় বিদ্যমান রহিবে, আর হতভাগিনী বাল বিধবা গণ কঠিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন দ্বারা জীবনাতিপাত করিবে—এই তোমাদের ব্যবস্থা। তাহাদের জীবনে যে কোন সাধ আশা থাকিতে পারে তাহা বোধ

হয় তোমাদের ধারণায় আসে না। বলিহারি তোমাদের করুণার্দ্র হৃদয়, শতধন্য তোমাদের সমাজ সংস্কার!!"

"আমি স্বীকার করি পুরুষের একাধিক বিবাহ নিতান্ত অনুচিত, তাহাদের যথেচ্চচারিতাও বিগর্হিত। আমিও এই সকল দমনের একান্ত পক্ষপাতী। পুরুষকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত সমাজে অন্য এক অন্যায়ের প্রচলন হইবে তাহার মানে কি?" অমল আপন মনে অনুচ্চস্বরে এই কথা বলিল। অমলের মাতা তাঁহার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"যদি এ যাবত পুরুষকে সামান্য স্বার্থও পরিত্যাগ করিতে দেখিতাম, তোমরা যদি সামান্য ত্যাগও স্বীকার করিতে তাহা হইলে বুঝিতাম সমাজ সংস্কার তোমাদের হাতে।"

ডেপুটী বাবু দেখিলেন তাহার সমূহ বিপদ, তিনি গৃহিনীর সহিত কি ভাবে তর্ক করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তর্ক-শাস্ত্রের কুটীল নীতি তাহার নিকট হইতে যেন দূরে পলাইয়া গেল।

"আজ যদি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন হয় তাহা হইলে সাবিত্রী ও সীতার নাম হিন্দু গৃহ হইতে বিলুপ্ত হইবে। যে সতীত্ব রত্নের জন্য ভারতবর্ষ জগতে অতুল্য, সম্মানার্হ ও পূজ্য ছিল, তাহা আর থাকিবে না।" অমল বড় দুঃখে, বড়ক্ষোভে এতগুলি কথা বলিল। বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল। হিন্দুর অতীত গৌরবের মোহময়ী স্মৃতি যতই তাহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল, ততই তাহার শরীর উত্তেজিত, হৃদয় উদ্বেলিত ও মনপ্রাণ বিচলিত হইতে লাগিল। অমল ভাবিল হিন্দু ও হিন্দুর দেশকে অন্য কেহ তাহার ন্যায় ভালবাসে না।

"অমল, তুমি হিন্দুর সমাজের ভিতর অনুসন্ধান কর নাই, সমাজে যে পাপস্রোতঃ অবাধে অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতি তোমার আদৌ লক্ষ্য নাই। একটা নূতনত্বের প্রচলন ভয়ে তুমি এত ভীত হইতেছ, কিন্তু পাপ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া কত হিন্দুগৃহে যে গোপনে বিরাজ করিতেছে তাহা তুমি অনুধাবন করিয়াছ কি? যে গৃহে বিলাসিতার শত উপকরণ সর্ব্বদা বিরাজমান, যে স্থানে বিধবা ভ্রাতৃবধূর সম্মুখে ননদিনী মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বামী সহবাস করে, যে স্থানে বিধবা কন্যার সম্মুখে জননী আতর, লেভেণ্ডার ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন না যে গৃহে পিতা বিধবা কন্যার সৎশিক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্ত

না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, আজ কাল যে গৃহে নানারূপ কুৎসিত নাটক নভেলের ছড়াছড়ি ; সেই স্থানে, সেই হিন্দু গৃহে. অমল, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সতী শিরোমণি ব্রহ্মাচারিণী বঙ্গ কামিনী দেখিতে ইচ্ছা কর ? অমল দেশের সে দিন আর নাই ! সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজের ও পুনর্গঠণ আবশ্যক হইয়াছে এখন আমাদের পূর্ব্ব গৌরবের মোহে অধিষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে কেন ? অমল, মোহ পরিত্যাগ কর, কার্য্যে ব্রতী হও। ”

ডেপুটী-গৃহিণী আন্তরিক নির্ম্মলের উপর সন্তুষ্ট হইলেও, এ ক্ষেত্রে তাঁহার পুত্রের পরাজয় দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পুত্রস্নেহপরায়ণা মাতা পুত্রের অযোগ্যতা চিন্তা করিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। আত্মজের অপমানে নিজেও অপমানিত মনে করিলেন। অভিমানিনী রমণীগণ অভিমানকে বড়ই আদর করিয়া থাকে। ডেপুটী আন্তরিক বড় সুখী হইলেও পুত্র ও কলত্রের জন্য মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন না।

(৪)

অমলের মাতাও এবার তাহার পক্ষে সমর্থন করিলেন না; তিনিও নির্ম্মলের দিকে টানিয়া তাহারই মন ও মান রক্ষা করিলেন ; অমলের যুক্তি তর্ক সকল অনুপযুক্ত আর নির্ম্মল যাহা বলে তাহা বেদ বাক্যের ন্যায় সত্য ও অভ্রান্ত ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া অমল নির্ম্মলের উপর সাতিশয় জাতক্রোধ হইল। অমল মনে ভাবিল, তাহার অন্নে পুষ্টকায়, তাহারই অনুগ্রহে প্রতিপালিত, আর তাহাদের যত্নে এতদূর শিক্ষাপ্রাপ্ত নির্ম্মলের নিকট আজ সে নত মস্তক। ডেপুটীর-পুত্র হইয়া সামান্য দরিদ্র তনয়ের নিকট অপমানিত। তরুণরাগরঞ্জিত অরুণের কিরণ সম্পাতে যেমন পূর্ণচন্দ্রের বিমল আভা নিষ্প্রভ হইতে থাকে, অমল ভাবিল, নির্ম্মলের উন্নতিতেও সেইরূপ তাহার যশোরাশি ক্রমেই হীনপ্রভ হইবে। অমল নির্ম্মলের বিষয় যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই মনোবেদনা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে কতক দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে তাহাদের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তিনী হইল। অমল এ পরীক্ষায় নির্ম্মলকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিবে মনে করিল। আর নির্ম্মল—চির অনাদৃত প্রতিবাসীর নিকট চির হেয় নির্ম্মল যুক্তকরে ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল যেন সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য না হয়।

পরীক্ষার সময় আসিলে উভয়েই পরীক্ষা প্রদান করিল. ফল বাহির হইলে দেখা গেল নির্ম্মল অমল অপেক্ষা অনেক বেশী নম্বর পাইয়াছে। সে সংবাদ যথাকালে অমলের মাতাপিতার কর্ণগোচর হইলে অমলের মাতা মনে করিলেন তাঁহাদের একমাত্র পুত্র অমল,—তাঁহাদের অতুল সম্পত্তি, আজীবন বসিয়া খাইলেও গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট হইবে না। নির্ম্মল দরিদ্রের সন্তান, তাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া কৃতী হইল ইহা তাঁহা-দেরই গৌরবের পরিচায়ক। অমলের পিতা মনে করিলেন তাঁহার পুত্রের বিদ্যার পরিসমাপ্তির আর অধিক বিলম্ব নাই, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থাদি অমলের দ্বারা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পরের পুত্রের জন্য তিনি যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহা তিনি ধন্য হইয়াছেন।

অমল ঠিক করিল তাহাদের গৃহে নির্ম্মল থাকিতে তাহার আর সুখ, শান্তি নাই। নির্ম্মলও মনে মনে ভাবিল তাহার ডেপুটীর গৃহে বাস করাও আর যুক্তিসঙ্গত নহে। অমলের পিতামাতা তাহার সৌভগ্য সন্দর্শনে মুখে প্রীতির চিহ্ন প্রকাশ করিলেও আন্তরিক ভালবাসা যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান নাই, এটা নির্ম্মল বেশ বুঝিতে পারিল। নির্ম্মল যতই কেন ভালবাসার যোগ্য পাত্র হউক না, তথাপি পরের ছেলে, অমল নিতান্ত নির্গুণ হইলেও তাঁহাদের আত্মজ। অমলের সহিত নির্ম্মলের তুলনা আদৌ হইতে পারে না।

(৫)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর এক বৎসর অতীত হইয়াগিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় সুধা একখানি সংবাদ পত্রের সংবাদগুলি দেখিতেছিল, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি প্রবেশিকা পরীক্ষার বৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হইল। নির্ম্মল চন্দ্র কুণ্ডু পরীক্ষার্থী যুবকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন লাভ করতঃ ২০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়াছে। অমল কোন কারণবশতঃ সে বৎসর পরীক্ষা দিতে পারে নাই। নির্ম্মলের নাম দেখিয়া সুধা কত কি অতীত ঘটনা মনে করিতে লাগিল, ক্রমে তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। নির্ম্মলের নামের সহিত কত ঘটনা সংশ্লিষ্ট আছে সে বুঝিতে পারিল। অদূরে ডেপুটী দাঁড়া-ইয়া আত্মজার বদন কমল নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ সুধার অজ্ঞাতসারে বাহির বাটীতে প্রস্থান করিলেন।

বিগত কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের মধ্যে কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। আজ প্রায় এক বৎসর হইল সুধার বিবাহ হইয়াছিল, আবার প্রথম বৎসরের

মধ্যেই সুধার প্রথম আশা, প্রথম সুখ বিনষ্ট হইয়াছে; কিঞ্চিন্ন্যূন এক বৎসরের মধ্যেই সুধা বিধবা হইয়াছে।

ইহার পর ক্রমে ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে ডেপুটী ইংরাজী একখানি খপরের কাগজে দেখিলেন বিলাত প্রত্যাগত এক জন I C S এর সহিত হিন্দুমতে কমল কৃষ্ণ পাল Retired Deputy Magistrate এর বিধবা কন্যা শ্রীমতী সুধালতার বিবাহ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য এ বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ অমত ছিল, সেজন্য তিনি বিবাহে কন্যা সম্প্রদান করেন নাই।

সুধার স্বামী এখন পূর্ব্ববঙ্গের কোন জিলার এক মহকুমার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। সুধা একটী নধর গঠন দিব্য শুভ্রেন্দুকান্তি শিশু পুত্র কোলে লইয়া স্বামীর কাছারী হইতে আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। শিশু মাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় আধ আধ স্বরে 'বাবা, বাবা' উচ্চারণ করিতেছে। সুধা একবার সুকুমার শিশুর বদন কমল সস্নেহ চুম্বন করিতেছে আবার সতৃষ্ণ নয়নে পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। অদূরে একটী শিকারী কুকুর শিকল ছিড়িয়া অন্য একটী কুকুরকে কামড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। এমন সময় শত সহস্র লোকের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতৃ পুরুষ স্মিতমনে মানবমূর্ত্তিতে হাজির হইলেন। সুধা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল এক দৃষ্টে কুকুরের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে ছিল। তাহার সোণালি রঙ্গের চুলগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম গগনগামী সূর্য্যের ঈষৎ রক্তাভ কিরণ তাহার উপর পড়াতে এত বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে।

সুধার অতুলনীয় রূপে মোহিত্ হইয়া তাহার স্বামী নয়ন ভরিয়া কেবল অপূর্ব্ব মাধুরি দর্শন কারতেছে, এমত সময়ে তাহার শিশু পুত্র অর্দ্ধভঙ্গ স্বরে 'বাবা, আমাকে কোলে কর' বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল। প্রাণাধিক পুত্রের সাদর সম্ভাষণে সুধার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সচকিতে চাহিয়া দেখে তাহার স্বামী কাছারী হইতে প্রত্যাগত। সুধার স্বামী শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সম্মুখস্থ সোফায় উপবেশন করিল। এমন সময় কলিকাতা হইতে ডাকগাড়ী হুম হুম শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

"আজ কয়েক দিন ধরিয়া তোমাকে এত ম্লান ও চিন্তাকুল বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?" সুধা সাদরে তাহার স্বামীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

" সুধা, কয়েক দিন ধরিয়া আমার এজলাসে বেশ মজার এক মোকর্দ্দমা চলিতেছে, আগামী কল্য তাহার কি রায় দিব তাহারই চিন্তা করিতেছি।" সুধার স্বামী যেন একটু উদাস ভাবে এই উত্তর দিল।

এত জটিল কি মোকর্দ্দমা, যাহার জন্য তুমি এত ভাবিত হইয়াছ!" কমনীয় কণ্ঠে সুধা আবার প্রশ্ন করিল। " তবে শোন, কোন ভদ্র লোকের কয়েক শত টাকার নোট হারাইয়া যায়, গৃহে তাঁহার একমাত্র পুত্র ও একটী শিক্ষার্থী বালক ছিল। নোট নাকি শেষোক্ত বালকের পকেট হইতে বাহির হয় এমত তাঁহার পুত্রটী বলিতেছে; আসামী কিন্তু তাহা অস্বীকার করতঃ বলিতেছে অন্য কেহ তাহার সহিত শত্রুতা করিয়া নোট তাহার পকেটে রাখিয়া দিয়াছে। আসামীর সচ্চরিত্রতার সম্বন্ধে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য সাফাই পাইতেছি। বল, সুধা আমি এ মোকর্দ্দমার কি বিচার করিতে পারি!" সুধার স্বামী বিশেষ উৎসুক ভাবে সুধার মুখের দিকে চাহিল।

সুধা অবনতমস্তকে বলিল " কেন এ মোকর্দ্দমার বিচার তো আগেই তুমি করিয়াছ, আমি বিচারক হইলে আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া বেকসুর খালাস দিতাম।"

" তাহা হইলে, সুধা, তাহাহইলে কি—" " তাহা হইলে সম্পূর্ণ অবিচার করা হয়, বিচারালয়ের তাহা হইলে চোরের শাস্তি হইত না। নির্ম্মল তুমি চোর ধরিতে পার নাই, এ অনর্থের মূল কর্ত্তা আজ সশরীরে তোমার নিকট হাজির হইয়াছে।" বাহির হইতে কে যেন এই কথা বলিতে বলিতে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, পরিধানে তাহার গৈরিক বসন। " দাদা, এ কি, আমার জন্য এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইল, দাদা, বিধাতার মনে কি ইহাই ছিল? আমি কেন জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলাম দাদা?" বলিতে বলিতে সুধা বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

" ভগিনী, তোমার দোষ কি? আমার জন্যে একটা হিন্দু পরিবার, সোণার সংসার, ছারেখারে গিয়াছে, আমার নিমিত্ত একটা নিরপরাধ—দেবতুল্য পুরুষ বড় মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুধা, আমার প্ররোচনায় আমার জন্যে তুমি—তোমার দোষ কি? আমি এই সর্ব্বনাশের মূল। দুরন্ত হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণের ভাই নির্ম্মলকে দেশান্তরিত করিয়াছিলাম, তোমার মনে সাতিশয় কষ্ট প্রদান করিয়াছি, ভাই, নির্ম্মল, আজ আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, আমাকে তুমি ক্ষমা না করিলে, আমার

শান্তি নাই. নির্ম্মল।" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী বেশ পরিহিত অমলের বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

নির্ম্মল এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও নির্গত হয় নাই। এক্ষণে আদরে অমলের হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই. আমি অনর্থক তোমাদিগকে কষ্ট দিয়াছি, আজীবন তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া শেষে নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি, অমল তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" "দেব চরিত্র, অকলঙ্ক শরদিন্দু. পুণ্যাবতার, তোমাকে ক্ষমা করিব নির্ম্মল, এ সংসারে আমার স্থান নাই।" বলিতে বলিতে অমল গৃহ দ্বার অতিক্রম করিল। বাহিরে ত্রিশূলধারিণী, ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুররেখাসুশোভিনী, কমণ্ডলুধারিনী আপাদ জটাবিলম্বিতা এক ভৈরবী মূর্ত্তি অমলের সঙ্গিনী হইল। লোকে দেখিল দুইটী দেবদেবী মূর্ত্তি আনন্দে বিভোর হইয়া দ্রুত পথ অতিক্রম করিতেছে। তাহাদিগের সম্মুখে যে পড়িতেছে সেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ কুণ্ডু, পোঃ হাবাসপুর, বগুড়া।

পাগলের উক্তি।

মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

আমার ন্যায় অশিক্ষিত বালকের তিলি বান্ধবে কিছু লিখিবার ক্ষমতা নাই। তথাপি স্বজাতীয় পত্রিকা বলিয়াই দৃঢ় সাহসে আজ তিলি বান্ধবে সামান্য কিছু লিখিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু তাহা যে কাহারও চিত্তাকর্ষক না হইয়া বিদ্রুপের বিষয় হইবে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। যাহা হউক তজ্জন্য আর ভয় করিয়া ফল নাই। "কেনা গরুর দাঁত দেখিয়া ফল কি" সেইরূপ যে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি তজ্জন্য আর বৃথা চিন্তা করিয়া ফল দেখি না। উপস্থিত বিষয়ে যে আমার অনেক ত্রুটী হইবে, ভরসা করি আপনারা সে ত্রুটী নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। হংস যেমন দুগ্ধের সার অংশটুকু গ্রহণ করিয়া, অসার জলীয় অংশ পরিত্যাগ করে, আশা করি আপনারাও, তদ্রূপ আমার লিখিত বিষয়ের দোষ গ্রাহ্য না করিয়া, সর্ষপ

পরিষেয় যাহা পাঠের যোগ্য আছে তাহা পাঠ করিলে বড়ই কৃতার্থ হইব। আমি কি জন্য আজ এরূপ দুঃসাহসকি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আমি কতকগুলি বালকের অনুরোধে আজ মহানুব স্বজাতিবর্গের অনুগ্রহে পরিচালিত, তিলি বান্ধবে যৎসামান্য কিছু লিখিতে অগ্রসর হইলাম! ইতি পূর্ব্বে অনেক স্বজাতি বালককে আমি এই পত্রিকায় কিছু কিছু লিখিতে বলিয়াছিলাম। ইহা আমার বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে অনেক বালকের লিখিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অনেকে বলিতে পারেন, যে অন্য পত্রিকায় লিখিতেও ত পারে, কিন্তু এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে অন্য পত্রিকায় লিখিতে গেলে ভাল প্রবন্ধের আবশ্যক, এবং লিখিলে যদি তাহা ভাল না হয় অথবা কিছু ভুল হয় তাহা হইলে সেই বিষয় লইয়া কিছু আন্দোলন হইতে পারে। আর এ আমাদের নিজেদের পত্রিকা ইহাতে শত দোষও মার্জ্জনীয়, এই সমস্ত কারণে তিলি বান্ধবে লিখিতেই অনুরোধ করিয়া ছিলাম। ইহা আমার ন্যায় কি অন্যায় হইয়াছে তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই। "আমার ন্যায় নগণ্য অনভিজ্ঞ বালক কি লিখিবে? যদিও মনের আবেগে হিজি বিজি লিখি তাহা হইলে তাহা তিলি-বান্ধবে কিছুতেই স্থান পাইবে না বরং হাস্যোদ্দীপক হইবে অতঃএব না লেখাই শ্রেয়ঃ" আমি বলিতাম এ আমাদের জাতীয় পত্রিকা, কিছু ভুল হইলেও শুদ্ধ করিয়া লইবেন। এইরূপ অনেক কথাই বলিতাম তথাপি অনেকে লিখিতে সক্ষম হইলেও পূর্ব্বে না লেখা জন্য কেহ সাহস করিয়া লেখে না। তাহারা আমাকে বলে যে "তুমি আগে কিছু লেখ যদি তাহা ছাপা হয়, তবে আমরা পরে লিখিতে চেষ্টা করিব। আজ সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দের উন্নতি সাধনে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমি এক জন নির্ধন, নগণ্য বলিয়াই যে নিশ্চেষ্ট থাকিব, এরূপ করিলে চলিবে না। আমার ন্যায় বহু ব্যক্তির সমবায়ে কোন না কোন কার্য্য অবশ্যই সাধিত হইতে পারে।

যতঃ নীতি শাস্ত্রেনোক্তং

অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ॥

তৃণ, অতি সামান্য বস্তু কিন্তু সেই তৃণ সমষ্টি দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিলে

তদ্দ্বারা যেমন উন্মত্ত হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখা যায় তদ্রূপ আমরা অতি সামান্য হইলেও সকলে একত্রিত হইলে অসাধ্যও সাধন করিতে পারিব। এইরূপ হৃদয়ে বল করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার ভিত্তি কি ? ভিত্তি বিদ্যা

বিদ্যাদদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতা।
পাত্রতাদ্ধন মাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্ম ততঃ সুখং ॥

বিদ্যা হইতে বিনয়, বিনয় হইতে পাত্রতা, পাত্রতা হইতে ধন; ধন হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে সুখ লাভ হয়। অতএব সুখ লাভের প্রধান উপায় বিদ্যা। সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই বিদ্যায় উন্নত হইতে হইলে একটী দরিদ্র ফণ্ডের আবশ্যক, কারণ আমাদের সমাজে বহু দরিদ্র সন্তান আছে, তাহাদের এরূপ অবস্থা শোচনীয় যে অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষালাভ করে এরূপ ক্ষমতা নাই। অতএব মেধবী বালক হইলেও উপযুক্ত অর্থাভাবে উন্নত হইতে পারে না। কিন্তু যদি একটী দারিদ্র ফণ্ড থাকে তবে সে অবশ্যই উন্নতি লাভ করিতে পারে। তজ্জন্যই আমি বলি যাহাতে একটী দারিদ্র ফণ্ড স্থাপিত হয় তজ্জন্য সকল মহাত্মারই চেষ্টা ও সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। এই ফণ্ড একাকী কাহারও স্থাপিত করা অত্যন্ত কঠিন, যদি সমগ্র স্বজাতীয় মহাত্মাগণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এই মহৎ কার্য্যের সহানুভূতি করেন তবে অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। প্রত্যেকে যদি অবস্থানুসারে এক যোগে ১০৲ কিম্বা ৫৲ করিয়া দেন তবে অবশ্যই হইতে পারে। ইতি পূর্ব্বে অনেকেই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত কতদুর ফলপ্রদ হইয়াছে তাহা সম্পাদক মহাশয়ই জানেন। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক জেলায় এই কার্য্যের জন্য সেই জেলারই কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং কিছু টাকা সঞ্চিত হইলে সেই টাকা দ্বারা ভূদেবাদি বৃত্তি যে প্রণালীতে হইতেছে সেই ধরণে টাকা খাটাইয়া তদ্দ্বারা স্বজাতীয় দরিদ্র বালকের সাহায্য করা আবশ্যক। এ বিষয়ে কাহার কি অভিমত জানি না আমি পাগলের ন্যায় লিখিতেছি বলিয়া মনে থাকিয়া থাকিয়া ভয় হইতেছে আমি বালক যদি এরূপ লেখা অন্যায় হইয়া থাকে তাহা ক্ষমা করিবেন কারণ আমি কোন দিন কোন প্রবন্ধাদি লিখি নাই কি প্রণালীতে লিখিতে হয় জানি না।

আমাদের সমাজে শিক্ষিত লোক অন্যান্য সমাজের অনুপাতে অতি সামান্য। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে দুই একটী নক্ষত্র উদিত হইলে তাহার জ্যোতি যেমন নীবিড় অন্ধকারে মিশিয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদের সমাজস্থিত দুই এক জন শিক্ষিত মহাত্মাগণ সম্পূর্ণ সমাজকে আলোকিত করিতে পারেন না। তজ্জন্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন। আবার কেবল শিক্ষিত হইলেও চলিবে না সঙ্গে সঙ্গে একতারও আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে স্বজাত্যনুরাগী ইউরোপীয়গণের জীবনীর আলোচনাতে আমরা দেখিতে পাই, যে ইউরোপীয় মন্ত্রী সভা মতদ্বৈধ বশতঃ পরস্পর নানা বিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কেহ স্বজাতী বা স্বদেশের উপর আক্রমণ করে, তাহা হইলে তন্মুহুর্ত্তেই সকলে একপ্রাণ হইয়া বক্ষঃস্থল পাতিয়া স্বজাতি ভ্রাতার উদ্ধার সাধন করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে এরূপ স্বজাত্যনুরাগী ব্যক্তি অল্প পরিমাণই লক্ষিত হয়। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়! যদি ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আমরাও স্বজাত্যনুরাগী হই তবে অবশ্যই উন্নতি লাভে সমর্থ হইব। পাগলের ন্যায় কি লিখিতেছি বুঝিতেছি না নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। স্ত্রী শিক্ষাও বিশেষ আবশ্যক। কারণ আমরা সচরাচার দেখিতে পাই যে বালকবালিকারা মাতাকেই অধিক বিশ্বাস করে। তাহার কারণ এই যে, এ সংসারে যে যাহাকে যত ভালবাসে সে তাহার কথায় তত বিশ্বাস করে। পুরাণেও লিখিত আছে ধ্রুব মার উপদেশ ক্রমেই বাল্যকালেই এত ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। মাতা যাহা শিক্ষা দেন পুত্র তাহাই শিক্ষা করে। প্রস্রবণের মূল দেশ আবর্জ্জনাযুক্ত হইলে তাহার সমস্ত জল যেমন আবর্জ্জনাযুক্ত হয়, সেইরূপ মাতা যদি কুশিক্ষা প্রাপ্তা হন তবে পুত্রও কুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়। মাতাই যখন পুত্রের ভাবী উন্নতির মূল তখন মাতা যাহাতে সুশিক্ষিতা হন তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অনেকের মুখে আমি স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে অমত শুনিয়াছি, তাঁহারা বলেন যে এখনকার মেয়ে ছেলেরা লেখা পড়া শিখিয়াই খারাপ হইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না তজ্জন্য পূর্ব্বে বেশ ছিল, কিন্তু তাঁহারা নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া সে বিষয়ের চিন্তা করেন না। স্ত্রী শিক্ষায় যদি কুফলই ফলিত তাহা হইলে যখন পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে বিরাট ভবনে ছিলেন তখন অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য প্রার্থনা করেন তাহা হইলে বিরাটরাজ তাঁহাকে স্বীয় কন্যা উত্তরার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত

করিতেন না। পুরাণে এরূপ অনেক উপমা দেখা যায়।

আমার প্রায় বক্তব্য শেষ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মহাস্থান পঠীর মহাত্মাগণের জন্ত আরও পাগলের স্থায় কিছু লিখিয়া পাঠকবর্গের সময় নষ্ট করিতে লাগিলাম। এই পঠীর অন্তর্গত কোন মহাত্মাই এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। যদিও কেহ কেহ পত্রিকাখানি লন, কিন্তু কিসে তাহার স্থায়িত্ব হইবে এবং কিসেই বা স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের মুখোজ্জ্বল হইবে তদ্বিষয়ে উদাসীন। তাঁহারা কেন যে উদাসীন তাহা বুঝিতে পারি না। আশা করি যদি বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছুপচাঁচিয়া, আদমদীঘি, কাঞ্চনপুর, বশীপুর, রায়কালী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রামস্থ মহাত্মারা এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করেন তবে কিছু কিছু উপকার হইতে পারে এরূপ আশা করা যায়। আর অধিক লিখিতে অক্ষম, পাগলের স্থায় কি যে হিজি বিজি লিখিলাম কিছু বুঝিতেছি না, বোধ হয় ইহা নিশ্চয়ই কোন পাঠক মহাশয়ের মনোমত হয় নাই। কিন্তু কি করিব পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কতকগুলি বালকের অনুরোধে লিখিতে সাহসী হইয়াছি আশা করি তজ্জন্তই কেহ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

শ্রীগোকুল চন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ রায়কালী, বগুড়া।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

এককালীন দান। ২২শে আষাঢ় তারিখে ৯৭, ৯৯ নং সীতারাম ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধা রমন পাল মহাশয় তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দাসীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে "তিলি বান্ধব মুদ্রা যন্ত্রের" জন্ত ২৲ দুই টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

শোক সংবাদ। ১৪ই আষাঢ় শুক্রবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তর ব্যাঁটরা গ্রাম নিবাসী পাঁচ কড়ি টাট মহাশয় ২টী পুত্র ১টী অবিবাহিত কন্তা এবং বিধবা পত্নী রাখিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বকীয় ব্যবসা দ্বারায় সামান্ত অবস্থা হইতে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ শান্তি লাভ করুন ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পারিতোষিক বিতরণ। ২৩শে আষাঢ় রবিবার বেলা ১১টার সময় সর্ব্ব কর্ম্মোৎসাহী, কর্ম্মবীর রায় রাধা চরণ পাল বাহাদুর জেলা হাওড়ার অন্তর্গত সাঁতরাগাছি মাইনর স্কুলের ছাত্রদিগের সম্বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

হরি সংকীর্ত্তন। জেলা শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ বাজারে ১লা বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইতেছে, কীর্ত্তনের সময় প্রায় সকল লোকেই নিত্য করিতে করিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া যায়। ৩ মাস যাবৎ সর্ব্বদাই কীর্ত্তন হইতেছে অত্রস্থ বাজারের প্রসিদ্ধ মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাম কুমার কুণ্ডু মহাশয়ের গদিতে ১৫ দিন যাবৎ কীর্ত্তন চলিতেছে। কবে যে তিনির ঘরের কীর্ত্তন শেষ হইবে বলা যায় না, কীর্ত্তনে কুণ্ডু মহাশয়ের মন একেবারে গলিয়া গিয়াছে এবং গোসাই দাস পাল নামক জনৈক মহাজন একেবারে বৈরাগী হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ কীর্ত্তন প্রায় দেখা যায় না। শ্রীহট্ট জেলায় আবার গৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব হইল না কি ?

মহাজনী হিসাব লিখন প্রণালী। সাহিত্য সেবী ও "মহাজন সখা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ নাথ শেঠ মহাশয় আমাদের স্বজাতি, তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক "মহাজনী হিসাব লিখন প্রণালী" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সমালোচনার জন্য একখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। বারান্তরে বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিব। তাঁহার কৃত "মহাজন সখা" পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

দলাদলি। করাসডাঙ্গা তিলি সমাজে জাতীয় উন্নতি যত হউক না হউক, দলাদলি, রেষারেষি, মন কষাকষি যথেষ্ট পরিমাণে চলিতেছে। এরূপ মনমালিন্য ভাল নহে, যাহাতে স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি, শিক্ষাবিস্তার ও সমাজের উন্নতি হয় সে বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শুভবিবাহ। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা ১৪ নং আশুতোষ দের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন মল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নগেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভা দাসীর (ওরফে কেলী সুন্দরী দাসী) সহিত রাণাঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র দে চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রবোধ চন্দ্র দে চৌধুরীর শুভ পরিণয় কার্য্য

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ম্যাটরিকিউলেসন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

জেলা ঢাকার অন্তর্গত সিমুলিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয় নাথ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান পরাণচন্দ্র পাল দ্বিতীয় বিভাগে।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত আবাইপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুর চন্দ্র শিকদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অক্ষয়কুমার শিকদার কলিকাতা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল হইতে তৃতীয় বিভাগে।

উক্ত গ্রাম নিবাসী ও স্থানীয় রাম সুন্দর ইনসটিটিউসনের সুযোগ্য সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু ধ্রুব চন্দ্র শিকদার মহাশয়েব জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অম-রেশ চন্দ্র শিকদার কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে তৃতীয় বিভাগে।

মহকুমা মাগুরার অধীন রাধানগর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ কুণ্ডু আবাইপুর রাম সুন্দর ইনসটিটিউসন হইতে তৃতীয় বিভাগে।

জেলা মৈমনসিংহের অন্তর্গত পাঁচবাড়ী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন পাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হেমচন্দ্র পাল জামালপুর গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল হইতে ১ম বিভাগে।

ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত পাঁচুপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীমান যোগেশ চন্দ্র সাহা তৃতীয় বিভাগে।

জেলা ঢাকার অন্তর্গত সিমুলিয়া গ্রাম নিবাসী ৺ নিত্যবিহারী পাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রামচরণ পাল তৃতীয়বিভাগে।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত জামগ্রাম নিবাসী ৺ যোগেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গোপাল চন্দ্র নন্দী ২য় বিভাগে।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত আবাইপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্তবাবু নেপালচন্দ্র শিকদার মহাশয়েরর পুত্র শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ শিকদার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে ২য় বিভাগে।

উক্ত গ্রাম নিবাসী ৺ বেণীমাধব শিকদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বন-বিহারী শিকদার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে।

জেলা মালদহের অন্তর্গত কলিগাঁও নিবাসী ৺ তেজেন্দ্র নারায়ণ রায়

চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রামশিশু রায় চৌধুরী দ্বিতীয় বিভাগে।

উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গঙ্গারাম কুণ্ডু তৃতীয় বিভাগে।

ডাক্তারী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

জেলা মৈমনসিংহের অন্তর্গত মগরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান যদুনাথ পাল এম, সি, পি এণ্ড এস ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বরিশালের অন্তর্গত ঝালোকাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু মহাশয় গত এল, এম. এস পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ওভারসিয়ারি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

জেলা মৈমনসিংহের অন্তর্গন বেদবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কাঙ্খিরাম পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান কৃষ্ণকিশোর পাল সবওভারসিয়ারী পরীক্ষা ঢাকা Engineering School স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

রায়কালী-বাগুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন কুণ্ডু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গোকুলচন্দ্র কুণ্ডু সংস্কৃত ব্যাকরণ পরীক্ষায় ১ম ও ২য় শ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কাব্য প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন।

মোক্তারি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

জেল নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শাখা লাল পাল এ বৎসর মোক্তারী এবং প্লিডার-সিপ উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

উক্ত জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রাধাবল্লভ মণ্ডল এ বৎসর মোক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

কুচবিহারের অন্তর্গত মাথা ভাঙ্গা মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শশধর কুণ্ডু উক্ত বিদ্যালয় হইতে বিগত ১৯১১ সালের মধ্যবাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কুচবিহার বিভাগে মধ্যে তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার।

ধুরন্ধর—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ উকীল, এম, এ।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পি, আর, এস্।

সুযোগ্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বহু এজেন্ট এই সমবায়ের পক্ষে প্রয়োজন। তাঁহাদের পারিশ্রমিক ও কার্য্যের নিয়মাদি বিশেষ অনুকূল ভাবে বিহিত হইয়াছে।

এজেন্সী ও অপরাপর তথ্যের নিমিত্তে কর্ম্মাধ্যক্ষর নিকট সমবায়ের মূল কার্য্যালয় ৮৫নং হারিসন রোডে পত্র লিখিবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৬ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৫৫৩। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়, ৩৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

১৩১৭ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৬৭৮। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়, ৩৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৬৭৯। রাজা প্রমথ নাথ রায় বাহাদুর, দিঘাপাতিয়া, রাজসাহী ১৲

১৩১৮ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

১১১৯। শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র দে, কলাপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিঃ ১৲

১১২০। ,, হরিচরণ দে, আলুপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা ১৲

১১২১। ,, সত্যচরণ শেট, আলুপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা ১৲

১১২২। ,, রামবিষ্ণু দে, ১১৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

১১২৩। ,, জানকীনাথ রায়, ৩৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

১১২৪। ,, রাজাপ্রমদানাথ রায়, দিঘাপাতিয়া, রাজসাহী ১৲

১১২৫। ,, অনন্তদেব বাউল, ১১৬ নং থুরুট রোড, হাওড়া ১৲

১১২৬। ,, অসিপদ খাঁ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, কলিকাতা ১৲

১১২৭। ,, মিহির লাল নন্দী, রামকৃষ্ণপুর চড়া, হাওড়া ১৲

১১২৮। ,, হরেশচন্দ্র নন্দী, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, হাওড়া ১৲

১১২৯। ,, প্রিয়নাথ নন্দী, হাসাপুকুর, দক্ষিণ ব্যাটরা, হাওড়া ১৲

১১৩০। ,, প্রসন্ননাথ দে, ডাক্তার, কাসিমবাজার, মুরাসদাবাদ ১৲

১১৩১। „ ভোলানাথ দে, কাসিমবাজার রাজবাটী, মুরসিদাবাদ ১৲
১১৩২। „ ভরতচন্দ্র পাল, যবগ্রাম পোঃ ক্ষীরগ্রাম, বর্দ্ধমান ১৲
১১৩৩। „ শ্রীকান্ত সাহা, বেগুনিয়া খাস কলিয়ারি, বরাকর, বর্দ্ধমান ১৲
১১৩৪। „ কুমুদবিহারী নন্দী, ১০৩ নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া ১৲

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

১৩। রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর, দিঘাপতিয়া, রাজসাহী ১৲
১৪। শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ শেঠ ১২৪।২ বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
১৫। „ বিশ্বনাথ শ্রীমানি, ১নং মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
১৬। „ নটবর পাল, ১৭ নং বেলগেছিয়া রোড, হাওড়া ১৲
১৭। „ শরৎচন্দ্র পাল, ৯নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
১৮। ৺ রাম নারায়ণ নন্দীর গদি, ২৬নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
১৯। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, পান পোস্তা, পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীট, কলিঃ ১৲
২০। „ শরৎচন্দ্র পাল, মল্লিক পোস্তা, বড়বাজার, কলিকাতা ১৲
২১। „ ভূষণ চন্দ্র কুণ্ডু, ২১ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২২। „ বিনোদবিহারী দে, ২৩১ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২৩। ৺ কৃষ্ণদাস কুণ্ডুর বাটি, ৯নং পেয়ারিমোহন পালের গলি, কলিঃ ১৲
২৪। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু, এপথিকারী, পোঃ পাহাড়টুলি, চিটাগঞ্জ ১৲
২৫। „ দয়াল চন্দ্র খাঁ, রামকৃষ্ণপুর চড়া, হাওড়া ১৲
২৬। „ রঘুনাথ মল্লিক, ১৭নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২৭। „ সুরেন্দ্রনাথ পাল, ২৪নং রাজেন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২৮। „ নিত্যগোপাল শেঠ, ১৮নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২৯। „ অক্ষয় কুমার পাল, ১৮নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৩০। „ আশুতোষ পাল, মাকড়দা বাইলেন, কদমতলা, হাওড়া ১৲
৩১। „ যদুনাথ মাহিন্দার, রামকৃষ্ণপুর চড়া, হাওড়া ১৲
৩২। „ সতীশচন্দ্র পাল, রামকৃষ্ণপুর চড়া, হাওড়া ১৲
৩৩। „ রাজারাম নন্দী, গোবিন্দপুর পোঃ আকুই, বর্দ্ধমান ১৲
৩৪। „ কালীচরণ কুণ্ডু, ৬৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৩৫। „ অভয়াচরণ দে, মানভূম ভিকটোরিয়া স্কুল, পোঃ পুরুলিয়া ১৲
৩৬। „ উপেন্দ্রনাথ পাল, I class. বেহালা হাইস্কুল, বেহালা ১৲

Printed and published by Bahir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah, and from Tili Bandhab Karjaloya, Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

বিশেষ দ্রষ্টব্য,—"সরল গৃহ চিকিৎসা" বিনা মূল্যে।

Regtd. No. C. 548.

চতুর্থ বর্ষ]   শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। [চতুর্থ সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সুচী পত্র।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা "তিলি জাতি সম্মিলনীর" সভ্য হইতে এবং "সম্মিলনীর" মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদের নাম ধাম নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। তিলি-জাতির সুমার বা সেন্সেস গ্রহণ করিবার আয়োজন হইতেছে, শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে যঁাহারা গণনাকারী ও সুপারভাইজার হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা আপন আপন নাম ধাম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। বলা বাহুল্য বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামেই গণনাকারী নিযুক্ত হইবেন।

তিলিজাতি সম্মিলনী কার্য্যালয়
১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীরাধাচরণ পাল।
শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।
সম্পাদকগণ।

মূল্য ১৲ টাকা। নগদ এক সংখ্যা ৵০ আনা।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ।১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাঞ্ছির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধবপত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

ওঁ কালীকায়ৈ নমঃ।

তান্ত্রিক ঔষধালয়।

ওঁ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তি ভূতে সনাতনী।
গুণাশ্রয়ে গুণোময়ে নারায়ণী নমোহস্তুতে॥

শ্রীশ্যামানন্দ স্বামী

১৪৬নং খুরুট রোড, হাওড়া

বিশ্বাসই মুল।

—:০:—

মানবগণ অন্নজ গ্রহজ ও কর্ম্মজ এই তিন কারণে শোক দুঃখ রোগ ও দারিদ্রতা ভোগ করিয়া থাকেন। অন্নজ রোগ ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধে আরোগ্য হয়। গ্রহজ রোগ গ্রহ শান্তিতে আরোগ্য হয়। আর কর্ম্মফল জনিত রোগে ঔষধ নাই তবে একমাত্র অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা বা চণ্ডীপাঠ এবং স্বর্ণ প্রবাল প্রভৃতি দান করিলে আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ বিবরণ না জানিয়া কেবল মাত্র ঔষধে কোন ফল দর্শে না। সেই হেতু আমার কাছে আসিলে নাম ধরিয়া বা হস্তের রেখাদি দেখিয়া বা রাশি নাম কি ডাক নাম এবং উপস্থিত কত বয়সলিখিয়া ৵১০ পয়সা ডাক টিকিট পাঠাইলে ভুত ভবিষ্যত ঘটনাগুলি বলিয়া দেওয়া হয়। উপস্থিত কোন দশার ফলে রোগ শোক মনস্তাপ গৃহ বিচ্ছেদ মামলা মোকর্দ্দমা হইতেছে কাজ কর্ম্ম নাই এবং নানা-প্রকারে অর্থ নষ্ট হইতেছে এই সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নবগ্রহের শান্তি বা অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা ও কবজ বা যন্ত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আর যদি তাহার জীবনে সুখ না থাকে তবে তাঁহাকে কিছুই ব্যবস্থা দেওয়া হয় না। সর্ব্ব লোকের হিতের জন্য এই গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। আমার যিনি গ্রহফলে আক্রান্ত তাঁহার মতি বিভ্রান্ত তিনি কখনই বিশ্বাস করিবেন না, ইহার বিশেষ বিবরণ আমার কর্ম্মফল নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য খুরুট রোডে তান্ত্রিক ঔষধালয় স্থাপিত করা হইল; এই স্থানে আমি দিবা ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, আর বৈকালে ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে দেখিয়া থাকি। প্রাতঃকাল হইতে দিবা দশটা পর্য্যন্ত সাঁত্রাগাছি ষষ্টীতলার কালী বাটীতে আমার দেখা পাইবেন, কিন্তু অমাবস্যাও পূর্ণিমা তিথিতে এবং শুক্রবার ও মঙ্গলবারে আমার দেখা পাইবেন না

৩। কর্ম্মফল।—ইহাতে ব্রাহ্মণ কে, ভক্তি বিনা মুক্তি নাই, ধর্ম্ম সাধন, আত্মতত্ত্ব, আমি কে, আদ্যাতত্ত্ব, কুলাচার, পূজা প্রকরণ, পঞ্চতত্ত্ব, শক্তি শোধন, কুল নায়িকা পূজা, শিবশক্তি যোগ, জন্মতত্ত্ব, জন্ম বিজ্ঞান ভূতের উৎপত্তি, কর্ম্ম বিপাক ও শাস্তি, সর্ব্ব পাপের শান্তি, হিতোপদেশ, গ্রহ বিপাক, দ্রব্য গুণে গ্রহ শান্তি, গ্রহের মন্ত্র, হোম, ধূপ, কবজ ও প্রণাম, সহজে কুষ্টি প্রস্তুত ও রাশি, লগ্ন, গণ ও বর্ণ নির্ণয় এবং মহাদশা, অন্তর্দ্দশা, সূক্ষ্ম দশা প্রভৃতি দেখান আছে। রাক্ষসী ও সামুদ্রিক মতে নষ্ট কুষ্টি উদ্ধার; গণক চূড়ামণি, তান্ত্রিক, পঞ্চতত্ত্ব, পিশাচী ও রাক্ষসী মতে নানাবিধ প্রশ্নগণনা, স্পন্দন চরিত্র, হাঁচি, টিকটিকি, জেষ্ঠী পতন ও স্বপফল প্রভৃতি বিশেষরূপে বিবৃত প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৪। ষটচক্রভেদ।—ইহাতে কৈলাস বর্ণন, শিবরূপবর্ণন, পার্ব্বতী সংবাদ, শিব সংবাদ, ঘেরাণ্ড ও শিবসংহিতা, নাড়ীজ্ঞান, বায়ু জ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান, ষট চক্রভেদ, ষট চক্রচিত্র, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ও প্রাণ তত্ত্ব প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় যোগের বিষয় প্রত্যক্ষ দেখান আছে। মূল্য ॥০ আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৫। প্রশ্ন গণনা।—ইহাতে জীবচিন্তা, ফলাফল গণনা, সময় গণনা, নষ্ট বস্তু গণনা, চোরের নাম নিরূপণ, রোগীর জীবন মরণ গণনা লাভ ক্ষতি গণনা, সুখ দুঃখ গণনা, যুদ্ধে জয় পরাজয় গণনা, কার্য্য সিদ্ধি গণনা, কার্য্য সিদ্ধির কাল গণনা, বিবাহ গণনা, জীবন ও মৃত্যু গণনা, গর্ভ সঞ্চার গণনা, যাত্রা গণনা, গমনাগমন গণনা, প্রবাসীর কুশল গণনা, সুজাতক কি বিজাতক গণনা, সন্তান গণনা, পুত্র-কন্যা গণনা, সধবা গণনা দিব্য নারী গণনা, আয়ু গণনা, সত্য মিথ্যা গণনা, পরমায়ু গণনা, লাভালাভ গণনা, মোকদ্দমা গণনা, মনসিক চিন্তা গণনা, বহু বিষয় প্রাপ্তি গণনা, শত্রুর আগমন গণনা, প্রভৃতি বহুবিধ গণনার বিষয় আছে। মূল্য ॥০ আনা ডাক মাশুল ৵০ আনা এই তিন খানির মূল্য ১॥০ টাকা একত্রে তিন খানি হইলে ডাক মাশুল সমেত ১৵০ আনা পাইবেন।

৫। কাত্যায়নী।—ইহার দ্বারা হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, বাতিক শূল, বস্তিশূল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শূল রোগ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

৬। বিদ্যা।—শুক্রমেহ, মধুমেহ, মূত্রমেহ, সুরামেহ, হরিদ্রামেহ, শুক্রমেহ, মাজ্জামেহ, প্রভৃতি যে কুড়ি প্রকার মেহ আছে তাহা তিন দিবসে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

৭। তরলা।—ইহা স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত প্রদর রোগের ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মশুল।৵০ আনা।

৮। দীনাবতী।—ইহার দ্বারা অম্ল, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা বুক জ্বালা, অম্লশূল, অগ্নিমান্দ্য, অম্লোদ্গার, ভেদবমি, পেট ব্যাথা, দমকাভেদ, তরল মল নির্গমন নিবারিত হইয়া শরীর সুস্থ্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

৯। মহাকালী।—হাঁপানী কাশির বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করে মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

১০। ষোড়শী।—বাধক নষ্ট করিবার ব্রহ্মাস্ত্র মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

১১। কামেশ্বর।—রতি শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয় এবং ধ্বজভঙ্গ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

১২। জয়শীলা।—ইহার দ্বারা বহুমূত্র রোগ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

১৩। মহানন্দা।—ইহার দ্বারা অন্ত্র বৃদ্ধি নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

১৪। মহানন্দা (ক)।—ইহার দ্বারা কোষ বৃদ্ধি নিবারিত হয় মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

১৫। যামিনী।—ইহার দ্বারা এক শিরা ভাল হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

১৬। দেবেশি।—লিভার ও নেবার বিশেষ কার্য্যকারী, দিবসের মধ্যেই উপকার। আবার ইহা রুচিজনক, পাচক, কণ্ঠ শোধক, বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কফ, বায়ু, কাশ, পিত্তদুষ্টি, নিবারক এবং মল সংগ্রাহক। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

১৭। দেবেশি (ক)।—প্লীহারোগের ব্রহ্মাস্ত্র, আবার ইহা শূল, কফ, গুল্ম, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর ও বিষনাশক, বিশেষতঃ ইহা প্লীহা রোগীর, গুল্ম রোগীর, কুষ্ঠ রোগীর, উদর রোগীর, ও চিররোগীর পক্ষে হিতজনক। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

১৮। কৌশকী।—এই ঔষধ ঋতুর দিন হইতে চারিদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিলে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ টাকা। ডাক মাশুল ।/০ আনা।

১৯। শিউলীর আরক।—ইহার দ্বারা নূতন পুরাতন জ্বর, প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, কম্পজ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, পালাজ্বর, অজীর্ণ, পাণ্ডু, নেবা, কোষ্টবদ্ধ, হাত, পা, চক্ষু ও গাত্রদাহ প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

২০। মনমোহিনী তৈল।—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ কারক মহাসৌগন্ধযুক্ত তৈল ইহা ব্যবহারে কেশ ঘন সুক্ষ্ম ও দৃঢ় হয়, মস্তিষ্ক শীতল রাখে, মাথা ধরা মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা দূর হয় কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ করে, ইহাতে বায়ুর প্রকোপ মস্তিষ্ক উষ্ণতা চক্ষু হাত পা জ্বালা মন হুহু করা কার্য্যে অনিচ্ছা আলস্য, স্মরণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হ্রাস, পেট ফাঁপা, কানে পুঁজ পড়া, মেহ স্বপদোষ এবং প্রস্রাবকালীন জ্বালা, নিবারণ করে গন্ধ অতি মনোরম ও স্নিগ্ধকর স্নানের পরে অধিকক্ষণ গন্ধ থাকে, নিয়মিত ব্যবহারে দেহে দেবোপম গন্ধ জন্মে এবং মন সদাই প্রফুল্ল থাকে এবং ইহার গন্ধ সর্ব্ব লোকের

চক্ষুকে আকর্ষণ করিয়া প্রফুল্লিত করে, পেটে ও মাথায় মাখিতে হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা।

২১। মনোলোভা তৈল।—এই তৈল দিবসে দুই তিনবার স্তনে রীতিমত মর্দ্দন করিলে সেই স্তন ক্রমান্বয়ে শক্ত হয়, এবং উত্থিত হইয়া ষোড়শী নারীদিগের স্তনের ন্যায় বক্ষরাজীর শোভা সম্পাদন করিতে থাকে। ধ্বজভঙ্গ রোগী কিংবা উত্তেজনারাহিত্য ধারণাক্ষম ব্যক্তি উক্ত তৈল লিঙ্গে রীতিমত মালিস করিলে তিনিও উক্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া যৌবনোচিত বল বীর্য্যাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে শান্তি পাইয়া থাকেন। এবং ইহা অতিশয় কামোদ্দীপক। ফলতঃ ইহা যে দ্বিবিধ কার্য্যে বিশেষ উপকারী তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। মূল্য—প্রতি শিশি ১॥০ টাকা। ডাক মাশুল।/০ আনা।

২২। বানেশ্বর তৈল।—ইহা ব্যবহারে গেঁটে বাত, সন্ধিবাত, কোমরের বাত, উপদংশ জনিত বাত, প্রমেহাশ্রিত বাত খালধরা, ঝিঝি বাত, আঘাত ও পতন জনিত বেদনা, ফিক্ বেদনা, পক্ষাঘাত অতি যন্ত্রণাদায়ক বাতশিরা বা যাহার কন্‌কনানিতে অস্থির হইতেছেন সেই স্থানে এই বানেশ্বর তৈল ১৫ মিনিট মালিস করিলে তখনি কন্‌কনানি কমিয়া যাইবে এবং শরীরে শান্তি লাভ করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা মাশুল।/০ আনা।

২৩। বিশ্বেশ্বর তৈল।—ইহাতে নিমোনিয়া, হাঁপানী, কাশি, ঘুষড়ি কাশীর উপকার করে ঐ তৈল গরম করিয়া দিবসের মধ্যে বুকে ও কণ্ঠে ২।৩ বার মালিশ করিলে সর্দ্দি সরল হইয়া উর্দ্ধদিক দিয়া উঠিবে না হয় মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া শরীরকে নীরোগ করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা।

২৪। যোগিনী তৈল।—ইহাতে কুষ্ঠ, পারদ ঘটিত ক্ষত, এবং পারদ ঘটিত যাবতীয় চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। ইহা পারদ নষ্ট করিবার ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা।

২৫। মহানন্দা তৈল।—ইহা ব্যবহারে কোষবৃদ্ধি রোগ দ্বরায় নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

২৬। ভৈরবী।—পাগল, মৃগি, মূর্চ্ছা এবং শিররোগের পরিক্ষীত তৈল, এই তৈল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই, তবে আমি কামরূপে ভৈরবী মার কাছে এই তৈলের দ্রব্যগুণ জানিয়া নূতন ধরণে প্রকাশ করিলাম। এই তৈল পাগলকে মাখাইয়া প্রথমে স্নান করাইবে এবং দিবসে দুই তিনবার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইলে ২।৩ দিনের মধ্যেই বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া রোগী সুখে নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে। বায়ুগ্রস্থ রোগীর অব্যর্থ তৈল, আর ইহাতে অম্লপিত্ত, মেহ, স্বপদোষ, কোষ্ঠবদ্ধ ও গাত্র দাহ দ্বরায় নিবারিত হয়। এমন কি সুস্থ্য শরীরে মাখিলে সদ্য সর্দ্দি হইয়া নিশ্চয়ই নানাপ্রকার অসুখ হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা॥

২৭। চন্দ্রাবতী।—ইহার দ্বারা রজোবদ্ধ রোগ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

২৮। কমলা।—রক্তদোষ, জলভাঙ্গা, রক্তভাঙ্গা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, প্রলাপ দ্বরায় নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

২৯। শঙ্কিতা।—ইহা সেবনে গর্ম্মি, উপদংশ, ও ক্ষত নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

৩০। পাবনী।—ইহার দ্বারা কেবল অর্শ ও বলী নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ০।/ আনা।

৩১। জাহ্নবী।—ইহার দ্বারা যাবতীয় ক্রিমি, জ্বর, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও রক্তদোষ নষ্ট হয়। এবং ইহা রুচি কারক ও অগ্নিদীপক। বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

৩২। রামেশ্বরী।—ইহাতে চক্ষুর জলপড়া, চক্ষুতে পিচুটী পড়া, চক্ষু করকর করা, চক্ষু ফোলা এবং সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ নষ্ট হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা

সফলা।

ইহা উপদংশ, ক্ষত, খোস, চুলকনা, দদ্রু, বাত, প্রমেহ, জ্বর, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, প্রদর, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, মাথা ঘোরা, চক্ষুর নিস্তেজতা, বক্ষ স্থলের পীড়া, বাধক বেদনা, ঋতুবন্ধ ও ঋতু পরিষ্কার না হওয়া, ক্ষয়কাশ, মৃতুবৎসা, পারদ, পুরুষত্বহীন, ধাতুক্ষীণ, রক্তদুষ্টি, চর্ম্মরোগ এবং অম্ল প্রভৃতি রোগের উপকারক এবং পুষ্টিবর্দ্ধক এই সালসা দেশীয় নানাবিধ উদ্ভিদে অর্থাৎ অনন্তমূল অশ্বগন্ধা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ৬৪ খানি মশলায় প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার দ্বারা শোণিত বিশোধিত, শরীর পুষ্ট, মন উল্লাসিত ও স্বাস্থ্য পুনঃ স্থাপিত হয়। দুই তিন দিবস ব্যবহারে আশু ফল পাইবেন। এই ঔষধ সেবনে শরীরের দূষিত পদার্থ সকল মল, মূত্র, ঘর্ম্ম বা ফোড়া প্রভৃতির দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ইহা ব্যবহারে প্রত্যহ শরীরে যথেষ্ট বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হওয়ায় পূর্ব্ব সঞ্চিত দূষিত রক্ত নষ্ট হয়, শরীরে দিন দিন কান্তি ও পুষ্টি সম্পাদন হয়। দূষিত রক্ত পীড়িত ব্যক্তিগণ সফলা সেবনের পর নূতন দেহ ও নব জীবন লাভ করেন। জীর্ণ দেহী চিন্তাক্লিষ্ট ও জীবন্মৃত রক্ত দুষ্ট মানবগণ ইহা সেবনের পর হইতেই শরীরে সামর্থ্য, দেহে বল, মনে উৎসাহ ও প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন এবং জীবনের ভোগ্য বিষয় পুনরায় আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হন। ইহাতে পারদাদি দূষিত পদার্থ নাই। এই সালসা এরূপ রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে যে, সকল সময় ও সর্ব্বাবস্থায় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, রোগী, অরোগী সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ইহা সেবন করিতে পারেন। ইহাতে কোন প্রকার নিয়ম পালন করিতে হয় না। স্বাভাবিক স্নান আহার ও কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইহা খাইতে বিশেষ সুস্বাদু এবং গন্ধ অতি মনোরম তাহাতে প্রাণে আনন্দ হয়। মূল্য প্রতি বড় শিশি ২॥০ টাকা। ছোট শিশি ১॥০ টাকা। ডাক মাশুল ॥০ আনা।

শ্রীশ্যামানন্দ স্বামী।

১৪৬ নং খুরুট রোড, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | শ্রাবণ ১৩১৯ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

অসীম ভক্তি-ভাজন সমাজ হিতৈষী ধর্ম্মপ্রাণ রাজর্ষি,

শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহোদয়।

স জীবতি মহীতলে মরণেঽপি ন ম্রিয়তে।
বিকীর্য্যতে যশোযস্য বায়ুনা সৌরভং যথা॥
দয়া যস্য সুশীতলা গঙ্গেব বিপুলা ভবে।
পুনর্যস্য বদান্যতা কালে বৃষ্টিঃ শুভা যথা॥
তাদৃশং হি যশোধনং স্বজাতিবৎসলং বরম্।
তমনেকগুণোপেতং দীনানাং পরিপালকম্॥
সমাজ-বন-চন্দনং নরকুল-শিরোমণিম্।
শ্রীমণীন্দ্রং নৃপোত্তমং কো ন জানাতি ভূতলে॥

(১)

গম্ভীর তিমিরে পড়ি আছিল যে জাতি,
কে জ্বালিল ঘরে তা'র উন্নতির ভাতি?
কাহার প্রসাদে মরি,
পোহাইল বিভাবরী?
কাহার প্রসাদে পিক গাহিল প্রভাতী?

(২)

শুকতারা-সম বল, জীবন প্রভাতে,
ফুটিয়া গগণতলে,
কে আজি ডাকিয়া বলে,
আসিছেন দিনমণি কিরণ বিকা'তে ;
কে আছ সুষুপ্ত, জাগো জগৎ মাতাতে ?

(৩)

কেবা সেই মহাজন, আবাহনে যাঁর
সমুদয় তিলিজাতি
অপার আনন্দে মাতি,
আত্ম-পর ভেদ ভুলি মিলিত আবার।
"তিলিজাতি সম্মিলনী" কল্পনা কাহার ?

(৪)

মেরুদণ্ড-সম কেগো সমাজ-শরীর ?
রাখিতে সমাজবল,
কে বলরে অবিরল
করিতেছে প্রাণপণ প্রয়াস আজিরে ?
কীর্ত্তি কহে,—চিনি, চিনি সে মহামতিরে।

(৫)

কীর্ত্তি কহে, চিনি তাঁরে, যাঁ'র নাম ল'য়ে
ধন্য মানে আপনায়
তিলি জাতি সমুদায়।
যাঁ'র(ই) কথা মনে হ'লে, অযুত হৃদয়ে
গৌরবের স্ফূর্ত্তি হয় সকল সময়ে।

(৬)

আকাশের চন্দ্র যথা আকাশে থাকিয়া,
ছড়া'য়ে কৌমুদীরাশি,
রজনীর তম নাশি,
আকাশে বেড়ায় ভাসি, সুধা বিতরিয়া,
নিখিল তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া-।

(৭)

সেই মত যেই জন, সৌভাগ্যশিখরে
বসি পুণ্য গরিমায়,
স্বজাতির হিতেচ্ছায়,
সমাজের অন্ধকার নাশিয়া স্ব-করে
দুখতপ্ত দীনজনে করুণা বিতরে।

(৮)

ঐশ্বর্য্যের মাঝে বসি যেই মহাজন
রাজর্ষি জনকসম,
রাজ-পরিচ্ছদেকম,—
ভোগিবেশে,—যোগিপ্রভা করে আচ্ছাদন
কার্য্যকালে শুধু তাহা হয় প্রকটন।

(৯)

যোগী যিনি ভোগিবেশে সমাজ-মন্দিরে।
যাঁ'র(ই) ত্যাগে করে ভোগ,
দীন স্বজাতীয় লোক ;
অনাথ, আতুর যাঁ'র করুণা লভিয়ে।
শীতলিছে তপ্তপ্রাণ শান্তি নদী নীরে।

(১০)

বরষার মেঘ যথা বর্ষে অকাতরে,
বিতরি অপার হর্ষ কৃষক অন্তরে,
সেই মত যেই জন,
তুষিয়া দীনের মন,
মুক্তহস্তে ধনধান্য সতত বিতরে।

(১১)

স্বধর্ম্মযাজনে যিনি জগতে অতুল,
বৈষ্ণবের চূড়ামনি,
নিরমল ভক্তিখনি
বৈষ্ণব রক্ষণে যিনি নিয়ত আকুল।
"বৈষ্ণব মিলনী" যাঁ'র সুযশঃ বিপুল।

(১২)

কে বলে চিনিনা তাঁ'রে, এক শুভক্ষণে,
তিলির সমাজ রূপ কণ্টকী কাননে,
অন্তরালে ফুটে ছিল,
যে ফুল নয়নাতুল,
যাঁহার সৌরভ আজি পূরিত ভুবনে।

(১৩)

তিলির তিলক তিনি জাতীয় জীবনে,—
শ্রীমনীন্দ্ররাজধীর,
দানদয়াধর্ম্মবীর,
উজলিত তিলিমুখ যাঁহার কারণে।
ধন্য সেই মহারাজ এ তিন ভুবনে।

শ্রীরাধাবিনোদ সাহা। কুমারখালি—এলঙ্গী।

প্রতিবাদ।

১ম। গত কার্ত্তিক মাসের 'তিলি-বান্ধবে কার্পাসডাঙ্গা নিবাসী বাবু রসিক লাল কুণ্ডু মহোদয়ের পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি চা বাগানের হেড ক্লার্ক ছিলেন বলিয়া তিলি-বান্ধবে লিখা হইয়াছে তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু মণিপুর যুদ্ধের সময় যে নির্ভীক যুবক রসিকলাল কুণ্ডু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কার্য্য কুশলতা দেখাইয়াছিলেন, এবং পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পলিটিক্যাল এজেণ্টের হেড ক্লার্ক ও সুপারিণ্টেডেণ্ট পদে নিয়োজিত করিয়া রায় বাহাদুর টাইটেল দিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? মণিপুর ইতিহাস পাঠ করিয়া রসিক লালের গুণপনা দেখিয়া স্বজাতি মাত্রেই সুখী হইবেন। আমি মণিপুর ইতিহাস ও ডাইরেক্টরী দেখিয়া এই প্রতিবাদ করিলাম, আশা করি, তাঁহার স্থানীয় লোক এ সম্বন্ধে সত্য সংবাদ জানাইয়া আমার ভ্রম দূর করিবেন। ইনিই পূর্ব্বোক্ত রসিক লাল কুণ্ডু কি না জানাইবেন।

২য়। রাণী ভবানী মহোদয়া ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (রাণী ভবানী দ্রষ্টব্য)

৩য়। জগৎ শেঠ মহোদয় শেঠি বংশসম্ভূত, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ পাশ্চম নিবাসী হিন্দু। (সিরাজদৌল্লা দ্রষ্টব্য)

৪র্থ। পালবংশীয় রাজগণ হিন্দু ছিলেন না তাঁহাদের সময় হিন্দুজাতির অস্তিত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন যে সমস্ত হিন্দু ছিল তাঁহারা এবং তৎপরবর্ত্তী হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এ বিষয়ে বহু মতান্তরও দৃষ্ট হয় তাঁহারা হিন্দু ছিলেন না ও তিলি ছিলেন না ইহা নিশ্চিত, তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তি ঘোষণায় তিলি জাতির কোনও গৌরব হয় না। এ সম্বন্ধে তিলি-বান্ধবের লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া জানিয়া লিখিলে অন্য জাতির লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয় না।

৫ম। কবি রাজকৃষ্ণ রায় মহোদয় আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয়বংশে জন্ম বলিয়া (বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গবাসী) পড়িয়াছি তবে তিলি-বান্ধবের লেখক ললিত বাবু তাহার প্রতিবাদ করিয়া তিলি জাতি বলিয়া অমৃতলাল বসুর নিকট হইতে শুনিয়াছেন তজ্জন্য ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলাম না তবে ললিত বাবুকে আমার সানুনয় অনুরোধ যে কবিবরের মাতুলালয় শ্বশুরালয় আত্মীয় কুটম্বের পরিচয় তিলি-বান্ধবে প্রকাশ করিলে ভাল হয় কিম্বা তাঁহার পুত্রের দ্বারা কোনও পত্র তিলি-বান্ধবে প্রকাশ করিলে, সেই পত্রের জোরে অন্যান্য সংবাদ পত্রে বা সভায় জ্ঞাপন করিতে পারা যায়, নচেৎ ললিত বাবু লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে তিলি বলিয়া গ্রহণ করিয়া গৌরব লাভে সুখ হয় না আশা করি ললিত বাবু তাঁহার লেখার সততা রক্ষার জন্য তিনি এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

৬ষ্ঠ। নদীয়া কাহিনীতে প্রকাশ ৺শ্রীনারায়ণ কুণ্ডু মহোদয় নবদ্বীপের রাজার পূর্ব্ব পুরুষের সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার লিপি কুশলতা গুণে সম্রাট সন্তোষ হইয়া তাঁহাকে মল্লিক উপাধি দিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক বিষয় জানিতে তিলিজাতি সমুৎসুক, আশা-করি রাণাঘাটের লেখক মহোদয় তিলি-বান্ধবে তৎসম্বন্ধে এবং পাল চৌধুরী বাবু ও দে চৌধুরী বাবুদিগের বহু কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশ করিয়া স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধিত করিবেন।

তিলিবান্ধবের প্রতেক গ্রাহক ও পাঠক মহোদয় যদ্যপি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক স্থানীয় জাতীয় কীর্ত্তিকলাপ ও শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের জীবনী-সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয়

নচেৎ একমাত্র ভিলি-বান্ধব সম্পাদক মহাশয় বঙ্গদেশের সমস্ত খবর কিরূপে পাইবেন যদ্যপি কাহারও ভাষারও অভাব হয় মোটামুটী লিখিয়া পাঠাইলে সম্পাদক মহাশয় তাহা সংশোধন করিতে পারেন, সকলে মিলিয়া লিখুন তাহাতে সত্য ঘটনা প্রকাশ হইবে, স্থানীয় লোকেরই লেখা সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়, নচেৎ রাণী ভবানী, জগৎশেঠ প্রভৃতিকে টানিয়া আনিয়া মিথ্যা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করা বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে।

বিদ্যা শিক্ষা।

কোনও ব্যক্তি কোন একটী বিষয় অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে পারদর্শী হইলে বলা যায় যে তিনি ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। যিনি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি বিজ্ঞানবিৎ; যিনি অঙ্ক শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া জানিয়াছেন, তিনি অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত, আবার যিনি রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি রসায়ন শাস্ত্রে শিক্ষিত, সেইরূপ যিনি সংস্কৃত শাস্ত্র যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি ঐ শাস্ত্রে বিদ্বান, এবং যিনি ইংরাজী ভাষায় বহু পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছেন তিনি ইংরাজী ভাষায় বিদ্বান বলিয়া প্রশংসিত হয়েন, যাঁহারা উক্ত বিষয় সকল সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিয়া জানিয়াছেন তাঁহারা ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন এইরূপ বলা হয়, এবং তাঁহারা জনসমাজে বিদ্বান বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রকৃত পক্ষে কোন একটী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ঐ বিষয় লইয়া বিশেষ অভিনিবেশ ও ধীরতার সহিত পরিশ্রম করিতে হইবে, নচেৎ কেহ কোন বিষয়ে অধিক শক্তি সম্পন্ন হইতে পারিবেন না। লর্ড বেকন বলিয়াছেন knowledge is power" কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সেই বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ণ করা আবশ্যক। বিদ্যা দ্বারা যে কিরূপ মহান কার্য্য সাধিত হয় এবং তাহার প্রভাব যে কত অধিক, তাই স্মরণ করিয়া কবি বলিয়াছেন ঃ—

"উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর,
অপরূপ আর কিবা আছে এর পর॥"

২। বিদ্যার যে অনন্ত গুণ তাহা বর্ণনাতীত। বিদ্যাবলে কোন ব্যক্তি প্রচুর ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক হস্ত্যশ্বরথপদাতি সমন্বিত হইয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিতেছেন অন্য ব্যক্তি বিদ্যাহীন হইয়া সারমেয়ের ন্যায় তাঁহারই পদলেহন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতেছে তাই কবি বলিয়াছেন ঃ—

"বিদ্যাবলে নরগণ সবার প্রধান।
বিদ্যাহীন ব্যক্তি হয় পশুর সমান ॥"

৩। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন ঃ—

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥"

বিদ্বান ব্যক্তি এবং নৃপ কখনই তুল্য নহেন। কারণ রাজা স্বদেশে সকলের নিকট গণ্যমান্য, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজিত হয়েন। বিদ্যার গৌরব সর্ব্বত্রই। যদি তোমার বিদ্যা থাকে, তুমি বিদেশে যাইয়াও সকলের নিকট সম্মানের পাত্র হইবে, সকলেই তোমার অসীম জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া, তোমার পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হইয়া মধুগন্ধ লোভান্ধ অলিবৃন্দের ন্যায় তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। তোমার হৃদয় সুখসাগরে ভাসমান হইবে। কিন্তু ধনগর্ব্বিত মদমত্ত ব্যক্তির সে সন্তোষ, সে সুখ কোথায় ? প্রকৃত পক্ষে বিদ্বান্ ব্যক্তির হৃদয়ে যে সুখ যে শান্তি তাহা ধনীর পক্ষে অসম্ভব। কোন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মহাকবি কালিদাসের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছিলেন। তদ্ধেতু তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, এবং তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হইয়া ঐ স্থানের রাজা তাঁহাকে মন্ত্রীত্বপদে বরণ করেন। এদিকে কালিদাস বিনা মহারাজা বিক্রমাদিত্য কমলবিহীন সরোবরের ন্যায় এবং উজ্জয়িনী নগর জীবন শূন্য প্রাণীর ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। যে কালিদাস বিবিধ সুমধুর কবিতা রচনা করিয়া ও কাব্য লিখিয়া মহারাজের চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিতেন, যিনি দুঃখের মধ্যে সুখের হিল্লোল উঠাইয়া দিতেন. তিনি এক্ষণে দেশ হইতে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত, সুতরাং বিক্রমাদিত্যের হৃদয়ে সে সুখ, সে আনন্দ নাই। তিনি দেশদেশান্তরে সেই মহাকবির অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যে দেশে কালিদাস মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত আছেন, সেই দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষুধার

কাতর হইয়া তথায় একটী দোকানদারের নিকট কিছু খাদ্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন, দোকানদার তাঁহার মলিন বেশ এবং তাঁহার হস্তে রাজ-নামাঙ্কিত হীরকাঙ্গুরীয় দেখিয়া তাঁহাকে চোর বলিয়া রাজ-পুরুষের হস্তে দিলেন। "রাজপুরুষেরা তাঁহাকে লইয়া তথকার রাজার নিকট উপস্থিত করেন এবং মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় তাঁহার হস্তে আছে দেখাইয়া দিল। ঐ দেশের নূতন মন্ত্রী মহাকবি কালি-দাস তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তখন উভয়ের হৃদয়ে যে কি আনন্দ, কি অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহা কে বলিবে। কালিদাস সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে আলিঙ্গন করিয়া অপার আনন্দে যেন বিহ্বল হইলেন। উভয়ে উভয়কে আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত করিলেন। অতএব ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ বিদ্যার গৌরব ধনের গৌরব অপেক্ষা কত অধিক।

৪। যে ব্যক্তি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস না করে সে শীতকালে বস্ত্রহীন বৃদ্ধের ন্যায় অতীব কষ্ট পায়। এই সংসারে মানবগণের বিদ্যার তুল্য ভূষণ নাই। তাই মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন :—

"বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নং গুপ্তং ধনং
বিদ্যাভোগ করী যশঃ সুখকরা বিদ্যাগুরুণাং গুরুঃ।
বিদ্যাবন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজ সু পূজ্যতে নহি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥"

অর্থাৎ বিদ্যা নরগণকে সমুজ্জ্বল রূপ প্রদান করে এবং ইহা গুপ্ত ধন, বিদ্যা যশস্করী ও সুখকরী, বিদ্যা গুরুজনেরও গুরু, বিদেশে বিদ্যাই যথেষ্ঠ বন্ধু, বিদ্যাই পরম দেবতা, বিদ্যা নৃপতিগণেরও পূজনীয়া ও বিদ্যার ন্যায় ধন নাই এবং বিদাহীন ব্যক্তি পশুর তুল্য, যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন, সে কুলশীল সম্পন্ন হইলেও পূজিত হয় না। কুলহীন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মানব মাত্রেরই পূজনীয় এমন কি দেবতারাও তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। কথিত আছে, যে বিদ্যা মাতার ন্যায় রক্ষা করেন, পিতার ন্যায় হিতে নিযুক্ত থাকেন, ভার্য্যার ন্যায় দুঃখ করিয়া মনোরঞ্জন করেন, চারিদিকে যশবিকীরণ করেন এবং ধনাগম সাধন করেন, কল্প লতার ন্যায় বিদ্যা কোন কার্য্য না সাধন করিয়া থাকে? অতএব ভ্রাতৃগণ বাল্যকাল হইতে তোমাদের বিদ্যা উপার্জ্জনে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৫। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃত অর্থ আজকাল আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, বিদ্যা শিক্ষার যে উদ্দেশ্য কি, উহাতে যে কি মহান্ ভাব নিহিত আছে, উহার সহিত চরিত্রের এবং ধর্ম্মের কত নিকট সম্বন্ধ, এই সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আজ আমরা কোন রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ, এম-এ উপাধিধারী হইলেই কৃতার্থ হই এবং আমাদের অভিভাবকগণ ও আমরা অত্যন্ত বিদ্বান হইয়াছি বলিয়া আনন্দানুভব করেন ও করি। অপিচ যদি পুত্র প্রচুর পরিমাণে অর্থ আনয়ন করিতে পারে তাহা হইলে পিতার এবং অন্যান্য অভিভাবকগণের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। আমরা বিদ্যাশিক্ষার এই পরিণাম করিয়া লইয়াছি বলিয়া আজ আমাদের দেশের এই অধোগতি, আজ আমরা অন্য কর্ত্তৃক পদদলিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

৬। আমাদের এই আর্য্যজাতি যখন জগতের শীর্ষ স্থানীয় ছিল তখন আমাদের বিদ্যাশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য কি এই ছিল? কখনই নয়, তখন বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চরিত্র গঠন। তজ্জন্যই তৎকালে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বহু দিবস পর্য্যন্ত গুরু গৃহে বাস করিতে হইত এবং সেই সময়ে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন দূরের কথা, স্ত্রীলোকের আলেখ্য পর্য্যন্ত দর্শন করা নিষিদ্ধ ছিল। তাহাতে তাঁহার নৈতিকবল, মানসিকবল ও শারীরিকবল সমভাবে বৃদ্ধি হইত এবং তিনি একটী সম্পূর্ণ মনুষ্যপদবাচ্য হইতেন, তৎকালে তাঁহার কান্তিপূর্ণ মুখ-মণ্ডল, তাঁহার বলিষ্ঠ অবয়ব এবং তাহাকে চরিত্রবলে বলীয়ান দেখিয়া লোকের মনে যুগপৎ বিস্ময়, ভক্তি ও ভয়ের আবির্ভাব হইত; কিন্তু হায়! সেই আর্য্য সন্তান আমরা—আজ নৈতিকবল শারীরিকবল হারাইয়া বি-এ, এম-এ উপাধি লইবার জন্য ব্যস্ত হই; সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পরদাসত্ব কালিমায় নিজ জীবন কলঙ্কিত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করি এবং পরপদদলিত ও তিরস্কৃত হইয়াও নিজ জীবনকে ধন্য মনে করি। ধিক্ আমাদের বিদ্যাশিক্ষায়! ধিক আমাদের অর্থোপার্জ্জনে। জীবন ধারণের সারধর্ম্ম মানবত্বে জলাঞ্জলি দিয়া পশুত্বের আশ্রয় গ্রহণ করি; চরিত্রহীন ও বলহীন হইয়া বি-এ, ও এম-এ, একটী কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ হই মাত্র। সুতরাং সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করিতে অক্ষম হই, অন্ধ ও খঞ্জের ন্যায় ক্রিয়াহীন হইয়া বসিয়া থাকি এবং ক্রিয়াহীন মানবের যেরূপ দুর্দ্দশা হয় আমরা সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই। অতএব ভাই সকল! জাগ্রত হও,

আর ঘুমাইও না, একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, তোমার চারিদিকে সকলেই কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, কর্ম্মবলে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, আর তোমাদের ফাঁকা ক্রিয়াশূন্য বিদ্যাভিমান লইয়া বসিয়া থাকা কি উচিত? না, কখনই না ; তোমারাও বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশীল হও— নৈতিক ও শারীরিক বলের উন্নতি সাধন কর—তাহা হইলে আর্য্য নামের উপযুক্ত সার্থকতা সম্পাদন করিয়া উন্নতি গিরির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে এবং যথার্থ বিদ্বান বলিয়া জগতে পরিচিত হইবে। তাই কবি বলিয়াছেন :—

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ।
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ সঃ বিদ্বান্ ॥

পুনরায় পাশ্চাত্য মহাপণ্ডিত কারলাইল কর্ম্ম সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন :—

"Man is born to expend every particle of strength that God Almighty has given him, in doing the work he is fit for; to stand up to it to the last breath of life and do his best. We are called upon to do that, and the reward we all get which we are perfectly sure of, if we have merited it, is that we have got the work done or at best we have tried to do the work. For that is a great blessing in itself; and I should say, there is not very much more reward than that going in this world."

অর্থাৎ—

পরম পিতা পরমেশ্বর মানবকে যে শক্তিদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক পরমাণু, মানব তাহার উপযুক্ত কার্য্যের জন্য সদ্ব্যয় করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ; মনুষ্য জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সেই কার্য্যে রত থাকিবে এবং তাহার যথাশক্তি চেষ্টা করিবে। আমরা সেই কার্য্যের আহ্বানেই [illegible] পৃথিবীতে আসিয়াছি ; এবং ইহার পুরস্কার স্বরূপ আমরা ঐ কার্য্যটী সম্পাদন করিতে পারিয়াছি যদি আমরা বাস্তবিক ঐ কার্য্যের জন্য পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত হই, অন্ততঃ আমরা কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে যে

চেষ্টা করিয়াছি. তজ্জন্য আমরা আমাদের হৃদয়ে মহান্ সুখ ও আনন্দ অনুভব করি এবং এই পৃথিবীতে কর্ম্ম করা অপেক্ষা অধিক পুরস্কারের আশা করা বাহুল্য মাত্র।

৭। বিদ্যা চর্চ্চায় মানসিক বলের উন্নতি সাধিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু মানসিক বলের যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে হইলে তৎসঙ্গে শারীরিক ও নৈতিকবলের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। কারণ নৈতিক বল বিনা শারীরিক শক্তি লাভ হয় না এবং শরীর সুস্থ না থাকিলে বিদ্যা শিক্ষা কেন কোন কার্য্যই জগতে করা যায় না। নীতি, শরীর ও মন এই কয়টী অতি নিকট সম্বন্ধ। ইহার কোন একটীর অভাবে অন্য দুইটী সম্পূর্ণভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না এবং বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ঐ সম্বন্ধে মহাত্মা কারলাইল কি বলিয়াছেন!—

"It is a curious thing, which I remarked long ago, and have often turned in my head, that the old word for "holy" in the Teutonic languages h lig, also means healthy. I find that you could not get any better definition of what 'holy" is than healthy. Completely healthy; mens sena in corpore sans. A man all lucid and in equilibrium. His intellect, a clear mirror geometrically plane brilliantly sensitive to all objects, and impression made on it and imaging all things in their correct proportions; not twisted up into convex or concave, and destroying every thing so that he cannot see the truth of the matter without endless groping and manipulation: healthy, clear and free, and discerning truly all around him."

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং ইহা লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে ইহা, অতি আশ্চর্য্যের বিষয় 'holy' শব্দের পরিবর্ত্তে যে 'heilig' শব্দ ব্যবহার হইত তাহার অর্থ স্বাস্থ্যপ্রদ। আমি দেখিতেছি, তোমরা 'holy' শব্দের অর্থ স্বাস্থ্যপ্রদ ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্টতর অর্থ দিতে পার না।

দেহের সম্পূর্ণ সুস্থতার সহিত মনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিকট সম্বন্ধ। যিনি সুস্থ, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে বিশদভাবে ধারণা করিতে সক্ষম এবং তাঁহার বুদ্ধির সাম্যাবস্থা আছে। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি একখানি নির্ম্মল, স্বচ্ছ, সমতলিক দর্পণের ন্যায় সহজেই সকল দ্রব্যের এবং সকল সংস্কারের দাগ পড়ে, এবং সর্ব্ব বিষয় সম্যকরূপে ও অভ্রান্তভাবে প্রতিফলিত করিতে পারে। এমন সুস্থকায় ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি সম্বৃত-মধ্য অথবা মুকুআকার বিশিষ্ট কাচের ন্যায় হইতে পারে না; (অর্থাৎ এইরূপ কাচে কোন দ্রব্যের প্রতিবিম্ব সম্যক্ প্রতিফলিত হয় না) যিনি কোন বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে বহু অনুসন্ধান করিয়াও এবং হস্ত দ্বারা সম্পাদন করিয়াও উক্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন না; যাঁহার শরীর সুস্থ, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত, নিরঙ্কুশ এবং সর্ব্ববিষয় সম্যকরূপে দর্শনক্ষম।

শ্রীবিভূতি ভূষণ দে, কাসিমবাজার, মুরসিদাবাদ।

"দাস কুণ্ড"।

শেষ মীমাংসা।

অদ্য প্রায় সাত আট মাস পর্য্যন্ত বৈশ্যতত্ত্ব নামক নূতন তর্ক শাস্ত্রের অন্তর্গত "দাস কুণ্ড" কাণ্ডের অথবা পর্ব্বের আলোচনা ও মীমাংসা শুনিয়া আসিতেছি। এই সকল বিষয় শুনিয়া বেশ আমোদও বোধ হইতেছে। কারণ তর্ক শাস্ত্রের আলোচনায় ও তাহার মীমাংসায় কাহার আমোদ জন্মিয়া না থাকে? এই "দাসকুণ্ড" পর্ব্বের মীমাংসার জন্য চারি পাঁচ জন ঋষি আপন আপন মত প্রচার করিতেছেন। ঐ সকল মত বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইলেও মূলে কিন্তু এক, কোন ভেদ নাই; যেহেতু ঋষি বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। যেমন এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি ইহা সকল মুনিই স্বীকার করিয়া থাকেন, আবার সেই সকল মুনিগণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি ত্রিগুণাত্মক দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিতেছেন। পুনশ্চ অনেক মুনি আবার সেই সকল মূল দেবতা হইতে তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর কল্পনা করিয়া তাঁহাদের আবির্ভাব দেখাইতেছেন। যিনি যে ভাবেই যাহা দেখান না কেন, মূলে

কিন্তু সেই একই রহিয়াছে। তাইতে বলিতেছি আমাদের বৈশ্য তত্ত্ববিদ ঋষিগণও এই "দাসকুণ্ডু" পর্ব্বের মীমাংসায় অবতীর্ণ হইয়া এক দাসার্থ হইতে নানাবিধ অর্থ প্রচার করিতেছেন। যাঁহাকে (হরগোপালকে লইয়া এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে মূলে কিন্তু তিনি সেই একই পদার্থ রহিয়াছেন তাহার কোনই বিকার লক্ষিত হইতেছে না।

কোন কোন মুনি বলিতেছেন "দাস কুণ্ডুই ঠিক হইয়াছে, কারণ এই দাস শব্দ বিনয়ের পরিচায়ক, অহঙ্কার বর্জ্জিত ও আনুগত্য প্রকাশক। কোন কোন মুনি বলিতেছেন এই আধ্যাত্ম জগতে ইহার যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রকাশ পায়, অতএব এই "দাস" বড়ই মধুর জিনিস, ইহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। এই দাস পরিত্যক্ত হইলে কুণ্ডুটী মধুশূন্য নীরস কুণ্ডু হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় এ "দাস"কে পরিত্যাগ করিলে কুণ্ডুকে বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। অতএব এ "দাস"কে পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে।

অন্য এক ঋষি দেখাইতেছেন এ সকল কিছুই নহে এবং উহা যুক্তি সঙ্গতও নহে। এ "দাস" এখানে আশ্রয় পাইতে পারে না; ইহাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ এই "দাস" বৈশ্যতত্ত্ববিদ্‌-গণের অনুমোদিত নহে। ইহাতে মাধুর্য্যের লেশ মাত্র নাই, ইহা শূদ্রাদি হীন জাতির কদর্য্য ভাবব্যঞ্জক। এ অন্তস্থিত "দাস" হইতে অন্ত্যজ শূদ্রের দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। ইহাকে যদি নিতান্তই রাখিতে চাও তবে ইহাকে পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিয়া নামের পশ্চাৎ ভাগ হইতে শীর্ষ স্থানে স্থাপন কর, নতুবা ইহার উৎকর্ষতা সাধিত হইতে পারে না। এই মত সংস্থাপন জন্য "নারদ পঞ্চ রাত্র" পাষণ্ড দলন, আদিত্য পুরাণ এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বাক্য ইত্যাদি নানাবিধ হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ এই তর্ক শাস্ত্রে দেখান হইয়াছে।

পক্ষান্তরে এই যুক্তির সহায়তায় আমি বলিতে চাই যে উপরোক্ত সমস্ত শাস্ত্র ও গ্রন্থ আমাদের নিজস্ব এবং ঘরের জিনিস। যখন ইচ্ছা করিব তখনই উহা বাহির করা যাইবে। ইহা ছাড়া আমি অনেক অনুসন্ধানে মুন্সী মহম্মদ কেরামতালী মৌলবী সাহেবের কোরাণ মথিত কারাজ দর্পণ হইতে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও এখানে দেখাইতে প্রস্তুত আছি। ঐ কারাজ শাস্ত্রে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যথা—

"আগে ছিল উল্লা তুল্লা পাছে হয় উদ্দিন।
আর—তলের মহম্মদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন॥"

ভাষ্য—অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ছিল কেবল করিমউল্লা অথবা কেকাতুল্লা. তাহাদের যখন কপাল ফিরিয়া অবস্থা কিছু ভাল হয়, তখন তাহারা হয় করিমউদ্দিন মহম্মদ ও কেকাউদ্দিন মহম্মদ। আবার তাহাদের কপাল যখন আরও বেশী ফেরে, তখন ঐ যে তলের মহম্মদ উহা উপরে গিয়া দাঁড়ায় এবং তখন হয় মহম্মদ করিমউদ্দিন ও মহম্মদ কেকাউদ্দিন।

ইহাতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আমরা যখন শূদ্র ছিলাম তখন আমাদের এই "দাস" আমাদের নামের শেষেই এতদিন বাসা করিয়া আসিয়াছে। এখন আমাদের কপাল ফিরতে আরম্ভ হইয়াছে। শূদ্রত্ব ঘুচিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছি। এমত অবস্থায় আমাদের এই "দাস" আর নামের শেষ বসিয়া থাকিতে পারে না। হয় ইহাকে একেবারে লোপ করিয়া ফেল, অথবা ইহাকে মৌলবী কেরামতালার মতানুসারে আগে বসাও; তাহা হইলেই উহার মাধুর্য্য ও সৌরভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রান্তরে আবার কোন কোন মুনি টিকা টিপ্পনী সহ মীমাংসা করিতেছেন যে "এ সকল কিছুই নহে। তোমরা অনর্থ এ সকল গোলমাল কর কেন? এ "দাস" যে কখনই সে "দাস" নহে। এ এক প্রকার সম্পূর্ণই পৃথক "দাস"। ইহা তলেও থাকিবে না এবং শীর্ষ স্থানেও বসিবে না। এ "দাস" মহাশয়" যে ঈশ্বরের দাস, অথবা দেবতার দাস। এ দাসের স্থানচ্যুতির কোন ভয় নাই। যেমন হরিদাস, কালিদাস, রামদাস ও শ্যামদাস ইত্যাদি রূপে নানা দাসের আবির্ভাব দেখিতেছ. সেইরূপ আমাদের আলোচ্য "দাস"ও সেইরূপ হরগোপাল দাস। কুক্কুর সঙ্গে এ দাসের কোনই সংশ্রব নাই। কাজেই ইহাতে নীচতা নাই, উচ্চতাও নাই; ইহার কোন আপদ বালাই নাই। ইহাতে দুর্গন্ধও নাই সুগন্ধও নাই। তোমরা এসব নানা প্রকার উচ্চতা নীচতা ও গন্ধাদি কোথা হইতে অনুভব করিতেছ। তোমাদের মস্তিষ্কের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দোষ জন্মিয়াছে তজ্জন্যই এই "দাস"কে এত টানাটানি ও তর্ক বিতর্ক করিতেছ। তাইতে বলি চুপ হও; ইহা লইয়া আর মস্তিষ্ক চালনা ও মাথা ঘামান হয় কেন। এ "দাস" সে দাস

নহে। ইহা দেবতার ও ঈশ্বরের দাস, কাজেই ইহকে লইয়া নাড়া চাড়া না করাই ভাল।”

এইত গেল নানা ঋষির নানা কথা। এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া আমি দেখাইতে চাই যে—

“বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্॥
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

ভাষা—

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা কথা কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন॥

তবে যদি আপনারা বলেন যে আমি মহাজন নহি; আমার কথা আপনারা শুনিবেন কেন? তাহাতে আমি কিন্তু সত্য করিয়া বলিতেছি আমি নিশ্চয়ই একজন মহাজন। আমার উৰ্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত মহাজন ছিলেন। আমি নিজেও মহাজন এবং আমার বংশধরগণও মহাজন হইয়াছে। এমতাবস্থায় আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে আমি একজন অভঙ্গ কুলীন খাঁটি মহাজন। কাজেই আমার যে মত সেই মতেই আপনাদিগের চলা উচিত বোধ করি। আমার মত কথা, “এই দাস শব্দটী নীচে বসিলেও হানি নাই, উপরে গেলেও হানি নাই, অথবা ঈশ্বরের দাস রূপে মধ্যে বসিয়া বিরাজ করিলেও কোন হানির কারণ নাই।” আমার এই অকাট্য মত অনুসরণ করিলে আর কোন ভ্রমেই পতিত হইতে হইবে না।

শ্রীবনমালী কুণ্ডু, Retired Inspector of Police,
পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা।

দয়ারাম রায়-প্রসঙ্গ।

গত ১৩১৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় শান্তিপুর, বেজপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার পাল মহাশয়ের “দয়ারাম রায়” প্রবন্ধে ২।১ টী কথা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এতদিন পরে

কেন? কারণ আমি আশা করিয়াছিলাম, 'বান্ধবের' পাঠকগণের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে এই সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন। কিন্তু এতদিনেও কেহ কিছু আলোচনা করিলেন না দেখিয়া, আমার অনুপযুক্ততার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দু একটী কথা লিখিলাম। 'দয়ারাম রায়' প্রবন্ধের কোন রকম ঐতিহাসিক সমালোচনা বা প্রতিবাদ করার আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। সামাজিক হিসাবে দুএকটী কথার আলোচনা করিতেছি।

মহাত্মা দয়ারাম রায় তিলি-সমাজের উজ্জ্বল রত্ন এবং উচ্চ আদর্শ স্থল। তাঁহার পুণ্যময় জীবনচরিত লোকসমক্ষে প্রতিভাত করিতে আমার মত অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ অসমর্থ। যে দয়ারাম রায় একদিন রাজা রামজীবনের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া সামান্য সরকারী কাজ লাভ করিয়াছিলেন; সেই দয়ারাম নাটোরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া, আপনি বিস্তৃত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই "স্বনামা পুরুষোধন্যঃ" মহাত্মার আমি কি পরিচয় দিব?

বিজয় কুমার বাবু লিখিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে সকলেই আনন্দ ক্রীড়ায় নিমগ্ন। নাটোর রাজবংশের স্থাপয়িতা মহানুভব রঘুনন্দন "গোবিন্দ রাজ" বিগ্রহের দোল উৎসবে নগর সংকীর্ত্তন করিয়া পর্য্যটন করিতেছেন। এইরূপ সময়ে কর্ম্মভক্ত দয়ারাম একটী তৈলপূর্ণ মট্‌কী লইয়া বাজারে যাইতে ছিলেন। পথে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে যুবক, আজ দোল যাত্রায় সকলেই আনন্দে উন্মত্ত তুমি কেন এরূপ দিনে বাজারে যাইতেছ?" তখন দয়ারাম উত্তর করিলেন "মহাশয়, আমার অবস্থা অতীব হীন। অতি কষ্টে আমি সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকি। আমি এক মুহূর্ত্তও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না, ঈশ্বর যাহাকে পরিবার প্রতিপালনের ভার দিয়াছেন, সেই জানে এ কার্য্য কত কঠিন। পরিবার প্রতিপালনের চিন্তা সততই আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। বলুন দেখি এই উৎসব মধ্যে থাকিয়া আপনিও কি আপনার রাজ্যপালনের কথা ভুলিতে পারিয়াছেন?" যুবকের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন তাঁহার প্রকৃত মহত্ব বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, এই সামান্য যুবক কালে এক মহৎ ব্যক্তি হইবে। অতঃপর দয়ারামকে বলিলেন "যুবক, তুমি এই ব্যবসা পরিত্যাগ কর, আমি তোমাকে বেতন দিব আজ হইতে তুমি আমার সরকারে কার্য্য করিবে ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।" ইহার মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

দয়ারাম রায় পিতৃ-মাতৃ হীন, নিরাশ্রয় ও খুব গরীব ছিলেন সত্য। কিন্তু তিনি মাথায় তৈলপূর্ণ মটকী বহন করিয়া বাজারে বিক্রী করিতে যাইতে ছিলেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ সামাজিক হিসাবে, তিলিজাতি কলু, তেলী বা খলুর মত মাথায় তৈলভাণ্ড লইয়া ফেরী করিয়া তৈল বিক্রী করে না এবং করিতেও পারে না। "বৈশ্যবর্ণযুক্ত যে জাতি, হিন্দুর পবিত্র শস্য তিলের উৎপাদক, বা বিক্রেতা বা সংগ্রাহক, তাহারা তিলি নামে পরিচিত। তিল শব্দ হইতে তিলি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; তৈল শব্দ হইতে হয় নাই। তেলিজাতি স্বতন্ত্র, তাহারা তিলি হইতে ভিন্ন। যেমন তাম্বুলীরা পানের বিক্রেতা কিন্তু পানের চাষ করে না, বারুই জাতি পানের প্রকৃত চাষী। বৈশ্যরা বস্ত্র বিক্রয় করে, কিন্তু তাঁতিরা বয়ন করিয়া থাকে। তেমন তিলি জাতি তিল শস্যের উৎপাদক ও বিক্রেতা হইলেও, তিল হইতে নিসৃত তৈল বিক্রী করে না। কমিশনার গেট সাহেব লিখিয়াছেন Tili in Bengal proper is not usually an oilpresser but a trader." তিলি জাতি বৈশ্যবর্ণভুক্ত। (বিস্তৃত বিবরণ ধর্ম্মানন্দ ভারতী কৃত "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য) নাটোররাজ রঘুনন্দনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে, ঐরূপ অবস্থায় দয়ারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। রাজা রামজীবনের সঙ্গে নৌকাবিহারে জলপথে দয়ারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। "রাজা রামজীবন রায় বজরায় চড়িয়া একদিন নাটোরের সন্নিহিত চলনবিলে জলবিহারে বহির্গত হইয়াছিলেন। সেই সময় নিরাশ্রয় বালক দয়ারাম তাঁহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়। বালকের অঙ্গভঙ্গী এবং শুলক্ষণ দেখিয়া, রাজা রামজীবন দয়ারামকে আপনার বজরায় উঠাইয়া লন। সেই হইতেই রাজসংসারে তাঁহার প্রতিপত্তির সূত্রপাত।" (শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত রাণী ভবনী) এবং ১৩১৭ সালের শারদীয় পূজার সময় দীঘাপতিয়ার রাজাবাহাদুর রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়দ্বয়কে রাজভবনে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ পরিবার হইতে এবং সাবেক দলিল পত্র হইতে অনুসন্ধান করিয়া দীঘাপাতিয়া রাজবংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। "অনুমান খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে একদিন নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রামজীবন রায় নৌকাযোগে চলনবিলে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। ঐরূপ সময় সহসা কলম গ্রামের একটী বালকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট

হয়। বালকটী রূপবান্ ছিলেন। রামজীবন বালকের দুইটী কথায় বুঝিতে পারিলেন, সে যেমন রূপবান্, সেইরূপ প্রতিভাশালীও বটে। তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া নাটোরের রাজভবনে আনিয়া, পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। এই বালক দীঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়।" (১৩১৭। অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সাহিত্য' দ্রষ্টব্য) সুতরাং দেখা যাইতেছে, দয়ারাম রায় মাথায় করিয়া তৈল বিক্রী করিয়া বেড়াইতেন না। তবে ব্যবসায়ী হিসাবে বা আড়তদারী ও দোকানদারী হিসাবে, তিনি মুদীখানার দোকান খুলিয়া খাদ্য দ্রব্যাদির সঙ্গে লবণ তৈল প্রভৃতি বিক্রী করিতে পারেন এবং অনেকে করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সামাজিক মতে দোষ আসিতে পারে না, কারণ সেই হিসাবে ব্রাহ্মণও তৈল বিক্রয় করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। কিন্তু মাথায় করিয়া তৈল বিক্রী করিয়া বেড়াইলে তিলি ও তেলি এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। তাহা হইলে বিশ্বকোষে তিলি জাতি সম্বন্ধে এত প্রতিবাদ বৃথা হইয়া পড়ে। এবং মহাত্মা কান্ত বাবু, রাজা কৃষ্ণনাথ, অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল এবং মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ দেশস্থ প্রধান প্রধান বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া তিলি জাতির বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়াছেন। সকল আন্দোলনেই তিলি জাতি বৈশ্য বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। তিলি সমাজের মধ্যে দিঘাপতিয়া রাজবংশ অর্থে, সম্মানে, গৌরবে, শিক্ষায় ও প্রতিপত্তিতে উচ্চস্থানীয়। সেই বংশের আদি পুরুষ মাথায় করিয়া তৈল বিক্রী করিতেন. এই কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। এবং এই জন্যই বিজয় কুমার বাবুর প্রবন্ধের একটু আলোচনা করিলাম।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বিজয় কুমার বাবু আরও লিখিয়াছেন "অল্পদিন মধ্যেই তিনি সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করিতে পটু হইলেন। মহামতি রঘুনন্দন তাঁহার কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া ও তাহাকে বিশ্বাসী জানিয়া ভাণ্ডারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি তাহার দয়ারাম ভাণ্ডারী নাম হইল।" এইটুকুতেও মনে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার রাণীভবানীতে লিখিয়াছেন "রাজধানীতে আসিয়া রাজা রামজীবন, দয়ারামকে প্রথমে সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করেন" এবং সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও লিখিয়াছেন

"রাজা রামজীবন তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন"। সুতরাং ভাণ্ডারীর কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহারাও কিছু লিখেন নাই। বিজয় কুমার বাবু আর অন্যান্য অংশের আলোচনা করিলাম না।

শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার। কলিগাঁও, মালদহ।

——:•:——

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

মুদ্রাযন্ত্রের জন্য সাহায্য। ১১ই শ্রাবণ তারিখে জেলা হুগলির অন্তর্গত চুঁচুড়া গ্রাম নিবাসী জনৈক স্বজাতি তিলি-বান্ধব মুদ্রা যন্ত্রের জন্য ৪৲ চারি টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

২০শে শ্রাবণ তারিখে লক্ষীসরাই-মুঙ্গের নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষনাথ শেঠ মহাশয় তিলি-বান্ধব মুদ্রা যন্ত্রের জন্য ১৲ এক টাকা সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা উক্ত দাতাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

বিনা মূল্যে বিতরণ। বগুড়া জেলার অন্তর্গত রায় কালী পোষ্ট ও গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কুণ্ডু মহাশয় "আর্য্যাহ্নিকাচার কৌমুদী" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়া স্বজাতি গণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন, যে সকল স্বজাতি মহোদয় উক্ত পুস্তকখানি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তিনি ৴১০ দুই পয়সা ডাক টিকিট নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে উহা পাইতে পারেন। আমরা উক্ত পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, পুস্তকে হিন্দুগণের সকল প্রকার দেব দেবীর পূজা, আহ্নিক, প্রাতরুত্থান, প্রাতঃ স্নান, সন্ধ্যা উপাসা বিধি প্রভৃতি সকল প্রকার মন্ত্রাদি সরল ব্যাখার সহিত লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৩১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বইখানি বিনা মূল্যে দেওয়া হয় নাই। যাহাতে স্বজাতির হৃদয়ে হিন্দু ধর্ম্মে প্রবল আস্থা হয় তজ্জন্য কুণ্ডু মহাশয় স্বজাতির মধ্যে এই পুস্তক খানি বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। আমরা উক্ত কুণ্ডু মহাশয়কে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা শ্রীগোকুলচন্দ্র কুণ্ডু, রায় কালী, বগুড়া।

ম্যাটরিকিউলেসন্ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মালঞ্চী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ সাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান টাকেন্দ্র নাথ সাহা দিঘাপতিয়া স্কুল হইতে

১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বার্ষিক ১৫৲ পনর টাকা বৃত্তি পাইতেছেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত আড়ানী গ্রাম নিবাসী ৺গোবিন্দ চন্দ্র সাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুঞ্জবিহারী সাহা রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুল হইতে ১ম বিভাগে।

রাজসাহীজেলার অন্তর্গত জামনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সাহা মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীমহেন্দ্রনাথ সাহা দিঘাপতিয়া স্কুল হইতে ২য় বিভাগে।

কলিকাতাস্থ ১২।১ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুণ্ডু মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান বিনোদবিহারী কুণ্ডু ২য় বিভাগে।

নদীয়াজেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ামহকুমারের অধীন তালবেড়িয়াগ্রাম নিবাসী ৺জ্যোতিশচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমানযোগেশচন্দ্র কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত আমলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ সাহা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিরিঞ্চি কুমার সাহা ২য় বিভাগে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত খয়েরপুর গ্রাম নিবাসী ৺রজনীকান্ত সাহা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গোপীবল্লভ সাহা ২য় বিভাগে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনিধি গ্রাম নিবাসী ৺ দুখাই চন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মথুরামোহন পাল ২য় বিভাগে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শিবতোষ কুণ্ডু নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল হইতে ১ম বিভাগে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোহর কুণ্ডু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ২য় বিভাগে।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত আদমদীঘি নিবাসী শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিজয়চন্দ্র কুণ্ডু কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে ২য় বিভাগে।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মদন মোহন কুণ্ডু ৩য় বিভাগে।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাণ্ডারিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ভাজন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমানমনমোহন ভাজন ১ম বিভাগে।

বি-এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

[illegible] জেলার অন্তর্গত চিখলিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ

ভ্রাতা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান স্থরেন্দ্র নাথ সাহা ইংরাজি সাহিত্যে অনারে ২য় বিভাগে।

বি, এস, সি, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত তালবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র সাহা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রাখালরাজ সাহা বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ওভারসিয়ার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

পাবনা জেলার অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান কুমুদবল্লভ মণ্ডল ওভারসিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এম, বি, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

পাবনা জেলার অন্তর্গত দোগাছি গ্রাম নিবাসী ৺ক্ষেত্রনাথ সাহা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শিতিকণ্ঠ সাহা সায়েণ্টিফিক্ এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

উক্ত জেলা ও গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোকুল চন্দ্র সাহা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ সাহা প্রেলিমিনারি এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

চতুষ্পাঠি স্থাপন। বগুড়া জেলার অন্তর্গত দুপচাচিয়া নিবাসী খাট্টা পরগণার জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার অন্যান্য কয়েকজন সরিক নিজ গ্রামেই একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবেন এরূপ মনস্থ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বগুড়া জেলায় অন্তর্গত ধোন্দাকোলা নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী কাব্য, সাংখ্য পুরাণ তীর্থ মহাশয় করাইবেন। উক্ত চতুষ্পাঠীর সমস্ত ব্যয় পূর্ব্বোক্ত জমিদার মহাশয়েরা দিবেন তজ্জন্য ১৫/০ জমি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে দিতে স্বীকৃত আছেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। ভগবান উক্ত চৌধুরী মহাশয়দিগকে দীর্ঘজীবি করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ইহা কি তিলি জাতির গৌরব নহে।

আদ্যশ্রাদ্ধ। জেলা হাওড়ার অন্তর্গত উত্তর ঝাঁটরা নিবাসী ৺পাঁচকড়ি টাট মহাশয়ের বৃষোৎসর্গ আদ্যশ্রাদ্ধ মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তদুপলক্ষে ১১ই শ্রাবণ ক্ষৌরকার্য্য ১২ই শ্রাবণ শ্রাদ্ধ,

অধ্যাপক বিদায়, ১৩ শ্রাবণ ব্রাহ্মণ, নবশায়ক ও অন্যান্য জাতির ভোজন, ১৪ই শ্রাবণ সমগ্র পাঁচ পরগণা স্বমাজস্থ স্বজাতির জলপান, ১৫ই শ্রাবন অন্নাহর সমাহিত হয় তৎপর অন্যূন ৩০০০ দরিদ্র কাঙ্গালীকে ভোজন করান হয়। এই পাঁচ দিনে সর্ব্ব প্রকারে ১২০০০ হাজার ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে ভোজন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল এই বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য অতি সুশৃঙ্খার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল স্বর্গীয় পাঁচকড়ি টাট মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হারাধন টাট এবং তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত নটবর পাল মহাশয়ের সরল ব্যবহারে অভ্যাগত সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বয়ং ভৃত্যজনোচিত কার্য্য করিয়া অভ্যাগতগণকে নিরতিশয় পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন গলবাসে প্রত্যেকের নিকট অতি বিনীতভাবে স্বীয় সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৃত টাট মহাশয়ের অনন্ত স্বর্গ লাভ হউক ভগবানের নিকট ইহাই আমারা প্রার্থনা করিতেছি।

ভিক্ষাপ্রার্থী। মহাশয়গণ আমি বড় বিপদে পতিত হইয়া, আজ আমার স্বজাতিবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, পিতৃ ঋণের দায়ে আমার বাস্ত বাড়ী বিক্রী হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের স্বজাতিবর্গের মধ্যে প্রায় চোদ্দ আনা পরিমাণ লোক ভাল অবস্থায় আছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে কোটীপতিও আছেন। একে ঋণদায়ে বিব্রত। তাহার উপর আবার ৬।৭ টা পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয়। উপার্জ্জন সামান্য মুদীখানা দোকানে মাসিক ১৫৲ পনের টাকার বেশী কিছুতেই উপার্জ্জন হয় না। তারপর আবার পিতৃ ঋণ আছে। সুতরাং কিছুতেই আমার চলে না। বাস্ত বাড়ীখানা বন্দক ছিল, তাহা নিলাম হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে নিলাম খরিদার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পাইলে বাড়ী খানি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। এই কারণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অদ্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে স্বজাতি ভ্রাতাদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখন স্বজাতিবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যাঁহার যাহা সাধ্য তাহা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া এই দুঃস্থ ঋণী স্বজাতিকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়। আমাদের স্বজাতির মধ্যে যাঁহারা আমাদের শীর্ষ স্থানীয় কোটিপতি আছেন তাঁহারা এ দীনের প্রতি একটু কটাক্ষপাত করিলেই আমার বাস্ত বাড়ীখানি রক্ষা হয়। ইহাও প্রকাশ করা আবশ্যক যে পরগণে বাহার বন্দের অন্তর্গত অনারেবল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জমিদারীর তহশীল কাছারী

চিলমারী বন্দরে আমার বাড়ী। আমি উক্ত মহাত্মার অধীনস্থ প্রজা। নিবেদন ইতি ১৩১৯ সাল, ১৫ই শ্রাবণ। শ্রীগণেশচন্দ্র পাল)
পোঃ চিলমারী বাজার, রংপুর।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৬ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৫৫৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, ওভারশিয়ার, তিলিপাড়া, শান্তিপুর ১৲
৭৫৫। " যাদব চন্দ্র পাল, রংপুর ট্রেজারি, রংপুর ১৲

১৩১৭ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৬৮০। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ প্রামাণিক, তিলিপাড়া, পোঃ শান্তিপুর ১৲
৬৮১। " সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মানকাচর, ভায়া ধুবড়ী, আসাম ১৲

১৩১৮ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

১১৩৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাউ, ১৫নং ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
১১৩৬। " নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, তেলিপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া ১৲

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৩৭। শ্রীযুক্ত রাখালদাস কুণ্ডু, ২৪।১ রাম সেবক মল্লিকের লেন, কলিঃ ১৲
৩৮। " ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু বেলিলিয়স রোড, হাওড়া ১৲
৩৯। " নগেন্দ্র নাথ শেঠ, বেলিলিয়স রোড, হাওড়া ১৲
৪০। " রমানাথ নন্দী ৩৪ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৪১। " অমূল্যচরণ নন্দী, চাউলিয়া, পোঃ বারহারোয়া, সাওতাল পঃ ১৲
৪২। " জ্যোতিশচন্দ্র কুণ্ডু পোঃ দিঘা, পুষ্করিণীর নিকট, পাবনা ১৲
৪৩। " অবিশ্বাস চন্দ্র পাল, ।৵০ আনীর বাজার, পোঃ সন্তোষ, মৈঃ ১৲
৪৪। " প্রফুল্লকুমার পাল, Loco + carr. superintandant office A. B. Railway. Po পাহাড়টুলি. চিটাগঙ্গ ১৲
৪৫। " রাধিকামোহন পাল, ভৃঙ্গরাজ, পোঃ বলিয়াদি, ঢাকা ১৲
৪৬। " গঙ্গারাম কুণ্ডু ১০৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৪৭। " কেদারনাথ কুণ্ডু, হাকবা, পোঃ মনিরামপুর, যশোহর ১৲
৪৮। " পঞ্চানন নন্দী, আজিয়া, পোঃ তালসা, ফরিদপুর ১৲
৪৯। " জ্ঞান-বিকাশিনী সমিতি মাগুড়া ডাঙ্গা, পোঃ পাংসা, ফরিদপুর ১৲

৫০। ,, রমেশ চন্দ্র পাল, পোঃ জামালপুর, মৈমনসিংহ ১৲

৫১। ,, হরেকৃষ্ণ দে, কাসমপুর, পোঃ ভোলাহাট, মালদহ ১৲

৫২। ,, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৫৩। ,, কাশীনাথ পাল, ১৬নং খেংরুজ লেন, বৌবাজার, কলিকাতা ১৲

৫৪। ,, যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, পুটীমারী, পোঃ ফুলহরি, যশোহর ১৲

৫৫। ,, হরিপদ পাল, হারক, পোঃ আণ্ডনসি, হাওড়া ১৲

৫৬। ,, বুদ্ধিমন্ত কুণ্ডু, চড়ৈশ্বরাদ, পোঃ বাটিকামারী ফরিদপুর ১৲

৫৭। ,, রাজেন্দ্র চন্দ্র কুণ্ডু, বাহাড়া পোঃ বাটিকা মারী, ফরিদপুর ১৲

৫৯। ,, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, পোঃ মানকাচর, ভায়া ধুবড়ী, আসাম ১৲

৬০। ,, মধুসূদন কুণ্ডু পোঃ বনগ্রাম, ফরিদপুর ১৲

৬১। ,, শরৎচন্দ্র কুণ্ডু পোঃ সুজানগর, পাটনা ২৲

৬২। ,, রাজচন্দ্র ভৌমিক, আজিমনগর পোঃ দেওরা, ফরিদপুর ১৲

৬৩। ,, গৌরচন্দ্র কুণ্ডু, পাথাপাড়া, পোঃ কলামৃধ, ফরিদপুর ১৲

৬৪। ,, যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু, বড় বনগ্রাম, পোঃ বনগ্রাম, ফরিদপুর ২৲

৬৫। ,, ঝড়ুচরণ দে, শিবগঞ্জ, পোঃ গুজরপুর, হাওড়া ১৲

৬৬। ,, বরদাপ্রসাদ সাহা, তুলাপটী, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুরসিদাবাদ ১৲

৬৭। ,, ননিগোপাল শেঠ, ২৯নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৬৮। ,, অধর চন্দ্র নন্দী, রামকৃষ্ণপুর, সন্ধ্যাবাজার, হাওড়া ১৲

৬৯। ,, অধরচন্দ্র দে, রামকৃষ্ণপুর চড়া, হাওড়া ১৲

৭০। ,, রামচন্দ্র টাট, খামারগড়ি, পোঃ হেলান, হাওড়া ১৲

৭১। ,, রাখাল চন্দ্র পাল, ২৩ নং রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোড, হাওড়া ১৲

৭২। ,, গজেন্দ্রকুমার পাল, লক্ষ্মীবাসা প্রকাশিত সৈদপুর, পোঃ লালাবাজার শ্রীহট্ট ১৲

৭৩। ,, ভৈরব চন্দ্র পাল, মেদিনীমহল, পোঃ লালাবাজার শ্রীহট্ট ১৲

৭৪। ,, যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু, শাকপালদিয়া, পোঃ তালমা, ফরিদপুর ১৲

৭৫। ,, ললিতমোহন দে ১১৬ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৭৬। ,, প্রসন্ন কুমার দাস, বাহাড়া, পোঃ বাটিকামারী ফরিদপুর ১৲

৭৭। ,, গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, পাতরাইল, পোঃ আর্য্যদত্তপাড়া, ফরিদপুর ১৲

৭৮। ,, শ্যামাচরণ কুণ্ডু, গিলাখ, পোঃ সিউরাইল, ফরিদপুর ১৲

৭৯। ,, চন্দ্রনাথ পাল, Po Hiluchia মৈমনসিংহ ১৲

Printed and published by Bahir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah, and from Tiji Bandhab Karjaloya : Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

প্রশংসা পত্রঃ—(১) বম্বের শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র মহাদেব প্রভু দেশাই মহাশয় বলেন "ভিট্রাস সারসা" ব্যবহার করিয়া আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় আরও কিছু দিন ব্যবহারের জন্য আপনাকে ১ বোতল পাঠাইবার আদেশ দিলাম। (২) কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে "ভিট্রাস সারসা" সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা পত্র বাহির হইয়াছে। (৩) তিলি বান্ধব সম্পাদক মহাশয় হাওড়ার ডেলটন কেমিকেল ওয়ার্কসের বিবিধ ঔষধ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য,—"সরল গৃহ চিকিৎসা" বিনা মূল্যে।

নূতন আমদানী ফুল ও সব্জী বীজ।

প্রতি তোলা বীজের মূল্য:—বীট, ।০, বাঁধাকপি,—নারিকেলী ১৲, জলদি ড্রমহেড—জয় ঢাকের ন্যায় বৃহৎ ১৲, ঐ নাবি ১৲, লাল বাঁধাকপি ১৲, স্যাভয়—কাফ্রি কপি ১৲, গাজর, ।০, ফুলকপি, আর্লি স্নোবল ৩৲, ইক্লিপস্ ২৲; একষ্ট্রা আর্লি ১৷৷০, অটম জায়ান্ট ১।০; পাটনাই জলদি ৷৷৵০, ঐ নাবি ৷৷৵০, ল্যাণ্ড্রেথের কাঁটাশূন্য পাঁচ সেরী বেগুণ ৷০; প্যাকেট ।০, ওলকপি ৷০, সালাদ; ৷০, পিয়াজ, সাদা ৷০, লাল ৷০, মূলা, আমেরিকার—লং সাদা ।০, লং—কাল ।০; লং—লাল ।০, —লাল ভিবাকর ।০, কাঁথির ৵০,—রাক্ষুসে কুমড়া ৷০;—রাক্ষুসে লাউ ৷০, টমাটো ৷০, সালগম, ।০, লঙ্কা—রাক্ষুসে ।০, প্যাকেট, মটর—আমেরিকার পাউণ্ড ১৲, কাঁটাযুক্ত বেগুনের বীজ; তোলা ৵০, পাউণ্ড ২৲, ফুল বীজ ৮ রকম ১৷৷০, মায় মাশুল। গাছের মূল্য তালিকা বিনা মূল্যে।

দি ক্যালকাটা প্লান্ট এণ্ড সিড ষ্টোরস, ১১৪ নং খুরুট রোড হাওড়া।

Regtd. No. C. 548.

চতুর্থ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩১৯ সাল। [পঞ্চম সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচী পত্র।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধবপত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | ভাদ্র ১৩১৯ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

"তিলি-জাতি"

(১)

জগতের জাতি যত   উচ্চশিরে অবিরত,
জাতীয় গৌরবহেতু আত্ম বিসর্জ্জন।
জীবন তাচ্ছল্য করি   ঘৃণা লজ্জা পরিহরি
উন্নতি-শিখরে তারা করে আরোহণ।

(২)

দেখরে সম্মুখে চেয়ে   উঠিতেছে সবে ধেয়ে
উচ্চ নীচ সমুদায় ভারতীয় জাতি।
আপন প্রাধান্য আশে   উন্নতির উচ্চদেশে
পরাক্রম প্রকাশিয়ে ছড়াইছে ভাতি॥

(৩)

কিন্তু এই তিলিজাতি   যাহার গৌরব ভাতি
প্রদীপ্ত আজিরে এই পবিত্র ভারতে।
যশঃগুণ গীতি যার   অতুল্য রত্নভরায়
সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস [illegible] অক্ষরে॥

(৪)

মহা সেই তিলি জাতি জগৎ প্রান্তরে থাকি
নিদ্রিত আছরে হায়! বহুদিন তরে।
ভুলেছে কুল-গৌরব ভুলেছে কর্ত্তব্য সব
আপন বিস্মৃত আজি অজ্ঞান তিমিরে॥

(৫)

অতীত স্বপন সম অনন্ত মহিমা যেন
অস্পষ্ট উদ্ভাসিত হয় মনোমাঝে।
কভু সত্য বলি মানি কভু কল্পনায় আনি
সত্য কিম্বা মিথ্যা ভাবি বুঝিবার তরে॥

(৬)

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ আমি ভাবি যবে আর্য্যভূমি
করেছেন তিলিকুল উজ্জ্বল ভারতে।
মহাজ্ঞানী মহাজন এ কুলে লভি জনম
লভেছে অমর বর শিক্ষিত সমাজে॥

(৭)

জনমিয়া সেই কুলে অতুল্য মহিমা জ্বলে
আজি(ও) বিমুগ্ধ ভারত যার প্রতিভায়।
কুলের গৌরবে দৃপ্ত আনন্দে উদ্‌ভাসিত
কভু নাহি ভাবি মোরা বর্দ্ধিতে তাহায়॥

(৮)

তিলি-কুল-দিবাকর ভারত গগণোপর
দশদিক উজলিয়া পুনঃ ধীরে ধীরে।
অজ্ঞান তিমির নাশি ছড়াইয়া জ্ঞানভাতি
উঠিভেছে হের যেন হরিষ অন্তরে।

(৯)

উঠ উঠ উঠ সবে কত কাল ঘুমাইবে
দশদিক আলোকিত তপন-কিরণে।
কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসরি গর্ব্বমান পরিহরি
কার্য্য কর সবে মিলি সুদৃঢ় বন্ধনে॥

(১০)

তটিনীর খরস্রোত　　কে পারে করিতে রোধ
মাল্যবান গিরি যদি হয় অন্তরায়।
দ্বিগুণ সাহস ভরে　　তটিনীর স্রোত চলে
কভু নারে গিরিবর রোধিতে তাহায়॥

(১১)

তাই বলি শুন ভাই　　সবে মিলি এক ঠাঁই
জাতীয় গৌরব হেতু হও অগ্রসর।
উন্নতির গতি তব　　রোধিতে নারিবে কেহ
হও যদি অবিচল যথা মহীধর।

(১২)

উন্নতির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ　　হাসাইবে দশদিশি
ভারত হইবে তবে নন্দন কানন।
স্বীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ করি　　রাখিয়া ভারতোপরি
চির স্মরণীয় হও তিলিপুত্রগণ॥

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

বেহালা ইংরাজি বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীস্থ তিলি ছাত্র।

একতাবন্ধন।

আজকাল সকলের মুখেই Uuity অর্থাৎ একতা বলিয়া একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জাতীয় একতা বলিলে ভারতমাতার সকল সন্তানের মধ্যে সার্ব্বজনিক একতা বুঝায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতাবন্ধন সময় ও আয়াসসাধ্য। বিশাল ভারতভূমির সমগ্র জাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একতাবন্ধন করা আবশ্যক। সম্প্রদায়িক একতা কিরূপে হইতে পারে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২। ত্রিংশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে তিলির সংখ্যা এক লক্ষ মাত্র। এই মুষ্টিমেয় জনসমূহ ও আবার অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত

পাঁচ সাতখানি গ্রাম লইয়া এক একটী সমাজ গঠিত। আমরা এতদূর সঙ্কীর্ণ হৃদয় যে স্ব স্ব সমাজরূপ গণ্ডীর বাহির হইয়া অন্য স্থানে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত নহি। এক মেল হইতে অন্য মেলে আদান প্রদান করিলে কঠোর সামাজিক শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুরূহ। যে জাতির মধ্যে এতদূর ভেদজ্ঞান আছে তাহাদের মধ্যে যে সহজে ও শীঘ্র একতা হইতে পারে এরূপ আশা করা যায় না।

৩। সুখের বিষয় তিলি-বান্ধব আমাদের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজকে একটী বিস্তৃত সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। কালে এই চেষ্টা কতক অংশে ফলবতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এইরূপ আশার একটী প্রধান কারণ এই যে এখনও আমাদের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ আছে তন্মধ্যে অনেক গুলিতে লোকসংখ্যা এরূপ কম হইয়া পড়িয়াছে যে ঐ সকল সমাজ একটী বৃহৎ সমাজ ও বহু সংখ্যক কুটুম্বের সহিত না মিশিলে পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া আর চলে না। কাজেই পূর্ব্বে ইহারা যেরূপ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিতেন এক্ষণে সেরূপ চলিবে না। ইতি মধ্যেই কোন কোন মহাশয় সমাজরূপ গণ্ডীর বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এ সময়ে একটু চেষ্টা করিলে আমাদের মধ্যে একতাস্থাপন হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রধান পক্ষগণের সহিত পরস্পর পরিচয় ও সদ্ভাব বৃদ্ধিই একতা স্থাপনের প্রধান সহায়।

৪। বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ জেলার কোন্ কোন্ গ্রামে তিলি জাতির বাস আছে এবং তথাকার প্রধান পক্ষ কাহারা তাহা তিলি-বান্ধবে ধারা-বাহিকরূপে প্রকাশিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পরস্পর পরিচয়, প্রীতিবর্দ্ধন ও একত্র মিশিবার সুবিধা হয়। অন্যথা কলিকাতায় একটী তিলিসম্মিলনী হইলে তথায় বৎসরের মধ্যে একদিন জনকয়েক লোক একত্রে মিশিয়া কেবল যে তদ্দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ সুবিধা হইবে এরূপ মনে হয় না। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমাদের নাটাপোল সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে লিখিলাম। আশা করি অপরাপর গ্রাহকগণও এইরূপ স্থানীয় সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবেন।

নাটাপোল সমাজের মধ্যে নাটাপোল, পাটডাঙ্গা, পুকুরকোনা, বোদাই, নৈহাটী, মান্দারপুল, শিবদাসপুর ও মল্লিকার বাগ এই আটখানি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব্বে এই নাটাপোল গ্রামে ১২০০ বার শত ঘর তিলির

বাস ছিল। কিন্তু মহামারী ও কালের গতিতে গ্রাম মরুভূমি হইয়াছে। আমাদের সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে অন্যান্য সমাজের অনুরূপ বৃত্তান্ত শুনিবার বাসনা রহিল।

শ্রীমন্মথ নাথ পাল, শিক্ষক।
নিবোধিয়া হাই স্কুল, রেল ষ্টেসন দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

পূর্ব্ববঙ্গের পাল সমাজের সংক্ষিপ্ত

আংশিক বিবরণ।

ত্রিপুরা—এ জেলা তিলিজাতীয় বহু পালবংশ পরিবারের বসতিস্থান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তালসহর, ন্যায়মতপুর, মূলগ্রাম, গোকর্ণ, মজলিশপুর, সাবাজপুর, খাটিয়ারা, উজানিসার, মুড়িপাড়া, মোগড়া (রাজধর গঞ্জ), সরিপপুর, মানপুর, সহদেবপুর, মাইজখার, জিরোণ্ডা, খাগালিয়া, নাছিরপুর, ফান্দাউক, মুড়াকৈর, ছাতিয়ান এবং কেল্লা এই বাঁইশটী গ্রাম লইয়া বাঁইশ মৌজা সমাজ গঠিত হইয়া অতি পূর্ব্বকাল হইতে পরিচিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। এই "বাইশ মৌজার" আশে পাশে আরও কয়েকটী মৌজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা দায়ুদপুর (ইছাপুর) কলিকচ্ছ, চণ্টা ইত্যাদি * কয়েকটী প্রসিদ্ধ। এই বাইশ মৌজার প্রায় অধিকাংশ মৌজাই ধনে মানে, শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হইয়া ক্রমশঃ জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। নিম্নে অল্প কয়েকজন সমাজহিতৈষী শিক্ষিত লোকের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

* কাইতলা, ভৈরবনগর, আকুবপুর, দেউস, খোম্না, দিগলদী, টনকী, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েক মৌজাও প্রসিদ্ধ।

১। শ্রীযুক্ত দীননাথ পাল ইনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়া আদালতের নায়েব নাজিরের পদ হইতে আরও উন্নত হইয়া বহুদিন অতি দক্ষতা ও সম্মানের সহিত সরকারী কাজ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াই ইহার জন্মস্থান। ইনি একজন বিজ্ঞ সুভাবুক, প্রেমিক মহাপুরুষ ও ভগবদ্ভক্ত পরম বৈষ্ণব। তিনি গৌর প্রেমে সদা প্রমত্ত ও ভাবে ঢলুঢলু। আহা! তাঁহাকে দেখিলে কাহার না হৃদয় ভাবে ও প্রেমে

গলিয়া যায়। তাঁহার মধুর মুর্ত্তিখানি ও অমৃতময় কথাগুলি নিতান্ত পাষণকেও দ্রবীভূত করে। "ত্রিশের দাদা মার আশ্রমে" এবং "শিলচরে ঠাকুর দয়ানন্দের অরুণাচল আশ্রমে" তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মপ্রাণতাও ভাবুকতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আজ আর অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না। বারান্তরে সবিশেষ বর্ণনা করিবার বাসনা রহিল। তাঁহার বয়স অনুমান ৪২।৪৩ বৎসর হইবে।

২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল ইনি একজন সমাজহিতৈষী বিজ্ঞ বহুদর্শী লোক। তিনি এফ, এ পর্য্যন্ত পড়িয়া কয়েক বৎসর স্কুলের মাষ্টারী করেন। পরে তাঁহারই সর্ব্ব প্রযত্নে রায়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার পাল চৌধুরী ও হাসিমপুর নিবাসী ৺রাজকিশোর পাল চৌধুরী জমিদারদ্বয় কর্ত্তৃক রাজকিশোর রাধামোহন ইন্‌সষ্টিটিউসন নামক একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় (১৯০৩ খৃঃ) এই স্কুলের স্থাপন ও উন্নতি কল্পে স্বত্বাধিকারীদের প্রায় বার তের হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আজ স্কুলের অবস্থা খুব ভাল, মাসে মাসে প্রায় ৭০।৮০৲ টাকা সমস্ত খরচ বাদে জমা থাকে। অন্যান্য স্কুলের তুলনায় এই স্কুলে ফ্রি ছাত্রদিগের সংখ্যাও অনেক বেশী সুতরাং দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের পড়া শুনার সবিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গোপাল বাবু আজ ৪।৫ বৎসর হইল পুলিশ সবইনেস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া অতি দক্ষতা ও সম্মানের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। আজকাল তিনি চাঁদপুর থানায় আছেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াই তাঁহার জন্মস্থান সেখানে তাহার একখানা সুরম্য বাড়ী আছে। তাঁহার বয়স এখন ৩৮।৩৯ বৎসর হইবে।

৩। শ্রীযুক্ত কালীকিশোর পাল ইনিও সমাজহিতৈষী বিজ্ঞ বহুদর্শী লোক। তিনি এফ, এ পরীক্ষা পাস করিয়া, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে কয়েক বৎসর শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছেন। পরে আজ ২।৩ বৎসর হইল ওকালতি পাশ করিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিবিসনেই প্রাকৃটিস করিতেছেন এবং বেশ একটু সম্মানও প্রতিপত্তির সহিত মাসিক প্রায় দেড় শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। এ জেলায় মাত্র তিনিই একজন আমাদের পাল বংশীয় উকীল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আর যে দুএকটী পালবংশীয় উকিলের সংখ্যা বাড়িতেছে না। এ জেলায় আরও কয়েকজন এণ্ট্রেন্স পাশ এফ, এ-পাশ দেখিয়া উক্ত আশা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াই ইহার জন্ম স্থান,

বয়স অনুমান ৩৮।৩৯ বৎসর হইবে।

৪। শ্রীযুক্ত বনমালী পাল—ইনি একজন বিজ্ঞ প্রফুল্লচেতা উৎসাহদাতা লোক। তাঁহার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গ্রামে, তিনি এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া কুমিল্লা মুন্সেফ কোর্টে পেস্কারের পদে নিযুক্ত আছেন। তাহার বয়স অনুমান ৪২।৪৩ বৎসর হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র পাল ইনি একজন শিক্ষিত সমাজহিতৈষী উৎসাহী লোক ছিলেন। ইহার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গ্রামে, ইনি এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া কুমিল্লা টেক্‌নিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হইতে সবওভারসিয়ারী পরীক্ষা পাশ করিয়া ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে থার্ডইয়ার পর্য্যন্ত পড়িয়া এখন ছোট নাগপুর ডিভিসনে পুরুলিয়াতে সবওভারসিয়ারী পদে নিযুক্ত আছেন। বয়স অনুমান ৩৩।৩৪ বৎসর হইবে।

৬। শ্রীযুক্ত শশিমোহন পাল ইনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি। অনেক বিষয়ের খবর রাখেন। ইনি শৈশবাবস্থা হইতেই পিতৃহীন। ইনি এখন তাঁহার মাতার একমাত্র পুত্রসন্তান। এফ, এ, ফাষ্টইয়ার কয়েকমাস পর্য্যন্ত পড়িয়া শারীরিক অসুখ ও সাংসারিক নানা কারণে পাঠ্যাবস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। তাঁহার মাতাও একজন শিক্ষিত পুরুষ চেয়েও সুদক্ষা, লেখা পড়াও বেশ জানেন অবস্থা মধ্যবিৎ তাহা একমাত্র তিনিই পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ছেলেকে এই অসময়েই পাঠ্য জীবন হইতে ফিরাইয়া আনা আমাদের এখন যেন সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না জানিতে পারিলাম শশিমোহন নাকি এখন কোন মধ্য ইংরাজি স্কুলে মাষ্টারী করিতেছেন। তাঁহার পৈতৃক বাড়ী কালাটেক গ্রামে ছিল, সম্প্রতি তাঁহারা ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে বাড়ী করিয়াছেন। তাহার বয়স অনুমান ২৫।২৬ বৎসর হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র পাল ইনি এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। বেশ সুচতুর বুদ্ধিমান লোক। ২।৩ বৎসর কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কাজ করিয়া, সম্প্রতি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র শ্রীযুক্ত কালিকিশোর পাল উকিল মহাশয়ের মোহরে কাজ করিতেছেন ও সুখে আছেন। বাড়ী ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বয়স অনুমান ২৬।২৭ বৎসর হইবে।

৮। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাল ইনিও এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া ২।৩ বৎসর

কয়েক স্থানে চাকুরী করিয়া সম্প্রতি চিটাগাং কোন বীমা কোম্পানীতে এজেন্টপদে নিযুক্ত আছেন। বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। বয়স অনুমান ২৫।২৬ বৎসর হইবে।

৯। শ্রীমান মহিমচন্দ্র পাল সে এবার ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার সুবিখ্যাত হাই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী হইতে উৎকৃষ্ট ফল দেখাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছে। তাহার সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। ছেলেটীর পাঠে যেরূপ মনোযোগ ও একাগ্রতা দেখা যায় তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে তাহার উপযুক্ত আহার, বাসস্থান ও পুস্তকাদির সাহায্য প্রাপ্ত হইলে সে নিশ্চয়ই এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তম স্থান অধিকার করিতে পারিবে। কিন্তু এই সময় হইতেই সে বিশিষ্টভাবে সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে তাহার পাঠের বড়ই ক্ষতির সম্ভাবনা সুতরাং তাহার পাঠোন্নতি জন্য আমাদের সমাজ সর্ব্বতোভাবে দায়ী। যদি এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উদ্যোগী একটী ছেলের অচিরেই কোন সাহায্যর সুবন্দোবস্ত না হয়, তবে আমাদের সমাজ নিতান্তই স্বার্থপর ও অধঃপাতগ্রস্থ বলিতে হইবে। তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে। তাহার পৈতৃক বাড়ী ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাহারকান্দি গ্রামে ছিল, এখন তাহার দরিদ্র পিতা ব্রাহ্মণবাড়ীতেই একখানা ক্ষুদ্র বাড়ী করিয়াছেন এবং সামান্য কিছু কারবার করিয়া অতি কষ্টেস্বষ্টে পরিবার পালন করিতেছেন; তাঁহার স্ত্রী আর দুইটী ছেলে আছে। ছোট ছেলে দুটীও বেশ ভাল ও পাঠে মনোযোগী।

১০। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পাল ইনি মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা পাশ করিয়া এণ্ট্রেন্স স্কুলের ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া পারিবারিক দারিদ্র্য বশতঃ আর পড়িতে পারেন নাই। পরে তিনি তাঁহার একজন ধনাঢ্য আত্মীয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত হাসিমপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত হলধর পাল চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের সাহায্যে কয়েটি কারবার করিয়া স্বীয় অবস্থার কতকটা সচ্ছলতা করিয়াছেন। বয়স অনুমান ৩১।৩২ বৎসর হইবে। বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

১১। শ্রীমান মহিমচন্দ্র পাল সে মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা পাশ করিয়া কিছু ইংরেজী পড়িয়া ঢাকা সহরে কোন এক বড় কারবারে কয়েক বৎসর কাজ করিয়াছে। এখন সে রাজধরগঞ্জবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রসিদ্ধ কারবারে (রাজধরগঞ্জ বাজারে) দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছে। বাড়ী

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। বয়স অনুমান ২৪।২৫ বৎসর হইবে। তাঁহার পিতা ৺রামগতি পাল।

১২। শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ পাল ইনি একজন ধাৰ্ম্মিক অমায়িক উদারচেতা ধনাঢ্য লোক। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার ও আশুগঞ্জলোতে তাঁহার বড় বড় কারবার আছে, সে গুলিতে বহু মূলধন খাটে ও বৎসর বৎসর প্রভূত ধনলাভ হইয়া থাকে। তাঁহার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর হইবে।

১৩। শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র পাল সাতিশয় ধাৰ্ম্মিক ও বুদ্ধিমান লোক। তিনিও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যে সবিশেষ পটু এবং মধ্য বাঙ্গালা পাশ করিয়া কিছু ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বড় বড় কারবার গুলিতে তাঁহার দাদার সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবারে মাতা ও একটী বিধবা ধাৰ্ম্মিকা ভগ্নী, স্ত্রী, ৭।৮টী ছেলে মেয়ে প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখ শান্তি ভোগ করিতেছেন, বয়স ৩৮।৩৯ বৎসর হইবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র—

১৪। শ্রীমান অশ্বিনীকুমার পাল একটী সচ্চরিত্র ছেলে। ইনি তাঁহার পিতার গুণগ্রামের অনুকরণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তিনি এণ্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া পিতার নিজ কারবারেই যোগদান করিয়া পিতার সাহায্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে তাঁহাদের একটা সুরম্য অট্টালিকা আছে। তাঁহার বয়স অনুমান ২০।২১ বৎসর হইবে।

১৫। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র পাল ইনি মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা পাশ করিয়া কিছু কিছু ইংরেজী শিখিয়া স্বীয় পিতার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বড় কারবারেই যোগদান করিয়া তাহার উন্নতি বিধান করিতেছেন। তাঁহার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, বয়স ২৬।২৭ বৎসর হইবে। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামগতি পাল একজন ধনাঢ্য লোক।

১৬। শ্রীযুক্ত হরিমোহন পাল ইনি মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা পাশ করিয়া একটি বড় কারবার করিতেছেন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্দরে), তাঁহার চরিত্র বেশ অমায়িক। বয়স ২৬।২৭ বৎসর হইবে। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত হরিমোহন পাল একজন ধনাঢ্য কর্ত্তব্য পরায়ণ লোক। তিনি একমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া প্রায় লক্ষ টাকার অধিপতি হইয়াছেন তাঁহার বয়স ৪৬।৪৭ বৎসর, বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

১৭। শ্রীযুক্ত বনমালী পাল ইনি মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা পাশ করিয়া কতক পরিমাণে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া তাঁহার পিতা ৬ পদ্মলোচন পালের বড় কারবারে মনোযোগের সহিত কাজ করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। বয়স ৪০।৪১ বৎসর হইবে। বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

১৮। স্বর্গীয় জলধর পাল—ইনি মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া নিজ বড় কারবারে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ১০।১১ বৎসর কাজ করিয়া মৃগী রোগে অকালে ২৭।২৮ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। তাঁহার পিতা ৬স্বরূপ চন্দ্র পাল।

১৯। স্বর্গীয় মহিম চন্দ্র পাল ইনিও মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা পাশ করিয়া এণ্ট্রেন্স স্কুলের ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া অবশেষে দুরন্ত প্লীহা যকৃত রোগে বহু কষ্ট ভোগ করিয়া ২৯।৩০ বৎসর বয়সে অকালে কাল কবলে পতিত হয়েন। বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। পাঠ্যাবস্থায় আমরা তাঁহাকে বেশ তেজস্বী দেখিয়াছিলাম। তাঁহার পিতা ৬রামগতি পাল।

২০। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর পাল ইনি একজন সুবিজ্ঞ সমাজহিতৈষী বহুদর্শী ধর্ম্মচেতা লোক। তাঁহার গুণগ্রামের উচ্চতা লেখনী লিখিয়া শেষ করিতে অক্ষম। ইনি শ্যামগ্রাম গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহারও অলোক সামান্য অমায়িক ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের কথা চারিদিকেই প্রসিদ্ধ। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছে। পরদুঃখে তাহার হৃদয় সর্ব্বদা কাতর, এবং পরহিতে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত। ইনি নর্ম্মাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ২১।২২ বৎসর যাবৎ গভর্ণমেণ্ট সার্কেল স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদে অনেক স্কুলে (ময়মনসিংহ জেলায়) যথেষ্ট দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি ময়মনসিংহ জিলায় যত স্থানে ছিলেন সমস্ত স্থানের লোকেরাই তাঁহার অলৌকিক মহত্ত্ব, উদারতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ইস্লামপুর সার্কেলে (ময়মনসিংহ জেলা) অবস্থান কালেই আমরা তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। সেখানে তাঁহারই সযত্নপ্রযত্নে বহু বিষয়ে স্থানীয় উন্নতি সংশোধিত হইয়াছে। তিনিই সেখানে "হরিভক্তিপ্রদায়িনী" নামে একটী সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। সেখানে অহোরহঃ হরিনাম সংকীর্ত্তন, গীতা,

শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদি পাঠ হইয়া থাকেন। সেই ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপনার্থে সেখানকার স্থানীয় স্বর্গীয় ধনাঢ্য ধার্ম্মিকপ্রবর শ্যামসুন্দর পাল মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা যথেষ্ট সহায্য করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মমন্দিরটুকু যেন একটী পরম আনন্দের লীলা ভূমি, সর্ব্বদাই যেন আনন্দের ফুয়ারা ছুটিয়াছে। সেখানে ঢাকা জেলাবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গুরুদায়াল দত্ত কবিভূষণ এবং শ্রীহট্ট জেলাবাসী ইসলামপুর সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত (অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বিদ্যারঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় তাঁহার দুইটী হস্ত স্বরূপ। তাঁহারা দুই জনও অতি উন্নত প্রকৃতির লোক। বাস্তবিক তাঁহাদেরই উৎসাহ ও যত্নে এই ধর্ম্মমন্দিরের সর্ব্বাঙ্গ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ হইতেছে। নবদ্বীপ, কাশী,গয়া,বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পুরী ও বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থান হইতে সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী মহাপুরুষেরা প্রায় সর্ব্বদাই এখানে আসিয়া কতিপয় দিবস অবস্থান করতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু উপদেশাদি ও ধর্ম্মসাধন পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়া থাকেন। তিনি একজন পরম প্রেমিক বৈষ্ণব এবং জ্ঞানবান মহাপুরুষ। তাঁহার একটী অসাধারণ গুণ ও শক্তি এই যে যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে গিয়া এক দণ্ডকাল তাঁহার অমৃতময় বাক্যাদি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই একবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। যিনি যে বিষয়েই আলাপ করিতে গিয়াছে তিনিই সেই বিষয়েই চূড়ান্ত মীমাংসায় গিয়া পৌঁছিয়া আসিয়া হৃদয়ে সন্তোষ ও শান্তি লাভ করিয়াছেন। একথা অনেকেই ভুক্তভোগী হইয়াই বলিয়াছেন। এক সময় তিনি সাংসারিক কোন কথা বলিতে বলিতে এমনই এক ধর্ম্মভাবের গুহ্যতত্ত্ব সমূহ খণ্ডন করিতে লাগিলেন, প্রেমভরে বিভোর হইয়া প্রাণ মাতান ভাষায় কি মধুর তত্ত্ব সমূহ এরূপ সুন্দরভাবে বিবৃত করিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া শ্রোতাগণ ভাবের মাধুর্য্যে স্তম্ভিত ও বিহ্বল হইয়া আকুল প্রাণে প্রেমভরে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এরূপ তাঁহার জীবনে একদিন দুদিন নয় তাঁহার জীবনে বহুদিন বহুবার বহু শ্রোতারাই প্রত্যক্ষ ও উপভোগ করিয়াই বলিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি ও সংস্কার জন্য আপ্রাণ খাটিয়াছেন ও খাটিতেছেন। স্বামী সরোজানন্দ সরস্বতী, মহাত্মা বলদেব স্বামী, সেরপুরের রায় বাহাদুর, "ত্রিশের দাদা ও মা" এবং সদা গৌরপ্রেমে প্রমত্ত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ও শ্রীযুক্ত দীন নাথ পাল প্রভৃতি মহাত্মাগণের নিকট তাঁহার ভাব ও প্রেমের হৃদয়খানি

সুপরিচিত। তাঁহার পারিবারিক জীবনেরও অল্পবিস্তর দুএক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি সামান্য ২০।২৫ টাকা বেতনে চাকুরি করিয়াও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুলিকে অতি কষ্টে সৃষ্টে ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত ও কার্য্যোপযোগী করিয়া দিয়াছেন, এবং সংসারটীকেও বহু দরিদ্রাবস্থা হইতে মধ্যম অবস্থায় আনিয়াছেন। তাঁহারা সাত ভাই, তিনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। আমি হতভাগা তাঁহাদের চতুর্থ স্থানীয়। এ হতভাগা তাঁহার প্রাতঃ স্মরণীয় নমস্য "দাদার" পদাঙ্কানুসরণের যোগ্য নহে, কারণ আমি আমার বাসনানুযায়ী কিছুই করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমি সর্ব্বদা অনুতপ্ত। কিন্তু জানিনা এই অনুতাপটুকু দাদার আশীর্ব্বাদও হইতে পারে, কারণ এই অগুণ বুকে করিয়া যদি কিছু উঠিতে পারা যায়। আহা! দাদার মধুর জীবনী কথার অতি ক্ষুদ্রতম অংশটুকুনই লিখিত হইল। পত্রান্তরে আরও লিখিবার বাসনা রহিল। ক্রমশঃ—

শ্রীকাশীশ্বর পাল, শ্যায়মতপুর, ত্রিপুরা।

বাঁশবেড়িয়ার কুণ্ডু বাবুদের ইতিবৃত্ত।

(১)

বাঁশবেড়িয়ার কুণ্ডু বাবুরা হুগলী জেলার মধ্যে বহুদিনের সম্ভ্রান্ত ও ধনী জমিদার। ইহাঁদের আদি বাস কোথায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে যখন সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল তখন এই বংশের জগন্নাথ কুণ্ডু মহাশয়, ব্যবসা উপলক্ষে কয়েকজন স্বজাতিকে লইয়া, এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন ইহাঁরা জাতিতে দ্বাদশ তিলি।

শুনা যায় যে জগন্নাথ কুণ্ডু মহাশয় চুঁচুড়ার ওলন্দাজ সদাগরদিগকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সেই টাকায় অতিথি সেবা দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি করিতেন।

ইহাঁর দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দয়ারাম ও কনিষ্ঠ শিবরাম।

আজ আমরা দয়ারাম কুণ্ডু মহাশয়ের বংশ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। দয়ারামের নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছিল। ইনি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্র-

হীনকে বস্ত্রদান করিতেন। নিরাশ্রয় রোগীদিগকে আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা করাইতেন। মোটের উপর দুঃখীর যথাসাধ্য দুঃখ মোচন করা ইহাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। ইহাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র বলরাম কুণ্ডু মহাশয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

বলরাম কুণ্ডু মহাশয় সেকেলে ধরণের লোক ছিলেন। ইংরাজি জানিতেন না কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বিশেষ বিনয়ী, সদাচার সম্পন্ন ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন।

পৈত্রিক সম্পত্তির অর্থ হইতে ইনি ২।৩ খানি তালুক খরিদ করেন। ব্যবসায় ইঁনি কোন প্রকার উন্নতি করিতে পারেন নাই। * নিম্ন লিখিত নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে ইঁনি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন।

ইঁহার চারি পুত্র ছিল। প্রথম ভৈরবচন্দ্র, দ্বিতীয় মহেশচন্দ্র, তৃতীয় হরিশ্চন্দ্র ও কনিষ্ঠ গিরিশ চন্দ্র। জেষ্ঠ পুত্র ভৈরব চন্দ্র পিতার বর্ত্তমানে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইঁহার সাধ্বী স্ত্রী লক্ষ্মী দাসী পতির সহিত সহমৃতা হন। এই "সহমরণই" এই অঞ্চলের শেষ সহমরণ।

বলরাম বাবু, ভৈরব চন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে নিজে আর কোন কাজ-কর্ম্ম দেখিতেন না, দেবসেবা ও অতিথিসেবা লইয়াই দিন কাটাইতেন। সুতরাং সংসার ও বিষয় সম্পত্তির ভার তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহেশচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত হইল। মহেশ বাবুও পিতার ন্যায় ধাম্মিক ও শিক্ষিত ছিলেন। তবে পিতার ন্যায় তাঁহার ক্ষমাগুণ ছিল না। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন দুর্ব্বলের সহায় ছিলেন। কিন্তু অত্যাচারির অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যিনি তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন তাঁহার নিকট তিনি পুষ্পের ন্যায় কোমল ছিলেন। যিনি অসৎ ব্যবহার করিতেন তাঁহার নিকট লোহের ন্যায় দৃঢ় ছিলেন। ইঁনি অপুত্রক ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের অসাধারণ

---

* বলরাম বাবুর গুদম বাটীতে একদিন হঠাৎ আগুন লাগিয়া সহস্র মুদ্রার পণ্য বস্তু দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ হইয়া যাইল। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার গৃহে চুরি হইল। তাহার ফলে তাঁহাদের বহুদিনের সঞ্চিত ভূপ্রোথিত প্রচুর অর্থরাশি তস্করেরা লইয়া যাইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই পুনরায় তাঁহার দুইখানি মাল বোঝাই কিস্তি ডুবিয়া যায়। নানারূপে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, একরূপ হতশ্রী হইয়া পড়িলেন।

মেধাশক্তি ছিল। ইঁনি বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আজকালের ন্যায় তখন দেশে ইংরাজি ভাষার চর্চ্চা ছিল না, তখন দশ বিশ-খানা গ্রাম খুঁজিলে হয়ত একজন সামান্য ইংরাজি জানা লোক পাওয়া যাইত।

২৩ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের পর হইতেই আবার কুণ্ডু মহাশয়দিগের গৃহে কমলার আবির্ভাব হইল।

হরিশ বাবু একদিন জমিদারির কাগজপত্র উল্টাইয়া দেখিলেন যে অনেক জমি "খাস পতিত" রহিয়াছে। একজন প্রধান কর্ম্মচারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল জমি বন্দবস্ত হয় নাই কেন? তদুত্তরে কর্ম্মচারি বলেন যে ঐ সকল জমি কেহ লইতে চাহে না এবং খাসে আবাদ করাই-বারও হুকুম নাই সুতরাং পতিত রহিয়াছে। সেই বৎসর যখন সমস্ত মাঠে আবাদ হইয়া গিয়াছে তখন তিনি একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিকে মফঃস্বলে উক্ত পতিত জমিগুলি কি অবস্থায় আছে তাহা তদারক করিবার জন্য পাঠাইলেন। সদরের কর্ম্মচারি যথাসময়ে মফঃস্বলে উপস্থিত হইয়া তথাকার কর্ম্মচারিগণকে তাঁহার মণিবের হুকুম শুনাইয়া বলিলেন আপনারা আমার সঙ্গে আসিয়া এই ফর্দ্দ অনুযায়ী সমস্ত পতিত জমি আমাকে দেখাইয়া দিন। তথাকার কর্ম্মচারিগণ বলিলেন, মহাশয় এখন মাঠে ধান হইতেছে এমত অবস্থায়, কিরূপে ধান গাছের উপর দিয়া দরিদ্র প্রজাদের ফসল নষ্ট করিয়া আপনাকে পতিত জমি দেখাইব এবং আরও অনেক ওজর করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের আপত্তি টিকিল না। অগত্যা তাঁহারা মাঠে যাইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন ওই ওখানে ১ বন্দ ওই সেখানে আর ১ বন্দ জমি ইত্যাদি। সদরের কর্ম্মচারি স্বয়ং আলের উপর দিয়া অতি কষ্টে ৬।৭ ঘণ্টা একটা মাঠে ঘুরিয়া এক কাঠা জমিও পতিত দেখিতে পাইলেন না। তথাকার কর্ম্মচারিগণ বেগতিক দেখিয়া অবশেষে তাঁহাকে এক শত টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে তিনি বলিলেন এত জমি আপনারা চুরি করিয়া ভোগ করিতেছেন, অতএব এই টাকায় আমি সন্তোষ হইতে পারি না। শেষে দেড় শত টাকা লইয়া তিনি সদরে রওনা হইলেন।

যথা সময়ে তিনি হরিশ বাবুকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিয়া সেই ১৫০৲ দেড় শত টাকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। হরিশ বাবু তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই ১৫০৲ টাকা ও আরও ৫০৲ টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিলেন।

এইবার সেই কর্ম্মচারিগণের ডাক পড়িল সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। হরিশ বাবু তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন আপনারা জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন?

এইবার তাহাদের মুখ শুষ্ক হইল। হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল বুঝিলেন যে তিন পুরুষের চাকুরি আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া শেষ হইবে।

শেষে হরিশ বাবু বলিলেন যে যদ্যপি আপনারা আগামী বৎসরে সমস্ত পতিত জমি বন্দবস্ত করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং এইরূপ অন্যায় কার্য্য ভবিষ্যতে আর না করেন তাহা হইলে আপনাদিগকে সম্মানে ছাড়িয়া দিব। নতুবা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিব না।

কর্ম্মচারিগণ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, আর ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য কখন তাহারা করিবে না। কর্ম্মচারিদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য পর বৎসর প্রায় সমস্ত পতিত জমি বন্দবস্ত হইয়া ষ্টেটের বিশেষ লাভ হইল।

এইরূপে তাঁহার দ্বারা ষ্টেটের বেশ উন্নতি হইতে লাগিল। হরিশচন্দ্র এবার নৌকাযোগে কলিকাতায় গিয়াছিলেন সেখানে যাইয়া বড় লোকের বাটী দেখিলেই তিনি কি প্রকারে বড় লোক হইয়াছেন তাহার তথ্য লইতেন। অনেকদিন পরে তাঁহার মনে ধারণা জন্মিল যে নীলকুঠিই আজকাল বড় লোক হইবার একটী প্রশস্ত উপায়। কিন্তু অনেক টাকার প্রয়োজন। কি উপায়ে নীলকুঠি স্থাপন করা যাইতে পারে ইহা সর্ব্বদাই হরিশচন্দ্র মনে করিতেন। গোপনে নানারূপ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন যুবক হরিশচন্দ্র তাঁহার পিতা ও মধ্যম ভ্রাতাকে নীলকুঠী সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে বলরাম বাবু বলিলেন বাবা নগদ টাকা অনেক বাহির করিতে হইবে এখন আর আমার সে অবস্থা নাই সুতরাং নিরস্ত হও। হরিশচন্দ্র বলিলেন বাবা অনুমতি দিন, আশীর্ব্বাদ করুন পুঁজির টাকার জন্য আটকাইবে না।

কেউটিয়ার "নন্দীবংশ" তখন বঙ্গদেশের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য বিখ্যাত ধনী জমিদার ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে ইঁহাদের সহিত তাঁহাদের বিশেষ প্রণয় ছিল। বিশেষতঃ স্বজাতি বলিয়া আরও স্নেহ করিতেন।

হরিশচন্দ্র একদিন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মূলধনে তিনি

শূন্য অংশীদার হইয়া একটী নীলকুঠী স্থাপন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ নন্দী মহাশয় অমুক দিন আসিও বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। নির্দ্ধারিত দিনে আবার হরিশ্চন্দ্র "নন্দীবাবুদের" বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ নন্দী মহাশয় যুবক হরিশ্চন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে নীলের কাজে অনেকেই বড়লোক হইয়াছে সত্য কিন্তু কেহ কেহ একেবারে রাস্তার ফকির হইয়াছে। অতএব আমার মতে, এহেন গুরুদায়িত্বপূর্ণ ব্যবসা না করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহে তিনি কাঁঠালের আটা লইয়া বসিলেন। তোমার যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি তাহাতে আমার বিশ্বাস তুমি উন্নতি করিতে পারিবে। তুমি নিজেই কর ভাগাভাগীর প্রয়োজন নাই। তোমার যখন যত টাকার প্রয়োজন হইবে বিনা সুদে আমি তাহা দিব। হরিশ্চন্দ্র স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন।

হরিশ্চন্দ্রের যত্নে ও চেষ্টায় এবং নন্দী বাবুদের অর্থে—"কেউলাজায়" একটী নীলকুঠী স্থাপিত হইল। প্রথম বৎসর হরিশ্চন্দ্র লাভ করিতে পারিলেন না বরং কিছু লোকসান হইল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে নাম মাত্র কিছু লাভ হইল, চতুর্থ বৎসরে কমলা সুপ্রসন্ন হইলেন আশাতীত লাভ হইল। পঞ্চম বৎসরের শেষে তিনি নন্দী বাবুদের সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিলেন। বলিলেন আপনি টাকা না দিলে পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ও বামনের চন্দ্র ধারণের ন্যায় নীলকুঠী স্থাপন আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। আজ হইতে যাহা লাভ হইবে অর্দ্ধেক আপনার ও অর্দ্ধেক আমার।

তৎশ্রবণে নন্দী মহাশয় বলিলেন "রাধা মাধব" অমন কথা উচ্চারণ করিও না। তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদে আমার টাকার অভাব নাই।

কিছুদিন পরেই কুলিয়ায় ও কাঁকরাপাড়ায়, আর দুইটী ছোট ছোট কুঠী স্থাপিত হইল। অল্পদিন পরেই তিনি লক্ষপতি হইলেন। হরিশ্চন্দ্রের একটী বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি কারিকরদিগকে বড় ভালবাসিতেন। নীলকরদের ন্যায় তাঁহার অত্যাচার ছিল না। যে বৎসর বেশী লাভ হইত সে বৎসর তিনি তাঁহার কারিকরদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। খিচুড়ি, লুচি, মোণ্ডা খাওয়াইতেন। যে তাঁহার মনমত কাজ করিত তাহাকে নগদ টাকাও পুরস্কার স্বরূপ দিতেন। সেইজন্য ইহার কুঠিতে সকলেই কাজ করিতে ইচ্ছা করিত সুতরাং অত্যাচারি নীলকর অপেক্ষা তাঁহার কাজ বেশ সুপরিচালিত হইত। হরিশ্চন্দ্রের অনুগ্রহে এই সময়ে ৩ [illegible] জন সৎগোপ

ও অনেকগুলি চাষী কৈবর্ত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইঁহার নিকট হিন্দু,মুসলমান, ব্রাহ্মণ,শূদ্র, স্বজাতি,বিজাতি বিশেষে কিছু পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কুলিয়ার কুঠিতে একজন মুসলমান তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি যাহাকে কাজের লোক দেখিতেন তাহাকেই উপযুক্ত পদ ও সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিছুদিন পরে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী যোড়াশাকোর সিংহ মহাশয়দের (যে বংশের কালি সিংহ মহাশয় মহাভারত প্রকাশ করেন) "বাঁশবেড়িয়ার নালকুঠি" ইজারা লন, ইহাতেও দুই লক্ষাধিক টাকা লাভ হয়।

ইহার পর "সুতোরলোড়ে" নামক স্থানে একটী প্রকাণ্ড কুঠি কেনা হয়, কিন্তু কালাচাঁদ মিত্র নামক জনৈক প্রতারক দালালের হস্তে পড়িয়া এই কুঠিতে বিস্তর লোকসান হয়। কারণ এই কুঠির প্রকৃত ।৶০ ছয় আনার মালিক ষোল আনার মালিক বলিয়া কুঠি বিক্রয় করেন। যখন কুণ্ডু মহাশয়ের লোকেরা দখল করিতে যান তখন ৷৶০ দশ আনার মালিক লোকজন লইয়া তাড়া করিলেন সুতরাং দখল করিতে পারিলেন না, যথা সময়ে হরিশ্চন্দ্র এ সংবাদ শুনিলেন। বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, সত্যসত্যই তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। সুতরাং ৷৶০ দশ আনার মালিকের সহিত আপোষে নিষ্পত্য করাই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু হরিশ চন্দ্র এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন যখন দশ আনার মালিক আমার লোকজনকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে তখন ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। সুতরাং তিনি দেড় সহস্র মুসলমান, চাঁড়াল ও বাগ্দী লেঠিয়াল লইয়া দস্তুরমত দাঙ্গা করিয়া কুঠী দখল করিলেন। অগত্যা দশ আনার মালিক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোকর্দ্দামা দস্তুরমত চলিতে লাগিল অবশেষে কুণ্ডু মহাশয়দিগের হার হইল ও খরচা বাবৎ বিপক্ষকে অনেক টাকা দিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

N. Roy. Calcutta.

শূন্য অংশীদার হইয়া একটী নীলকুঠী স্থাপন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ নন্দী মহাশয় অমুক দিন আসিও বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। নির্দ্ধারিত দিনে আবার হরিশ্চন্দ্র "নন্দীবাবুদের" বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ নন্দী মহাশয় যুবক হরিশ্চন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে নীলের কাজে অনেকেই বড়লোক হইয়াছে সত্য কিন্তু কেহ কেহ একেবারে রাস্তার ফকির হইয়াছে। অতএব আমার মতে, এহেন গুরুদায়িত্বপূর্ণ ব্যবসা না করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহে তিনি কাঁঠালের আটা লইয়া বসিলেন। তোমার যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি তাহাতে আমার বিশ্বাস তুমি উন্নতি করিতে পারিবে। তুমি নিজেই কর ভাগাভাগীর প্রয়োজন নাই। তোমার যখন যত টাকার প্রয়োজন হইবে বিনা সুদে আমি তাহা দিব। হরিশ্চন্দ্র স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন।

হরিশ্চন্দ্রের যত্নে ও চেষ্টায় এবং নন্দী বাবুদের অর্থে—"কেউলাজায়" একটী নীলকুঠী স্থাপিত হইল। প্রথম বৎসর হরিশ্চন্দ্র লাভ করিতে পারিলেন না বরং কিছু লোকসান হইল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে নাম মাত্র কিছু লাভ হইল, চতুর্থ বৎসরে কমলা সুপ্রসন্ন হইলেন আশাতীত লাভ হইল। পঞ্চম বৎসরের শেষে তিনি নন্দী বাবুদের সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিলেন। বলিলেন আপনি টাকা না দিলে পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ও বামনের চন্দ্র ধারণের ন্যায় নীলকুঠী স্থাপন আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। আজ হইতে যাহা লাভ হইবে অর্দ্ধেক আপনার ও অর্দ্ধেক আমার।

তৎশ্রবণে নন্দী মহাশয় বলিলেন "রাধা মাধব" অমন কথা উচ্চারণ করিও না। তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদে আমার টাকার অভাব নাই।

কিছুদিন পরেই ফুলিয়ায় ও কাঁকরাপাড়ায়, আর দুইটী ছোট ছোট কুঠী স্থাপিত হইল। অল্পদিন পরেই তিনি লক্ষপতি হইলেন। হরিশ্চন্দ্রের একটী বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি কারিকরদিগকে বড় ভালবাসিতেন। নীলকরদের ন্যায় তাঁহার অত্যাচার ছিল না। যে বৎসর বেশী লাভ হইত সে বৎসর তিনি তাঁহার কারিকরদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। খিচুড়ি,লুচি, মোণ্ডা খাওয়াইতেন। যে তাঁহার মনমত কাজ করিত তাহাকে নগদ টাকাও পুরস্কার স্বরূপ দিতেন। সেইজন্য ইহার কুঠিতে সকলেই কাজ করিতে ইচ্ছা করিত সুতরাং অত্যাচারি নীলকর অপেক্ষা তাঁহার কার্য্য বেশ সুপরিচালিত হইত। হরিশ্চন্দ্রের অনুগ্রহে এই সময়ে [illegible] জন সৎগোপ

ও অনেকগুলি চাষী কৈবর্ত্তর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইঁহার নিকট হিন্দু,মুসলমান, ব্রাহ্মণ,শূদ্র, স্বজাতি,বিজাতি বিশেষে কিছু পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কুলিয়ার কুঠিতে একজন মুসলমান তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি যাহাকে কাজের লোক দেখিতেন তাহাকেই উপযুক্ত পদ ও সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিছুদিন পরে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী যোড়াশাকোর সিংহ মহাশয়দের (যে বংশের কালি সিংহ মহাশয় মহাভারত প্রকাশ করেন) "বাঁশবেড়িয়ার লালকুঠি" ইজারা লন, ইহাতেও দুই লক্ষাধিক টাকা লাভ হয়।

ইহার পর "সুতোরলোড়ে" নামক স্থানে একটী প্রকাণ্ড কুঠি কেনা হয়, কিন্তু কালাচাঁদ মিত্র নামক জনৈক প্রতারক দালালের হস্তে পড়িয়া এই কুঠিতে বিস্তর লোকসান হয়। কারণ এই কুঠির প্রকৃত ।৶০ ছয় আনার মালিক ষোল আনার মালিক বলিয়া কুঠি বিক্রয় করেন। যখন কুণ্ডু মহাশয়ের লোকেরা দখল করিতে যান তখন ॥৶০ দশ আনার মালিক লোকজন লইয়া তাড়া করিলেন সুতরাং দখল করিতে পারিলেন না, যথা সময়ে হরিশ্চন্দ্র এ সংবাদ শুনিলেন। বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, সত্যসত্যই তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। সুতরাং ॥৶০ দশ আনার মালিকের সহিত আপোষে নিষ্পত্তি করাই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু হরিশ চন্দ্র এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন যখন দশ আনার মালিক আমার লোকজনকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে তখন ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। সুতরাং তিনি দেড় সহস্র মুসলমান, চাঁড়াল ও বাগ্দী লেঠিয়াল লইয়া দস্তুরমত দাঙ্গা করিয়া কুঠী দখল করিলেন। অগত্যা দশ আনার মালিক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোকর্দ্দামা দস্তুরমত চলিতে লাগিল অবশেষে কুণ্ডু মহাশয়দিগের হার হইল ও খরচা বাবৎ বিপক্ষকে অনেক টাকা দিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

N. Roy. Calcutta.

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

পারিতোষিক বিতরণ। ১লা ভাদ্র তারিখে আমাদের স্বজাতির দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত "বাঁটরা মধুসূদন হাই স্কুলের" পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হাওড়ার মহামতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বহস্তে স্কুলের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ মহাজন সভা। গত ৩০শে আষাঢ় রবিবার রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীটের ২৮নং বাড়ীতে এই সভার বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় সমাগত হইয়াছিলেন। সভায় প্রথমে বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী পাঠ হয় সকলের শেষে বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কার্য্যকারী সভার সভাপতি হইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত শশীমোহন পোদ্দার সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত তড়িৎ ভূষণ রায় (এটর্ণি) সেক্রেটারি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ অঃ এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বঙ্গের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার সদস্য। বলা বাহুল্য মহারাজা বাহাদুর, রায় রাধা চরণ পাল বাহাদুর, এবং তড়িৎ ভূষণ রায় ইহারা আমাদের স্বজাতি। শশী মোহন পোদ্দার মহাশয় আমাদিগের স্বজাতি কি না তাহা জানি নাই।

বদলি। মৈমনসিংহ টাঙ্গাইলের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র লাল নন্দী মহাশয় বর্দ্ধমান কালনা মহকুমায় বদলি হইয়াছেন।

স্মৃতি সভা—বিগত ৮ই শ্রাবণ বুধবার ভূতপূর্ব্ব "হিন্দু পেট্রিয়টের" সম্পাদক স্বনাম প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য কলিকাতা ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ ওভার টাউনহলে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এই সভায় কৃষ্ণদাস পালের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ফুটপাত। কলিকাতা সহরের রাস্তার ফুটপাত দিয়াই চলিতে হইবে। মাঝ রাস্তা দিয়া চলা চলিবে না. কলিকাতার পুলিস কমিশনার এইরূপ এক বিধি করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। ইহাতে নানারূপ আপত্তি উঠিয়াছে। মিউনিসিপাল সভায় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রস্তাব করিয়াছিলেন—"পুলিশ কমিশনার এ সম্বন্ধে আপত্তি শুনিবার জন্য যে সময় দিয়াছেন সে সময় তাঁহাকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিবার কথা বলা হউক"। প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া পুলিশ কমিশনারের কর্ত্তব্য। এত বড় একটা ব্যাপারে ক্ষিপ্রকারিতা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী। শনিবার ১৫ই ভাদ্র অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় ৩০২ নং অপার সার্কুলার রোডস্থিত মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর পঞ্চম মাসিক অধি-বেশন হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বিষয় (১) সম্পাদকের অভিভাষণ (২) প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের "শ্রীসনাতন শিক্ষা" নামক ধারা বাহিক বক্তৃতায় প্রথম বক্তৃতা (৩) সঙ্কীর্ত্তন।

পুত্রশোক। গত ৩রা ভাদ্র সোমবার তিলি-বান্ধব পত্রিকার গ্রাহক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কুণ্ডু (সারভেয়ার ভাগাবাদ কলিয়ারী, ঝরিয়া) মহাশয়ের একমাত্র শিশু পুত্র পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে অসীম দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এক-মাত্র পুত্র অত্যন্ত আদরের পাত্র ; তাই সকলেই মনোমত নাম "ধ্রুবতারা" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কালের কি বিচিত্র বিধি "ধ্রুবতারা সংসার অন্ধকার করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।" ভগবান পুত্র শোকাতুরা জনকজননীর হৃদয়ে শান্তি দান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

———

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৮০। " রাজেন্দ্র চন্দ্র কুণ্ডু পোঃ লোহাগড়া, ঐ বাজার, যশোহর ১৲
৮১। " ইন্দু ভূষণ মণ্ডল, ছাতড়া, পোঃ লোহাগড়া, মুর্শিদাবাদ ১৲
৮২। " কালী কুমার কুণ্ডু, কাকদি, পোঃ ফুলবেড়িয়াহাট, ফরিদপুর ১৲
৮৩। " হরলাল কুণ্ডু, পাম্বাপাড়া, পোঃ কলামৃধা, ফরিদপুর ১৲
৮৪। " যতীন্দ্র নাথ চিনে, ২নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া ১৲
৮৫। " মহেন্দ্র নাথ নন্দী, তামাকের দোকান, সন্ধ্যাবাজার, হাওড়া ১৲
৮৬। " পান্নালাল পাল, হরগঞ্জ রোড, পোঃ সালিখা, হাওড়া ১৲
৮৭। " নটবর দে, ১নং ধোপা পাড়া লেন, পোঃ সালিখা, হাওড়া ১৲
৮৮। " অনঙ্গ মোহন পাল, ৫৮,৫৯ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৮৯। " যোগেশচন্দ্র কুণ্ডু, গুড়গোলা. পোঃ বড়বন্দর, দিনাজপুর ১৲
৯০। " প্রাণ কৃষ্ণ কুণ্ডু, বাঁকি করিমালী, পোঃ যাদবপুর, যশোহর ১৲
৯১। " শরৎ চন্দ্র খাঁ, রাজাপুর, পোঃ মানিকদহ, ফরিদপুর ১৲
৯২। " বৃন্দাবন চন্দ্র কুণ্ডু, সোনাপুর, পোঃ ফুলবাড়িয়া হাট, ফরিদপুর ১৲
৯৩। " রাম কুমার কুণ্ডু, পোঃ গোহালা, ফরিদপুর ১৲
৯৪। " রাশবিহারী কুণ্ডু, স্বরূপাবাজ, ভায়া ভাঙ্গা, ফরিদপুর ১৲
৯৫। " মহেন্দ্র লাল কুণ্ডু, দামের চর, পোঃ দেওড়া, ফরিদপুর ১৲
৯৬। " রসিক লাল পাল; পোঃ ঝালোকাটী' বরিশাল ১৲
৯৭। " সেক্রেটারি ভাণ্ডারিয়া তিলিসমাজ লাইব্রেরী, খানখানাপুর ফরিদপুর ১৲
৯৮। " বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল, জয়নগর, পোঃ মহিসাল, ফরিদপুর ১৲
৯৯। " মতি লাল কুণ্ডু Po+Station Muchia, মালদহ ১৲
১০০। " সীতা নাথ কুণ্ডু, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার ১৲
১০১। " কৃষ্ণ চন্দ্র দে, কালী প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের গলি, হাওড়া ১৲
১০২। " শরৎ চন্দ্র পাল, ঢালান পোঃ বাঘিল, মৈমনসিংহ ১৲
১০৩। " জলধর কুণ্ডু, ভদ্রকান্দা, পোঃ ঢেউখালি, ফরিদপুর ১৲
১০৪। " বর্দ্ধদাস পাল, এড়েগাড়া, পোঃ বাওয়ালী, ২৪ পরগণা ১৲
১০৫। " বিপিন বিহারী পাল, Po Usthi ২৪ পরগণা ১৲

১০৬ । " নারায়ণ চন্দ্র পাল, পোঃ Pe Usthi, ২৪ পরগণা　১৲
১০৭ । " ধীরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ　১৲
১০৮ । " অভয়া চরণ কুণ্ডু, পোঃ সদরদি ভায়া ভাঙ্গা, ফরিদপুর　১৲
১০৯ । " শরৎ চন্দ্র ভক্ত, পোঃ খানখানাপুর, ফরিদপুর　১৲
১১০ । " ক্ষিতীশ চন্দ্র নন্দী, চাউলিয়া পোঃ বারহারোয়া, সাওতাল পং　১৲
১১১ । " রসিক লাল পাল, ১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া　১৲
১১২ । " গোপাল চন্দ্র পাল, ৯ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা　১৲
১১৩ । " ভূত নাথ কুণ্ডু, কুণ্ডুপাড়া লেন, ঠনঠনে, কলিকাতা　১৲
১১৪ । " মহাদেব চন্দ্র কুণ্ডু, ছাতুবাবুর ঘাট, পোঃ সালিখা হাওড়া　১৲
১১৫ । " হীরা লাল দে, হরগঞ্জ রোড, পোঃ সালিখা, হাওড়া　১৲
১১৬ । " দুর্লভ চন্দ্র শেঠ, ১৯৪ নং পুরাতন চিনে বাজার, কলিকাতা　১৲
১১৭ । " ক্ষিরোদ চন্দ্র পাল, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা　১৲
১১৮ । " প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল, ১০২ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা　১৲
১১৯ । " অতুল চন্দ্র পাল, চাউলের দোকান, ৫৮ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিঃ　১৲
১২০ । " রাধিকা প্রসাদ পাল, statior master বাঁকুড়া　১৲
১২১ । " প্রসন্ন কুমার নন্দী, Copyist judge court, বাঁকুড়া　১৲
১২২ । " আশুতোষ খাঁ, ৫ নং বলরামদের ষ্ট্রীট, কলিকাতা　১৲
১২৩ । " চন্দ্র নাথ কুণ্ডু ৭।১ নং হর লাল মিত্রের লেন, কলিকাতা　১৲
১২৪ । " নন্দ লাল শেঠ, ৭৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা　১৲
১২৫ । " প্রভাস চন্দ্র কুণ্ড, ২৫ নং কুলপি ঘাট, ষ্ট্রীট, কলিকাতা　১৲
১২৬ । " মাখম লাল সরকার, ডেপুটী কমিসনার অফিস, চাইবাসা　১৲
১২৭ । " মধুসূদন নন্দী, গোপীনাথপুর, পোঃ অমরসী, মেদিনীপুর　১৲
১২৮ । " সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, পোঃ মাধিপুর, উত্তর ভগলপুর　১৲
১২৯ । " সন্তোষ নাথ শেঠ, লক্ষীসরাই, মুঙ্গের　১৲
১৩০ । " প্রিয়নাথ কুণ্ডু, Head master হাবাসপুর মাইনরস্কুল ফরিদপুর　১৲
১৩১ । " রাখাল চন্দ্র কুণ্ডু, পাংসা বাজার, পোঃ পাংসা, ফরিদপুর　১৲
১৩২ । " বৃন্দাবন চন্দ্র কুণ্ডু, মাশামাদা বন্দর, মিলকমারী, রংপুর　১৲
১৩৩ । " হৃদয় নাথ কুণ্ডু, সৈয়দপুর বাজার, পোঃ সৈয়দপুর, রংপুর　১৲
১৩৪ । " রাম কৃষ্ণ দাস, statior master Mehsi, চাম্পারণ　১৲
১৩৫ । " গগণ চন্দ্র পাল, ঈশানগঞ্জ বাজার, পোঃ বিশালঘর, ত্রিপুরা　১৲

১৩৬। " হীরা লাল কুণ্ডু, (উকিল) পোঃ ঝিনাইদহ, যশোহর ১৲
১৩৭। " মহেন্দ্র চন্দ্র পাল, রাজপাশা, পোঃ ভাঙ্গ বাজার, শ্রীহট্ট ঐ
১৩৮। " রসিক লাল পাল, গোপাল নগর, পোঃ মিরকাদিম ঢাকা ঐ
১৩৯। " নিকুঞ্জলাল পাল, ভগবানগঞ্জ, ঢাকা ঐ
১৪০। " নরেন্দ্র কৃষ্ণ পোদ্দার, পোঃ ব্রাহ্মণগাঁও, ঢাকা ঐ
১৪১। " রাধা বল্লভ পাল, L. C. P. S. নারায়ণগঞ্জ ঢাকা ঐ
১৪২। " কুঞ্জ লাল দে, B-A দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর হুগলি ঐ
১৪৩। " রাজেন্দ্র মোহন দে ৮০।১ পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৪৪। " সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক, ১১ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৪৫। " শ্রীনাথচন্দ্র দে, বেহারীলাল কুণ্ডু, ২৪৩ অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা ঐ
১৪৬। " মতি লাল দে ১২৭।১ বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৪৭। " প্রিয় নাথ পাল, কাঁসারী পটী, খিদিরপুর, কলিকাতা ঐ
১৪৮। " নগেন্দ্র নাথ দে, ৫৬ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৪৯। " ভুবনেশ্বর শ্রীমানি, ২৯নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৫০। " বৈদ্যনাথ সাহা, M.A, ১নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৫১। " হরেন্দ্রকুমার রায় ২৪নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৫২। " সরেশচন্দ্র পাল, ১২৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৫৩। " জ্ঞানদাপ্রসাদ খাঁ, চাউলের দোকান,রামকৃষ্ণপুর চড়া হাওড়া ঐ
১৫৪। " রসিক লাল শেঠ ২৫নং সিদ্ধেশ্বরী তলা লেন, হাওড়া ঐ
১৫৫। " মাখন লাল শেঠ, ৭।১নং দুরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৫৬। Dr H. C. Kundu, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি ঐ
১৫৭। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ কুণ্ডু, P. C. Dock dispenswary. খিদিরপুর, কলিকাতা ঐ
১৫৮। „ শ্যামাচরণ দে, ১০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৫৯। „ রতিকান্ত সাহা, ১০।১ মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা ঐ
১৬০। " রামলাল কুণ্ডু, ২৬নং মিরজাফর লেন, কলিকাতা ঐ
১৬১। „ রামচাঁদ মজুমদার, ২৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ঐ
১৬২। „ রজনীকান্ত সাহা, ১০ সকৃ ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা ঐ
১৬৩। „ শম্ভুনাথ দে চৌধুরী, ১৯ নং ভুবন মোহনধর লেন, কলিকাতা ঐ

১৬৪। „ ভূপতিচরণ শেঠ, মৌলালিদরগাই, পোঃ ইটালি, কলিকাতা ১৲
১৬৫। „ মন্মথনাথ পাল, ১৪১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৬৬। „ কালীপ্রসন্ন মল্লিক, ১৪ নং আশুতোষ দের লেন, কলিকাতা ঐ
১৬৭। „ প্রাণকৃষ্ণ পাল, ৬০নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৬৮। ৺ কৈলাসচন্দ্র শ্রীমানির ফার্ম্ম ২১৭নং অপারসার্কুলার রোড,কলিঃ ঐ
১৬৯। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে, ১৯।১ মোহনলাল মিত্রের লেন, কলিঃ ঐ
১৭০। „ দুর্লভচন্দ্র কুণ্ডু, ১২ নং জোড়াপুকুর লেন, সিমলা, কলিকাতা ঐ
১৭১। „ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় ১৬নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৭২। „ অম্বিকাচরণ নন্দী ১৫নং চাউলপটী রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিঃ ঐ
১৭৩। „ প্রবোধচন্দ্র মল্লিক, ১৯৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৭৪। „ চুনীলাল দে, ১১নং জেলেটোলা, কলিকাতা ঐ
১৭৫। „ গিরীন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, ২নং ক্রীক রো, কলিকাতা ঐ
১৭৬। „ সুরেন্দ্রনাথ শেঠ C/o Shaw wallish এণ্ড কোং, কলিকাতা ঐ
১৭৭। „ কিশোরীলাল সাহা, ৪২নং হরচন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৭৮। „ রজনীকান্ত দে, ১৫১নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৭৯। „ গণপতি নন্দী, ৯২।২ পাশিবাগান লেন, কলিকাতা ঐ
১৮০। „ ফলোকৃষ্ণ পাল, উডমণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
১৮১। „ হরিদাস পাল, ৯১ নং রসারোড, নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা ঐ
১৮২। „ বিজয়কৃষ্ণ দে চৌধুরী, সলুট চৌকী লেনের নিকট,
পোঃ বালি, হাওড়া ঐ
১৮৩। „ রাধাচরণ শ্রীমানি, পূর্ব্বনপাড়া, মাকড়দাহ, হাওড়া ঐ
১৮৪। „ পঞ্চানন সাহা, জমিদার, দোগাছি, পাবনা ঐ
১৮৫। „ গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ সুজানগর, পাবনা ঐ
১৮৬। „ বেলতলী তিলি-সমিতি পোঃ বেলতলী, আটপাড়া, ঢাকা ঐ
১৮৭। „ S. M. Kundu & sons Po লৌহজঙ্গ, ঢাকা ঐ
১৮৮। „ হৃদয়নাথ কুণ্ডু, পাতিনাদহ, পোঃ ইসলামপুর, মৈমনসিংহ ঐ
১৮৯। „ গোপালচন্দ্র পাল, Head master pal's union school, Po, মগরা ঐ
১৯০। „ বনওয়ারি লাল পাল, পোঃ + গ্রাম সরিষাবাড়ী, মৈমনসিংহ ঐ
১৯১। „ অমরনাথ কুণ্ডু, নারায়ণপুর, পোঃ পাংসা, ফরিদপুর ঐ
১৯২। „ বহুবল্লভ পাল, ভবানন্দপুর মহারাজ কাছারি, পোঃ সাটুই

১৯৩। শ্রীযুক্ত নবীয়ারচাঁদ পাল,মার্চেণ্ট,ন্যায়মতপুর Po Kaitala,ত্রিপুরা ২৲
১৯৪। „ জিতেন্দ্রনাথ কুণ্ডু,Babarijhar,Po Darwani,রংপুর ঐ
১৯৫। „ হরিলাল দে, ১০নং রমাপ্রসাদ রায়ের গলি, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিঃ ঐ
১৯৬। „ দীনবন্ধু কুণ্ডু Retired sub Inspector of Police
Po পোতাজিয়া, পাবনা ঐ
১৯৭। „ রজনীকান্ত কুণ্ডু, সুন্দরা, পোঃ ঘাটনগর, দিনাজপুর ঐ
১৯৮। „ ভুবনমোহন কুণ্ডু, হেড পণ্ডিত, মাথাভাঙ্গা স্কুল, কুচবিহার ঐ
১৯৯। „ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, সেক্রেটারি তিলি সমাজ লাইব্রেরী
পোঃ খানখানাপুর, ফরিদপুর ঐ
২০০। „ যোগেন্দ্রলাল পাল, উত্তরপাড়া,পোঃ+গ্রাম সন্তোষমৈমনসিংহ ঐ
২০১। „ সৃষ্টিনারায়ণ কুণ্ডু, Typist, পোঃ নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ঐ
২০২। „ মতিলাল কুণ্ডু, নারিকেলবেড়িয়া, যশোহর ঐ
২০৩। „ ধনীরাম দে, মুজগুন্নি, পোঃ দুর্ব্বাডাঙ্গা, যশোহর ঐ
২০৪। „ কৃষ্ণ গোপাল কুণ্ডু, পোঃ নওগাঁ, ঢাকা ঐ
২০৫। „ সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, জমিদার, বড়বাসা, বড়বন্দর, দিনাজপুর ঐ
২০৬। „ শশী মোহণ কুণ্ডু, পোঃ বড়বন্দর, দিনাজপুর ঐ
২০৭। „ নন্দ লাল কুণ্ডু, পোঃ চান্দাই জেলা বগুড়া ঐ
২০৮। „ শশধর কুণ্ডু L, M, S, বগুড়া ঐ
২০৯। „ শরচ্চন্দ্র দে, জমিদার, পোঃ উলা, নদীয়া ঐ
২১০। „ জানকীনাথ সাহা, আমলা সদরপুর, নদীয়া ঐ
২১১। „ কালীনাথ সাহা, আমলা সদরপুর, নদীয়া ঐ
২১২। „ S, N, Roy asst agent of port canning land Inprove
ment Company, Po Canning town ২৪ পরগণা ঐ
২১৩। „ পঞ্চানন নন্দী, পোঃ বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান ঐ
২১৪। „ কুমারকৃষ্ণ নন্দী চৌধুরী, জমিদার বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান ঐ
২১৫। „ সুরেন্দ্রনাথ নন্দী, B,A, B,L, উকিল বর্দ্ধমান জজকোর্ট ঐ
২১৬। „ বসন্তকুমার নন্দী, জমিদার, পোঃ বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান ঐ
২১৭। „ ক্ষুদিরাম দে, পোঃ বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান ঐ
২১৮। „ নারাণচন্দ্র দে B,A, বারাশত, পোঃ চন্দননগর,হুগলি ঐ
২১৯। „ যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানি এল, এম, এস, চন্দননগর, হুগলি ঐ

Printed and published by Babir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah, and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

প্রশংসা পত্রঃ—(১) বম্বের শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র মহাদেব প্রভু দেশাই মহাশয় বলেন "ভিট্রাস সারসা" ব্যবহার করিয়া আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় আরও কিছু দিন ব্যবহারের জন্য আপনাকে ১ বোতল পাঠাইবার আদেশ দিলাম। (২) কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে "ভিট্রাস সারসা" সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা পত্র বাহির হইয়াছে। (৩) তিলি বান্ধব সম্পাদক মহাশয় হাওড়ার ডেল্টন কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বিবিধ ঔষধ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

Regtd. No. C. 548.

চতুর্থ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১৯ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচী পত্র।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা "তিলি জাতি সম্মিলনীর" সভ্য হইতে এবং সম্মিলনীর" মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদের নাম ধাম নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। তিলি জাতির শুমার বা সেন্সস গ্রহণ করিবার আয়োজন হইতেছে শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে যাঁহারা গণনাকারী ও সুপার ভাইজার হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা আপন আপন নাম ধাম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। বলা বাহুল্য বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামেই গণনাকারী নিযুক্ত হইবেন।

তিলিজাতি সম্মিলনী কার্য্যালয় — শ্রীরাধাচরণ পাল।
[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা — শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৵১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধবপত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | আশ্বিন ১৩১৯ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বঙ্গীয় তিলি ছাত্রগণের প্রতি।

বঙ্গের ভবিষ্য আশা ওগো (তিলি) ছাত্রগণ,
আজি মহা আনন্দেতে হৃদয়ের আবেগেতে
তোমাদের স্থানে করি এই নিবেদন,—
জাতীয় উন্নতি তরে হৃদয়ের অন্তঃস্তরে
শুভক্ষণে জ্বালিয়াছ যে মহা অনল,
যেন তুচ্ছ অহঙ্কার হিংসা দ্বেষ অবিচার
নিস্তেজ করিয়া তার না করে দুর্ব্বল।
জাগ তিলি জাগ সবে এক হ'য়ে সবান্ধবে
উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি হৃদয়ে ধারণ
শুনি তাহা শুভক্ষণে বিধাতার আবাহনে
জেগেছি আমরা যত তিলির সন্তান,
তাই আজি মৃত দেহে ভগ্ন জীর্ণ শীর্ণ গেহে
আসিয়াছে দেখ ভাই নূতন জীবন,
নূতন আলোক পেয়ে আমরা এসেছি ধেয়ে
জাতীয় উন্নতি তরে লভিতে সজ্ঞান।
মোরা সবে মহোল্লাসে মহানন্দে মহাসুখে
যেই মহাব্রত মোরা করেছি গ্রহণ,
এক লক্ষ্য এক মন সাধিব সে মহাপণ
জাতীয় উন্নতি তরে না হ'ব বিমুখ,

বঙ্গবাসী ছাত্র দলে কে কোথায়! এস চলে
এক পতকার তলে লভিতে সজ্ঞান,
শুন ভাই ওই শুন ডাকিছেন পুনঃ পুনঃ
মহারাজা মণীন্দ্র ও প্রমদা ভূষণ।
"নাই দ্বিধা নাই ভয় জয় মনীন্দ্রের জয়"
গাও আজি উচ্চ কণ্ঠে মিলাইয়া তান,
আঁধারে জ্বলিছে বাতি পোহাবে দুখের রাতি
তবে তো হইব মোরা মহা জ্ঞানবান,
ভেদাভেদ গিয়া ভুলি একতা নিশান তুলি
আইস ধনী নির্ধনী যত তিলিগণ,
মোহ নিদ্রা পরিহরি এস সবে ত্বরা করি
রাজার চরণ তলে যতেক সন্তান।
জ্বালিয়াছ যেই আলো জ্বালো ভাই আরো জ্বালো
এখনো রয়েছে দেশে অজ্ঞান আঁধার,
প্রতি তিলি ঘরে ঘরে সে আলোর রশ্মি পড়ে
এখনো করেনি পূর্ণ জীবন সঞ্চার।
"জাতীয় উন্নতি" বলি বাধা বিঘ্ন পদে দলি
কর্ত্তব্যের পথে এস হই অগ্রসর;
অদম্য উৎসাহ বুকে দীপ্ত সজীবতা মুখে
দৃপ্ত তেজে নব বলে পূরিবে অন্তর।
বিভুর করুণা বারি ভক্তি ভরে শিরে ধরি
পিতার আদেশ মানি হও আগুয়ান;
তুচ্ছ সেই অহঙ্কার করিও না ভয় আর
তবে সে হ'বে মোদের সার্থক জীবন।
মহানন্দে মহোল্লাসে যে অগ্নি জ্বেলেছ দেশে
সমগ্র আলয় হ'তে যোগাও ইন্ধন,
গগন ভেদিয়া রবে দিগন্ত কাঁপায়ে এবে
ঘরে ঘরে গিয়ে সবে করাও চেতন।

শ্রীবসন্ত কুমার পাল।
সেকের পাড়া, পোঃ মগড়া (ময়মন সিংহ

তিলি জাতি সম্বন্ধে একটী কথা।

বিশ্বকোষ রচয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় তিলি জাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কলিকাতা বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এল, মহাশয় তাঁহার "বঙ্গীয় সমাজ" নামক গ্রন্থে উক্ত জাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তিলিবান্ধবের পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা উদ্ধৃত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত বঙ্গবসী হিন্দুমাত্রেই বল্লালকৃত কুলীন মৌলিক শাখায় এবং আচার ভেদে বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত। তিলী জাতি মধ্যে এক কালে মহাসমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ীগণ নানাস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই জাতি মধ্যে কাশিমবাজারের রাজবংশ, দিঘাপতিয়ার রাজবংশ, রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বংশ, শ্রীরামপুরের দে বংশ, মাহিয়াড়ার (মৌড়ীর) কুণ্ডু বংশ এবং ভাগ্যকুলের রায় বংশ বর্ত্তমান বঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিলিগণ অতি নিরীহ ও সচ্চরিত্র। নিষ্ঠাবত্তায় ও ক্রিয়াশীলতায় তাঁহারা গন্ধবণিক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। এই জাতি মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গগত মহাত্মা কৃষ্ণ দাস পাল দেশের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন।

তিলীগণ ষোলখানা বা দ্বাদশ, পঞ্চকুলে, একাদশ এবং বেতনাই এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ষোলখানা বা দ্বাদশ তিলীগণ জাত্যংশে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা তিলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলিয়া থাকেন। গল্পটী এই ;—মহাদেবের সঙ্গীত শ্রবণে বিষ্ণুর দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গঙ্গার উৎপত্তি হইলে, ব্রহ্মা গঙ্গাদেবীকে স্বীয় কমণ্ডলুতে গ্রহণান্তে, যখন বিষ্ণুর দেহ শুষ্ক বস্ত্রে মার্জ্জনা করেন, সেই সময়ে নারায়ণের দেহ হইতে একটি তিল বহির্গত হয়। ব্রহ্মা সেই তিল রক্ষার ভার মনোহর পাল মুনির প্রতি অর্পণ করেন এবং তজ্জন্য তিনি তিলী নামে আখ্যাত হন। মনোহরের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ অকিঞ্চন, কনিষ্ঠ ঘনশ্যাম। তিলী জাতি অকিঞ্চনের সন্তান. প্রবাদ আছে যে ঘনশ্যামের সন্তানগণ অপকর্ম্ম জন্য পশ্চাৎ কলু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ষোলখানা বা দ্বাদশ তিলীর মূল সমাজগুলি আউস, ঢাউস, হাঁড়াল, হাসনা, কুলে, নারেঙ্গা, রাঢ়া, মধ্যরাঢ়া, রাঢ়সারা, তারকেশ্বর, জলেশ্বর, অদুল,

চৌরাসী, গঙ্গাবিষয়, মাসবিষয় এবং জগৎবিষয় এই ষোড়শ স্থানে স্থাপিত ছিল। এই ষোড়শ সমাজের পাঁচটির কিয়দংশ উত্তরকালে "পঞ্চকুলে" এবং অবশিষ্টের কিয়দংশ "একাদশ" নামক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। দ্বাদশ তিলী মধ্যে পাল, দে, শ্রীমানী, কুলীন এবং কুণ্ড নন্দী প্রভৃতি মৌলিক। পঞ্চকুলে তিলিগণের সমাজ শ্রীরামপুর, মৌড়ী, মণিরামপুর, বরাহনগর এবং পূর্ব্বাঞ্চলে স্থাপিত আছে। এই শ্রেণী মধ্যে পাল, দে, শেঠ, শ্রীমানী কুলীন, মান্না প্রভৃতি মৌলিক। একাদশ তিলীগণও কুলীন মৌলিক শাখায় বিভক্ত।

বেতনাই শ্রেণীভুক্ত তিলীগণ প্রাচীনকালে ষোলখানা বা দ্বাদশ তিলীর অন্তর্গত ছিলেন। প্রবাদ এই যে ঘটনাক্রমে এক সময়ে তাঁহারা অজ্ঞাতে এক মুচির সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করায় পতিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে সেই মুচি ধৃত হইয়া জাতি স্বীকার পূর্ব্বক বলিয়াছিল,—

খাই দাই নাতাই মনে।
বেত খুয়েছি বেতাই বনে।

এই বচন উল্লেখে এই শ্রেণীর তিলীগণ "বেতনাই" আখ্যায় আখ্যাত।

পাঠক একবার নগেন বাবুর ভাষার সহিত সতীশ বাবুর ভাষার তুলনা করিয়া দেখিবেন একটি কুরুচির ও অপরটি মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক কি না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী।
উকীল জজ আদালত, বর্দ্ধমান।

জামাইবাবু ও পোষ্যপুত্র।

আমাদের মাতৃভূমি এই বঙ্গদেশে মনুষ্য সমাজে সর্ব্ব শ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে বিশেষতঃ অবস্থাপন্ন ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কুটুম্বিতা ও আত্মীয়তার সম্বন্ধসূচক যত প্রকার নাম আছে, তাহার মধ্যে "জামাইবাবু' ও পোষ্য পুত্র'' এই নাম দুইটী বড়ই মধুর নাম। নাম দুইটা বেশি লম্বাও নয় এবং খাটও নয়, বেশ মাঝামাঝি ছাঁদের, শুনিতেও কোমল ও মধুর ভাবযুক্ত। সহোদর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃব্য, খুল্লতাত, দৌহিত্রাদি নানাবিধ উদ্ভট কটমটে শ্রুতিকটু দোষযুক্ত নাম গুলি অপেক্ষা জামাইবাবু ও পোষ্যপুত্র নাম অনেকাংশে শ্রুতি সুখকর। সঙ্কীর্ত্তনের গানে শুনিয়াছি যে "নাম শুনিয়া প্রাণ যুড়াল রে হারর কি মধুর নাম''। এখন এই নাম দুইটী শুনিলেও

প্রাণ শীতল হয়। আসল চুল অপেক্ষা যেমন পর চুলের জাঁক যমক বেশী এবং অনেক আসল ধাতু অপেক্ষা যেমন গিল্টি করা ধাতু অধিক চাকচিক্য শালী দেখায় সেইরূপ ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যেঠতাত খুল্লতাত প্রভৃতি নাম অপেক্ষা এই জামাইবাবু পোষ্যপুত্ররূপ পরগাছা জিনিসের নাম শুনিতে যেন অধিক ভাল শুনা যায়। যে যে বাড়ীতে ইহারা আবির্ভূত হন সেই সকল বাড়ীর কর্তৃপক্ষগণ ইহাদের গুণে মোহিত হইয়া ইহাদের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকেন এবং প্রতিদিন চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়াদি বায়ান্ন ভোগে ইহাদিগের দেহ তুষ্ট করিতে যত্নবান হন, নামের গুণেই এই সকল। যদি কোন লোকের বাড়ীতে কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার জন্য ইহার দশাংশের একাংশ ভোগের জোগাড় হয় কিনা সন্দেহ! যদি ইহারা কোন কর্ত্তাশূন্য সংসারে কর্ত্রী মহাশয়ার স্কন্ধে আবির্ভূত হন্ তাহা হইলে ইহাদের বাহার আর দেখে কে!

অবারিত দ্বার,—অবারিত ধনাগার সর্ব্বদায়ই ইহাদের ভোগ বিলাসের জন্য নিয়োজিত থাকে।

যাহা হউক আমি ইহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে চাই এখন তাহাই একটু খোলসা করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। পূর্ব্বে আমাদের তিলি জাতির মধ্যে জামাই বাবু ও পোষ্যপুত্ররূপ আগাছা বোধ হয় কোন ধনী কি জমিদারের সংসারে আজ কালকার ন্যায় এত প্রবলবেগে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব ধনী মহাজনগণ যেমন অধ্যবসায়ের সহিত একা অথবা দুই তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি তাহাদের সেই অর্থের দ্বারা নানাবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সৎ-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাহা অবশিষ্ঠ থাকিত তাহা তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। যদি কোন ভ্রাতার পুত্র না জন্মিত অথবা দুই একটী কন্যা মাত্র থাকিত তাহা হইলে সেই অপুত্রক ভ্রাতার পক্ষ হইতে পোষ্যপুত্র বা জামাই বাবুরূপ জীবের আমদানী করা তাহাদের মনে প্রায়ই উদয় হইতে দেখা যায় নাই। অধিকাংশ স্থলে ভ্রাতুষ্পুত্রাদি সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন। কন্যাকে সৎপাত্রে দান করিয়া তাহাকে অবস্থানুরূপ দান যৌতুকাদিসহ স্বামী গৃহেই পাঠাইয়া দিতেন; তাহাদের জন্য যে জামাই বাবুকে আমদানী করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত একত্রে সংসার মধ্যে স্থাপন করা তাহা তাহারা প্রায় করিতেন না। ইহাতে বংশের

মর্য্যাদা রক্ষা হইত এবং বংশধরগণও নির্ব্বিবাদে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন। এখনকার মত বিবিধ প্রকার অশান্তি তৎকালে তিলি জাতির কোন সংসারে অতি কমই দেখা গিয়াছে। কোন দৌহিত্র মাতামহ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলে তিনি নিজ বাড়ীতে থাকিয়াই তাহা ভোগ করিতেন।

অদ্য প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই জামাইবাবু ও পোষ্যপুত্রের আমদানী আমাদের স্বজাতি মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অধিক মাত্রায় প্রবেশ লাভ করিতেছে। এখন কোন এক মূলধনীর মৃত্যু হইলেই তাহার পুত্রগণের মধ্যে কতক দিনের জন্য সদ্ভাব দেখা যায়। সেই সকল ভ্রাতার মধ্যে যদি কেহ পুত্রাভাবে দুই একটী কন্যা রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন তখন তাহার বিধবা পত্নী দেবর পুত্রদিগকে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেখা অসহ্য যন্ত্রনা মনে করিয়া, তাহাদের উপর শত্রুতা সাধনের মানসে শান্তিময় সংসার মধ্যে এই অপূর্ব্ব জামাইবাবুরূপ দেবতার আমদানী করিতে থাকেন। আবার অন্যদিকে কোন কোন ভ্রাতাগণের মধ্যে এক জন নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হওয়ার পূর্ব্বে, তিনি সুবিবেচক হইলে, পোষ্যপুত্রের কোন অনুমতি না দিয়া কেবল বিধবা পত্নীর ভরণ পোষণ ও তীর্থ ধর্ম্মাদির জন্য অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্রাদির ভোগের জন্যই রাখিয়া যাইতেন। আর যদি কেহ তাহা না করিয়া নিজবংশধরগণের প্রতি দ্বেষযুক্ত হইতেন তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলেই গৃহিণীর প্ররোচনায় দত্তকপুত্র রাখিয়া অথবা রাখার অনুমতি দিয়া ভবলীলা শেষ করিতেন। এই প্রকারের আমদানীতে ভবিষ্যতে যে কি বিষময় ফলের উৎপত্তি হইত তাহা তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই।

আমি রাজসাহী বিভাগের অনেকগুলি জেলাতে নানা কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণ করিয়াছি, তন্মধ্যে এমন একটী জেলা দেখি নাই যাহাতে ধনী মহাজন অথবা জমিদার শ্রেণীর মধ্যে দুই চারিটী পরিবারে জামাইবাবু ও পোষ্য পুত্ররূপ বাবুদের আবির্ভাব ও তাহাদের অত্যাচার পরিলক্ষিত হয় নাই। এই স্বহস্ত রোপিত আদরের বৃক্ষ অবশেষে বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া হলাহল উদ্গীরণ পূর্ব্বক অনেক শান্তিময় সোনার সংসারকে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছে। অধিকাংশ পোষ্যপুত্রই প্রথম হইতে আদর

আহ্লাদে লালিত পালিত হইয়া তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সহিত আমোদপ্রিয় ও নব্য ইয়ারে পরিবৃত হইয়া কুক্রিয়াশক্ত ও উদ্ধত প্রকৃতি হইয়া উঠে। তখন তাহাদের আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না, তাহাদের স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাহারা চটিয়া লাল হয় এবং যে কোন প্রকারে হউক তাহাদের অনিষ্ঠ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। এমন কি যে মাতা অতি সাধ করিয়া উহাকে দৈন্য-দশা হইতে উদ্ধার করতঃ নিজ সংসারে স্থান দান করেন ও পরম যত্নে লালন পালন করেন, সেই মাতাই অবশেষে এই পুত্র রত্নের যন্ত্রনায় দিবারাত্র দগ্ধ হইতে থাকেন। অনেক স্থলে এই অভিনয় কেবল এই ভাবেই শেষ হয় না, অনেক স্থলে বিমাতা ও দত্তক পুত্রের মধ্যে এতই শক্রতার সৃষ্টি হয় যে তাহা কেবল বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া উহার শ্রাদ্ধ আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া উভয়েই বিশেষ প্রকারে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকে। ইহার উপর যদি এই পোষ্যপুত্র মহাশয় কোন সংসারের সরিকের মধ্যে উপস্থিত হন, তখন তাহাদের মধ্যে যে কি বিষম কাণ্ড উপস্থিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া তাহার শেষ ফল যে কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা বোধ হয় পাঠক গণের অনেকেই অবগত আছেন। ইহার মধ্যে একটু সুখের বিষয় এই যে ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের তিলি জাতির মধ্যে এই আগাছার প্রবেশ অপেক্ষাকৃত কম দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, আমাদের স্বজাতির মধ্যে যে যে স্থানে এই অভিনয় দর্শন করিয়াছি তাহার অধিকাংশ সংসারেই গৃহ-বিবাদে ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ মুখে পতিত হইয়াছে। তবে যে কোন কোন স্থানের এই নিয়মের বিপরিত অবস্থা দৃষ্টি গোচর হইয়াছে, তাহার সংখ্যা অতি সামান্য। শান্তির সংখ্যা অপেক্ষা অশান্তির সংখ্যাই অধিক দৃষ্টি-গোচর হয়।

ঐ সকল জেলাতে জামাইবাবুর সংখ্যাও আমার কম দৃষ্টি গোচর হয় নাই। এই জামাইবাবুদিগের অবস্থা অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর জাতিতে যেরূপ লক্ষিত হইয়াছে, তিলি জাতির মধ্যে অনেক স্থলেই সেরূপ লক্ষিত হয় না। অন্যান্য জাতির ধনবান ব্যক্তিগণ একাই হউক অথবা অন্যান্য ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হইয়াই হউক, স্বীয় পুত্রাভাবে কন্যাকে সাধারণতঃ উচ্চবংশে ও অবস্থাপন্ন পাত্রে সমর্পণ করিয়া কন্যাকে স্বামীর বাড়ীতে থাকারই অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আবার অনেক স্থলে ইহাও দেখা যায় যে আশানুরূপ

অবস্থাপন্ন জামাতা না পাওয়া গেলে সেই জামাইকে কন্যাসহ ভরণ পোষণের সংস্থাপন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পৃথক বাড়ীতে স্থান দান করিয়া থাকেন। এই প্রকারের জামাইবাবুকে নিজ বাড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া নিজের ভাই ভাতিজার মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিতে পার্য্যমানে দেখা যায় না। এখানে আর একটী কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কন্যা প্রতিপালন ও জামাইবাবুগণের সহিত তাহাদের যে যে ভাবের ব্যবহার সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়, সে সকল জামাইবাবু আমার এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। কুলীন ব্রাহ্মণের জামাইবাবুগণ অন্য শ্রেণীর জীব বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এ প্রকার জামাইবাবু ও কন্যা প্রাতপালনের দায়ে যে কত ধনী ও জমিদার শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গরীব অবস্থায় পতিত হইয়াছেন এবং নিজ নিজ বংশধরগণকে পথের ভিখারী করিয়াছেন তাহারও সংখ্যা করা কঠিন। সে যাহাই হউক সে সকল জামাইবাবু আমার এ প্রবন্ধের জামাই বাবু নহে তাহা বলিয়া রাখাই ভাল।

আমাদের তিলি জাতির মধ্যে কোন কোন মহাত্মা সাধ করিয়া আবার কেহ বা নিজ একান্নভুক্ত ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত সমান অধিকার দেওয়ার জন্য শ্রীমান জামাইবাবুকে নিজ পরিবারবর্গের মধ্যেই স্থাপন করিয়া থাকেন। এ সকল কার্য্য অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলোকের উত্তেজনায় সম্পাদিত হয়। আবার কোন কোন স্থলে দুই তিন ভ্রাতার মধ্যে কোন একজন পুত্রাভাবে দুই একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তাহার বিধবা পত্নী ঠাকুরাণী দেবর পুত্রগণের প্রতি ঈর্ষা করিয়াই দরিদ্রের ঘর হইতে কথিত প্রকারের জামাইবাবু রূপ জীবকে নিজ সংসার মধ্যে স্থান দান করিয়া থাকেন। সেই সকল জামাইবাবু অন্যান্য সরিকগণের সহিত তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া যে কি প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। গরিবের সন্তান ধনবানের ঘরে আসিলে তাহার মনের গতি যে কিরূপ হয় এবং সে অন্যান্য সরিকের সহিত সমানভাবে চলিতে ও ক্ষমতা জাহির করিতে যে কিরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠে, তাহাও বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন অথবা অনুমান করিতে পারেন।

রাজসাহী জেলার মধ্যে কোন একটী গ্রামে আমি কার্য্যোপলক্ষে কিছু দিন অবস্থান করা কালে, সেই গ্রামে আমাদের স্বজাতি এক ঘর অবস্থাপন্ন

লোক দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাঁহার আট দশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী এবংপাঁচ সাতটা জেলার নানা স্থানে বিস্তৃত মহাজনী কারবারও ছিল। মূল ধনীর মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচ পুত্র একত্রেই জমিদারী ও ব্যবসা বাণিজ্যের কার্য্য চালাইতেন। তাহাদের মধ্যে চারি ভ্রাতাই নিজ নিজ পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অপর ভ্রাতার পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি একটী কন্যা রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। প্রথমতঃ পাঁচ সাত বৎসর কাল সকলেই একত্রে নির্ব্বিবাদে সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতে লাগিলেন। জমিদারী ও মহাজনী কার্য্য কর্ম্মচারিগণ দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। চারি ভ্রাতার সন্তানগণের বিবাহ উপলক্ষে এবং অন্যান্য নানাবিধ আমোদ প্রমোদেও অবস্থানুরূপ ব্যয় বাহুল্য হইতে লাগিল। যে ভ্রাতার কেবল একটী মাত্র কন্যা ছিল তাহার বিধবা পত্নী দেবর পুত্রগণের জন্য এই সকল ব্যয় বাহুল্য ও আমোদ প্রমোদ দেখিয়া মনে মনে বড়ই যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার ঈর্ষানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি নিজ কন্যার জন্য একটী গরিবের সন্তানকে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে জামাইবাবুরূপে নিজ সংসার মধ্যেই স্থাপন করিলেন। এই জামাই বাবুর অদৃষ্টে শিকা ছিঁড়িয়া পড়িল ; তখন তাঁহাকে আর পায় কে। তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, এখন আর তিনি তাহা নহে। তিনি এই জমিদারী ও বিস্তৃত মহাজনীর একটী বড় অংশীদার। তখন অন্যান্য সরিকের সন্তানগণ যদি এক শত টাকা মূল্যের একটী দ্রব্য ক্রয় করেন ইনি তৎক্ষণাৎ দুই শত টাকা মূল্যের একটী দ্রব্য খরিদ করিয়া বসেন। এইরূপ ক্রমে তাহার জন্য হেমিল্‌টনের বাড়ী হইতে হীরার আংটী মতির মালা ইত্যাদি আমদানী হইতে লাগিল। নানাবিধ নিত্য নূতন পোষাক ও অলঙ্কার প্রভৃতির ঢেউ উঠিতে লাগিল। প্রাতে চা পান ও ফ্রেশ ফুডের তরঙ্গ ছুটিল। তিনি যেন আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। কূপ মণ্ডুক যদি সাগরে পতিত হয় তখন কি সে আহ্লাদে ফাটখানা হইয়া চারিদিকে সন্তরণ করিয়া বেড়ায় না? অবশ্যই বেড়ায়। অদৃষ্টে থাকিলে এবং সুযোগ পাইলে ইহা সকলেই করে। ইনিও সেইরূপই করিতে লাগিলেন। ইহার বাহার দেখিয়া মূল অংশীদারগণের চমক লাগিয়া গেল এবং তাহারা এই জামাই বাবুর জ্যোতিতে ক্রমে ম্লান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

তাহাদের নিজ নিজ অংশ অপেক্ষা এই জামাইবাবুরূপ আগাছার অংশই অধিক হইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া তাহার সহিত সহসা কোন বিবাদ বাধাইতেও সাহসী হইল না। কিছুদিনের জন্য তাহারা অত্যাচারজনিত অপমান সহ্য করিয়াই চলিতে লাগিলেন। উচ্চ কর্ম্মচারী হইতে বাড়ীর সাধারণ চাকর চাকরাণী পর্য্যন্ত ইহার অন্যায় হুকুম ও কর্কশ বাক্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হায় অযথা দুর্ব্ব্যবহার ও অত্যাচার কে কত দিন সহ্য করিতে পারে। শেষে দেখিলাম যে এই জামাইবাবুর সহিত সম্পত্তি লইয়া অপরাপর সরিকের বিবাদ আরম্ভ হইল এবং অবশেষে উহা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া সংসারটা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে যে প্রকার অর্থ ব্যয় করিতে হয়, এ শ্রাদ্ধে তাহার কোন ক্রটীই হইল না, কাজেই অতি অল্প কাল মধ্যেই সেই শান্তিময় সোনার সংসার প্রায় সাধারণ লোকের সংসারে পরিণত হইল। মহাজনী কাজ কর্ম্মও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। বর্ত্তমানে এই সংসারটী হীনাবস্থায় পরিণত হইতে দেখিয়াছি।

সংসারের এই সকল ভাব দেখিয়াই বলিতে ইচ্ছা হয়, আমাদের স্বজাতির মধ্যে যেন কেহ পার্য্যমানে জামাইবাবু ও পোষ্যপুত্র রূপ অপূর্ব্ব জীবকে নিজের সংসার মধ্যে স্থান প্রদান না করেন। নিজের পুত্র সন্তান না থাকিলে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্পত্তি দান করিয়া এবং নিজে ইচ্ছানুরূপ সৎকার্য্য করিয়াও সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গেলে বংশের গৌরব অক্ষুন্ন থাকে। তাহা না করিয়া অযথা এই প্রকার আগাছার সৃষ্টি করিয়া নিজের উপার্জ্জিত অর্থ তাহাদের দ্বারা নষ্ট করান কোন ক্রমেই সুখের বিষয় হইতে পারে না। ইহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে নিজের নৈকট্য জ্ঞাতি আত্মীয়গণের, এমন কি নিজের পত্নীর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ ও অশান্তির সূত্রপাত করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যখন কোন নৈকট্য জ্ঞাতি বা আত্মীয়ের অভাব দেখা যায় তখন নিজ কন্যার জন্য নিজ সম্পত্তিতে জামাইবাবুকে আনয়ন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কারণ তদ্দ্বারা অন্য কোন আত্মীয়ের বিরোধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। নিজের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদি বর্ত্তমানে এই সকল আগাছাকে নিজ সংসারের মধ্যে স্থানদান করিয়া গেলে পরিণামে যে সকল কুফল ফলিবে তাহা উপরেই প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের স্বজাতির মধ্যে এই ঘটনা গুলি প্রচারিত হইলে, তাহারা ইহার কুফলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সুবিবেচনার সহিত কার্য্য

করিলে বোধ হয় অনেক সুখের সংসার ধ্বংশের মুখ হইতে নিস্তার পাইতে পারে। আমাদের স্বজাতির মধ্যে অনেক সুখের সংসারও এই প্রকারের আগাছার অত্যাচারে ধ্বংস পাইতেছে দেখিয়াই অদ্য আমাকে এই সকল অপ্রিয় কথা লিখিতে অথবা অনধিকার চর্চ্চা করিতে হইল। আমি কোন আইনের কথা কিম্বা আমাদের হিন্দু মতের কোন কথাও বলিতেছি না, তবে স্বচক্ষে যাহা যাহা দেখিয়াছি, এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা যাহা জানিয়াছি, সেই সকল অবলম্বন করিয়াই আমাকে ইহা লিখিতে হইল। জামাইবাবু ও পোষ্যপুত্র বাবুগণ অতি চমৎকার জিনিস, ইহাদের প্রায় বার আনাই বহু মূল্য রত্ন বিশেষ এবং অন্যূন উনপঞ্চাশ গুণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। স্থল বিশেষে এবং কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ পোষ্য পুত্র রাখা অসঙ্গত বলিতেছি না। আবার দৌহিত্রগণও মাতামহ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যে ন্যায় সঙ্গত বিষয় তাহা কে অস্বীকার করিবে। অযথা ও সামান্য কারণে পোষ্য পুত্র ও জামাই বাবুগণকে সংসার মধ্যে আনায়ন করিলে যে বিষময় ফলের উৎপত্তি হয় এবং অশান্তির সৃষ্টি হইয়া সংসার নষ্ট হয় তাহাই দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কেহ ইহাতে অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেন তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীবনমালী কুণ্ডু, Retired Inspector of Police পোঃ পোতজিয়া, পাবনা।

বর্ত্তমান তিলি সমাজ।

আজ ভারতের জাগরণের দিনে, নবীন উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়ের ক্রীড়া ক্ষেত্র বঙ্গে, সমুদয় সম্প্রদায়ের উন্নতি কোলাহলের মধ্যে তিলি সম্প্রদায়ের ত সাড়া পাইনা! সকলেই আপনার পায়ে আপনি নির্ভর করিয়া আপনার শক্তি আপনি স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া, স্বকীয় তেজে তেজস্বী হইয়া আপনার সোদর প্রতিম স্বজাতিয়গণের উন্নতি বিধানের নিমিত্ত স্ফীতবক্ষে অগ্রসর হইতেছে আর হতভাগ্য তিলি সম্প্রদায় জগতের এক প্রান্তে কোন এক অন্ধতমসাবৃত ক্ষুদ্র গুহায় জড়ভরতের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিয়া অজলনেত্রে উহা নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাদের প্রাণে উন্নতির উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, বিশ্ববিজয়িনী কর্ম্ম শক্তির উদ্দীপনা পূর্ণ আহ্বান বানীতে নাচিয়া উঠেনা, প্রাণ উচ্চ আশালোকে পুলকিত হয় না, আত্মোদর তৃপ্তি ও পরিবার প্রতি-

পালন ভিন্ন তাহাদের যেন এই জগত রাজ্যে অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই আত্মোন্নতি সমাজোন্নতি আকাঙ্ক্ষা তাহাদের হৃদয় মন্দির পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছে। অজ্ঞানতার একটা ভয়াবহ রাজত্বে এ সমাজ আজ সংজ্ঞাশূন্য কর্ত্তব্য-বিচ্যুত ও নীরব!

যে জ্ঞান বল জগতের সর্ব্বশক্তির প্রাণ; যাহার প্রভাবে মনুষ্য "মনুষ্য" নামে অভিধেয়, যাহার অভাবে মানব আত্মবিস্মৃত হইয়া পশ্বধম হইয়া পড়ে এবং অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি হইয়াও তাহার দুর্ব্বহ জীবন ক্লেশে অতিবাহিত করে যে শক্তি দুঃখময় সংসার সমুদ্রের অশান্তি তরঙ্গে আপনার দেহতরনী সযত্নে সংরক্ষণ করে নিরাশ ঝঞ্ঝার সুচিভেদ্য অন্ধকারেও যে জ্ঞানরশ্মি মানবের গন্তব্য পথে লইয়া যায়, যে শক্তি সর্ব্বসম্পদের হেতু, সকল বিপদের মুক্তি দাতা, আজ সেই সর্ব্বশক্তিসার সকল শুভের মূল সর্ব্বার্থ সাধণের শ্রেষ্ঠ সহায়ক "জ্ঞান" এই অধম সমাজে নিতান্ত অবজ্ঞাত অনাদৃত ও অপদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত! পৃথিবীর ইতিহাস খানির প্রতিছত্রেই অমরাক্ষরে ইহাই রঞ্জিত রহিয়াছে কোন সম্প্রদায়ই অগ্রে জ্ঞানগরিষ্ঠ না হইয়া জগৎ সমক্ষে আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারে নাই। যে সমাজে জ্ঞান যতদিন প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে সে সমাজ ততদিন সংজ্ঞাহীন ও নিস্পন্দ-ভাবে পড়িয়া থাকে এবং যখন ধীরে ধীরে সমাজের অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে জ্ঞানতাড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে তখন হইতেই সমাজ দেহে প্রভূত বল সঞ্চার হইতে থাকে তখনই সেই সমাজে উন্নতি স্পৃহা জাগিয়া উঠে। তখন সে আর আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তখন সে আপনার নেত্রে অনন্ত কর্ম্মের চিত্র অবলোকন করিয়া তদ্দিকে ছুটিয়া যায়। তখন সে আপনার আলস্যের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সমাজ উন্নতি জাতীয় উন্নতি নৈতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে সে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিলে প্রাণে আর শান্তি অনুভব করে না কর্ম্মশক্তি তাহাকে বিবিধ দিকে প্রেরণা দিয়া তাহাকে কীর্ত্তিময় যশোময় করিয়া তুলে। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর তুমুল সংঘর্ষের দিনে তিলি সমাজ ত কোন প্রকার প্রতিযোগীতায়ই অগ্রসর হইতেছে না। সকলেরই প্রাণে চেতনা সঞ্চয় হইয়াছে সকলেই আজ কোন না কোন একটির সহিত বিজড়িত আর শুধু এই হতভাগ্য সমাজ নীরব—

নীরব। কেন এই নীরবতা কিসে এই নিরুৎসাহিতা, গবেষণার চক্ষে স্পষ্টই দৃষ্ট হয় বিদ্যার শোচনীয় অভাবই ইহার মুখ্য কারণ। যতদিন জ্ঞানের উন্নতি না হইবে ততদিন আর ইহার এই জড়তা ঘুচিবে না। যে জ্ঞানোন্নতির উপর সর্ব্বকার উন্নতি নির্ভর করিতেছে, যাহার অভাবে অন্যান্য সকল গুলির পরিপুষ্টি নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বাগ্রে তাহারই উন্নতি নির্ভর করিতেছে নতুবা ইহার আর অন্য কোন পন্থা নাই। কেমনে এই অভাবের পরিপূরণ হইতে পারে কোন পন্থা অবলম্বন করিলে এই অন্ধ সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি পূর্ণ নেত্র উদ্ভাসিত হইতে পারে। প্রধানতঃ ইহা প্রত্যক্ষ সত্য এই সম্প্রদায়ের জনগণের অধিকাংশের হৃদয়ে একটি প্রবল ধারণা লেখা পড়া না শিখিলে কিসের ক্ষতি ব্যবসায়েই প্রচুর ধনাগম হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে ধনোপার্জ্জনই বিদ্যা শিক্ষার চরম লক্ষ্য নহে হৃদয় সম্পদে মানবকে উন্নত করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য, আত্মোন্নতিই উহার শেষ পরিণতি, ধনোপার্জ্জন উহার আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। সুতরাং অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত বিদ্যা শিক্ষার আরও উচ্চতর আবশ্যক পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতি গ্রামেই স্বজাতীয়গণ দ্বারা এক একটি সমাজ গঠিত আছে এবং একজন যোগ্য ব্যক্তির উপর সমাজের মঙ্গলের ভার অর্পিত থাকে। যিনি সমাজের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য যাহাতে সমাজস্থ স্বজাতীয় বৃন্দ বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারেন যাহাতে সেই সমাজে দিন দিন জ্ঞান রশ্মি প্রকাশিত হইতে পারে তজ্জন্য যখনই তাঁহারা কোন স্থানে মিলিত হন সেই স্থানে তখনই প্রোক্ত বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করা তাঁহার অতি আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য। যিনিই সমাজে বিদ্যার আলোক রশ্মি সন্দর্শন করিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার সমাজস্থ জনগণের মধ্যে যাহাতে সেই আলোর রেখা আসিতে পারে তদ্রূপ কার্য্য করা তাঁহার জীবনের একটি গুরুতর কর্ত্তব্য। তাঁহাকে কেবল নিজ পরিবারের উন্নতি লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। সমাজের দুর্গতি স্মৃতিতে উঠাইয়া লইয়া শোচনীয় অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে সমাজসংস্কারের নিমিত্ত অশেষ বিধ পরিশ্রম ও স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহারও যদি সমাজের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া কেবল অসার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতে থাকেন তাহা হইলে বুঝিব বিধাতার অভিশাপে এ সমাজ হীন ও অবনত ইহার আর উন্নতির আশা নাই। প্রতি

স্থানের সমাজ নেতাগনেরই জ্ঞানবিতরণের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে আলস্য প্রদর্শন করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের প্রতি যথেষ্ট অবমাননা করা হয় সমাজের গুরুতর দায়িত্বের অবহেলার জন্য একদিন অবশ্যই তাঁহাকে বিধাতার ন্যায় দণ্ডাঘাতে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইতে হইবে।

জ্ঞানদান দানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। যিনি যত অধিক পরিমাণে ইহা দান করিতে পারেন তিনি তত অধিক পরিমাণে দেবতা আর যিনি সেই দানের যতটুকু পর্য্যন্ত সহায়তা করিতে পারেন তিনি ততটুকু পর্য্যন্ত বিধাতার আশীর্ব্বাদ লাভের পাত্র। কলিকাতার তিলি সম্মিলনী স্থানে স্থানে শাখা সমিতি সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন উহা উপযুক্ত এবং শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হইলে স্বজাতীয়গণ আপনাপন দোষগুণ সমূহ বিচার করিতে পারিবেন। তাহা দ্বারা এই অজ্ঞানান্ধ সমাজে জ্ঞানোদয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

পরম মঙ্গল ময় কৃপাসিন্ধু বিধাতার বরে আজ তিলি সমাজ ধনৈশ্বর্য্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বিত্তবশালী, বানিজ্য মহিমায় এই সমাজ যথেষ্ট সমৃদ্ধি সম্পন্ন। তাই বলিতে চাই জাতীয় ফণ্ড সংস্থাপন করিয়া তাহা হইতে অসমর্থ জ্ঞানার্থীদিগের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিলে প্রতি বৎসর অনেক জ্ঞান পিপাসু ছাত্র আপনাদের জ্ঞান লাভেচ্ছা চরিতার্থ করিয়া ধন্য হইতে পারে। সহৃদয় ধনিগণ! আপনারা কি আপনাদের সমাজকে জ্ঞানোন্নত করিবার জন্য আপনাদের উপার্জ্জিত ধনদানে সহায়তা করিয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে অভিলাসী নন?

কেন আজ এই হতভাগ্য সমাজের বালক ও যুবক মণ্ডলী জ্ঞান সুধাপানে বীতস্পৃহ কেন তাহারা এই সর্ব্বজন সমাদৃত পরম বাঞ্ছিত মধুপানে বিরত, কিসে তাহাদের এই পরম সুখাস্বাদ, মনুষ্যত্বের পুষ্টিকর রসায়ণ হইতে বঞ্চিত করিতেছে, কাহার কুহক মন্ত্রে আজ তিলি সমাজের প্রমত্ত যুবক বৃন্দ অমৃতকে গরল জ্ঞানে সঘৃণ দৃষ্টিতে নয়ন ফিরাইয়া লয়? বিলাসিতা ও বাল্য বিবাহই এই সমাজের সকল আশা ভরসায় প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অজ্ঞানভাব অন্ধকার ময় নরকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে চায় বিদ্যুতের বিলাস-সঙ্কুলা নয়ন ভঙ্গিমাতে আবার তাহারা ফিরিয়া আসে—

হৃদয়ে এক এক বার কর্ত্তব্য বাসনা জাগিয়া উঠে বিলাসীতার মোহন স্পর্শে আবার সুষুপ্তিঘোরে হতচেতনা হইয়া পড়ে। ধন ও জ্ঞান উভয়ই স্পৃহনীয় উভয়ই সমাজের কল্যান কর উভয়ের সংমিশ্রনেই জাতীয় প্রাণ। কিন্তু প্রথমটীর উপাসক হইয়া শেষোক্তটীর অবমাননা করিয়াইত আজ এ সমাজ উন্নত হইয়াও অবনত, হিন্দু সমাজের প্রধান অঙ্গ হইয়াও কিছুই নহে। ঐ দেখ স্বাধীন অমরা খণ্ডে* একদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমল জ্যোতি অপরদিকে ঐশ্বর্য্যের উদ্দামনৃত্য ইহারই মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তত্রত্য যুবক মণ্ডলী জ্ঞান সমুদ্রে সন্তরণ করতঃ কত মনিরত্ন আহরণ করিয়া প্রতিদিন জন্মভূমির মুখ উজ্জল হইতে সমুজ্জল করিতেছে। তাই বলি শুধু ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া কমলার শুধু পাদবন্দনা করিলেই চলিবেনা। তোমার কল্যানকারিনী, সরোজবাসিনী মরালবাহিনী বানার চরণ পঙ্কজে ও প্রণত হইয়া আশীষরেণু মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে।

কুক্ষণে সমাজদেহে বাল্যবিবাহাবিধি রূপ ব্যাধি প্রবিষ্ট হইয়াছিল ইহারই প্রভাবে আজ সমাজ দেহে যে অবসাদের হিমচ্ছায়া পতিত হইয়াছে তাহাতেই সমাজ এত উদাসীন—বিমলিন ও বিশীর্ণ। হৃদয় ভরিয়া আশা লইয়া প্রাণ পুরিয়া বল লইয়া উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতায় মন বাঁধিয়া যে যুবক সারস্বত মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল কিয়দ্দুর অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহার চরণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল—সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার আশার প্রদীপ নিবিয়া গেল প্রাণের বল হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল মনের বন্ধন টুটিয়া গেল সে অর্দ্ধ পথ হইতে নিরাশা ব্যথিত চিত্তে আসিয়া পড়িল। এইরূপ কত সুকুমারমতি সংসার জ্ঞান হীন সরলপ্রাণ বালক আপনার জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া অসার সংসার চিন্তায় বিভোর প্রাণে উন্মত্ত রহিয়াছে। কত জীবনকলি ফুটি ফুটি করিয়া আর ফুটিল না। জনকজননী আপনার নয়ন নন্দন প্রাণপুত্তলির হৃদয়ের সহিত আর একটী হৃদয় বাঁধিয়া দিয়া আনন্দে করতালি দিতেছেন অথবা দুইটী প্রস্ফুটোন্মুখ মুকুল পদদলিত করিয়া গৃহে গৃহে উন্মাদ নৃত্যের দৃশ্য প্রকটন করিতেছেন। তাহারা সুধা ভ্রমে গরল পান করিয়া বিষ জ্বালায় অহর্নিশি জ্বলিয়া জ্বলিয়া আপনাদের কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। যতদিন সমাজদেহ হইতে এ রোগের

* ইউনাইটেডষ্টেটস্ আমেরিকা.

প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে ততদিন জড় প্রায় ইহা নিথর—নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকিবে ততদিন ইহার উত্থানের আশা নাই।

জানিনা কোন দিন বিধাতার আশীর্ব্বাণীতে এ সমাজ জগৎ সমক্ষে আত্ম প্রকাশ করিবে, কবে এই সমাজ হইতে আলোক রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া ভারত ছাইয়া ফেলিবে। কখন সমাজস্থ যুবকগন আপনাদের প্রতিবাসী ভ্রাতৃগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া জগতের কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়া, বিধাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া জীবন ধন্য ও কৃতার্থ করিবে। কখন সে দিন আসিবে যেদিন সকলেই শ্রীভগবানের আদেশবাণী প্রতিপালন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। সম্মানে জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে আপনার জাতিকে আপনার স্বদেশকে সমুন্নত উন্নতির শিখরদেশে লইয়া যাইবে। তিলি সমাজে কি কোন মনীষি মহাত্মার ধমনীতে সেই পুণ্য মুহূর্ত্ত আনায়নের নিমিত্ত শোণিতস্রোত উচ্ছলিয়া উঠে না? হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া জাতীয় উন্নতির জন্য প্রাণ কাঁপিয়া উঠে না জ্ঞানের মঙ্গলবারিতে সমাজ-শ্যামিকা বিধৌত করিতে কি একটি প্রাণও কাঁদিয়া আকুল হয় না। ঐ যে তোমারই গৃহ পার্শ্বে সাহা স্বুবর্ণ বণিক প্রভৃতি তোমারই ভ্রাতৃগণ আর এখন সমাজে হীন বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহে আজ তাহারা সমাজে আপনাদের স্থান নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন এবং তদ্দিকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ছুটিয়াছেন। এ ভারতে আজ সকলেই উত্থানের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত কর্ম্মের কোলাহলে আত্মবিস্মৃত তোমাকে আর বিলাস দোলায় সুষুপ্তিঘোরে অচেতন থাকিলে চলিবে কেন? জাতীয় প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমার সমাজে জ্ঞানের স্পর্শমণিখানি আনিতে হইবে সকল আবিলতা বিধৌত করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। দেখিবে অলক্ষে বিধাতার আশীষপুষ্প তোমার মস্তকে বৃষ্ট হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, পাংসা।

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী।

গত কল্য ১৭ই ফাল্গুন অতি প্রত্যুষে কাশিমবাজারাধিপতি অশেষগুণোপেত মহামাননীয় শ্রীমন্মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর হিন্দু একাডেমী পরিদর্শনার্থ এখানে শুভাগমন করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ ষ্টেশনে উক্ত একাডেমীর সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ পতাকা হস্তে, আলোর দ্বারা বিভূষিতা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। একটী কনসার্ট পার্টিও সঙ্গে ছিল। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে পুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মহারাজকে লইয়া আসিবার জন্য খুলনা হইতে গাড়ী লইয়া আসা হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোগী ও সেক্রেটারী শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী (হাই কোর্টের উকীল) আজ প্রায় বহু দিন চেষ্টা করিতেছেন মহারাজকে তাঁহার বিদ্যালয়ে আনিবার জন্য কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। আজ ঈশ্বরের কৃপায় ঘটিয়াছে। উক্ত ব্রজবাবু মহারাজকে কলিকাতা হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে রাস্তা পর্য্যন্ত খেজুরপাতা ও পুষ্পে শোভিত করিয়া পথ করা হইয়াছিল, রাজ রাস্তার মধ্যে মধ্যে "গেট" করা হইয়াছিল, মধুর স্বরে গান করিতে করিতে মহারাজকে ষ্টেশন হইতে ছাত্রবৃন্দ ও প্রফেসার মণ্ডলী কর্ত্তৃক বেষ্টিত করিয়া ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ে আনা হয়। এস এস নরেশবর, ভিখারীর কুটীরে"—এই গানটী গাওয়া হয়।

মহারাজ বিদ্যালয়ে পৌঁছিয়াই অতি প্রেমের সহিত কলেজের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অহঙ্কার নাই, অভিমান নাই, এবং সমস্ত রাত্র জাগরণ করিয়া এতদুর রাস্তা রেলে পরিভ্রমণ করিয়া কাতরতা নাই। তিনি সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার এবম্প্রকার সরলতায় ও প্রেমে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িল। মহারাজকে পথ ভ্রমণের ক্লান্তিদুর করিবার জন্য শয়ন করিতে বলিলে পর—মহারাজ সহাস্যে বলিলেন—"আমার ইহাতে কষ্ট কিছু হইতেছে না, আমার হাত পা ছড়ান অভ্যাস নাই, আমি এই রকমেই বসিয়া থাকি, আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদে ১৬ ঘণ্টা কাল কার্য্য করিয়া

থাকি কিন্তু ক্লান্তি বোধ করি না।" ধন্য মহারাজ! তুমিই প্রকৃত কর্ম্মবীর!! তুমি সত্য সত্যই যৌবন চিরকাল বাঁধিয়া রাখিয়াছ!!! তুমি জগৎকে শিক্ষা দিবে বলিয়াই ঈশ্বর তোমায় তমসাচ্ছন্ন বঙ্গাকাশে সমুজ্জ্বল সূর্য্য করিয়া পাঠাইয়াছেন।

অতঃপর সূর্য্যদেব তাঁহার সৈন্যসামন্ত দ্বারা যে অল্প তমসা ছিল তাহাও তাড়াইয়া দিলেন। কারণ যেখানে এমন কর্ম্মবীর, এমন বিদ্যোৎসাহী এমন ধর্ম্মপরায়ণ, এমন পরোপকারী এমন জ্ঞানী, এমন বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন এমন মহাত্মা মহাপুরুষের শুভাগমন হইয়াছে সেখানে কি তমসা থাকিতে পারে? বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় মহারাজ কলেজ প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিতে বাহির হন। অতি আগ্রহ ও যত্নের সহিত ছাত্রাবাসে স্বয়ং গমন করিয়া সমস্ত পরিদর্শন করেন। তৎপরে লাইব্রেরীর পুস্তক দর্শন করেন তাঁহাকে কতক-গুলি দুর্লভ পুস্তক দেখান হয়। তিনি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। অপরাহ্নে কলেজের ছাত্রেরা মহারাজকে ফুটবল খেলা দেখায়। খেলান্তে খেলিত ছাত্রগণের সহিত মহারাজের "ফটো" তুলিয়া লওয়া হয় এবং পরে আর একখানি সুধু মহারাজের "ফটো" তুলিয়া লওয়া হয়।

অতঃপর মহারাজকে Laboratory এবং কতকগুলি Chemistryর কৌতুক দেখান হয়। সমস্ত দিন বন্দুক ছোড়া হইয়াছিল। তিনি পদার্পণ করিতেই কয়েকটী ছোড়া হয়। অত্যন্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। মহারাজকে দেখিবার জন্য খুলনা, এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু লোক আসিয়াছিল। মুনসেফ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি সকলে আসিয়াছিলেন ও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজ যে ধারেই যান তাঁহাকে লোকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। ভারত-সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জকে যেমন দাক্ষিণাত্যে লোকে বেষ্টন করিয়াছিল শুনিতে পাই, মনে তাহাই হইতে লাগিল।

বেলা ৬ ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয়। জনতা বড়ই হইয়াছিল। সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। সর্ব্ববাদি সম্মতি ক্রমে শ্রীযুত রমানাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে First year ক্লাসের একটী ছাত্র অতি হৃদয়স্পর্শীভাবে একটি "আবাহন-গীতি" নামক পদ্য পাঠ করেন এবং তৎপরে Second year ক্লাসের একটী ছাত্র অতি প্রাঞ্জল ভাষায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর পুষ্পমাল্যে মহারাজকে

সুশোভিত করা হয় এবং রৌপ্যের একটী casket করিয়া অভিনন্দন পত্র অর্পণ করা হয়।

মাননীয় জনৈক ভদ্র ব্যক্তি মহারাজকে আহ্বান করিয়া বলেন—আপনার রাজ্য সর্ব্বত্র আপনি কেবল ভূস্বামী নন—আপনি সমগ্র দেশের লোকের মনের, হৃদয়ের রাজা। আপনার নাম যত্র তত্র। আপনার রাজ্য অনিত্য নয়, আপনার রাজ্য নিত্য। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৎপর সেক্রেটারী মহাশয় বলেন যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ সৎকার্য্য প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের আর্থিক ও কায়িক সাহায্য করিতেন। এইরূপ নিয়ম ছিল ও এইরূপ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। এখনও তাই দুর্ব্বল ভিক্ষারী ব্রাহ্মণ তনয় ব্রজমোহন দেশের বিদ্যা শিক্ষা প্রচারের জন্য এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা একটী মহাসৎকার্য্য, এখন মহারাজ এই সৎকার্য্যের সহায়তা করুণ, ইহার ভার গ্রহণ করুণ, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যতা জ্ঞানে রক্ষা করুন।

অতঃপর মহারাজ বলেন আমি আপনার অভ্যর্থনায় অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আপনারা যে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য ঋণী। আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে তাহা কোন ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি মন্ত্র মুগ্ধ হইয়াছি। ইত্যাদি

সভাপতি মহাশয় বলেন যে মহারাজ বলিয়াছেন যে খুলনা জেলায় আমার রাজ্য নাই আমি বলি তাহার রাজ্য সর্ব্বত্র। পরে মহারাজকে ধন্য দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সভা আরম্ভের পূর্ব্বে একটী মধুর গীত হয় এবং সভার শেষে একটী গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

কাশিমবাজারাধিপতি কলেজের উন্নতি কল্পে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

জনৈক সংবাদদাতা!

দৌলতপুর, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩১৮।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

সম্মিলনীর সম্পাদকগণের পত্র।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর সানুনয় নিবেদনমিদং—

বিগত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে আমাদের স্বজাতি-বৃন্দের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যবর্দ্ধন ও একতা সংস্থাপন সম্মিলনীর প্রথম উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বিভিন্ন সমাজে বিবহাদি দ্বারা সম্বন্ধ সংস্থাপনই উক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়া কার্য্যকরী সমিতি গত ২৩শে ভাদ্র তারিখের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন যে বিভিন্ন সমাজের বিবাহোপযোগী পাত্র পাত্রীর সংবাদ সম্মিলনীকে সকলে জ্ঞাপন করিবেন। তজ্জন্য মহাশয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে যে আপনাদের গ্রামে এবং সমাজে যে সকল বিবাহোপযোগী পাত্র পাত্রী আছেন তাঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ সম্মিলনীকে সত্বর প্রদান করেন। আশা করি পত্রোত্তর শীঘ্রই প্রাপ্ত হইব। নিবেদনমিতি—

তিলিজাতি-সম্মিলনী-কার্য্যালয়,
১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
তারিখ ১৫ই আশ্বিন, ১৩১৯।

বশম্বদ—
শ্রীরাধাচরণ পাল।
শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।
সম্পাদকগণ।

পাত্রীর প্রয়োজন। মালদহ জেলার অন্তর্গত পোষ্ট ইংরেজ বাজারের অধীন কোন এক অবস্থাপন্ন ভদ্র লোকের স্ত্রী সম্প্রতি মারা গিয়াছে, সন্তানাদি নাই, তাঁহার নিজের ৮।১০ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে, বয়স ৩৭।৩৮ বৎসর। ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে ৪৫৲ টাকা করিয়া মাহিনা পান। তাঁহার একটী ভগ্নি জমিদার, তিনি সেই ভগ্নির ষ্টেটের একজিকিউটার। মোটের উপর মেয়েটী খাওয়া দাওয়ার কষ্ট পাইবে না। যদি গরিবের মেয়ে হয় তাহার আত্মীয় ২।১ জন মেয়ের সহিত আসিয়া থাকিতে পারেন কারণ তাঁহার নিজের সংসারে কেহ নাই। মেয়েটী বড় হওয়া আবশ্যক, তিনি বঙ্গদেশীয় যে কোন তিলি সমাজে বিবাহ করিতে পারেন।

উক্ত স্থানে আর একটী পাত্রীর আবশ্যক। পাত্রের বয়স ১৫।১৬ বৎসর

এ বৎসর ম্যাটরিকিউলেসন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা ইনটারমিডিয়েট ক্লাসে পড়িতেছে। পাত্রের পিতা পেনসন প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী। মেয়েটী সুন্দরী হওয়া আবশ্যক। ছেলেটী খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সচ্চরিত্র। তিলি বান্ধব অফিস, কদমতলা বাজার, হাওড়া এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দ্বারিকাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ মাইতি মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গোপালচন্দ্র মাইতি মাইনর পরীক্ষায় ১ম বিভাগে।

উক্ত জেলার অন্তর্গত মাণিকজোড় গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরনারায়ণ পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গিরিশচন্দ্র পাল মাইনর পরীক্ষায় ২য় বিভাগে।

উক্ত জেলার অন্তর্গত উড়উড়ি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন সাউ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গজেন্দ্রনাথ সাউ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ২য় বিভাগে।

লাটের শফর। বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল পত্নীকে সঙ্গে লইয়া ২০শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাজসাহী পবলিক লাইব্রেরীর বাড়ীতে পুরাতত্ত্ব প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় M. A. তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করেন এবং সমাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-দিগকে তাঁহাদের সহিত একে একে পরিচয় করিয়া দেন। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এই লাইব্রেরি বাড়ীতে সমবেত হইয়াছিলেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে মদীয় পরমারাধ্য মাতমহ ৺ রাম গোপাল সাহা গত ৯ই ভাদ্র অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া আনন্দময় শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পবিত্র সংযমী নিষ্ঠাবান পুরুষ জগতে বিরল। বাদান্যতা ও পরদুঃখ কাতরতা তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা, পূজাহ্নিক, হরিনাম কীর্ত্তন তাঁহার দৈনন্দিন ব্রত ছিল। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ গত ৮ই আশ্বিন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীরমনীমোহন কুণ্ডু।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

২২০। শ্রীযুক্ত কুমারেশ চন্দ্র শিকদার, ৫৩।১ শ্যাম পুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২২১। " উমাচরণ শেঠ, ১০৪ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৲
২২২। " সত্যচরণ পাল বি এ, বি, এল, ৬৮ নং গৌরী বেড় লেন, কলিঃ ১৲
২২৩। " ক্ষেত্র হরি দে, ১২৯ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২২৪। " এস্, সি, নন্দী এণ্ড কোং ১৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২২৫। " সাধু চরণ পাল, ৭নং ভৈরব মুখার্জ্জির লেন, বেলগেছিয়া কলিঃ ১৲
২২৬। " যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, ৪৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২২৭। " অমূল্য চরণ পাল, সারপেনটাইন লেন, বৌবাজার, কলিকাতা ১৲
২২৮। " কৈলাশ চন্দ্র শেঠ, মাঝের পাড়া, পোঃ ইছাপুর, ২৪ পরগণা ১৲
২২৯। " যোগীন্দ্র নাথ কুণ্ডু, ১৩ নং রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোড, হাওড়া ১৲
২৩০। " যতীন্দ্র নাথ নন্দী, ১৬ নং সার্কুলার রোড, হাওড়া ১৲
২৩১। " যতীন্দ্র নাথ কুণ্ডু, Coal marchant. ঝরিয়া ১৲
২৩২। " কৈলাস চন্দ্র পাল, গুয়াকৈর, পোঃ গুণেরবাড়ী, মৈমনসিংহ ১৲
২৩৩। " নিলমনি সাহা, পোঃ + গ্রাঃ কনসাট, মালদহ ১৲
২৩৪। " নবীন চন্দ্র সাহা, কনসাট, মালদহ ... ১৲
২৩৫। " বিনোদ বিহারী সাহা, কনসাট, মালদহ ... ১৲
২৩৬। " হেম চন্দ্র সাহা, কনসাট, মালদহ ... ১৲
২৩৭। " নৃসিংহ নাথ নন্দী, জমিদার, বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান ১৲
২৩৮। " সুরেন্দ্র নাথ পাল, বাগবাজার, পোঃ চন্দন নগর, হুগলি ১৲
২৩৯। " নন্দ লাল পাল, ১২৮ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
২৪০। " অন্নদা প্রসাদ তালুকদার, ২২ নং গৌরীবেড় লেন, কলিকাতা ১৲
২৪১। " অতুল প্রসাদ দে, ৬।১২ পদ্ম পুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিঃ ১৲
২৪২। " সুরেন্দ্র নাথ দে, কাশীপুর রোড ষ্টেসন, পোঃ কাশীপুর, কলিঃ ১৲
২৪৩। " পরাণ চন্দ্র দে, ১৮ নং খুরুট রোড, হাওড়া, ১৲
২৪৪। " যোগীন্দ্র নাথ পাল, বড়বাজার, মল্লিক পোস্তা, কলিকাতা ১৲

২৪৫। " কালিকৃষ্ণ শ্রীমানি, ১১ নং সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৲
২৪৬। " লক্ষ্মী নারায়ণ কুণ্ডু, পাইকপাড়া রোড, পোঃ কাশীপুর, কলিঃ ১৲
২৪৭। " হরি নারায়ণ দে, রতন বাবুর রোড পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা ১৲
২৪৮। " বরদাপ্রসাদ দে বি, এল, দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলি ১৲
২৪৯। " বৃন্দাবন চন্দ্র শেঠ, বৈদ্যপুর, বৰ্দ্ধমান ১৲
২৫০। " সেক্রেটারি আমুখল লাইব্রেরি, পোঃ আমুখল, বৰ্দ্ধমান ১৲
২৫১। " রাধা গোবিন্দ নন্দী, পোঃ বৈদ্যপুর, বৰ্দ্ধমান ১৲
২৫২। " কাৰ্ত্তিক চন্দ্র নন্দী, বানীনাথপুর, পোঃ আমুখল, বৰ্দ্ধমান ১৲
২৫৩। " চিন্ময় নাথ পালচৌধুরী, জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়া ১৲
২৫৪। " রাম রতন সাহা, পোঃ পাঁচবিবি, ঐ বাজার, বগুড়া ১৲
২৫৫। " অভয় চরণ কুণ্ডু, কাঞ্চনপুর, পোঃ চাম্পাপুর, বগুড়া ১৲
২৫৬। " উপেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, আলফাডাঙ্গা, যশোহর ১৲
২৫৭। " রমণ চন্দ্র কুণ্ডু, মণ্ডলভাগ, পোঃ আলফাডাঙ্গা, যশোহর ১৲
২৫৮। " নিলমনি কুণ্ডু, পোঃ + গ্রাঃ শামঠা, যশোহর ১৲
২৫৯। " কুঞ্জ মোহন নন্দী, পোঃ বড়বন্দর, দিনাজপুর ১৲
২৬০। " যদু নাথ কুণ্ডু, বাসনেপটী, দিনাজপুর ১৲
২৬১। " সাধুচরণ কুণ্ডু, নূতন বাগ, পোঃ ফুলবাড়ী, দিনাজপুর ১৲
২৬২। " ভূপেন্দ্র চন্দ্র মানী, গোবিন্দপুর, পোঃ লালোর, রাজসাহী ১৲
২৬৩। " নলিনীকান্ত সাহা L. M. S. দিঘাপতিয়া, রাজসাহী ১৲
২৬৪। " কাৰ্ত্তিক চন্দ্র কুণ্ডু, নারায়ণপুর, পোঃ চাঁদহাট, ফরিদপুর ১৲
২৬৫। " শতীশচন্দ্র চৌধুরী, ম্যানেজার রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি ১৲
২৬৬। " নবদ্বীপ চন্দ্র শেঠ, পোঃ চাইবাসা, সিংহভূম ১৲
২৬৭। " রাম সদয় কাটারি, লোহামিল্যা, পোঃ বারাহাট ভগলপুর ১৲
২৬৮। " হরিদাস কুণ্ডু, Stamp deparment, Rangoon ১৲
২৬৯। " শালীগ্রাম মণ্ডল, জমিদার, পুনসিয়া, বারাহাট, ভগলপুর ১৲
২৭০। " দৌলৎরাম কানুজী বি, এ, সীতাপুরসিটি U. P. ১৲
২৭১। " অমীয় চাঁদ মল্লিক, ২৬ নং আশুতোষদের লেন, কলিকাতা ১৲
২৭২। " নগেন্দ্রনাথ পাল, এল. এম, এস, মুতাডাঙ্গা, মায়াপুর হুগলি ১৲
২৭৩। " বিনয় কুমার নন্দী, যোগনাথতলা নবদ্বীপ, নদীয়া ১৲
২৭৪। " কুমুদ কান্ত চৌধুরী, জমিদার, পোঃ সেরপুর, বগুড়া ১৲

“ উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, পোঃ সেরপুর, বগুড়া ১৲
“ বরদা কান্ত কুণ্ডু, পোঃ সেরপুর, বগুড়া ১৲
“ ঈশ্বর চন্দ্র কুণ্ডু, কৃষ্ণমাটী, পোঃ গোরাবাজার, মুরসিদাবাদ ১৲
“ রাম রঞ্জন নন্দী, কান্দি গুরু ট্রেনিং, পোঃ কান্দি, মুরশিদাবাদ ১৲
“ যোগেশচন্দ্র কুণ্ডু, বিবিগঞ্জ, পোঃ কান্তগাঁ, দিনাজপুর ১৲
“ জ্যোতিন্দ্রনাথ মল্লিক, জমিদার, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর ১৲
“ রাধা চরণ দে, মোকাতিপুর, পোঃ নিমসরাই, মালদহ ১৲
“ সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, Frostfull club, আবাইপুর, যশোহর ১৲
“ গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ বহরপুর, ফরিদপুর ১৲
“ উপেন্দ্র নাথ সাহা, Oil depot পোঃ পাংসা, ফরিদপুর ১৲
“ শ্যাম লাল কুণ্ডু, পোঃ পাংসা, ফরিদপুর ১৲
“ মদন মোহন পাল, উকিল, মৌলবী বাজার, শ্রীহট্ট ১৲
“ চন্দ্র মনি পাল, পোঃ করিমগঞ্জ, ঐ পাঠশালা, শ্রীহট্ট ১৲
“ বৈদ্যনাথ কুণ্ডু, সাভেয়ার, ভাগাবান্দ কলিয়ারি, ঝরিয়া ১৲
“ নবকুমার দে, পোঃ Kirkend, ঐ কলিয়ারি, মানভূম ১৲
“ ব্রজ গোপাল পাল, পোঃ + গ্রাম চিলিমারী, রংপুর ১৲
“ ত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু, সরকারীডাক্তার, আমিনগাঁও, গৌহাটী ১৲
“ পূর্ণ চন্দ্র কুণ্ডু, এম, এ, প্রফেসার চট্টোগ্রাম কলেজ, চট্টোগ্রাম ১৲
“ বনমালী পাল, পেস্কার মুনসেফ কোর্ট, কুমিল্লা ১৲
“ শ্রীনাথ পাল রায় বাহাদুর ৫৩ নং মীরজাপুর, ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
“ যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, ৬নং শিয়ালদহ ডিপো, পোঃ ইটিলি, কলিঃ ১৲
“ নগেন্দ্র নাথ নন্দী, ৩০২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৲
“ সৌরিশচন্দ্র কুণ্ডু, গৌরাঙ্গডিকলিয়ারি, পান্ডুরিয়া, বর্দ্ধমান ১৲
“ জ্যোতিশচন্দ্র প্রামাণিক, Forms department, Alipur. ১৲
“ আশুতোষ কুণ্ডু, পোতাজিয়া, পাবনা ১৲
“ বঙ্কু বিহারী কুণ্ডু, সাগরকান্দি, পাবনা ১৲
” যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু রাউতাড়া, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা ১৲
” সুরথ লাল চৌধুরী, রাউতাড়া, পোঃ পোতাজিয়া পাবনা ১৲
” যোগেশচন্দ্র কুণ্ডু, গড়াইদহ, পোঃ সেরপুর, বগুড়া ১৲
” গোবিন্দমোহন কুণ্ডু, লাহিড়ীপাড়া, পোঃ গোকুল, বগুড়া ১৲

Printed and published by Babir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বেঃল ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধবপত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। কার্ত্তিক ১৩১৯ সাল। ৭ম সংখ্যা।

বিজয়ার সম্ভাষণ।

কারুণ্যরূপিণী, আনন্দদায়িনী,
জননী গিয়াছে গেহে।
অন্ধকার শুধু, করে নিত্য ধূ ধূ,
মলিন ভারত-দেহে॥
নিরানন্দ ঘোর, বহে আঁখি-লোর,
কাঁদে পুত্র মাতৃহারা।
খিন্ন অবসাদে, ভীত ভব কাঁদে,
বলে, "নাহি ভব-দারা॥"
সন্তানে ছাড়িয়া, গিয়াছে চলিয়া,
যদিও জননী মোর।
অযুত নয়নে, প্রেমের বন্ধনে,
বহায়েছে আঁখিলোর॥
বৎসর ধরিয়া, বিবাদ করিয়া,
মরমে মরিয়া ছিনু।
ভাই হ'য়ে হায়! নিজ ভায়ে তাই
কতই যাতনা দিনু॥

আসি শুভক্ষণে, জননী যতনে,
বিবাদ মিটায়ে দিল।
স্নেহের চুম্বনে, জীবনে জীবনে,
ভ্রাতৃপ্রেম সঞ্চারিল ॥
ভুলি হিংসা দ্বেষ, দুঃখ দৈন্য ক্লেশ,
(বিজয়া দশমী তিথি।)
দিল আলিঙ্গন, মায়ের নন্দন,—
হৃদয়ে পরম প্রীতি ॥
স্নেহের চুম্বন, প্রিয় সম্ভাষণ,
আশীর্ব্বাদ প্রতি ঘরে।
প্রণয়-প্রসঙ্গ, আনন্দ তরঙ্গ,
হৃদয় সরসী 'পরে ॥
বিজয়া তিথিতে, প্রাণের প্রীতিতে,
ধৌত সর্ব্ব পাপ-মল।
শরতে হরষে, মানস-সরসে,
ফুল্ল প্রেম শত দল ॥
বৎসর ধরিয়া, এমনি করিয়া,
মিলিয়া মিশিয়া থাকি।
এমনি করিয়া, ভায়েরে টানিয়া,
বুকে করি যেন রাখি ॥
বিজয়ার হেন, সুখী হই যেন,
ভায়ে ভায়ে ভালবাসি।
আমোদে মাতিয়া, যেনরে হাসিয়া,
নাহি মাখি ধূলারাশি ॥
এবারের মত, বিবাদে নিরত,—
মায়ের না দিই দুখ।
আসিলে আবার, ক্রোড়ে বসি তাঁর,
লভি যেন হবে সুখ ॥

শ্রীরাধাবিনোদ সাহা (কুমারখালি, এলঙ্গী)

—.—

তিলি জাতি সম্মিলনী ও তিলি-বান্ধব।

বিগত সন ১৩১৮ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কলিকাতাস্থ ভবনে তিলিজাতি সম্মিলনীর একটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল এবং শুনিয়াছিলাম অনেক গণ্যমান্য তিলিসন্তান সেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে চতুর্থ প্রস্তাব অনুসারে তিলি জাতি সম্মিলনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল যথা সাধারণ সমিতি ও কার্য্যকারী সমিতি। রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর কার্য্যকারী সমিতির সভাপতি ও রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সাধারণ অধিবেশনের সপ্তম প্রস্তাবটি এইরূপ ছিল "তিলিজাতি সম্মিলনীর মুখপত্রস্বরূপ একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হউক। তিলি বান্ধব নামক যে পত্রখানি এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে, কার্য্যকারী সভা সঙ্গত ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এবং উক্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিলে ও তাঁহাদের সহিত সর্ত্ত ঠিক হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি উক্ত তিলি-বান্ধব পত্রকে এই সম্মিলনীর মুখপত্র করিতে পারিবেন।" প্রস্তাবটি অবশ্য নিয়মিতরূপে উত্থাপিত অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্য্যকারী সমিতির নিকট হইতে আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রার্থনা করি; আশা করি আমরা সুদূর মফঃস্বলবাসী বলিয়া তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না।

১। তিলি জাতি সম্মিলনীর মুখপত্র স্বরূপ কোন মাসিক পত্র এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে কি না?

২। কার্য্যকারী সমিতি তিলি-বান্ধব নামক মাসিক পত্রকে সম্মিলনীর মুখ পত্র করিতে সঙ্গত ও উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন কি না?

৩। তিলি-বান্ধবের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয়ের নিকট কার্য্য-কারী সমিতি ঐরূপ কোন প্রস্তাব (Proposal) করিয়াছেন কি না? ও তিনি তাহাতে স্বীকার হইয়াছেন কি না?

তিলিজাতি সম্মিলনীর মুখপত্রস্বরূপ কোন মাসিক পত্র এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই ইহা বোধ হয় অভ্রান্ত সত্য। এক্ষণে তিলিবান্ধব পত্রিকা সম্মিলনীর মুখপত্র হইবার যোগ্য ও উপযুক্ত কিনা ইহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। আমরা যখন দেখিতে পাইতেছি যে বর্ত্তমান সময়ে তিলি-বান্ধব ভিন্ন আমাদের অন্য কোন জাতীয় পত্রিকা নাই তখন "নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল" এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া তিলি-বান্ধবের অনশন ক্লিষ্ট দেহকে সুস্থ ও সবল করিবার চেষ্টা করাই কি কার্য্যকারী সমিতির কর্ত্তব্য নহে? তিলি-বান্ধব এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই; কিন্তু ইহারই মধ্যে ইহাকে মুষ্টিমেয় ভিক্ষার জন্য দ্বারেদ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হইয়াছে; দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে ইহার শিশু কলেবর সম্যক পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিতেছে না, এমন কি সময়ে সময়ে ইহার জীবনীশক্তি সম্বন্ধে আমাদের নানারূপ আশঙ্কা ও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় তিলিবান্ধবকেই সম্মিলনীর মুখপত্র করা কি কার্য্যকারী সমিতি যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না? তিলিবান্ধব অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ও তিলি জাতির নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তিলি বান্ধবই সম্মিলনীর মুখপত্র হওয়া উচিৎ। বিশেষতঃ সম্মিলনীর অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে তিলিবান্ধবের অর্থাভাব ও দারিদ্র্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইতে পারে। জানিনা আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির এই নিবেদন কার্য্যকারী সমিতির সভ্যগণের কর্ণগোচর হইবে কিনা। জানিনা আমাদের এই প্রার্থনা সমিতি সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবেন কিনা।

শুনিয়াছি কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর দেশের জন্য ও দশের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন; শুনিয়াছি তিনি সমগ্র তিলি জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার ও তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত সামাজিক পার্থক্য আছে তাহা রহিত করিবার জন্য অশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, শুনিয়াছি তিনিই বহুকাল পরে তিলিজাতি সম্মিলনীর মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ধনবান তিলি সন্তান থাকিতে তিলিবান্ধবের এরূপ দুরবস্থা কেন? অপরে তাঁহার নিকট যে অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া দুই হস্তে তাহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছে আমারা তাঁহার আপনার জন হইয়া সে অনুগ্রহ ও

সে সাহায্য লাভে বঞ্চিত কেন? তাঁহার সাধের তিলি সম্মিলনীর দ্বারা তিনি যে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছেন তিলিবান্ধব যে সে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে ও করিতেছে ইহা কি মহারাজা বাহাদুরকে বলিয়া দিতে হইবে? হায়! অধঃপতিত তিলিজাতির মধ্যে কে এ সকল কথার উত্তর দিবে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী B, L, উকিল জজ আদালত, বর্দ্ধমান।

কবিবর রাজকৃষ্ট রায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তিলি-বান্ধবে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিলি-বান্ধবের গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দ তাহা যথাসময়ে পাঠ করিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণ বাবু আমাদের স্বজাতি ইহা আমি কতকটা প্রমাণ সহযোগে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সময়ে বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারায় সকল কথা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি নাই তজ্জন্য অনেকেই আমার উপর একটু দুঃখিত হইয়াছেন। বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারি দে মহাশয় সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর জাতি সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। এরূপ প্রতিবাদে আমি সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষ হই নাই। কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনায় যত প্রতিবাদ হয় ততই তাহার সূক্ষ্ম বাহির হয়। আরও একটি আনন্দের কথা আমাদের তিলিজাতীয় লেখকবৃন্দও গ্রাহকবৃন্দ ঐতিহাসিক আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেছেন।

বসুমতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় এ যাবৎ গল্প লিখিয়াই কাল কাটাইলেন। ফারাসী বীর নেপোলিয়নের জীবনীখানি লিখিয়াছেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বদেশের কিম্বা স্বজাতির কোন তথ্যই রাখিলেন না। গ্রামবার্ত্তা সম্পাদক কাঙ্গাল হরিনাথ নাটক সংগীত রচনা করিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। পাঁচকড়ি দে মহাশয় ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখিতেই সিদ্ধহস্ত হইলেন। আমাদের রাধাবিনোদ সাহা মহাশয় মিল্‌টন, বায়রণ, মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রভৃতির মত কবি হইবার জন্য কাব্য সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন। "একতা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরিধন কুণ্ডু

মহাশয়ও গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবলমাত্র দেখিতেছি রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় এবং রাণাঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোযোগ দিয়াছেন। যদি আমাদের উপরোক্ত লেখকগণ নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কারে যত্নবান হইতেন তাহা হইলে তিলি-বান্ধবে প্রকাশিত কবিবরেব জাতি সম্বন্ধে প্রতিবাদ এক বৎসর পরে বাহির হইত না।

ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিলাম। রাজকৃষ্ণ বাবুর কথা বলিতে গিয়া কতকগুলি অন্য কথার অবতারণা করিলাম। মনে করিবেন না কাহাকেও নিন্দা করাই আমার উদ্দেশ্য। তবে আমাদের প্রিয় সুহৃদ ম্বাহির দাস বাবুর প্রকাশিত, দুঃখ-দৈন্যভারে প্রপীড়িত তিলি-বান্ধবের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের বেদনায় এতগুলি অপ্রিয় কথা লিখিলাম।

১। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় যে তিলিজাতি তাহা আমি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি এবং অনেক পুস্তকে দেখিয়াছি। ভূতপূর্ব্ব অনুসন্ধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ১৩০০ সালের অনুসন্ধান পত্রে এবং বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত উক্ত লেখকের রচিত "বাঙ্গালীর গান" নামক পুস্তকে কবিবরকে তিলিজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২। বঙ্গ-নটকুল-রবি মৃত মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষও বলিয়াছেন তিনি তিলি জাতি।

৩। সুরসিক নাট্যাচার্য্য ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন রাজকৃষ্ণ বাবু ও আমি একত্রে থিয়েটারে কার্য্য করিয়াছি ও বিশেষ প্রীতির সহিত তাঁহার সহিত আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইয়াছি। রাজকৃষ্ণ বাবুর সহিত আমার বিশেষ প্রণয় ছিল সুতরাং আমি তাঁহার সম্বন্ধে যত বেশী জানি তত বোধ হয় আর কেহ অবগত আছেন কি না সন্দেহ। কবিবরের মৃত্যুর পর অমৃত বাবুই কবিবরের পুত্রকে আপনার পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ও লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। অমৃত বাবুই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন কলিকাতা সমাজে বিবাহ হইয়াছিল। অমৃত বাবু অপেক্ষা রাজকৃষ্ণ বাবু ২।৪ বৎসরের ছোট হইবেন এই কথা অমৃত বাবু বলেন।

৪। সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত বাঙ্গালা অভিধানে রাজকৃষ্ণ বাবুর পরিচয়ে তিলি জাতি বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

৫। কলিকাতা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ও আমাকে কহিলেন কবিবর তিলি জাতি।

কলিকাতার প্রধান পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন কবিবর তিলিজাতি। রাজকৃষ্ণ বাবু বীণা থিয়েটারে ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া গুরুদাস বাবুর আশ্রয়েই ও সাহায্যেই দিনাতিপাত করিয়াছিলেন।

৭। হিতবাদী কার্য্যালয়ের পুস্তক বিভাগের অধ্যক্ষ ও বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমাকে বলিলেন, "কবিবরের সহিত আমার বিশেষ প্রণয় ছিল। আমি জানি কবিবর তিলি জাতি।"

আরও এরূপ অনেকের মুখেই আমি শুনিয়াছি। অনেকে হয়ত শুনা কথার উপর নির্ভর করিতে পারেন না। কথাটা ঠিক। এজন্য আমি শীঘ্রই কাশীতে কবিবরের পুত্রকে পত্রাদি লিখিয়া তাঁহার মাতুলালয় ও মাশুরালয় সম্বন্ধে সকল কথা জানিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিব। এবং আগামী পৌষমাসে আমাদের তিলি সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনে কবিবরের পুত্রকে আনাইয়া সহস্র সহস্র তিলিজাতির সমক্ষে পরিচয় করাইয়া দিব।

যে দেশে যে জাতির মধ্যে একটি প্রতিভাশালী কবি জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ ও সে জাতি ধন্য। আমাদের তিলি জাতির মধ্যে কবিবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ কোন চেষ্টা বা যত্ন করি নাই। তিনি যে কোন্ জাতি ছিলেন এ সম্বন্ধে আমরা এতদিন কোন অনুসন্ধান করি নাই। এক্ষণে আমরা যখন মূল পাইয়াছি তখন কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইব না। কবিবরের স্মৃতি রক্ষার্থ তিলি জাতি মাত্রেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। দৌলতপুর কলেজের প্রফেসার মহাশয় আমাকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এজন্য আমি একদিন মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহোদয়কে তিলি সম্মিলনীর অধিবেশনে অবগত করাইয়াছিলাম। তিনিও এ বিয়য়ে আমাকে উহার জন্য সচেষ্ট হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজার অনুমতি পাইয়া আমি অমৃত বাবুকে এই কথা জ্ঞাপন করায় তিনি ষ্টার থিয়েটার গৃহে কবিবরের স্মৃতি রক্ষার্থে সভা করিবার কথা বলিয়াছিলেন। এক্ষণে সাধারণের উৎসাহ পাইলে আমরা এ বিষয়ে যত্নবান হইব।　　শ্রীললিতমোহন পাল, ৮০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয় পাঁচ পরগণাস্থ

তিলিজাতির সামাজিক নিয়ম পত্র।

দশ আনী পরগণার অধীন উত্তর ব্যাঁটরা নিবাসী ৺ পাঁচকড়ি টাট মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে পাঁচ পরগণার সমগ্র কুটুম্বগণের সম্মতিতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্থিরীকৃত হইল।

কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীহারাধন টাট। সন ১৩১৯ সাল, ১৬ই শ্রাবণ।

১। আমাদের সমাজের প্রধান অধিবেশন স্থান খুঁড়িগাছী গ্রামের সভা-গৃহাদির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, এক্ষণে গৃহাদি নির্ম্মাণ নিতান্ত আবশ্যক। সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বা সাধারণের সাহায্যে আবশ্যক মত দেবগৃহ আটচালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা স্থিরীকৃত হইল। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় তথায় উৎসব, এবং জাতীয় রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। যথা সময়ে সংবাদ পাইলে কুটুম্বগণ তথায় যোগদান করিবেন।

২। জাতীয় উন্নতি বা যে কোন কার্য্যই হউক, সকল বিষয়ে অর্থ প্রধান সহায়। উপরোক্ত কার্য্যাদি সম্পাদনের জন্যও অর্থ আবশ্যক। ঐ অর্থ সংগ্রহের উপায়—বিবাহাদি কার্য্যে ও অন্যান্য ক্রিয়াদি এবং শুভ কার্য্যানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত মত অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। ঐ অর্থ জাতীয় সর্ব্ব প্রকার শুভানুষ্ঠানে ব্যয়িত হইবে, এবং ঐ অর্থ হইতেই উৎসবক্ষেত্রে যাতায়াতের খরচ ও আবশ্যকীয় কাগজ পত্র ছাপান প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

৩। প্রত্যেক গ্রামের কর্ত্তা (মণ্ডল) মহাশয়ের উপর টাকা আদায়ের ভার রহিল। তিনি নিজে বা নবনিয়োজিত সহকারী দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবেন। কেহ কোন ওজরে টাকা বাকী রাখিতে পারিবেন না। টাকা আদায় হইলেই কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় ৬নং মির-বহর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা বড়বাজার ঠিকানায় শ্রীযুক্ত নটবর পাল কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মনিঅর্ডার যোগে বা কোন সুযোগে পাঠাইয়া নিয়মিত রসিদ গ্রহণ করিবেন। রসিদ ব্যতীত আদায়ের কোন ওজর গ্রাহ্য হইবে না।

৪। টাকা আদায় করিয়া কেহ নিজে রাখিতে পারিবেন না। টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিলে প্রতি টাকায় প্রতি মাহায় ।০ চারি আনা হিসাবে সুদ দিতে হইবে। যদি কর্ত্তৃপক্ষ বা সহকারী মহাশয় টাকা আদায় করিতে কোন স্থানে সক্ষম না হন, তিনি নিজ পরগণার মোকামী মহাশয়ের নিকট জানাইবেন। মোকামী মহাশয় চেষ্টা করিয়া টাকা আদায় করিতে অপারগ হইলে কর্ম্মকর্ত্তার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিবেন।

৫। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় টাকা খরচ করিবার আবশ্যক হইলে সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের স্বাক্ষরিত সম্মতি লইয়া খরচ করিবেন।

৬। আমাদের জাতীয় উন্নতির চেষ্টা বা সামাজিক আন্দোলনের সুবিধা বড়ই অল্প। সৌভাগ্য ক্রমে কাহারও বাটীতে কোনরূপ শুভানুষ্ঠান না হইলে, সামাজিক আলোচনার আর কোনও উপায় নাই। সেই জন্য সকল কর্ত্তৃপক্ষ ও কুটুম্ব মণ্ডলীর সম্মতিতে, অধিকাংশ লোকের সুবিধার জন্য, তরফ শিবপুর পরগণার মধ্যে একটি পাঁচ পরগণা তিলি সম্মিলনীর সভাগৃহ নির্ম্মাণ করাই স্থির হইল। আপাততঃ দক্ষিণ ব্যাঁটরা কদমতলা পাল চৌধুরী মহাশয়দিগের স্কুলগৃহে সম্মিলনীর কার্য্যারম্ভ হইবে। খুড়িগাছীর গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া অর্থ উদ্বৃত্ত হইলে বা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে, সম্মিলনী মন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইবে। প্রতি মাহার শেষ রবিবারে সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে।

৭। আমাদের সমাজে মণ্ডলপ্রথা বংশগত, এবং ঐ প্রথা বহুকালাবধি বংশানুক্রমিক চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে অনেক বংশ লোপ হওয়া উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অভাবে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে বড়ই বিশৃঙ্খলতা হইয়া থাকে।

৮। পূর্ব্ব প্রথা ও কর্ত্তৃপক্ষ (মণ্ডল) মহাশয়গণের গোষ্ঠীর সম্মান বজায় রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। তদনুসারে সাধারণের সুবিধার জন্য ও কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যের নিমিত্ত, স্থানে স্থানে তাঁহাদের সহিত দুই একজন করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে সহকারী নিয়োগ করা হইল। কর্ত্তৃপক্ষ (মণ্ডল) মহাশয় মান মর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্তই পাইবেন। কেবল কোন বিচার করিতে হইলে বা বিশেষ কোন যুক্তি করিতে হইলে ঐ সকল সহকারীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। তাঁহারা বিদায় সম্মান কিছুই পাইবেন না। কেবল জাতীয় উন্নতি কল্পে তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিবেন।

৯। আমাদের সমাজে এক্ষণে বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে বস্ত্রাদি লৌকিকতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাতে জনসাধারণের অনেক অসুবিধা এবং ব্যক্তিবিশেষের অতিশয় কষ্ট হয়, সেই জন্য এই সভাক্ষেত্রে স্থির হইল যে আর কেহ কোন কার্য্যে লৌকিকতা আদান প্রদান করিবেন না। কেবলমাত্র বিবাহের গাত্র হরিদ্রা ও শ্রাদ্ধে ঘাটে তুলিবার বস্ত্র মাতুলালয় ও শ্বশুরালয় হইতে লইতে পারিবেন।

১০। তরফ শিবপুর পরগণার মধ্যে যে কয়েকটি ব্যক্তি জয়নগর ও অন্যান্য সমাজে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে তরফ শিবপুর সমাজের বিচারাধীনে রহিলেন। উক্ত সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ ও ভদ্রলোকগণ সুবিচার করিয়া বিহিত আদেশ করিবেন। পুনরায় আমাদের চলিত সমাজ ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য কোন সমাজে বিবাহ করিবেন তাঁহারা পূর্ব্ব প্রথানুসারে সমাজচ্যুত হইবেন।

১১। তিলি বান্ধব মাসিক পত্রিকা যাহা প্রকাশিত হইতেছে,ঐ পত্রিকা খানি পাঁচ পরগণার সমাজিক পত্র রূপে গণ্য হইল। আমাদের সম্মিলনী ও সমাজের আবশ্যকীয় বিষয় তাহাতেই প্রকাশিত হইবে। এজন্য সম্মিলনী হইতে পত্রিকার সাহায্যার্থ বাৎসরিক ১২৲ টাকা দেওয়া হইবে।

১২। সামাজিক প্রথা অমান্য করিয়া যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করিবেন তাঁহারা পূর্ব্ব নিয়মানুসারে দণ্ডনীয় বা সমাজচ্যুত হইবেন। যে সকল কন্যা-বিক্রয়কারীগণের নাম অত্র সভায় উল্লিখিত হইল ও যাহারা উক্ত কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারাও পূর্ব্ব নিয়মানুসারে দণ্ডনীয় হইলেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও মোকামী মহাশয় বিহিত বিধান করিয়া কলিকাতা ১৮।২ নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীটস্থ সম্পাদক মহাশয়কে সংবাদ দিবেন এবং কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইবেন।

জাতীয় সমাজ হইতে নিম্নলিখিতরূপে টাকা সংগৃহীত হইবে।

প্রতি বিবাহ	১/০
তিল কাঞ্চন (সমর্থ পক্ষে)	১/০
ষোড়শ শ্রাদ্ধ	১/০
বৃষোৎসর্গ	॥/০
বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা	১/০
জলাশয় প্রতিষ্ঠা	২/০

দুর্গোৎসব ও বাসন্তী পূজা	২/০
জগদ্ধাত্রী, শ্যামাপূজা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও রাসোৎসব	১/০
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদি	২/০
তুলাট ও অন্নমেরু	১০৵০

কর্ত্তৃপক্ষ ও কুটুম্বগণের অনুমত্যানুসারে

সভাপতি—শ্রীকুঞ্জবিহারি পালচৌধুরী,

সহকারী সভাপতি—শ্রীভূতনাথ নন্দী ও

" শ্রীঅম্বিকাচরণ কুণ্ডু এল, এম, এস,

সম্পাদক—শ্রীঅক্ষয় কুমার পাল,

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেশব চন্দ্র দে, বিএ, বিএল।

" শ্রীকৃষ্ণধন দে।

মোকামী, বিষয়ী ও গ্রামস্থ কর্ত্তৃপক্ষ ও সহকারীগণের নামের তালিকা।

পং দশ আনী	সহকারীগণের নাম
৺জগন্নাথ নন্দীর বনিতা *	শ্রীসাধুচরণ নন্দী—(প্রতিনিধি) সাং দিলাকাশ
ক্ষেত্রমোহন শেঠ *	
যুগলকিশোর চৌধুরী*	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাউ
কৃষ্ণ চন্দ্র নন্দী	
গোপী নাথ চিনে	
সতীশ চন্দ্র শেঠ	
অধর চন্দ্র কলুই	
লালবিহারি নন্দী	
শরৎ চন্দ্র শেঠ	
অবিনাশ চন্দ্র সাউ	শ্রীশরৎ চন্দ্র শেঠ—(উত্তর ঝ্যাটরা)
ভুবন চন্দ্র কুণ্ডু	শ্রীকুঞ্জবিহারী পালচৌধুরী (সানপুর)
সাধু চরণ দে	
দুর্গাচরণ শেঠ	
যদুনাথ নন্দী	শ্রীকালী চরণ নন্দী (দক্ষিণ ঝ্যাটরা)

পং বসন্দরী	সহকারীগণের নাম
দুর্গাচরণ নন্দী *	
সত্যচরণ শেঠ *	শ্রীরাখালদাস মল্লিক
	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মল্লিক
ভূতনাথ খাঁ।	শ্রীরমানাথ খাঁ।
বদন চন্দ্র পাত্র *	
অক্ষয় কুমার পাল	শ্রীঅখিল চন্দ্র মল্লিক
গোঁসাই দাস নন্দী	
উমাচরণ শেঠ	
রাখাল চন্দ্র দে	
অখিল চন্দ্র নন্দী	
সাগর চন্দ্র কুণ্ডু	শ্রীসত্যচরণ কুণ্ডু
	শ্রীভূষণ চন্দ্র কুণ্ডু
মহাদেব পাল	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দে
নবীন চন্দ্র কুণ্ডু	
কেদার নাথ কুণ্ডু	
হারাণ চন্দ্র টাট	
বেণীমাধব নন্দী	
প্রিয়নাথ পাল—(সাহাপুর)	
পং মেনাবাগ	
গোবর্দ্ধন নন্দী *	
গোপাল চন্দ্র শেঠ *	
ভূতনাথ নন্দী *	
সুরথ চন্দ্র পাত্র	
ক্ষুদিরাম শেঠ	
ননি লাল দে	
পূর্ণ চন্দ্র কুণ্ডু	
অন্নদাপ্রসাদ দে	শ্রীরামলাল খাঁ।
সুরথ চন্দ্র খাওয়া	

সহকারী গণের নাম

শ্যামাচরণ মসাট
শ্রীনাথ দে
হৃষিকেশ দে
কুবের চন্দ্র শেঠ
বামাচরণ পাল

পং দু আনী

মুচিরাম মণ্ডল * — শ্রীভূতনাথ দে (সোয়াড়ী)
অবিনাশচন্দ্র শেঠ *
গুরুচরণ পাল *
ব্রজ নাথ পালচৌধুরী *
প্রিয়নাথ কুণ্ডু
সীতারাম নন্দী
রামময় চাকু
চিন্তামণি কুণ্ডু
জনার্দ্দন পাল

পং মান্দারণ

অধর চন্দ্র খাঁ *
মতিলাল শেঠ * — শ্রীকুমুদচন্দ্র শেঠ
কৈলাশচন্দ্র শেঠ
সন্তোষ কুমার নন্দী — শ্রীগগণ চন্দ্র ধোয়া
ভূষণ চন্দ্র নন্দী — শ্রীবিনোদবিহারী নন্দী
কৈলাশচন্দ্র নন্দী — শ্রীগোপালচন্দ্র দে
রমেশচন্দ্র দে
প্রিয়নাথ দে — শ্রীচন্দ্রকুমার পাত্র
শিবচন্দ্র পাল
ফকির চন্দ্র শেঠ
পরমেশ্বর পাল
কালাচাঁদ টাট

পং পার দশ আনী	সহকারী গণের নাম
হরিপদ নন্দী	
সারদাপ্রসাদ পাত্র	
নিধিরাম শেঠ	
ভৈরব চন্দ্র নন্দী	
তরফ শিবপুর	
অবিনাশ চন্দ্র নন্দী *	শ্রীভূতনাথ নন্দী
বিহারী লাল শেঠ	শ্রীহেম চন্দ্র খাঁ
রাধিকাপ্রসাদ শেঠ	শ্রীঅম্বিকাচরণ কুণ্ডু, শ্রীননীলাল দে
রামদাস নন্দী	শ্রীশশীভূষণ নন্দী
নফর চন্দ্র দে	শ্রীতারিণী চরণ কুণ্ডু
হরিচরণ শেঠ	শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দে
ভূতনাথ নন্দী	
নীরদ চন্দ্র সাউ	শ্রীপ্রসন্ন কুমার সাউ
রামচন্দ্র দে	শ্রীকেশব চন্দ্র কুণ্ডু
গোপী নাথ দে	শ্রীঅখিল চন্দ্র নন্দী
অনুকূল চন্দ্র দে	শ্রীহারাণ চন্দ্র শেঠ
বিষ্ণু চরণ মসাট	শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বাউল
কেদার নাথ সাউ	শ্রীপ্রিয় নাথ পাল
ভুবন চন্দ্র চিনে	শ্রীরামচরণ শেঠ
বেণীমাধব নন্দী, রাখাল চন্দ্র শেঠ	শ্রীপ্রিয় নাথ খাঁ
গয়ারাম নন্দী	শ্রীমাখম লাল দে
হরিধন পাল (বালী)	
হরিচরণ শেঠ	শ্রীগোপী নাথ শেঠ

আবশ্যক মত সহকারী নিয়োজিত ও পরিবর্ত্তিত হইবে। তালিকা মধ্যে * চিহ্নিত ব্যক্তিগণ মোকামী বিষয়ী প্রভৃতি মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।

একটি নিবেদন।

হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত পাঁচপরগণাভুক্ত তিলিজাতির মণ্ডল মহাশয়দিগেরও অপরাপর গণ্যমান্য লোকদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা যেন আমার নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া তাহার বিশদরূপে আলোচনা করেন ও তাঁহাদের মতামত যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আমিও পাঁচপরগণার সমাজভুক্ত এই সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই আমার অতি নিকট আত্মীয় হন এবং প্রধানতঃ আমি জনৈক মণ্ডল মহাশয়ের অনুরোধে কয়েক ছত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম ইহাতে হয়তো অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে না পারেন কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে জাতীয় উন্নতির আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলের নিকট মন্দ বলিয়া বিবেচিত হইলে আশা করি আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। সকলেই জানেন যে বিগত শ্রাবণ মাসের হাওড়ার নিকটবর্ত্তী ব্যাঁটরা গ্রামে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি টাট মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার বাটিতে পাঁচ পরগণাভুক্ত সমগ্র তিলিজাতির একটি অধিবেশন হয় ও কয়েক দিবস ধরিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় মণ্ডল মহাশয়গণ ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোক সকলে একত্র সমবেত হইয়া সমাজের ও স্বজাতীয় উন্নতিকল্পে অনেক বিষয়ের মীমাংসা করেন তন্মধ্যে খুড়ীগাছিতে গৃহাদি নির্ম্মাণ ও তথায় বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসব এবং আমাদের বর্ত্তমান সমাজের বিশৃঙ্খলা নিবারণ কল্পে সহকারী মণ্ডল নির্ব্বাচন প্রণালী অনেকটা উল্লেখ যোগ্য। পাঁচ পরগণাভুক্ত সমগ্র তিলিজাতির কন্যার বিবাহ, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, তুলট, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়োপলক্ষে টাকা আদায়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে ও ঐ টাকা সংগ্রহের দরুণ নাকি অনেকটা পাকাপাকি ব্যবস্থাও হইয়াছে এবং এই ব্যাপারের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন আমাদের উপস্থিত কর্ম্মকর্ত্তা শ্রদ্ধেয় বাবু নটবর পাল, অবশ্য ইনি ঐ পদের উপযুক্ত লোক ও ইহার উপস্থিত আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়। আমি দেখিতেছি যে উপরি উক্ত ব্যবস্থাটি কার্য্যে পরিণত হইলে খুড়িগাছির উৎসব ক্রিয়াদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। এখন দেখা যাউক ঐ স্থানে উৎসবের প্রয়োজনতা কিরূপ ও তাহার দ্বারা জাতীয় উন্নতি কি হইতে পারে। খুড়িগাছি

গ্রামটি হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রামমাত্র, উহা বর্ত্তমান আমতা লাইনের মুন্‌সীহাট ষ্টেসন হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শতবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই ঐ স্থানে ও উহার চর্তুর্দ্দিকে অনেক ক্রোশ ব্যাপিয়া তিলি-জাতির বাস আছে ও তখন তিলি জাতির কৃষিকার্য্যই এক প্রকার উপ-জীবিকা ছিল বলিয়া মনে হয়। ক্রমে ক্রমে অনেকেই তাঁহাদের আদিস্থান পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাঁটরা শিবপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন ও এইরূপে প্রায় ৫০।৬০ কি ততোধিক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমাগত এদিকে উঠিয়া আসাতে প্রাচীন গ্রামগুলির অনেকটা হীনাবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদিগের দু'পয়সা আছে তাঁহারা দুই স্থানেই বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু তুলনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা এখানে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া মনোমত আবাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ও আদি বাসস্থানে অপেক্ষাকৃত অনেক কম খরচ করিয়াছেন এবং তাহারা কেবলমাত্র কার্য্যোপলক্ষে মাসান্তে বা বৎসরান্তে তথায় যাইয়া দিনকতক করিয়া অবস্থান করেন। কিন্তু সকলেই ঐরূপ করেন নাই কারণ দেখা যাইতেছে যে কেহ কেহ দেশেই চিরকাল বংশাবলী ক্রমে বসবাস করিতেছেন। এইরূপে দেখা যায় যে অনেকেই তাঁহাদের নিজ পরগণার এলাকা হইতে বাহির হইয়া তরফ শিবপুরের মধ্যে অর্থাৎ কলিকাতার নিকটে বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন আমি দেখিতেছি যে স্বজাতিবর্গ এখন ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন ও তাঁহারা আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় সকলেই কৃষক নহেন ও তজ্জন্য আমাদের আদি স্থান খুড়ীগাছিতে মণ্ডপগৃহাদি নির্ম্মাণে অগ্রসর হইয়াছেন কারণ এখন আর পুরাতন চালাঘর ভাল লাগে না কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত সাঁতরাগাছি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচরণ শেট মহাশয় ভবনে পাঁচ পরগণার অধিবেশন উপলক্ষে প্রায় পনর শত টাকা চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছিল কিন্তু দেখিতেছি যে কার্য্যতঃ এক পয়সাও এ পর্য্যন্ত আদায় হয় নাই। চাঁদা স্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন কাহারও বা ইতিমধ্যে অবস্থাহীন হওয়ায় এক কপর্দ্দকও নাকি আদায় হয় নাই। যাক সে সকল কথা আর কাজ নাই, আজ পর্য্যন্ত খুড়ীগাছিতে মণ্ডল মহাশয়গণ একত্র সমবেত হইয়া কেবলমাত্র মহাসমারোহ ব্যাপারের বা ভোজের কুটীল মীমাংসা করিয়া থাকেন ও সেই স্থান হইতে ঐ মীমাংসার

স্রোত সমগ্র পরগণাভুক্ত তিলিজাতির ভিতর সংক্রামিত হয়ও এক একটি বিরাটভোজের আয়োজন হয় তাহাতে হাজার হাজার টাকা উড়িয়া যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় আহারের বন্দোবস্ত হওয়া ভিন্ন কোন রূপ জাতীয় উন্নতির বিষয় আলোচনা হইতে এ পর্য্যন্তও শুনি নাই বা কার্য্যতঃ দেখি নাই কারণ আমি দেখিতেছি যে প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে তাহা আমাদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন না বা অভ্যাস বশতঃ জানিতে ইচ্ছাও করেন না। সকলেই পুরাতন প্রথাগুলির অনুসরণ করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। উন্নতির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পূর্ব্বে আমি আমাদেরও প্রায় সমগ্র পৃথিবীর রাজা ইংরাজ জাতিয় উন্নতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে বলি কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারা অতিশয় অসভ্য জাতি বলিয়া গণ্য হইতেন। তখন তাঁহারা বল্কল পরিধান করিতেন ও কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ত্তমান উন্নতির কথা আর অধিক কি বলিব—তাঁহারাই এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিরূপে তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ উন্নত হইলেন এই সকল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বিদ্যা বুদ্ধি ও পুরুষকারই ইহার প্রধান কারণ। শিক্ষা ভিন্ন কোনও জাতি উন্নত হইতে পারে না কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি দেখিতেছি যে আমাদের ভিতর শিক্ষার আদর নাই কিন্তু যতদিন না আমাদিগের মধ্যে শিক্ষার আদর বাড়িবে ততদিন আমরা যে তিলি আছি তাহাই থাকিয়া যাইব শত বর্ষেও তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না। আমরা ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া খ্যাত কিন্তু তজ্জন্য যে বিদ্যাশিক্ষার কিছুই প্রয়োজন নাই একথা কেহই স্বীকার করিবেন না কারণ ইংরাজ জাতিও ব্যবসা বাণিজ্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতেও অপর জাতি অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহেন। এমন আদর্শ সম্মুখে দেখিয়াও আমরা একটু উন্নত হইতে চাহি না এটা বড় দুঃখের বিষয় কারণ আমাদিগের ভিতর অনেককে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে "লেখা পড়া শিখিয়া কি হইবে আমার যে কারবার আছে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে সেই মহাত্মার পুত্রপরিবারগণই তাঁহার জীবদ্দশাতে অথবা তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পরেই অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছেন। কেন এমন হয় একমাত্র সুশিক্ষার অভাবই 'ইহার প্রধান কারণ। অবশ্য অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই সে কথা সত্য

কিন্তু কুশিক্ষার ফলে অনেকেই ভুগিতে হয়। আমাদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে তাহা ভিন্ন সম্প্রদায় হিন্দু হইতে কোনও অংশেই কম নহে অথচ আমরা তাহাদিগের নিকট হেয় নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হই ইহা কম ক্ষোভের বিষয় নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি কারণ আছে আমরা যদি চেষ্টা করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই গুলি পরিত্যাগ করিতে পারি তবে কালে আমরাও তাহাদের সমকক্ষ জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিব ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমরা তাহা পারি কই যাহা বংশ-পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহা পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে। আমাদের সমাজে অধিকাংশই গরীব লোক আছেন অনেকে হয়তো দুবেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পান না কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ তাঁহাদিগের ধনশালী আত্মীয় লোকের নিকট হইতে প্রায় কিছুই সাহায্য প্রাপ্ত হন না। কোনও ভদ্রজাতির ভিতর এরূপ স্বার্থপরতা আছে কিনা সন্দেহ আমার বোধ হয় অবস্থাবিশেষে সকলেই আত্মীয় কুটুম্বের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন এটি কেবলমাত্র আমাদের অনেকের ভিতর নাই। এক একটি লোক লইয়াই সমাজ গঠন হয় তাহাতে ধনী, নির্ধন, ভদ্র, অভদ্র, সুখী, দুঃখী প্রায় সকল রকমেরই লোক থাকেন, কিন্তু যদি সকলেই পরস্পর সাহায্য করেন তাহা হইলে সমাজের একতাবন্ধন খুব দৃঢ় হইতে পারে ও সকলকেই পরস্পরের বিশ্বাসের ও ভালবাসার পাত্র হইতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের ভিতর সাহানুভূতির বড়ই অভাব এমন কি আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা গণ্যমান্য ও কুলীন বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন ও যাঁহারাই সমাজের কর্ণধার বিশেষ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই আত্মীয় কুটুম্বগণ অতি নীচ ভদ্র-বিগর্হিত কার্য্য করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হন না এবং তাহাতেও সমাজের নিকট তাঁহাদের মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিতেও দেখা যায় ইহা অপেক্ষা আর কি অধঃপতন হইতে পারে। যাহাদিগের উপর সমাজের মানমর্য্যাদা নির্ভর করিতেছে তাঁহারা যদি তাহা না রাখেন তবে সাধারণ লোকে যে তাহার অনুকরণ করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি আছে। আমি দেখিতেছি যে আজ পর্য্যন্তও আমাদিগের ভিতর কন্যা বিক্রয় প্রথা বেশ প্রচলিত রহিয়াছে এবং সর্ব্বোচ্চহারে ক্ষুদ্র নাবালিকা বিক্রয় হইতেছে. অনেক বাটীর স্ত্রীলোকেরা পেটের দায়ে হউক অথবা স্বভাবদোষে হউক প্রকাশ্য বাজারে যাইয়া পণ্য বিক্রয় করিতেছে ও অনেকে অপরাপর জাতীর নিকট

দাসত্বও করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিলি জাতির ভিতর যতদিন না শিক্ষার আদর বাড়িবে ততদিন তাহারা অন্ধকারে রহিয়া যাইবে, কোন প্রকারেই উন্নত হইতে পারিবে না। সুশিক্ষার অভাবেই লোকে ভদ্রবিগর্হিত কার্য্য করিতে দ্বিধাবোধ করে না কিন্তু যদি কখন তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিলীন হইয়া দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তবে স্বতঃই তাহাদের হিতাহিত জ্ঞানের সঞ্চার হইবে ও তখন আর অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করিতে তাহাদের আর প্রবৃত্তি হইবে না।

এখন আমার বিবেচনায় খুড়ীগাছির জন্য যে সমস্ত টাকা আদায় হইবে তাহা ওখানকার ২ দিনকার উৎসবের জন্য ব্যয় না করিয়া যদি আমরা ঐ টাকা লইয়া পরস্পরের সাহার্য্যার্থে ব্যয় করি তাহা হইলে অনেক সুফল ফলিতে পারে ও অনেকটা জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়। যদি আমরা প্রত্যেকে উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হই তবে কিছু না কিছু যে সফলকাম হইব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি আমরা যেন তেন প্রকারে হউক স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্য বাজারে পণ্য বিক্রয়ার্থ যাইতে নিষেধ করি ও প্রকৃত যাহারা দুঃখী তাহাদিগের ভরণ পোষণের জন্য জাতীয় ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু সাহায্য করি ও তাহাদিগকে ঐ কার্য্যের দোষ বুঝাইয়া দিয়া যদি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারি, যদি কন্যাদায়গ্রস্থ লোকদিগকে সাহায্য করি তাহা হইলে বোধ হয় ভবিষ্যতে আর কেহই ঐ সকল কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবে না ও কন্যাবিক্রয় প্রভৃতি নীচ কার্য্যগুলি সমাজ হইতে একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। আমি জানি ঐ সকল বিষয়ে এক সময়ে আমাদের সমাজের নজর পড়িয়া ছিল ও অনেক চেষ্টার ফলে ঐ সমস্ত কার্য্য এখন অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইয়া আসিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত উহা একেবারে নির্ম্মূল হয় নাই। কবে হইবে তাহা ভগবানই জানেন। আমার বিশ্বাস যদি আমরা ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করি ও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হই তবে ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই অনেক উন্নত হইতে পারিব। খুড়ীগাছির উৎসব ক্রিয়াদির বিপরীতে আমি কোনমত কথা বলিতে চাহি না কারণ আমি দেখিতেছি যে আদি স্থানের মাহাত্ম্য বজায় রাখা উচিত কিন্তু ঐ টাকা সাধারণ লোকের কষ্টোপার্জ্জিত টাকা লইয়া খরচ না করিয়া যদি আমরা সমাজের গণ্যমান্য ও অবস্থাপন্ন লোকের উপর ঐ কার্য্যের ভার দিই তবে

আমর বোধ হয় যে ২।৪ জন লোকের টাকাতেই ঐ কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে। সাধারণের টাকা সাধারণের সাহায্যকল্পে ব্যয় করায় একতা-বন্ধন দৃঢ়তর হইবে তাহা না হইলে এক দিনের খাওয়ায় বা একদিনের উৎসবে যোগদান করিয়া জাতীয় উন্নতি কিছুই হইতে পারে না এ বিষয়ে সকলের বিশ্বাস থাকা উচিত।

সহকারী মণ্ডল মহাশয়দিগকে বাহাল করায় আমার বিবেচনায় কার্য্যের বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িবে কারণ তাঁহারা কেবলমাত্র নামে সহকারী মণ্ডল হইলেন বটে কিন্তু কার্য্যে কিছুই নহেন কারণ তাঁহাদিগের সামাজিক মান-মর্য্যাদা পূর্ব্ববৎ থাকিবে ও তাঁহাদিগকে মণ্ডল মহাশয়দিগের আজ্ঞাধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে ও তাঁহারা যখন যাহা হুকুম করিবেন তাহাই তামীল করা ইহাদিগের প্রধান কার্য্য হইবে অর্থাৎ মণ্ডল মহাশয়দিগকে আজকাল যেটুকু পরিশ্রম করিতে হইতেছে তাহা আর করিতে হইবে না, এখন সহকারীর দ্বারাই সমস্ত কার্য্য অবাধে চলিয়া যাইতে পারিবে কিন্তু মানমর্য্যাদার সময় ও টাকা কড়ির ব্যাপারে সহকারীর কোনও হাত থাকিবে না ও তাঁহারা এখনও যাহা আছেন তখনও তাহাই থাকিবেন কেবলমাত্র চর্ব্ব্যচুষ্যের ব্যবস্থাটা অতঃপর মণ্ডল মহাশয়দিগের সহিত সমান হইবে। আমার বোধ হয় যাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ তাহারই পেটের দায়ে মণ্ডলগণের সহকারী হইবেন। আমার বক্তব্য এই যে যদি তাঁহারা মণ্ডল মহাশয়দিগের সহিত মানমর্য্যাদা ও টাকা কড়ির ব্যাপারেও ঐরূপ সকল কার্য্যই তাঁহাদের নূতন পদের তুল্য মর্য্যাদা পান ও সমাজ যদি তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত কথায় বাধ্য হয় তাহা হইলে আর কাহারও কোনও ক্ষোভ থাকে না! নামে সহকারী ও কার্য্যে কিছুই নহে এরূপ হইতে বোধ হয় কেহই পছন্দ করিবেন না। আমি দেখিতেছি যে যাঁহারা সহকারীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ঐ কার্য্যের উপযুক্ত লোক কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ইহাতে মণ্ডল মহাশয়গণের সহিত তাঁহাদিগের মতের ঐক্য হইবে না ফলে বোধ হয় ঐ ব্যাপার লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে থাকিবে। যখন সাধারণভাবে সমাজে কথা কহিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে ও যুক্তিযুক্ত কথা হইলে সমাজেও তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য হন তখন আর মিছামিছি সহকারী মণ্ডল হইতে কাহার ইচ্ছা হইবে? আমার বোধ হয় এরূপ সহকারী দ্বারায় মণ্ডল মহাশয়দিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যাইবে

এমন কি ভবিষ্যতে মণ্ডলপ্রথার একেবারে উচ্ছেদ পর্য্যন্তও হইতে পারে এটুকু বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই অথবা আর গত্যন্তর নাই দেখিয়াই হয়তো জানিয়া শুনিয়াই এ কার্য্য করিয়াছেন যাহোক যাহা হইয়াছে তাহার কার্য্য হইলে অবশ্য সমাজ অনেকটা উন্নত হইবে আশা করা যায়। যতদিন আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস ও হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে না শিখিব ও আপনাদের হিতাহিত বুদ্ধিতে কার্য্য করিতে না পারিব ততদিন মণ্ডলপ্রথা সমাজে প্রচলিত থাকিবে ও তাঁহারাও অনেকটা যদৃচ্ছাক্রমে সমাজে কার্য্য করিয়া যাইবেন। যাক এ বিষয়ে আর বেশী আলোচনা করিতে চাহি না এখন দেখা যাক কি হইলে আমরা প্রকৃত উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারি। পাঁচ পরগণার গণ্ডী ছাড়িয়া যদি আমরা সমগ্র তিলিজাতির বিষয় একটু আলোচনা করি তবে দেখিতে পাইব যে আমাদের সমাজের ভিতর প্রকৃত গণ্যমান্য ও ধনী লোক অতি বিরল কিম্বা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন তিলি সম্প্রদায়ের ভিতর খুঁজিলে সকল রকমেরই লোক পাওয়া যায় এবং সমগ্র তিলি জাতিয় তুলনায় আমাদের পাঁচ পরগণাভুক্ত সমাজটি অনেক ক্ষুদ্র অথচ আমরা ঐ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জাতীয় বিশাল-ক্ষেত্রে মিলিত হইতে চাহি না ও যাঁহারা উহার উপকারিতা সম্বন্ধে সম্যক বিবেচনা করিয়া ঐরূপ সমাজ হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন আমরা সেই মহাত্মাদিগকে সমাজ হইতে রহিত করিয়া দিতে পারিলেই যেন কৃতার্থ হই :অথচ দেখা যায় যে আমাদিগের ভিতর দু একটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত আদান প্রদান অনেক দিন হইতেই অবাধে চলিয়া আসিতেছে ও বোধ হয় ঐরূপে চলিয়া চাইবে। অভাব হইলেই লোকে তাহা পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে ও তখন আর সমাজ-তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। মনে করুন আজ আমার একটি পুত্র প্রশংসার সহিত ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে ছেলেটিকে মনুষ করিব কিন্তু অর্থাভাবে হয়তো তাহাকে কোনরূপেও একটি ভাল সরকারী কলেজে পড়িতে দিতে পারিলাম না (কারণ উহা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ) আমি নিজ সমাজে চেষ্টা করিয়াও যদি কিছুই সাহায্য না পাই তবে বাধ্য হইয়া আমি অন্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিব। কারণ তাহা হইলে আমার ছেলেটিও মানুষ হইবে ও আমার আশাও ফলবতী হইবে। মনে করুন আমার বর্ত্তমান অবস্থা একটু ভাল

আমার একটি সুন্দরী সর্ব্বগুণ সম্পন্না কন্যারত্ন আছে আমি তাহার বিবাহের জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র চাই কিন্তু খুঁজিয়াও যদি আমাদের ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে না পাই তবে তখন আমি কি করিব, বাধ্য হইয়া বিশালক্ষেত্রে মিলিত হইব যাহাতে আমার কন্যাটিকে মনোমত সুপাত্রে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব। এইরূপে দেখা যায় যে সকলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে কেহই নিম্নদিক দেখিতে চাহে না সেইজন্য আমি বলি যে যদি আমাদিগের ভিতর কোনও অভাব না থাকে সমাজ যদি তদ্বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টা করেন তবে নিশ্চয়ই সুফল ফলিতে পারে কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের নাই কখনও যে হইবে তাহার আশাও খুব কম। একথা সকলের জানা উচিত যে সমাজবন্ধন দৃঢ় করিতে হইলে সমাজের অভাব অভিযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করাই উচিত। একটি ক্ষুদ্র সমাজে আবদ্ধ থাকায় কূপমণ্ডূপ বা বেঙ হইয়া থাকিতে হয়, সেই বেঙ্ যেমন কূপের পরিমাণ আকাশটুকু দেখিয়া দেখিয়া তাহার পরিমাণ স্থির করিয়া লয় আমরাও এই ক্ষুদ্রসমাজে আবদ্ধ থাকিয়া সমগ্র তিলিজাতির পরিমাণ স্থির করিয়া বসি। কিন্তু যদি বেঙ্টি কুপের উপরে উঠিতে পারে তবে তখনি সে বলিবে যে আকাশ অনন্ত, আকাশ চতুর্দ্দিকে, উহা কেবলমাত্র কুপপরিমিত নহে। সেইরূপ আমরা যদি আমাদিগের নিজ নিজ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়রূপ কুপ হইতে উঠিয়া সমগ্র তিলিজাতির বিশালক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারি তবে আমরাও তখন বলিতে পারিব তিলিজাতি অনন্ত ও অপরাপর জাতি হইতে তাঁহারা কোনও বিষয়েই কম নহেন বরং অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সে চেষ্টা আমাদের আদৌ নাই। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে আমরা বহু দিন ধরিয়া অন্ধকারে বাস করিতে এখনও ইচ্ছুক ও তাহাতে অনুমাত্র কষ্ট বোধ করি না। কারণ উন্নতি করিতে হইলে পরস্পরের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। যাহোক আর আমি এই বিষয় লইয়া বেশী আলোচিত করিতে চাহি না। সমাজের সুবিধা অসুবিধার বিষয় সমাজভুক্ত সকলেই বেশ অনুভব করিতেছেন। ৺ পাঁচকড়ি টাট মহাশয়ের শ্রদ্ধোপলক্ষে মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে আমি তাহার সঠিক হিসাব রাখি নাই "তিলি-বান্ধব" সম্পাদক মহাশয় তাহার হিসাব নিকাশ লইয়া থাকিবেন ও যথাসময়ে তাহা পত্রিকায় বাহির করিবেন আশা করা যায় কিন্তু আমার অনুমান এইরূপ যে

৫।৬ হাজারের কমে সঙ্কুলান হয় নাই। অত্র সমাজে মধ্যে মধ্যে এরূপ বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করেন তিনি সমাজের মধ্যে একজন গণ্যমান্ত লোক বলিয়া পরিচিত হন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এরূপ মহাত্মারাই তাঁহাদের গ্রামের কোন দুঃখী স্বজাতিভায়াকে হয়তো আবার একবেলা অন্নদান করিতে কুণ্ঠিত হন। একদিনে যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতে বিশেষ কষ্টবোধ করেন না সেই ব্যক্তি একজন গরিব স্বজাতিকে অন্ন দিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কেন এমন হয় তাঁহারাই বলিতে পারেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অনেক মহাত্মাই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদগুণ মনুষ্য হৃদয়ে আপনাপনিই সুমতী আনায়ন করে ও যাঁহারা প্রকৃত দয়াবান বা প্রকৃত গুণবান তাঁহাদের মনে ঐ সদ্‌গুণগুলি চিরদিন অনেকটা সমভাবে কার্য্য করে ও এরূপ মহাত্মারা যাহা করেন তাহা অন্তরের সহিত নিঃস্বার্থভাবে করেন তাঁহারা কিছুতেই ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন না। এরূপ উদাহরণ আমাদের স্বজাতি মহাশয়গণের মধ্যে অনেক পাওয়া যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল অনেকেই সমাজে নাম কিনিবার আশায় অনেক টাকা কড়ি খরচ করিয়া বসেন এবং তাঁহাদের কার্য্যে সাত্ত্বিক ভাবের লেশ মাত্রও প্রায় থাকে না। ইহা কিছু বিচিত্র নহে কারণ নানা লোকের নানাপ্রকার রুচি থাকে ইহা চিরন্তন প্রথা। পরমপিতা পরমেশ্বরে সৃষ্ট জীবের মধ্যে স্বর্গের দেবতাও আছে, এবং ঘৃণিত নরকের কীটও আছে, কেহবা জন্মাবধি পরোপকারব্রতে রত থাকেন। আবার কেহবা পরপীড়নের দ্বারা আত্মপ্রাসাদ লাভ করে। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে অতঃপর যদি কেহ একজনও তিনি আমার লিখিত এই কয়েক ছত্র পাঠ করিয়া কিছু উপকৃত হন বা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন তবেই আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব।

শ্রীনন্দলাল দে, সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

তিলিজাতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিবেদন"।

আজ কাল জাতীয় জাগরণের দিনে বিশেষতঃ "আদমসুমারী" উপলক্ষে বঙ্গদেশের অনেক হিন্দুই নিজ নিজ জাতির উৎপত্তির মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উদ্ভূত, যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন করিয়া, পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা লইয়াছেন এবং সমাজে ক্ষত্রিয়ের আচার পদ্ধতি প্রচলিত করার চেষ্টা করিতেছেন।

বঙ্গদেশীয় "সাহা"গণ আদমসুমারীতে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহারাও সমাজে বৈশ্যের আচার পদ্ধতি প্রচলিত করিবেন এরূপ আশা করা যায়।

এরূপ চেষ্টা যে জাতীয় জাগরণের পূর্ব্ব লক্ষণ এবং জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট পথ তাহা স্বীকার্য্য, কারণ কোন জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি নিজকে উচ্চজাতি সম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন তবে তিনি নিশ্চয়ই নিজকে উন্নত প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিলি জাতি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। তিলিজাতির উৎপত্তির মূল কোথায় কেহই তাহার অনুসন্ধান করেন না। কিম্বা মূল সম্বন্ধে কেহ কিছু আবিষ্কার করিয়া থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। তিলিজাতীয় অনেকেই গৌড়ের "পালরাজা"দের বংশ সম্ভূত বলিয়া দাবী করেন কিন্তু কেহই ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করার কষ্টটুকু স্বীকার করেন না।

এরূপ নিশ্চেষ্টতার ফলে অনেক সময় ভিন্ন জাতীয় অনেক লোকে "তিলি" ও "তেলী" শব্দের পার্থক্য স্বীকার না করিয়া তিলি সমাজের অনেক অশিক্ষিত লোকের মনোবেদনার কারণ হইয়া থাকেন।

ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা যদি তিলি জাতিকে গৌড়ের "পাল রাজা" দিগের বংশসম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তবে অন্যান্য জাতির ন্যায় আমরাও "তিলিজাতির" পরিবর্ত্তে "রাজপুত" জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারি এবং "রাজপুত" জাতির আচার পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত করিয়া সমাজ উন্নত করিতে পারি।

আশা করি তিলি জাতীয় শিক্ষিত লোক মনোযোগী হইয়া গবেষণা দ্বারা এ সম্বন্ধে যে সত্য আবিষ্কার করেন এই "তিলি-বান্ধব" পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদনমিতি

শ্রীমহিম চন্দ্র সাহা M. A. ময়মনসিংহ।

Printed and published by Bahir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

প্রশংসা পত্র।—(১) বম্বের শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র মহাদেব প্রভু ... বলেন "ভিট্রাস সারসা" ব্যবহার করিয়া আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় আরও কিছু দিন ব্যবহারের জন্য আপনাকে ৬ বোতল পাঠাইবার আদেশ দিলাম। (২) কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯১১ সালে "ভিট্রাস" সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা পত্র বাহির হইয়াছে। (৩) তিনি বান্ধব সম্পাদক মহাশয় হাওড়ার ডেলটন কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বিবিধ ঔষধসম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — "... রল গৃহ চিকিৎসা" বিনা মূল্যে।

Regtd N. C, 548.

চতুর্থ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল। [৮ম সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচী পত্র।

তিলিজাতি সম্মিলনী।

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন।

আগামি ১৪ পৌষ ইংরাজী ২৯ শে ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কাশীম বাজারাধিপতি মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কলিকাতা ৩০২ নং অপার সার্কুলার রোডস্থিত ভবনে তিলিজাতি সম্মিলনীর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে। প্রয়োজন হইলে তৎপরদিবসেও সভার অধিবেশন হইবে। ঐ সভায় তিলি মহোদয়গণের সানুগ্রহ উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

তিলিজাতি সম্মিলনী কার্য্যালয়,
১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৯ অগ্রহায়ণ। ১৩১৯

শ্রীরাধাচরণ পাল,
শ্রী সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী,
সম্পাদকগণ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। নগদ এক সংখ্যা ৵০ আনা

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৴১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | অগ্রহায়ণ ১৩১৯ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

ওহে চিরবাঞ্ছিত, অন্তরে মোদের
সত্বরে এস নামিয়া,
কুসম-সম্ভারে সাজাইয়ে হৃদি
রেখেছি আসন পাতিয়া।
অঙ্কিত কর চরণের রেখা
অন্য রেখা যাক্ মুছিয়া,
তব চরণের উজ্জ্বল রেখা
থাকে যেন শুধু ফুটিয়া।
(তব) বীণার ঝঙ্কারে উঠুক মোদের
হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া,—
মুরজমন্দ্রে বাজুক মুরলী
দীপ্ত রাগিণী ধরিয়া।
(প্রভো) আমরা তোমায় ভুলেছিনু বটে
তুমিত যাওনি ভুলিয়া,
কত শত স্রোত দিয়াছে ভাসায়ে
তুমিত ধরিছ টানিয়া।

তুমিত কখন(ও) ছাড় নাই নাথ
মোরা যদি যাই ভুলিয়া,
তুমিত সতত রেখেছ মোদের
পুণ্যপ্রবাহে বাঁধিয়া।
তব প্রেমালোকে অন্তর মোদের
রাখ হে স্বচ্ছ করিয়া,
পড়ে যেন তাহে তব প্রতিবিম্ব
চিরকাল থাকে শোভিয়া।
পথভুলে মোরা ঘুরেছি বিপথে
তুমি দেছ পথ বলিয়া,
শান্তির বারি দিতেছ ঢালিয়া
মাভৈঃ ধ্বনি করিয়া।
পথহারা মোরা হয়েছিনু ব'লে
তাই ত তোমারে লভিয়া,
শিখিনু সকলে আর কভু মোরা
দিবনা তোমায় ছাড়িয়া।
তরঙ্গের ঘায় মোরা যদি কভু
পুনরায় যাই ভাসিয়া,
(তব) মন্দার হতে মৃদু মৃদু বায়ে
গন্ধ আসিবে ভাসিয়া।
মোরা মাখিব পরাণ ভরিয়া॥

শ্রীসুসন্তোষ কুমার দে।

তিলিজাতির বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহার উন্নতি সাধনের উপায়।

রত্নপ্রসবিনী, শস্যশ্যামলা ভারতভূমিতে তিলিজাতির সংখ্যা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে তিলিজাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কিন্তু বড়ই দুঃখের এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতে তিলিজাতির সংখ্যা অধিক হইলেও সামান্য দুই

একজন ব্যতীত তিলিজাতীয় মহাপুরুষের নাম শ্রুতিগোচর হয় না। তিলি জাতির মধ্যে অনেকেই ধনশালী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং উচ্চ উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন; কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ন্যায় সমাজে সম্মান এবং আদরলাভ করিতে পারেন না কেন তাহা কি কেহ একবার স্বপ্নেও চিন্তা করিয়াছেন? একমাত্র বিদ্যাশিক্ষার অভাব কি ইহার মূলীভূত কারণ নহে? তিলিজাতির বিদ্যা-উপার্জ্জনে এত অনাস্থা, এত বিতৃষ্ণা কেন? তাঁহারা কি ধনোপার্জ্জন করাকেই পৃথিবীর সারবস্তু এবং মোক্ষদ্বার স্বরূপ মনে করেন? যদি আহার সংগ্রহ এবং সন্তান ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করাই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মানব এবং পশুপক্ষীতে কি প্রভেদ রহিল? পশু-পক্ষীও ত সর্ব্বদা আহার সংগ্রহে এবং সন্তান পালনে ব্যস্ত নহে কি? যে সকল মানব কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের উপায় উদ্ভাবনে সর্ব্বদা ব্যস্ত, ভ্রমেও জীবনধারণের উদ্দেশ্য কি তাহা একবারও চিন্তা করে না তাহারা নরাকারে পশু—তাহারা ঈশ্বরের ঘৃণিত জীব—তাহারা বিধাতার সর্ব্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। তাহাদিগকে মানব আখ্যা প্রদান করিলে কি ভয়ানক অবিচার এবং গর্হিত কার্য্য করা হয় না?

পূর্ণব্রহ্ম পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে দুর্ল্লভ মানবজন্ম দান করিয়াছেন এবং তাহার সহিত আমাদিগকে বিবেকশক্তিও প্রদান করিয়াছেন,—যে বিবেকশক্তি অহোরাত্র আমাদিগকে কুকার্য্য হইতে বিরত হইতে এবং সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উত্তেজনা করিতেছে। পশুপক্ষীর এ শক্তি নাই; সেইজন্যই মানব পশুপক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চতর আসনে আসীন। কিন্তু মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যদি তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার না করি, তাহা হইলে পশুত্ব ঘুচিল কই? যদি মানবদেহ ধারণ করিয়া মানবের কর্ত্তব্য না বুঝিলাম, কিহেতু এই অনন্ত ভবসমুদ্রের আবর্ত্তে পড়িয়া অবিরত ঘুরিতেছি, কি জন্যই বা এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় ভবসংসারে আসিয়াছি, কি জন্য আসিয়াছি, পুনরায় কোথায় যাইব, কেনই বা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছি, কিসে ইহার অবসান হয়, কোন্ নিরাকার অপরূপ পুরুষ আমাদিগকে লইয়া কতরূপ খেলা খেলিতেছেন, কেন খেলিতেছেন এই আত্মজ্ঞান না জন্মিল তবে বৃথাই জন্মধারণে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু চলিতেছে—কোন্ অলক্ষ্য হস্তের প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতেছে,

—বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, অবিরত আপনভাবে বিভোর হইয়া আপন মনে আপনার স্বরে আপনারই গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে, কালস্রোত কোন্ সাগরে গিয়া মিশিয়াছে তাহা কি কেহ জানিতে চেষ্টা করিয়াছি? যদি না করিয়া থাকি তবে ধিক্ আমাদের ধনৈশ্বর্য্যে! ধিক্ আমাদের আত্মাভিমানে! শত ধিক্ আমাদের জীবন ধারণে!

ইহা ত গেল আত্মজ্ঞানের কথা। কিন্তু আমাদের জাতীয় অধিকাংশ মানববৃন্দ এতই অশিক্ষিত যে তাহারা অন্ন বস্ত্রসংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণ ব্যতীত যে জীবনে অন্য কিছু কর্ত্তব্য আছে তাহা ক্ষণেকের তরেও হৃদয়ে স্থান দেয় না। অতীব চঞ্চলা এবং ক্ষণস্থায়ী সৌদামিনীর স্ফুরণও বরং কিয়ৎকাল অবস্থান করে কিন্তু আমাদের জাতীয় অধিকাংশ মানবের হৃদয়েই বিদ্যাশিক্ষার চিন্তা তাহার অধিক সময় ব্যাপিয়া অবস্থান করে না। কি পরিতাপের বিষয়! তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেও বিদ্রূপের শুষ্ক হাসি হাসিয়া তাহা উড়াইয়া দেয়; এবং স্বকীয় আত্মম্ভরিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। 'আমরা ত খাইবার জন্যই বাঁচি নাই, বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই খাইয়া থাকি। এ কথা কয়জন স্বীকার করিতে সম্মত? বিশেষতঃ অশিক্ষিত এবং অসভ্য ব্যক্তিগণ ত স্বীকার করিবেই না। ইহা প্রকৃতই বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। যাহারা চতুর্দ্দিকের শত সহস্র দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াও শিক্ষালাভ করিতে পারে না জানিনা কোন উপাদানে তাহাদের দেহ গঠিত। ভদ্রসমাজে স্থান পাইবার জন্য যাহাদের আগ্রহের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হয় না, যাহারা ঘৃণিত জীবনভার বহন করা অপেক্ষা প্রাণবিসর্জ্জন সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ মনে করে না, যাহারা অনাদৃত হইয়াই থাকিতে ভালবাসে, অপমান, অনাদর এবং উপহাসে যাহাদের ধমনীতে তীব্রবেগে শোণিতপ্রবাহ প্রবাহিত হয় না, যাহাদের কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় এবং উদ্যম লক্ষিত হয় না জানিনা পরমেশ্বর কোন্ অপূর্ব্ব উপাদানে তাহাদের এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক পশুদেহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

মানব ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জগৎপাতা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যত দ্রব্য এবং প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন মানব তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোচ্চতম স্থানে সংস্থাপিত। একমাত্র বিবেকবলেই যে মানব অন্যান্য দ্রব্য এবং প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা

যাউক কিরূপে মানব এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল? প্রথমে স্থিতি। তাহা হইতে শরীরী এবং অশরীরী। শরীরী হইতে ঐন্দ্রয়িক (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট) এবং নিরিন্দ্রিয়। ঐন্দ্রয়িক হইতে জ্ঞানবিশিষ্ট এবং অজ্ঞান। জ্ঞান-বিশিষ্ট হইতে বিবেকী এবং অবিবেকী। বিবেকী হইতে মনুষ্য এবং অবিবেকী হইতে অন্যান্য ইতর প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে একমাত্র মনুষ্যই বিবেকী এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণী অথবা দ্রব্য অবিবেকী। বিবেক বলেই মানব শ্রেষ্ঠ। বিবে-কের বশবর্ত্তী মানব নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করে, ঘাতপ্রতিঘাতে অভিভূত হয় না, রোগশোক তাপে ব্যথিত হয় না, শত ঊর্ম্মিঘাতেও অবসন্ন হয় না, কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট হয় না।

আমাদের জাতীয় অনেক নিরক্ষর লোক মনে করিয়া থাকে বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন কি? বিদ্যা লাভ করিতে হইলে যে কষ্ট সহ্য করিতে, যে অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা বর্ণনাতীত। যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে কিংবা ব্যবসায়াদিতে ধন, মান, প্রাণ, উৎসর্গ করা যায়, তাহা হইলে অনায়াসেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং প্রতি বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইয়া জমা থাকিতে থাকিতে ক্রমে আর কোন অভাবই থাকিবে না। তাহাতে ভবিষ্যতেও কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। ইহা এক প্রকার যুক্তিসঙ্গত কথা বটে। কিন্তু যদি গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তাই একমাত্র চিন্তা হয় তাহা হইলে জীবনের কর্ত্তব্য—যাহার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে পতিত অবস্থায় রহিয়াছে তাহার কর্ষণ হইল কই? তাহারা আরও বলিয়া থাকে যে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলে কষ্ট স্বীকার এবং অর্থব্যয় ত করিতেই হইবে ইহা ব্যতীত যদিই বা মা বীণাপাণির কৃপাদৃষ্টি হয় তাহা হইলে চাকরী করিতেই হইবে এবং চাকরী করিতে হইলেই প্রবাসে কালযাপন করিতে হইবে, পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের অমৃতময় সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতে হইবে। ইহা কি কম দুঃখের বিষয়! অতএব ইচ্ছা করিয়া কে এই দুঃখের ফাঁসি গলে ধারণ করিবে? এইরূপ ব্যক্তিগণকে বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না।

অধুনা আমাদের তিলিজাতি সমাজের এইরূপ অবস্থা। তিলিজাতিকে এইরূপ দুর্ভেদ্য অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে আসিতে হইবে, কিন্তু পথপ্রদর্শক কই? এ যে ভীষণ অন্ধকার, পথ অন্বেষণ করিব কি প্রকারে? কাহাকে

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"।

এই বলিয়া প্রণাম করিব? গুরু কে? আছেন, গুরু আছেন, তবে আমাদিগকে অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিদ্যাশিক্ষার অভাবই তিলিজাতির অনাদৃত হইবার প্রধান কারণ। বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চা যতই অধিক হইবে ততই উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে। যাহারা অশিক্ষিত, নিরক্ষর তাহারা কিরূপে বিদ্যার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? যিনি প্রকৃত বিদ্বান্ তাঁহার বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই যেন কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত. তাঁহার নয়ন যেন কি এক স্নিগ্ধ কটাক্ষপূর্ণ এবং মহত্ত্বভাবব্যঞ্জক। এইরূপ ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিলে নয়নের দর্শনপিপাসা চরিতার্থ হয় এবং হৃদয়ে স্বতঃই ভক্তিরসের আবির্ভাব হয় তখন তাহাকে পুনঃ পুনঃ ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে অভিলাষ জন্মে। বিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেবলমাত্র বিদ্যাবলেই মানব দৈহিক, মানসিক, অধ্যাত্মিক সকলপ্রকার উন্নতিলাভ করিতে পারেন। মানবের গৌরবের বিষয় যাহা কিছু আছে সে সমস্তই বিদ্যাসমুদ্ভুত। পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিদ্যা রত্নের কখনও ক্ষয় নাই। ইহা যতই দান করা যায় ততই বরং বর্দ্ধিত হয়, ক্ষয় হওয়াত দূরের কথা।

"দানেনৈবক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্ন মহাধনম্"।

অর্থাৎ বিদ্যারত্ন মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, কারণ ইহা দান করিলেও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"।

বিদ্যা এমনই ধন যে ইহা কেহ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহা কেহ ভাগ করিতেও পারে না এবং অপহরণ করিতেও সমর্থ নয়।

"জ্ঞাতিভির্বিবণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে"।

বিদ্যার সম্মান সর্ব্বত্র। বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বসমক্ষে, সকল লোককর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি রাজার অপেক্ষাও ইহার সম্মান অধিক। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"।

অর্থাৎ বিদ্যার সহিত রাজার কখনও তুলনা হইতে পারে না। রাজা কেবলমাত্র নিজরাজ্য মধ্যে পূজিত, কিন্তু বিদ্বানের সম্মান সর্ব্বত্র। বিদ্যা হইতেই মানব সমস্ত দ্রব্য পাইয়া থাকে—যে সুখের জন্য কত শত বীভৎস, লোমহর্ষণ ব্যাপার নিত্য সংঘটিত হইতেছে, যে সুখের আশায় মানব হিতাহিত দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়, যে সুখ প্রাপ্ত হইবার জন্য মানব সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাহার জন্য মানব আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেও পশ্চাৎপদ নয় সেই সুখও কেবলমাত্র বিদ্যা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিদ্যাই তাহার মূলীভূত কারণ। তবে বিদ্যাজাত সুখ এবং এই সকল কার্য্য হইতে লব্ধ সুখে পার্থক্য আছে। বিদ্যালব্ধ সুখই প্রকৃত পবিত্র সুখ এবং তাহা ব্যতীত অন্য প্রকার সুখ বিমল সুখ নহে কারণ তাহাতে মাদকতা আছে। এইরূপ সুখে মানব প্রকৃত সুখী হয় না। ইহা মানবকে কেবল অসুখীই করিয়া থাকে কেননা ইহা কামনা-জড়িত। এইরূপ সুখ লাভ করা বোধ হয় কোন বিদ্বান্ লোকেই সঙ্গত মনে করেন না। পবিত্র সুখ লাভ করা সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহা কেবল বিদ্যা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—কেননা—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং, বিনয়াৎযাতি পাত্রতাম্
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্"।

অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় দান করিয়া থাকে, বিনয় হইতে যোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যোগ্যতা হইতে ধন, ধন হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতেই সুখ। সুতরাং দেখা গেল বিদ্যাই সুখের মূলীভূত কারণ। বিদ্যা মানবকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে তদ্রূপ বিদ্যারূপ চন্দ্রও মানবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে। বিদ্বান ব্যক্তি কাহারও মুখাপেক্ষী হয় না, হইবার প্রয়োজনও প্রায় হয় না। বিদ্যাবলে মানব জগতে যে অত্যাশ্চর্য্য, অচিন্ত্যপূর্ব্ব, অদৃষ্ট-

পূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার সংসাধন করিতেছেন তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয় এবং এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই যে রেলগাড়ী যাহা আমাদিগকে সুদীর্ঘ পথও অত্যল্প সময়ের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, যে টেলিগ্রাফ আমাদিগকে অতি দূরপ্রদেশের সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে আনিয়া দিতেছে এমন কি কয়েক মিনিটের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করিয়া দিতেছে, এই যে বাষ্পীয় জলযান যাহা জলরাশি মথিত করিতে করিতে অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতেছে, এই যে আকাশে উড্ডয়নশীল বেলুন, য়্যারিয়োপ্লেন প্রভৃতি ব্যোমযান আমাদের রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত উড্ডীয়মান পুষ্পকরথ ও অন্যান্য রথকেও পরাভূত করিতে চলিয়াছে, এই যে স্বরধর যন্ত্র (ফণোগ্রাফ্, গ্রামোফোণ ইত্যাদি) যাহা আমাদিগকে সর্ব্ব সময়েই আনন্দপ্রদান করিতেছে ইহারা সমস্তই মানবের বিদ্যাবলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিদ্যাবলে বায়ুমান, তাপমান, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ দিগ্দর্শন প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহা মানবের কত উপকার করিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে বিদ্যুৎকে লোকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত এবং দ্বিতীয় কালান্তক আখ্যা দিয়াছিল, যাহার চিন্তামাত্রেও মানবগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত সেই অতি চঞ্চলা জলধর-বিহারিণী সৌদামিনীকে লইয়া মানবসন্তান কতরূপ রঙ্গ করিতেছেন, কত খেলাই খেলিতেছেন! সৌদামিনী আজ মানবের পদানত দাসী। তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিতেছেন সে তৎক্ষণাৎই তাহাই করিতেছে। ইহাও কেবল-মাত্র বিদ্যাবলেই মানবের অধীন। সমগ্র প্রকৃতিদেবী আজ মানবের অতি বিশ্বস্তা অনুগতা দাসী। সমস্তই ত একমাত্র বিদ্যাবলে মানবের আয়ত্ত। ইংরাজ, রোমক প্রভৃতি জাতি পূর্ব্বে কিরূপ হীনাবস্থায় কালযাপন করিত, উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে পাইত না, বনে বনে পশু পক্ষী শিকার করিত, তাহারা বিদ্যাবলে কিরূপ অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বিদ্যা মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। তাই মহাকবি বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥"

বিদ্যার অভাব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভাব। অতীব ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি বিদ্যাহীন হন তবে তিনি বহিরাড়ম্বরযুক্ত নির্গন্ধ কিংশুকপুষ্প অপেক্ষা কোন গুণে উৎকৃষ্ট নহেন। বিদ্যাবলে সমগ্র জগৎ বশীভূত হয় এবং প্রবাসে বিদ্যারত্নই একমাত্র সম্বল। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

"বিদ্যা নীতিকরী জগদ্বশকরী বিদ্যা বিশালা দৃশা
বিদ্যা বন্ধুরসৌ বিদেশগমনে বিদ্যা পরং সম্বলম্
বিদ্যানাম নরস্যরূপমধিকং বিদ্যা চ রত্নং মহৎ
বিদ্যা গৌরবকারণং ত্রিভুবনে বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ"॥

কিন্তু অধুনা অনেকে বলিয়া থাকেন যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন করা। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আরও কিছু হয়—মনে করুন যেন জ্ঞানোপার্জ্জন করা। তবে কয়জন লোক প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে? রীতিমত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াও অনেক যুবক যেরূপ কুৎসিৎ এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকেন তাহা চিন্তা করিলেও ঘৃণার উদ্রেক হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে আমাদের দেশীয় যুবকগণ নীতিশিক্ষার অভাবেই চরিত্র সম্যক্ গঠিত হয় না। সুতরাং অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠে। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে যদি মনোযোগ দেন এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নীতিশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। যাহা হউক অধুনা অর্থ উপার্জ্জন করা যে প্রায় সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ইহার প্রয়োজনও আছে বটে, তবে কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনকে একমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে জ্ঞানোপার্জ্জনও হয় তাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আমাদের জাতীয় জীবনের এখনও সুপ্রভাত হয় নাই। ঊষার ক্ষীণ আলোক দূর হইতে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে মাত্র। কে জানে এ অজ্ঞানান্ধকারময়ী বিভাবরী আবার প্রভাত হইবে কি না. কে জানে তিলিজাতির ভাগ্যগগণে জ্ঞানরবি সমুদিত হইয়া স্বকীয় সমুজ্জ্বল প্রভাজালবিস্তার পূর্ব্বক মানসপট সমুদ্ভাসিত করিবে কি না? করাই সম্ভব। বহুদিন অজ্ঞানের তমোময় গর্ভে বিলীন থাকিয়া তিলিজাতি,—হতভাগ্য, অশিক্ষিত তিলি-

জাতি যে দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহার অবসান হইবেই হইবে। রাত্রির পর দিবস, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, দুঃখের পর সুখ যেমন ঈশ্বরের বিধি তদ্রূপ তিলিজাতিরও অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে আগমন বিধিনির্ব্বন্ধ—অক্ষরে অক্ষরে ফলিবে।

অধুনা তিলিজাতির মধ্যে দুই একজন মহানুভব স্বজাতিহিতৈষী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্নে বিদ্যাশিক্ষা বিস্তারের পথও ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতেছে। অনেক স্থলে বক্তৃতাদির দ্বারাও স্বজাতীয় মানববৃন্দকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহা মনে হয় যে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে কেবল মৌখিক বাক্যে কোন বিশেষ সুফল হইবার আশা নাই। মহৎ হইবার জন্য ইচ্ছা, কল্পনা এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগে কোন কার্য্য হইবে না। প্রকৃত মহৎ হইতে হইলে নবীন উৎসাহে উৎসাহিত এবং নবীন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে এবং অদম্য উৎসাহে কার্য্য করিতে হইবে। কীর্ত্তির মন্দির দুরারোহ অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখরে স্থাপিত—পথ বড় পিচ্ছিল—অতি সাবধানে চলিতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে পড়িবার সম্ভাবনা। একবার পদস্খলন হইলেই একেবারে নিম্নে পতিত হইতে হইবে এবং হস্তপদাদি ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে উদ্যম, অধ্যবসায়, সংযম, স্বাবলম্বন, আত্মোৎসর্গ, ঈশ্বরপ্রীতি প্রভৃতি থাকা আবশ্যক। এই সকল গুণ থাকিলে এবং তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

উদ্যম সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। উদ্যম ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হয় না।

"কেম পান্থ ক্লান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ।
উদ্যমবিহনে কার পূরে মনোরথ॥"

উদ্যম না থাকিলে কেহই মহৎ লোক হইতে পারেন না। যিনি নিজে চেষ্টা না করিয়া পরমুখাপেক্ষী হন তিনি কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারেন না।

"উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।"

আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে দৈবই সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থাৎ ভাগ্যে

যাহা আছে তাহা নিশ্চয়ই হইবে এবং যাহা ভাগ্যে নাই তাহা কোন মতেই হইবে না।

"যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্নতদন্যথা"।

যদিও কোন কোন স্থলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু তাই বলিয়া যে সর্ব্বাংশে সত্য তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং তাহা স্বীকার করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ চেষ্টা না করিয়া জড়প্রায় বসিয়া থাকিলে কি কখন কার্য্যসিদ্ধি হয়, না অভীষ্ট লাভ করা যায়? যাহারা অপদার্থ তাহারাই দৈবের উপর নির্ভর করে উদ্যোগী পুরুষ কখনই নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন না।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
দৈবেন দেয়মতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥"

রবার্ট ব্রুশের অধ্যবসায় কি আমাদের স্মরণ নাই। রবার্ট ব্রুশ ঊর্ণনাভির নিকট অধ্যবসায় শিক্ষা করিয়া সমরে বিজয়ী হন আর আমরা চতুর্দ্দিকের শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি অধ্যবসায় শিক্ষা করিব না? আমরা যে কোন উন্নতিশীল জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই যে তাহার সুখ সমৃদ্ধির মূলাধার একমাত্র অধ্যবসায় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহাও কি আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? বীরপুঙ্গব, রাজপুতরাজ মহারাণা প্রতাপ সিংহের অধ্যবসায়ের বিষয় একবার মানসনেত্রে দর্শন করুন দেখি—স্বদেশের জন্য তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, রাজপ্রাসাদ, রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনজাত ফলমূল ভক্ষণ করিয়া কত দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি কোন অসাধ্য কর্ম্ম না সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পুত্রকন্যাগণের বদনমণ্ডল হিমানীসিক্ত পদ্মের ন্যায় দিন দিন ম্লান দেখিয়াও হৃদয়ের উচ্ছসিত পুত্রস্নেহ কত কষ্টে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন! সেই কুসুমকোরকতুল্য সুকুমার, কমনীয়কান্তি শিশু সন্তানগণের তাদৃশ বনবাসক্লেশ তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও কখনও উদ্যম-বিহীন হন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"।—মোগলসংহার এবং চিতোর উদ্ধার অথবা সেই চেষ্টায় আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। চিরবৈরী মোগলসম্রাট আকবরও তাঁহার কষ্টে সহানুভূতি

প্রকাশ করিয়া নিজেই সন্ধির প্রস্তাব করিলেন কিন্তু বীরপ্রতাপ তাহা পদতলে মথিত করিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ অধ্যবসায় দর্শনে চির-বৈরী মোগলগণও তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় খ্যাতি আর কে উপার্জ্জন করিতে সমর্থ? ভগবান্ তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ের নিকট দুর্দ্দান্ত মোগলও অবনত মস্তক হইল এইরূপ অধ্যবসায় না থাকিলে কি তিনি সমগ্র ভারতে পূজিত হইতেন? আজিও সকলে কথাপ্রসঙ্গে প্রতাপের অধ্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য প্রদেশেও অধ্যবসায়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীস দেশীয় বীর লিওনিডাস ৩০০ শত মাত্র স্পার্টান সৈন্য লইয়া অগণিত পারস্য সৈন্যের সহিত কিরূপ অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সুবর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে এবং তাহা চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকিবে। কি অদম্য অধ্যবসায়! ইংলণ্ড, গ্রীস, প্রভৃতি দেশ অতি পূর্ব্বকালে কত অসভ্য, দুর্ব্বল এবং অশিক্ষিত ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু তাহারা একমাত্র অধ্যবসায় বলে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময়ের উদয় হয়। ইতালীদেশীয় বীর হানিবলের অধ্যবসায়ের বিষয় একবার চিন্তা করুন দেখি। সম্মুখে অত্যুচ্চ আল্পস্‌পর্ব্বত অভ্রভেদী শিখর দেশ বিস্তার পূর্ব্বক মহাদম্ভে দণ্ডায়মান, বরফরাশিতে পর্ব্বত আচ্ছন্ন এই দুর্গম পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া হানিবলকে পরপারে যাইতে হইবে। সৈন্যগণ শীতে কম্পমান প্রতি পদক্ষেপে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাই। বীর হানিবল আজ্ঞা দিলেন আমাদিগকে আজই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহাই ঘটিল। তাঁহারা ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সেই অতি দুর্গম আল্পস পর্ব্বতও অতিক্রম করিলেন। হোরেসিয়ে নেলসন, মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, মহাবীর আলেকজাণ্ডার, নেপিয়ার, মহানুভব আফগান যুদ্ধবিজয়ী রবার্ট ক্লাইভ, লিভিংষ্টোন প্রমুখ বীরগণের অসাধারণ অধ্যবসায় এবং উদ্যমের কথা স্মরণ করিয়া কাহার ধমনীতে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত না হয়?

অনেকে হয়ত বলিবেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে যে উদ্যম এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হয় তাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের জীবনে কিরূপে প্রদর্শন

করা যাইতে পারে? যুদ্ধক্ষেত্র এবং সাধারণ মানবজীবন কি এক প্রকারের? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সাধারণ মানবজীবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধস্থল। জীবন সংগ্রামে যিনি জয়লাভ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বীরপুরুষ। যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়লাভ তাহা জীবনযুদ্ধের আংশিক জয়লাভ মাত্র। কত শত বাধা-বিঘ্ন বিশাল বদন-ব্যাদন পূর্ব্বক আমাদিকে গ্রাস করিতে উদ্যত, উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ, অতল, অসীম বারিধির আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা কতবার ঘুরিতেছি, উঠিতেছি, পড়িতেছি, কত শত প্রলোভন বিষম মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক আমাদিগকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেলিতেছে, মোহবশে মায়াজালে বদ্ধ হইয়া তৈলকারের চক্ষুঃ আবৃত বলদের ন্যায় অবিরত ঘুরিতেছি। ইহাদিগকে যিনি পরাস্ত করিতে পারেন লক্ষ কুরুক্ষেত্র জয় তাঁহার নিকট অতি সামান্য বস্তু। তিনিই প্রকৃত বীরপুরুষ, তাহার জয়লাভই শ্রেষ্ঠ জয়লাভ। আমাদের দেশেও ঈদৃশ যুদ্ধজয়ীর দৃষ্টান্ত আছে। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কত শত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহারা অনেকেই দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। একমাত্র অধ্যবসায় বলে তাঁহারা সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া যশোমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা কি সকলেই রক্তমাংসময়, সুখ দুঃখ অনুভবকারী মরণশীল মানব ছিলেন না? তাঁহারা কি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহারাও কি ক, খ, হইতে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন নাই? তবে আমরা তাঁহাদের ন্যায় হইতে পারিব না কেন? তাঁহাদের উদ্যম, অধ্যবসায় কি আমাদের পক্ষে এতই দুর্ল্লভ? আমরাও কি চেষ্টা করিলে সেইরূপ অধ্যবসায়শীল হইয়া সংসার সমরাঙ্গনে বিজয়লাভ করিতে পারি না? কেন পারিব না? ঈশ্বর আমাদিগকে পুরুষকার দিয়াছেন, বাহুতে বল দিয়াছেন, হৃদয়ে উৎসাহ এবং অধ্যবসায় দিয়াছেন, কিজন্য? আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন কিজন্য? কেবল কি ভোগ্যবস্তু এবং সুন্দর সামগ্রী দর্শন করিবার জন্য? আমাদিগকে মুখ দিয়াছেন কি জন্য—কেবল খাইবার জন্য এবং পরনিন্দা করিবার জন্য? জিহ্বা কি কেবল খাদ্যের রসাস্বাদের জন্য? তাহা নয় ইহাই ঈশ্বরের একমাত্র অভিপ্রেত নয়। আরও কিছু আছে। ইন্দ্রিয়গণের ঈদৃশ ব্যবহার কেবলমাত্র ভোগলালসা পূর্ণ করা মাত্র। ইহাদের গূঢ় উদ্দেশ্য কয়জন লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। যিনি ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম

করিতে সমর্থ। যিনি ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ, তিনিই প্রকৃত মানবপদবাচ্য।

অনেক অশিক্ষিত লোক বলিয়া থাকে যে সকলেই কি বড় পণ্ডিত হইতে পারে? সকলেই কি চেষ্টা করিয়া বিদ্যাসাগরের মত হইতে পারিয়াছে না পারিতেছে? সকলেই ত আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইতে পারে না।

ইহার উত্তর এই যে যদিও সকল লোক সমান যশস্বী না হইতে পারে কিন্তু চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই অনেক উন্নতি করিতে পারে। পর্ব্বতশিখরকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তরনিক্ষেপ করিলে তাহা অন্ততঃ বৃক্ষশিরেও ত আঘাত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যদি বৃক্ষশিরকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করি তবে তাহা হয়ত মনুষ্যের মস্তকোপরি দুই এক হস্ত পরিমিত স্থান গমন করিয়াই পুনরায় ভূতলে পতিত হইবে। আমাদের সকলেরই হৃদয়ে সর্ব্বদা উচ্চ আশা জাগরূক রাখিতে হইবে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। নীচাশা যেন কখনও আমাদের অন্তরে স্থান না পায়। আর ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে কোন মহৎ কার্য্যই অল্পায়াসে বা অল্পদিনে সম্পন্ন হয় না,—হওয়া অসম্ভব। রোমনগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। যে রোমকেরা পূর্ব্বে অতি অসভ্য এবং নিরক্ষর ছিল তাহারাই অধ্যবসায়বলে প্রাচীন রোমসাম্রাজের প্রধান নেতা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কি একদিনেই সম্পন্ন হইয়াছিল? ইহা সম্পন্ন করিতে কত কষ্ট, কত অর্থব্যয় হইয়াছিল। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও কি একেবারেই বিদ্যার সাগর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিও কি প্রথমভাগ হইতে আরম্ভ করেন নাই? মিশরদেশের পিরামিড কি একদিনে নির্ম্মিত হইয়াছিল, না ভূমধ্যসাগর মধ্যবর্ত্তী রোদ্‌সদ্বীপের পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি একদিনে নির্ম্মিত হইয়াছিল? মস্কতের ঘণ্টা, বেবিলনের শূন্যে অবস্থিত উদ্যান, টেমস্‌ নদীর সলিলাভ্যন্তরস্থ সেতু ইহারা ত একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। কত অর্থব্যয় কত প্রাণপণ অধ্যবসায় দ্বারা ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং কত সময় লাগিয়াছে।

অধুনা আমাদের তিলিজাতির মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক কারণ তথায় বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত নাই। এবং উৎসাহদাতা ব্যক্তিও অতি বিরল। যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা কেবল নিজেদের জন্য ব্যস্ত থাকিলেই

চলিবে না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই নিজ নিজ কর্ত্তব্য আছে। যেমন আত্মোন্নতি একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদ্রূপ নিজ নিজ পুত্রকন্যা, আত্মীয়, গ্রামবাসী স্বজাতি [illegible] যাহাতে উন্নতিলাভ করিতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টা করাও একটি কর্ম্ম। যাঁহাদের মন সঙ্কীর্ণ, কেবলমাত্র নিজ পরিবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁহাদের কর্ত্তব্য কখনই সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না; সুতরাং তাঁহারা কর্ত্তব্যচ্যুত। অধুনা আমাদের সমাজের ঈদৃশ লোকেরই সংখ্যা অধিক। যতদিন সকলে পরস্পরের সহায়তা করিতে চেষ্টিত না হইবেন ততদিন জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত। যতদিন বিদ্বান্ এবং ধনী ব্যক্তি অশিক্ষিত, দরিদ্র বালক এবং যুবকগণকে যথাসাধ্য সাহায্য না করিবেন ততদিন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। স্বজাতির মধ্যে ধনশালীর অভাব নাই। ভগবান্ তাঁহাদিগকে সুমতি প্রদান করুন তাঁহারা যেন স্বজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহাদের অর্থ প্রদান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করেন। কারণ যিনি ধন দান এবং ভোগ না করেন তাঁহার ধন কি উদ্দেশ্য সাধন করে? "ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে"।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পল্লীগ্রামে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং অশিক্ষিত, নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা এবং বিদ্যাবিহীন লোক যে পশুর সমান ইহা বুঝান যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না আবার অনেকের প্রকৃতি এরূপ যে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহারা ভয়ানক বিরক্ত হইবে এবং হয়ত প্রহারোদ্যত হইবে। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ সর্পকে দুগ্ধপান করিতে দিলে তাহার বিষ যেমন বর্দ্ধিত হয় তদ্রূপ মূর্খদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহারা শান্ত না হইয়া বরং ক্রুদ্ধই হইবে।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে"।

ইহা অপেক্ষা দুঃখের এবং লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহাদিগকে সুশিক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব। তবে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে যে ইহাদিগকে অন্ততঃ বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা বুঝান যাইতে পারে ইহা আশা করা যায়। কিন্তু কে সে কার্য্যে ব্রতী হইবে? ধনী বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যদি ইহাতে উদ্যোগী না হন তাহা হইলে

আর কাহার দ্বারা এ কার্য্য সম্ভবে। তাঁহারা যাহাতে এ বিষয়ে মনোযোগী হন তাহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন। নতুবা, জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? আজকাল সকল জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর, শুধু তিলি জাতিই কি এখনও ঘুমাইয়া থাকিবে, এত বেলা হইয়াছে আর ত ঘুমাইয়া থাকিবার সময় নাই। স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ জাগ্রত হও। কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত; তাহাতে প্রবেশ কর।

তবে এস ভগবন্! একবার এই হতভাগ্য, দীন হীন তিলিজাতির মানসপট আলোকিত কর তোমার অপরূপ রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আমরা চক্ষু সার্থক করি। তুমি অসহায়ের সহায়, দীনের বন্ধু, অগতির গতি। তুমি কৃপাকটাক্ষে না চাহিলে আমাদের যে গতি নাই। তুমি পাপীর পাপ-নাশকারী, তুমি অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা; দাও, আমাদিগকে তোমার অনন্ত জ্ঞানের কণামাত্র অর্পণ কর আমরা তাহা পাইলেই জগতে অমর হইব। প্রলয়পয়োধিজলে অবনী মগ্ন হইলে তুমিই ত মীনরূপ ধারণপূর্ব্বক বেদ রক্ষা করিয়াছিলে, তুমিই ত বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়পয়োধিজলে মগ্ন মহী-মণ্ডলীকে বিশাল দংষ্ট্রাপ্রতাপ দ্বারা ধারণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে, তুমি এখনও ত কূর্ম্মরূপ ধারণপূর্ব্বক ধরাকে তোমার পৃষ্ঠদেশে ধরিয়া রহিয়াছ। দৈত্যরাজ দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপু যখন তোমার অপমান করিয়াছিল তখন তুমিই ত নরসিংহরূপে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তুমিই ত বলি-রাজকে বামনবেশে ছলনা করিয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রত্যার্পণ করিয়াছিলে, তুমিই না জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এক-বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলে, তুমিই দশরথ পুত্র রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দুরাচার, পাপিষ্ঠ দশাননকে সংহার করিয়াছিলে, তুমিই দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধ করিয়া পৃথিবীর অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলে, তুমিই না শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলে—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

হতভাগ্য, অকিঞ্চন তিলিজাতি আজ তোমার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান। আমরা ভজন পূজন, স্তব স্তুতি জানি না, আমরা ভক্তিহীন। তুমি

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দাতা তাই আজ তোমার আশ্রয় লইলাম। প্রভো, পদতলে স্থান দাও। আমরা অন্য কিছু কামনা করি না। শুধু তোমার পদাশ্রয় প্রার্থনা করি। ভগবন্, আমাদের প্রার্থনা যেন বিফল না হয়।

শ্রীসুসন্তোষকুমার দে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

বিজ্ঞাপন। আগামী পৌষ মাসের মধ্যভাগে সম্মিলনীর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনের স্থান ও সময় প্রভৃতি যথাসময়ে অবগত করা হইবে। আপনাদের সমাজস্থ যে সকল ব্যক্তিগণকে উক্ত অধিবেশনের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান আবশ্যক তাহার একটি তালিকা পাঠাইলে বাধিত হইব। ঐ তালিকায় ব্যক্তির পুরা নাম, গ্রাম, পোষ্ট অফিস ও জেলা বিস্তারিতভাবে দিতে হইবে। পত্রোত্তর সপ্তাহ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। নিবেদন ইতি।

তিলি-জাতি-সম্মিলনী কার্য্যালয়,
১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

শ্রীরাধাচরণ পাল।
শ্রীসতীশচন্দ্র পালচৌধুরী।
সম্পাদকগণ।

স্বজাতি-ষ্টীমার। যশোহর ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানির চেষ্টায় সিঙ্গিয়া হইতে নারিকেলবাড়িয়া ও নপাড়া হইতে মাগুরা পর্য্যন্ত ২ খানা ষ্টীমার যাতায়াত করায় এদেশের লোকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় সিঙ্গিয়া লাইনের ষ্টীমারখানা ভাঙ্গিয়া মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকে ইহাতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয় মাননীয় দিঘাপাতিয়ার রাজা বাহাদুর উক্ত ষ্টীমার কোম্পানির কর্ণধার, যাহাতে লোকের কষ্ট নিবারণ হয় রাজা বাহাদুর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্র। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ছাতিয়াইন গ্রাম নিবাসী ৺ বৈদ্যনাথ পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান আদিনাথ পাল শিলচর নরসিংহ ম্যাইনর স্কুল হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইয়া শিলচর হাই স্কুলে পড়িতেছে।

শুভ বিবাহ। ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে রাণাঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজহরি দে চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হরগোবিন্দ দে চৌধুরীর সহিত কলিকাতার বিখ্যাত পোষাক বিক্রেতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রহ্লাদচন্দ্র পাল (পি, সি, পাল) মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মহারাণী দাসীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আয়ুষ্মতীর মাতার সিন্দুর ও হাতের নোয়া অক্ষয় হউক আমরা ইহার অধিক আর কি আশীর্ব্বাদ করিব।

পাত্রের প্রয়োজন।

পাত্র কিম্বা পাত্রীর সন্ধান জানিতে হইলে, তিলি-বান্ধব অফিস, পোঃ কদমতলা, হাওড়া এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

১। পাবনা জেলার অন্তর্গত সাগরকান্দী পোষ্টের অধীনে ৮ বৎসর বয়স্ক একটী সুলক্ষণাক্রান্ত গৌরবর্ণা পাত্রী আছে পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

২। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ পোষ্টের অধীন ৭ বৎসর বয়স্ক একটী সুন্দরী পাত্রী আছে পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

৩। পাবনা—পোতাজিয়ার অধীন ১০।১১ বৎসর বয়স্ক একটী সুন্দরী পাত্রী আছে পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

৪। কলিকাতায় ১০।১১ বৎসর বয়স্ক একটী পাত্রী আছে পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত এবং কলিকাতা কিম্বা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী হওয়া চাই।

৫। হাওড়া জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ বাঁ্যাটরা গ্রামে ১১।১২ বৎসর বয়স্ক একটী পাত্রী আছে পাত্র হাওড়া ও হুগলি জেলার অন্তর্গত পাঁচ পরগণা কিম্বা ১২ থানার অন্তর্গত দ্বাদশ তিলি হওয়া আবশ্যক। পাত্রের পিতা অবস্থাপন্ন হওয়া চাই কিম্বা পাত্রটী শিক্ষিত হওয়া চাই।

৬। উক্ত গ্রামে একটী পাত্রী আছে বয়স আন্দাজ ৯ বৎসর। পাত্র পাঁচ পরগণা কিম্বা ১২ থানার অন্তর্গত দ্বাদশ তিলি হওয়া চাই। পাত্র অবস্থাপন্ন কারবারী ঘরের ছেলে কিম্বা শিক্ষিত হওয়া চাই।

৭। এলাহাবাদ—এলেনগঞ্জে ১২ বৎসর বয়স্ক একটী অতি সুন্দরী পাত্রী আছে। পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

পাত্রীর প্রয়োজন।

১। এলাহাবাদ—এলেনগঞ্জে এক পাত্র আছে পাত্র ১৯১৩ সালে

ইনটার মিডিয়েট পরীক্ষা দিবে, পাত্রের অবস্থা ভাল, পাত্রী সুন্দরী হওয়া চাই।

২। পাবনা-পোতাজিয়ায় একটী পাত্র আছে পাত্রটী এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ফেল হইয়া কলিকাতায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নীলরতন সরকার মহাশয়ের ডাক্তার খানায় কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করিতেছে বেতন ১৮৲ আঠার টাকা, পিতা এবং ভ্রাতা সকলেই উপায়দায় পাত্রী সুন্দরী হওয়া চাই।

৩। হাওড়া সাঁতরাগাছি গ্রামে একটী পাত্র আছে পাত্রটী বিএ পড়িতেছে, পিতার অবস্থা মন্দ নহে পাত্রী বিশেষ সুন্দরী হওয়া চাই।

৪। যশোহর জেলার অন্তর্গত বসুন্দীয়া পোষ্টের অধীন একটী পাত্র আছে পাত্রের বয়স ২৬।২৭ বৎসর হইবে বাঙ্গালা লেখাপড়া জানে কারবার আছে পাত্রী বয়স্থা হওয়া চাই। মোটের উপর মেয়েটী খাবার দাবার কষ্ট পাইবে না।

৫। পাবনা-দিঘাপোষ্টের অধীন একটী পাত্র আছে পাত্রের বয়স ২৬ বৎসর বিশেষ সম্ভ্রান্ত আড়তে কার্য্য করে মাসিক বেতন ২০৲ টাকা. বাঙ্গালা লেখা পড়া জানেন। পাত্রী বয়স্থা হওয়া চাই।

স্বর্ণাঙ্গুরী পুরস্কার। আসাম বিভাগে ধুবড়ীর অন্তর্গত মানকাচর নিবাসী তিলিকুলতিলক শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাচরণ পাল এবার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণাঙ্গুরী পুরস্কার (Reward) পাইয়াছেন। পুরস্কারের হেতু তিনি প্রায় ৫।৬ বৎসরকাল যাবত চৌকিদারী পঞ্চায়েতের কার্য্য অতি সুখ্যাতির সহিত করিয়া আসিতেছেন। এবার তাঁহার কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ উক্ত পারিতোষিক দান করিয়াছেন। ইহা তিলিজাতির অত্যন্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইতি পূর্ব্বে অনেকেই চৌকিদারী পঞ্চায়েতের কার্য্য করিয়াছেন কিন্তু কেহই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন নাই। আমরা তাঁহার এই পুরস্কার প্রাপ্তির কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। আশা করি তিনি উক্ত কার্য্যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনপূর্ব্বক স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করুন। তাঁহার আদি নিবাস আমাদের পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমার সন্নিকট হরিনাবাগবাটী গ্রামে। তবে অনেকদিন যাবত পরিবার বদ্ধ হইয়া মানকাচরে বাস করিতেছেন বলিয়া তাহাকে উক্ত স্থানের বাসিন্দাই বলা যায়। এইখানে তিনি দোল, দুর্গোৎসব, পার্ব্বনাদিও সমাধা

করিয়া থাকেন এতদ্ভিন্ন তাঁহার গারোহিল টাউনেও বাসা ও মোকামী কারবার আছে, তথাও তিনি সর্ব্ব সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তাঁহার আর এক বিশেষ গুণ এই যে কদাচ অতিথিকে বাড়ী হইতে ফিরিয়া দেন না বরং প্রাণপণে আতিথ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সুতরাং ধুবড়ীর অন্তর্গত স্থান সমূহেও গারোহিলের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সুদীর্ঘায়ু হইয়া পুত্র পৌত্রাদিসহ নিরাপদে বাস করুন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বাগবাটী ভায়া সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী। ১২ই আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ৩০২ নং অপার সার্কুলার রোডস্থ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভবনে উক্ত সম্মিলনীর ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সনাতন শিক্ষা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা এবং সংকীর্ত্তনাদি হইয়া গিয়াছে।

খনিজ তৈল। এক রকম খনিজ তৈল আছে, তাহা সকল তৈলের সঙ্গেই বেমালুম মিশাইয়া দেওয়া চলে। এ তৈলের বর্ণ নাই, গন্ধ নাই। রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর গত সপ্তাহের বুধবার এই তৈল কয়েক প্রকার বিভিন্ন শিশিতে করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় দাখিল করিয়াছিলেন এবং চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"এই তৈল আমেরিকা হইতে কলিকাতার বাজারে আমদানি হইতেছে এবং বিক্রীত হইতেছে কিনা? উত্তরে চেয়ারম্যান বলেন,—হাঁ হইতেছে। এই তৈল সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া বাজারে বিক্রীত হইতেছে কিনা, ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর কিনা এইরূপ ভেজাল দিয়া যাহারা সরিষার তৈল বিক্রয় করে, তাহাদের দণ্ডবিধান করা উচিত কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্নও উঠিয়াছিল। উত্তরে চেয়ারম্যান বলিয়াছেন,—"বাজারের কতিপয় দোকান হইতে সরিষার তৈলের নমুনা আনাইয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে খনিজ তৈল নাই। খনিজ তৈল মনুষ্যের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর বটে। যাহারা ভেজাল তৈল এবং ভেজাল ঘী বিক্রয় করে, তাহাদের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া যায় কি না,—রায় বাহাদুর এ কথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। চেয়ারম্যান বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান আইন অনুসারে এই সকল দোকানদারের লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে না।"

একক|লীন দান। পাবনা জেলার অন্তর্গত বাগবাটী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু মহাশয় তিলি-বান্ধব মুদ্রাযন্ত্রের জন্য ১৲ এক টাকা সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা উক্ত দাতার নিকট উপকৃত রহিলাম।

সমালোচনা।

আমরা ১১৪নং খুরুট রোড, হাওড়ার "দি ড্যালটন কেমিকেল ওয়ার্কসের" নিকট হইতে "সরল গৃহ চিকিৎসা" পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি. এই পুস্তকে কঠিন কঠিন রোগের উৎপত্তির কারণ এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। ইহাদের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, কোন ব্যক্তি এই পুস্তকের লিখিত ব্যাধি ব্যতীত অন্য কোনও রোগাক্রান্ত হইলে রোগের সবিশেষ বিবরণ উক্ত কোম্পানিকে জানাইলে তাঁহারা রোগ নির্ব্বাচন করিয়া ঔষধ পাঠাইয়া থাকেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে,গৃহীগণ বিশেষ উপকার পাইতে পারেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস, সাধারণের উপকারার্থ এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। উক্ত কোম্পানির লিখিত ঔষধগুলি আশুফলপ্রদ ইহা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত আছি।

অর্শরোগের "পাইলাস মলম" হিষ্টিরিয়া বা মৃগীর "হিষ্ট্রিলিন" বাতের "পেনটন" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের এবং ডায়াবিটিস বা মধুমেহের "নারভাটোজেন" হাঁপানি বা শ্বাসকাশের "কিউরাসমা" স্ত্রীরোগের "করেকটিকো-ভাইল" ছুলির এবং কুষ্ঠের "সিগ্ম তৈল" চর্ম্মরোগের "টোটো" অম্লরোগের টাইকো সোডা ক্যাচেট" প্রসবান্তে অতিরিক্ত রক্তস্রাবে "পোষ্ট পাটাম মিক্সচার" কোষ্ঠবদ্ধতার মৃদুজোলাপ "গ্লোবাস ল্যাক্সাস" ম্যালেরিয়া জ্বরের "ফেব্রিনিমিক ক্যাচেট" এবং লিবার ও প্লীহার মলম ইত্যাদি ঔষধ বিলাতী উপাদানে ও বিলাতী সরঞ্জমে প্রস্তুত হওয়ায় আজকালকার যা তা গাছগাছড়ায় প্রস্তুত ঔষধ অপেক্ষা বিশেষ কার্য্যকারী।

ইহাদের প্রস্তুত "আলেকজেণ্ড্রা কেশ তৈল" মাধুর্য্যে সৌগন্ধে চুলের অকাল পক্বতা নিবারণে, স্থায়িত্বে, সর্ব্ববিধ মস্তিষ্ক রোগের আজকালের প্রচলিত দেশী ও বিলাতী কেশ তৈল অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। যে কয়-

রকম তৈল আমরা ব্যবহার করিয়াছি মস্তিষ্ক স্নিগ্ধতার পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাল তৈল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এসেন্সে এক টাকা ব্যয় না করিয়া ইহাই এক টাকা দিয়া খরিদ করিলে এসেন্সে মাথায় আনন্দ এবং মস্তিষ্ক স্নিগ্ধতা উভয়েই উপলব্ধি করিবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৩০৫। শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, দক্ষিণপাড়া, সেরপুর, বগুড়া ১৲
৩০৬। „ মনোহর কুণ্ডু, পোঃ সেরপুর, বগুড়া ১৲
৩০৭। „ ভুবনমোহন রায়চৌধুরী, পোঃ সেরপুর, বগুড়া ১৲
৩০৮। „ গোপীকান্ত প্রামাণিক, মোক্তার, ইংরেজবাজার, মালদহ ১৲
৩০৯। „ রামনিধি মজুমদার, জমিদার পোঃ কলিগাঁও, মালদহ ১৲
৩১০। „ নবদ্বীপচন্দ্র নন্দী, জমিদার, পলাশী পোঃ ডেবরা, মেদিনীপুর ১৲
৩১১। „ অধর চন্দ্র খাঁ, চেচুয়ারহাট, কিং গোবিন্দপুর পোঃ সেকেন্দরী মেদিনীপুর ১৲
৩১২। „ বিশ্বেশ্বর পাল, হাউড় ষ্টেসন মাষ্টার, মেদিনীপুর B. N. R. ১৲
৩১৩। „ দেবেন্দ্র নাথ কুণ্ডু Baramgauge. Po Shilchor, ফরিদপুর ১৲
৩১৪। „ দীনবন্ধু কুণ্ডু Baramgauge, Po Shilchor, ফরিদপুর ১৲
৩১৫। „ বলরাম পাল, নলিন বাজার, পোঃ হেমনগর, মৈমনসিংহ ১৲
৩১৬। „ রমণীকান্ত পাল, টুনী মগরা, পোঃ মগরা, মৈমনসিংহ ১৲
৩১৭। „ দুর্গানাথ পাল পোঃ মগরা, ঐ বাজার, মৈমনসিংহ ১৲
৩১৮। „ দুর্গানাথ পাল, বেদবাড়ী, পোঃ মগরা, মৈমনসিংহ ১৲
৩১৯। „ বনমালী পাল (দেশলুম) উত্তরপাড়া, সন্তোষপুর, মৈমনসিংহ ১৲
৩২০। „ গোপালচন্দ্র পাল, উকিল, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ ১৲
৩২১। „ বসন্ত কুমার পাল, সেকেরপাড়া, পোঃ মগরা, মৈমনসিংহ ১৲
৩২২। „ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, ঢলকান, পোঃ মগরা, মৈমনসিংহ ১৲
৩২৩। „ গঙ্গাধর পাল, পোঃ হেমনগর, মৈমনসিংহ ১৲
৩২৪। „ বনওয়ারি লাল পাল, পাঁচবাড়ী, পোঃ গুণেরবাড়ী, মৈমনসিংহ ১৲

৩২৫। „ বিশ্বেশ্বর পাল, মাণিকপটল, সরিষাবাড়ী, মৈমনসিংহ ১৲
৩২৬। „ ব্রজগোপাল নন্দী, প্রফেসার গোরকপুর কলেজ, গোরকপুর ১৲
৩২৭। „ নিমাই চাঁদ দে, লোহামিল্যা, পোঃ চাকুলিয়া, সিংহভূম ১৲
৩২৮। „ রাখালচন্দ্র কুণ্ডু, J. B. C. School, জামতাড়া ১৲
৩২৯। „ উপেন্দ্রনাথ সাহা, কিশনগঞ্জ হাই স্কুল, পূর্ণিয়া ১৲
৩৩০। „ নদীয়ারচাঁদ পাল, Marchant, শিলচর, আসাম ১৲
৩৩১। „ বিপিনবিহারী পাল, পোঃ ঝালোকাটী, বরিশাল ১৲
৩৩২। „ গৌরচন্দ্র ধুঁয়া, পোঃ কারকেন্দ, ঐ কলিয়ারি, মানভূম ১৲
৩৩৩। „ হরেন্দ্রনাথ পাল, ঢলকান, পোঃ মগরা, মৈমনসিংহ ১৲
৩৩৪। „ পূর্ণচন্দ্র পাল H. A. বেদবাড়ী, Po মগরা, মৈমনসিংহ ১৲
৩৩৫। „ বিশ্বেশ্বর কুণ্ডু, বুধপাড়া, পোঃ লালপুর, রাজসাহী ১৲
৩৩৬। „ মধুসূদন পাল, করিমগঞ্জ, ঢাকা ১৲
৩৩৭। „ শ্যামবিনোদ কুণ্ডু, পোঃ মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ১৲
৩৩৮। „ বিপিনবিহারী কুণ্ডু, পোঃ ফুলহরি, যশোহর ১৲
৩৩৯। „ মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক, নারিকেল বেড়িয়া, যশোহর ১৲
৩৪০। „ বসন্তকুমার কুণ্ডু, Nagirat, যশোহর ১৲
৩৪১। „ পঞ্চানন কুণ্ডু, আবাইপুর, যশোহর ১৲
৩৪২। „ প্রসন্ন কুমার কুণ্ডু, নারিকেলবেড়িয়া, যশোহর ১৲
৩৪৩। „ যোগীন্দ্রনারায়ণ পালচৌধুরী, মার্গাই, মালদহ ১৲
৩৪৪। „ ঘনশ্যাম চৌধুরী, বাগচড়া, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ ১৲
৩৪৫। „ রামরঞ্জন রায় চৌধুরী, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ ১৲
৩৪৬। „ চন্দ্রমোহন দাস কুণ্ডু, পোঃ চৌড়ালা, জমিদার কাছারি, মালদহ ১৲
৩৪৭। „ সুরেন্দ্রনাথ দাস কুণ্ডু, বাচামারি, মালদহ ১৲
৩৪৮। „ কৃষ্ণনারায়ণ কুণ্ডু, লালচাঁদপাড়া, পোঃ লালপুর, রাজসাহী ১৲
৩৪৯। „ শ্রীমতী সৌদামিণী চৌধুরাণী, জমিদার, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর ১৲
৩৫০। „ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, জমিদার, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর ১৲
৩৫১। „ ধনরাম পাল, পোঃ শ্রীগৌরীপুর, শ্রীহট্ট ১৲

৩৫২। " মহানন্দ পাল, ছাতকগদি, পোঃ ছাতক, শ্রীহট্ট ১৲
৩৫৩। " কৃষ্ণচন্দ্র পাল, উকিল, শ্রীহট্ট ১৲
৩৫৪। " হেমেন্দ্র লাল কুণ্ডু, ছাতক, শ্রীহট্ট ১৲
৩৫৫। " বসন্ত কুমার পাল, মিয়াবাজার, রাজকুমার বোর্ডিং, শ্রীহট্ট ১৲
৩৫৬। " রামমোহন পাল, পোঃ শ্রীগৌরীপুর, শ্রীহট্ট ১৲
৩৫৭। " হরকুমার পাল, সেরপুর বাজার, পোঃ সাধুহাটী, শ্রীহট্ট ১৲
৩৫৮। " উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া ১৲
৩৫৯। " ভূপতিভূষণ নন্দী, যবগ্রাম মাইনর স্কুল, ক্ষীরগ্রাম, বর্দ্ধমান ১৲
৩৬০। " কুমার ভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী, ১৫০ নং রসারোড, কলিঃ ১৲
৩৬১। " ভূতনাথ শেঠ, ৫১ নং ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৩৬২। " নিবারণ চন্দ্র কুণ্ডু, ১৬ নং কপালি টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৩৬৩। " কালাচাঁদ টাট, ডাক্তার, রাধানগর, লাঙ্গুলপাড়া, হুগলি ১৲
৩৬৪। " সৃষ্টিধর রায় কুণ্ডু, চাটমোহর, পাবনা ১৲
৩৬৫। " রাসবিহারী কুণ্ডু, পোঃ সাগরকান্দী, পাবনা ১৲
৩৬৬। " কুঞ্জলাল সাহা, সেক্রেটারী পাবনা ব্যাঙ্ক, পাবনা ১৲
৩৬৭। " শ্রীঅধরচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ চাটমোহর, পাবনা ১৲
৩৬৮। " গিরিশচন্দ্র পাল, নন্দনপুরবাজার, পোঃ সুখর, শ্রীহট্ট ১৲
৩৬৯। " বিহারীলাল মণ্ডল, গাড়িদহ, পোঃ সেরপুর, বগুড়া ১৲
৩৭০। " নগেন্দ্রবিহারী রায় চৌধুরী, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর ১৲
৩৭২। " জগৎচন্দ্র পালচৌধুরী, জমিদার, হাসিমপুর, রায়পুরা, ঢাকা ১৲
৩৭৩। " শ্রীনিবাস পাল, পাঁচবাড়ী, পোঃ গুণেরবাড়ী, মৈমনসিংহ ১৲
৩৭৪। " ঈশান চন্দ্র পাল চৌধুরী, মুজন্টা পোঃ গুণেরবাড়ী, মৈমনসিংহ ১৲
৩৭৫। " হাজারিলাল কুণ্ডু, Sylee tea state, Po Sailihat, জলপাইগুড়ি ১৲
৩৭৬। " মাখমলাল দে M. A. Oldserai, Sitabaldi নাগপুর ১৲
৩৭৭। " বিহারী সাহু, Bakherabad, Po চাঁদনিচক, কটক ১৲
৩৭৮। " মনিলাল কুণ্ডু, M. B asst surgeon civil Hospital, Meiktila ১৲
৩৭৯। " হরেন্দ্রকুমার পাল, Paterhat Bander, Mohendigonge বরিশাল ১৲
৩৮০। " পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, ডাক্তার, পোঃ পোর্দ্দডিহি, মানভূম ১৲
৩৮১। " রামগোপল পাল, মনসন্তোষ, পোঃ নেয়ামতপুর, মৈমনসিংহ ১৲

Printed and published by Bahir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

Regtd. No, C, 845.

প্রশংসা পত্রঃ—(১) বম্বের শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র মহাদেব প্রভু দেশাই মহাশয় বলেন "ভিট্রাস সারসা" ব্যবহার করিয়া আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় আরও কিছু দিন ব্যবহারের জন্য আপনাকে ১ বোতল পাঠাইবার আদেশ দিলাম। (২) কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে "ভিট্রাস" সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা পত্র বাহির হইয়াছে। (৩) ত্রিপ্রি বান্ধব সম্পাদক মহাশয় হাওড়ার ডেলটন কেমিকেল ওয়ার্কসের বিবিধ ঔষধসম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন

বিশেষ দ্রষ্টব্য,—"সরল গৃহ চি... মূল্যে।

নূতন আমদানী ফুল ও সব্জী বীজ।

প্রতি তোলা বীজের মূল্য :—বীট, ।০, বাঁধাকপি,—নারিকেলী ১৲, জলদি ড্রমহেড—জয় ঢাকের ন্যায় বৃহৎ ১৲, ঐ নাবি ১৲, লাল বাঁধাকপি ১৲, স্যাভয়—কাফি কপি ১৲, গাজর, ।০, ফুলকপি; আর্লি স্নোবল ৩৲, ইক্লিপস ২৲; একষ্ট্রা আর্লি ২॥০, অটম জায়াণ্ট ১।০; পাটনাই জলদি ॥৵০, ঐ নাবি ॥৵০, ল্যাণ্ডেথের কাটাশূন্য পাঁচ সেরী বেগুণ ৷৹০; প্যাকেট ।০, ওলকপি ৷৹০, সালাদ; ৷৹০, পিয়াজ, সাদা ৷৹০, লাল ৷৹০, মূলা, আমেরিকার—লং সাদা ।০, লং—কাল ।০; লং—লাল ।০,—লাল আকার ।০, কাঁথির ৵০,—রাক্ষুসে কুমড়া ৷৹০;—রাক্ষুসে লাউ ৷৹০, টমাটো ৷৹০, সালগম ।০, লঙ্কা—রাক্ষুসে ।০, প্যাকেট, মটর—আমেরিকার পাউণ্ড ১৲, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ, তোলা ৵০, পাউণ্ড ২৲, ... বার আনা। গাছের মূল্য তালিকা বিনা মূল্যে।

Regtd N. C, 548.

চতুর্থ বর্ষ] পৌষ, ১৩১৯ সাল। [৯ম সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচী পত্র।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট বিশ্বম্ভর এজেন্সী, তিলি-বান্ধবকার্য্যালয় এবং অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বেঃল ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্রিকা প্রকাশিত হয়,গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৵১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা পোঃ অঃ, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধবপত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | পৌষ ১৩১৯ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

দীক্ষা।

(১)

নব-সঙ্গীত গাহি চল ভাই
সাধিতে আপন কর্ম্মে ;
আশা-উৎসাহে, এস সেজে ভাই
অজয়-একতা বর্ম্মে !
দূর কর যত বিলাস জড়তা,
ত্যজ আবিলতা যত অসাড়তা ;
প্রচার করহ সাম্যবারতা
পূজিয়া সমাজ ধর্ম্মে ;
নবসঙ্গীত গাহি চল ভাই
সাধিতে আপন কর্ম্মে।

(২)

শোন, ওই দূরে মঙ্গল-পুরে
বাজিছে মধুর শঙ্খ,
হের, উল্লাসে ছুটিছে সেথায়
কত যে মানব সঙ্ঘ

তুমি কেন তবে রহ হেথা পড়ে,
যাও ছুটে সবে হাতে হাতে ধরে,
স্বীয় উন্নতি সাধিবার তরে
বিঘ্ন বিপদে লঙ্ঘ ;
শোন, ওই দূরে মঙ্গল-পুরে
বাজিছে মধুর শঙ্খ।

(৩)

নব আগ্রহে, এস, তবে ভাই
লহি আজি সবে দীক্ষা,
ভবনে ভবনে প্রচার করিব
মোদেরি জাতীয় শিক্ষা।
মোহ-অজ্ঞান-তিমিরে বরিয়া
র'ব কতকাল পিছনে পড়িয়া!
জগদীশ-পদে প্রণাম করিয়া
তা'রি কৃপা মাগি ভিক্ষা,—
নব-আগ্রহে, এস, তবে ভাই
লহি আজি সবে দীক্ষা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মালদহ।

একতাবন্ধন।

পরিশিষ্ট।

১৩১৯ সালের ভাদ্র মাসের তিলি-বান্ধবে ২৪ পরগণার শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ পাল (শিক্ষক) মহাশয় তাহার লিখিত "একতাবন্ধন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে আমাদের তিলিজাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একতাবন্ধন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই একতাবন্ধন কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে তৎসম্বন্ধেও দুই একটী কথা লিখিয়াছেন এবং তাহাদের সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিয়া অন্যান্য তিলিসমাজের তদনুরূপ বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন।

উপরোক্ত ভাদ্র মাসের তিলিবান্ধবেই জেলা ত্রিপুরার স্থায়মতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর পাল মহাশয় পূর্ব্ব বঙ্গের পাল সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণে ঐ সমাজের কতিপয় স্বজাতীয় ভদ্র লোকের শিক্ষা, বদান্যতা, ধর্ম্মভীরুতা এবং জাতীয় উন্নতির ইচ্ছা ইত্যাদি নানাবিধ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের তিলি জাতির মধ্যে কোন কোন জেলায় কোন কোন স্থানে কত তিলিসমাজ আছে এবং সেই সকল সমাজের মধ্যে কোন অবস্থার কত লোক আছে. তাহা পরস্পর জানিবার জন্য এখন সকলেই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আপন আপন সামাজিক বিষয় যিনি যতদূর প্রকাশ করিতে পারেন তাহার জন্যও কেহ কেহ তিলিবান্ধবের প্রবন্ধাদির স্থানে স্থানে অনুরোধ প্রকাশ করিতে-ছেন। এই সকল দেখিয়াই আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমাদের উত্তর বঙ্গের পাবনা, বগুড়া, রাজসাহি, রঙ্গপুর ও দিনাজপুরে যে সকল তিলি সমাজ আছে তাহার অবস্থা এবং ঐ সকল সমাজ মধ্যে কি অবস্থার কত লোক আছে তাহাও তিলিবান্ধবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করেন নাই। আর কত দিন পরে যে কেহ কিছু প্রকাশ করিবেন কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। এই সকল কারণে অগত্যা আমিই এই বিষয় কতকাংশ প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তবে সত্য গোপন না করিয়া প্রকৃত বিষয় যাহা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাই যথাসাধ্য এ স্থলে প্রকাশ করিলাম।

আমাদের পাবনা জেলার মধ্যে রাউতারা, পোতজিয়া, ডেমড়া, সোনা-তলা, সিঙ্গুরি, রূপপুরচর, গোবিন্দপুর, নিজ পাবনা টাউন এবং চাটমহর প্রভৃতি আরো কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে তিলিজাতির বসতি আছে। ঐ সকল স্থানের স্বজাতির মধ্যেই আমাদের সমাজ বহুদিন হইতে আবদ্ধ ছিল। আজ কাল সমাজ সমন্বয় হওয়ায় পাবনা জেলার মধ্যস্থিত সুজা-নগর, দোগাছি, সাতবাড়িয়া, সাগরকান্দি ও কুমারখালি প্রভৃতি স্থানের সমাজ এবং জেলা বগুড়া, রঙ্গপুর, মালদহ, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জেলার তিলি সমাজ মধ্যেও আমাদের সমাজের লোকের পুত্র কন্যার বিবাহাদি কাজকর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে এখন আর কোন বাধা বিঘ্ন দেখা যাইতেছে না। যাহা হউক আপাততঃ এই বিস্তৃত বিষয় ছাড়িয়া দিয়া আমি কেবল আমাদের প্রথমোক্ত পাবনা জেলার রাউতারা, পোতা-

জিয়া, ডেমড়া, সোনাতলা, চরগোবিন্দপুর, পাবনা টাউন ইত্যাদি গ্রাম লইয়া যে সমাজ, তাহারই লোকের অবস্থা যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমাদের এই সমাজের লোক অবস্থানুসারে নিম্নলিখিত ছয় ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী।

২। জমিদার।

৩। উচ্চ শ্রেণীর মহাজন ও জোতদার।

৪। মধ্যশ্রেণীর মহাজন ও টাকা কর্জ্জদাতা।

৫। তৃতীয় শ্রেণীর মহাজন বা দোকানদার।

৬। স্বজাতির ও অন্যান্য লোকের চাকরী ব্যবসায়ী।

ইহার অন্তর্গত প্রথম দফার মধ্যে যে কয়েকটি শিক্ষিত লোক আছেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উদার প্রকৃতির এবং অবস্থা অনুসারে মিতব্যয়ী। কেহ কেহ আবার অনুদার ও কষ্টব্যয়ী সুতরাং কৃপণ স্বভাব বলিয়া পরিচিত। স্বজাতির কিম্বা আপনাপন গ্রামের উন্নতির কোন কথাবার্ত্তা ইহারা তত ভালবাসেন না। ইহারা চৈতন্যস্বরূপ ও নির্ব্বিকার।

দ্বিতীয় দফার ব্যক্তিগণ প্রায়ই আমোদপ্রিয় এবং তাহাতে যথেষ্ট মুক্তহস্ত ও অনুরক্ত বটে কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অথবা গ্রামের কোন কল্যাণকর কার্য্যে বেশ শক্তহস্ত ও বিরক্ত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এন্‌ট্রেন্স পাস করিয়াছেন এবং অনেকে মোটামুটী ভাবে বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষাও লাভ করিয়াছেন কিন্তু লেখাপড়ার চর্চ্চা ও পুস্তকাদি পাঠের অভ্যাসে বীতরাগ। স্কুল ও কলেজ ছাড়ার পর হইতেই সে অভ্যাসকে বাক্সে বন্ধ করিয়াছেন। অথবা পড়াশুনার ইচ্ছা তাহাদের আদতেই নাই।

তৃতীয় দফার লোকের মধ্যেও অনেকেই ইংরাজী ও বাঙ্গালা মোটা-মোটী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের অবস্থা ভাল হইলেও বেশী দূর শিক্ষার ইচ্ছায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া বসিয়া আছেন। যেহেতু তাহাদের সংসার প্রতিপালনের ও নিজেদের আমোদ প্রমোদের জন্য কোন অভাব নাই এবং তাহাতে কোন প্রতিবন্ধকও নাই। জাতীয় উন্নতির কোন কার্য্যে সময়ানুসারে সমান্য কিছু ব্যয় করিতে হইলেই তাহা কুলাইয়া উঠে না। তখন ইহারা বড়ই মিতব্যয়ী হইয়া বসেন। লেখাপড়ার অবকাশ মাত্র নাই কাজেই ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে।

চতুর্থ দফার লোকের মধ্যে প্রায় সকলেই কিছুদূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষা করিয়াই লেখা পড়া একেবারে পরিত্যাগ করতঃ আপনাপন মহাজনী কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যতদূর সম্ভব উচ্চহারে সুদ ধার্য্য করিয়া টাকা কর্জ্জ দিতেছেন। স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতেছে কোনই অভাব নাই কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে সাধারণের কোন হিতকর কার্য্যে কিম্বা জাতীয় উন্নতির জন্য দুই এক টাকা ব্যয় করিতে তাহাদের বড়ই অভাব হইয়া পড়ে। তৎকালে তাহাদের দৈন্যতা দেখিলে ও কাতর বক্তৃতা শ্রবণ করিলে, তাহাদের নিকট হইতে সামান্য কিছু সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগকেই তখন কিছু দান করিয়া তাহাদের কষ্ট মোচন করিয়া আসা প্রয়োজন বোধ হয়। ইহা দেখিয়া কোন কোন বিজ্ঞলোকে বলেন, এই সকল লোকে টাকা থাকিতেও যে নাই নাই বলিয়া লোকের নিকট দৈন্যতা দেখাইয়া বেড়ায় এটা একটী নূতন ধরণের রোগ। এ রোগের কোন চিকিৎসা নাই।

পঞ্চম দফার লোকের সংখ্যাই কিছু বেশী। তাহারা এ পর্য্যন্তও লেখাপড়া শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেছে না। আপনাপন সাধারণ মহাজনী ও দোকানদারি করিয়া সংসার চালাইতেছে। সংসারে বিশেষ কোন অভাব নাই। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মন কিছু উচ্চ ভাবাপন্ন। জাতীয় কোন কার্য্যে দুই এক টাকা দান করিতে বলিলে কুণ্ঠিত হয় না, সাধারণের সহিত বেশ সাহানুভূতি আছে কিন্তু আর কতকগুলি লোকের মানসিক ভাব ইহার বিপরিত। ইহাদের সংসারে কোন অনাটন নাই বেশ দশ টাকা হাতেও আছে দেখা যায় কিন্তু কোন সৎকার্য্যে অতি সামান্য কিছু দান করিতে অনুরোধ করা গেলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অচৈতন্য প্রায় হয়। কেহ কেহ বলেন এটা উহাদের পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার, উহাদের নিজের ইচ্ছাকৃত দোষ নহে।

ষষ্ঠ দফার লোকের সংখ্যাও কম নহে। তাহারা অন্যের চাকরী করিয়া সংসার চালাইতেছে। আজকালকার বাজারে তাহাদের উপার্জ্জন দ্বারা সংসার চালান বড়ই কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। ইহারা যাহাদের অধীনে চাকরি করে তাহারাও ইহাদের প্রতি বিশেষ কোন অনুগ্রহ দেখাইয়া ইহাদের সংসার অবস্থানুরূপ চলার দিকেও দৃষ্টিপাত করেন না, কাজেই অভাবে পড়িলে অন্য উপায়ে দু'পয়সা উপার্জ্জন করার চেষ্টা করে। ইহাকে

হয়েছরে সমানই হইতেছে তবে প্রকার ভেদ মাত্র। ইহাদের সন্তানগণকে ভালরূপ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার উপায় নাই। ধনী লোকদিগের দ্বারা অন্ত কোন উপায়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেও পারিতেছে না। ইহাদের সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলা যাইতে পারে না।

আমাদের প্রস্তাবিত সমাজের মধ্যে নূ্যনাধিক এক সহস্র ঘর লোক আছে, তাহাদের সংক্ষিপ্তাবস্থা প্রকাশিত হইল। তিলি বান্ধবের ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর পাল মহাশয় তাহাদের "একতাবন্ধন" ও "পূর্ব্ববঙ্গের পাল সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণে" তাহাদের সমাজের লোকের যে ভাবে নামধামাদি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা ও অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্যান্য সমাজের বিস্তারিত বিবরণ যেরূপভাবে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেরূপভাবে লেখার শক্তি আমার নাই। সেরূপ করিতে গেলে পুস্তক বাড়িয়া যায় এবং আমার সাধ্যেরও অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। কাজেই আমি আমাদের সমাজের যতদূর যাহা জানি তাহা যথা নাম গোত্র করিয়াই সামাধা করিতেছি। যদি কেহ ইহাতে দোষ ধরিয়া বলেন যে আমার এই প্রবন্ধে অনেক স্থলে গুণের কথার সঙ্গে সঙ্গে "কষ্টব্যয়ী", "শক্ত হস্ত" এবং "কৃপণতা" ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করায় জাতীয় গৌরবের হানি করা হইয়াছে এবং ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করার কি প্রমাণই বা আছে। ইহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে ইহার লিখিত ও মৌখিক প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। আবশ্যক হইলে ফর কপি ষ্ট্যাম্প (For copy) পাঠাইলে নকল পাঠান যাইতে পারে।

আর এক কথা এই যে, পাঠক মহাশয়গণ যদিও ঐ সকল শব্দ প্রয়োগে বাহ্যিকভাবে জাতীয় গৌরবের হানিজনক গন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে অনুমান করেন, আমার কিন্তু সে অভিপ্রায়ে উহা প্রয়োগ করা হয় নাই। ঐ সকল বিশেষণে বিভূষিত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি প্রকাশ পাওয়ার জন্যই এবং ঐ সকল ব্যক্তিদ্বারা আমাদের সমাজের মুখোজ্জ্বল হওয়ার জন্যই উহা ব্যবহার করিয়াছি। ঐ সকল শব্দের অন্তর্নিহিত গূঢ়ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলে পাঠক মহোদয়গণের মনের ভ্রম দূরীভূত হইতে পারিবে। শক্তহস্ত, কষ্টব্যয়ী এবং কৃপণস্বভাব বলিলে বুদ্ধিমান সঞ্চয়ী লোক বুঝায়। ঐ সকল স্বভাব বিশিষ্ট লোকে ক্রমে ক্রমে বহু অর্থসংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে

কতিপয় বৎসর অন্তে তাহারা তাহাদের সঞ্চিত প্রচুর অর্থ দ্বারা জমিদারি কি তালুকদারি অথবা বহু পরিমাণ জোত জমি খরিদ করিয়া ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। তখন তাহাদের গৌরবের সীমা থাকিবে না। "স্বনাম পুরুষ ধন্য" বলিয়া চারিদিকে প্রশংসা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। নিজে সেই সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিয়া যাইতে না পারিলেও তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী লোকের সুখভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিবে। তর্কের স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা যদি নিজে যথাসম্ভব সুখভোগ ও সৎকার্য্যাদি না করিয়া চিরদিন অর্থের মমতায় কষ্টেই জীবনাতিবাহিত করা গেল অর্থাৎ নিজকেই বঞ্চনা করা গেল তবে সে অর্থের আবার স্বার্থকতা কি? আমি বলি ইহাতে স্বার্থকতা যথেষ্টই আছে। কারণ যদিও অর্থ সংগ্রহকর্ত্তা নিজে একা উহা ভোগ করিয়া যাইতে পারিল না বটে কিন্তু ভবিষ্যতে একজনের পরিবর্ত্তে তাহার বংশধরগণ বহু লোকের সহায়তায় ঐ কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ সম্পত্তি অতি সুখে ভোগদখল করিতে পারিবে, অথবা প্রচুর ভোগ বিলাস দ্বারা সহজেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারিবে। নিজের অর্থ নিজে একা ভোগ না করিয়া বহুজনের সুখভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যাওয়া কি সুখের বিষয় নহে? পণ্ডিতেরা বলেন—

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

অথবা

উদার চরিতানাঞ্চ বসুধৈব কুটম্বকঃ॥

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা সকল ভূতকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং উদার চরিত্র ব্যক্তিগণের নিকট এই পৃথিবীর সকলে তাহাদের কুটম্ব স্বরূপ।

যদি তাহাই হইল তবে এই সকল শক্তহস্ত, কষ্টব্যয়ী, কৃপণস্বভাবের লোককে প্রকারান্তরে পণ্ডিত ও উদার চরিত্রই বলিতে হইবে। কারণ যদিও তাহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় অতি কষ্টে নানা স্থান হইতে নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজে কিছুমাত্র ভোগ করিয়া কি কোন প্রকার সৎকার্য্যে দান করিয়া যাইতে না পারুক তত্রাচ তাহাদের অভাবে ভবিষ্যতে কিন্তু ঐ অর্থ তাহার আত্মা ও কুটম্ব স্বরূপ বার ভূতেই ভোগ বিলাস দ্বারা ব্যয় করিতে পারিবে। যখন তাহারা আত্ম-পরে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না তখন স্বোপার্জ্জিত অর্থ নিজে ব্যয় করাও যাহা, ভবিষ্যতে কুটম্বগণ

বায়ুভূতে ভোগ করাও তাহাই। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে কৃপণতা প্রভৃতি শব্দ গৌণ ভাবে পণ্ডিত ও উদার চরিত্র অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে আজকাল মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কালিদাসের কুমারসম্ভব মেঘদূত ও শকুন্তলা পর্য্যন্ত কাব্য গুলিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতেছে। সেইজন্যই বলিতেছি আমি যে সকল শব্দ এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাতে আপনারা কদর্থ না করিয়া উহার অন্তর্নিহিত উদার আধ্যাত্মিক ভাবগ্রহণ করিলেই আর কোন গোলযোগ ঘটিতে পারে না।

আমাদের পাবনা জেলার মধ্যস্থিত উপরোক্ত সমাজের অবস্থা যতদূর যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই যথাসাধ্য প্রকাশ করিলাম। ইহাই বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করার ভার অন্য কোন লোকের হস্তে অর্পিত হইল। এই জেলার মধ্যে অবশিষ্ট গ্রামসমূহে যে যে স্থানে তিলিসমাজ আছে তাহার বিবরণ সেই সেই স্থানের লোক দ্বারা প্রকাশ হওয়াই সঙ্গত। এই জেলা ছাড়া ফরিদপুর, রাজসাহি, বগুড়া, মালদহ ও দিনাজপুরেও আমাদের স্বজাতি বহুবিধ ধনী, জমিদার, মহাজন ও মধ্যবিত্ত লোক আছেন। আমি কার্য্যোপলক্ষে ঐ সকল জেলাতে ভ্রমণকালে ঐ সকল সমাজের মহাত্মাগণের অবস্থাও যৎকিঞ্চিৎ অবগত আছি। কিন্তু সে সকল বিষয় সেই সেই জেলার লোক দ্বারা প্রকাশিত হইলেই আমাদের জাতীয় সর্ব্ব সমাজের উপকার হইতে পারে। ভরসা করি তাঁহারাই এই ভার গ্রহণ করিবেন। যে সকল অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইহা অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাহারা আর তিন চারি মাস অপেক্ষা করিয়া দেখিবেন যদি উপরোক্ত কোন জেলার কোন লোক দ্বারা প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে আমার জীবনের শেষাবস্থায় ম্যালেরিয়া দেবীর হস্ত হইতে এ কয়েক মাস রক্ষা পাইলে আমার সামান্য জ্ঞানে ঐ সকল জেলার স্বজাতি মহোদয়গণের সমাজ ও তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আছে ও ভবিষ্যতে জানিতে পারি তাহা "তিলি-বান্ধবে" প্রকাশ করিতে যত্নবান রহিলাম। যখন আমাদের সর্ব্ব সমাজের মধ্যে একতাবন্ধন করিতে হইলে সকল সমাজের ইতিবৃত্ত এবং তন্মধ্যস্থিত প্রধান ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অবস্থা ও গুণের বিবরণ সকল সমাজ মধ্যেই প্রকাশিত হওয়া অনেকেরই অভিপ্রায় তখন ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা

প্রকাশিত হইলেই উহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে সন্দেহ নাই। ভরসা করি লেখকগণ সেইদিকেই মনোনিবেশ করিয়া সকলকে উপকৃত করিবেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ ভাগে আমি সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে যখন ধনী ব্যক্তিগণের দ্বারা আমাদের জাতীয় একখানা মসিক পত্রিকার কোন স্থায়ী সাহায্য এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তখনই সামান্য মাসিক পত্রিকা তিলি বান্ধবকেই জীবিত রাখার জন্য আমাদের সর্ব্ব সাধারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাঠক মহোদয়গণ সকলেই আপন আপন গ্রামের মধ্যে আর দুই চারিজন আত্মীয় বন্ধুবর্গকে ও পরিচিত লোককে ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিতে পারিলেই ইহার গ্রাহক সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই ইহাকে আর অর্থ সাহায্যে জন্য অন্যের দ্বারে ভিক্ষার প্রার্থনা করিতে হইবে না। এরূপ চেষ্টায় কোন অর্থব্যয় নাই কেবল সামান্য একটু আন্তরিক যত্ন দ্বারা চেষ্টা করিলেই বাৎসরিক ১৲ এক টাকা মাত্র ব্যয় করিয়া বহু সংখ্যক নূতন গ্রাহক সংগৃহীত হইতে পারিবে। যখন আমি নিজে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া অন্য এক বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রামে কুড়ি পঁচিশটী নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিয়াছি এবং আরো কিছু সংগ্রহ করিতে পারিব বলিয়া আশা আছে। তখন আপনারা যে পারিবেন না তাহা সম্ভব হইতে পারে না তবে একটু সহানুভূতি ও চেষ্টার প্রয়োজন। সহানুভূতি না থাকিলে জাতীয় উন্নতির আশা করাও দুরাশা মাত্র। যেরূপ ভাবগতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে এই পত্রিকার নূতন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ইহাকে জীবিত রাখার, কি ইহার উন্নতি সাধনের আর কোন উপায় দেখিতেছি না।

পুনশ্চ বর্ত্তমানে তিলিবান্ধবের যতগুলি গ্রাহক আছেন তাহাদের সাহায্য ইহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। প্রতি বৎসর নূতন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে স্বাভাবিক নিয়মে গ্রাহক সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হওয়াই সম্ভব। যদি তাহাই হইতে থাকে তবে ইহার আর বেশী দিন জীবিত থাকাও অসম্ভব। আমরা যে "জাতীয় একতাবন্ধন" "উন্নতি" ইত্যাদি নানাবিধ বড় বড় কথার আলোচনা ও লেখাপড়া করিতেছি তাহার কোন মূল্যই থাকে না। সর্ব্ব সাধারণের যত্ন চেষ্টায় এবং অতি সামান্য অল্প অল্প (বাৎসরিক এক টাকা মাত্র) ব্যয়ে যাহা সংসাধিত হইতে পারে কেবলমাত্র বক্তৃতায় এবং কাশিম ব জারাধিপতি ও দিঘাপতিয়াধিপতি মহারাজগণের মুখের দিকে তাকাইয়া

তাহাদের যশোগানে তিলিবান্ধবের কলেবর পুষ্টি করিলে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে না। সাধারণের সাহায্য ও সাহানুভূতি ব্যতীত কেবল দুই চারিজন বড় লোকের সাহায্যের দিকে আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে কোন প্রকার মহৎকার্য্য-সংসাধিত হয় না। রাজা মহারাজা প্রভৃতি ধনবান ব্যক্তিগণ আজকালকার দিনে দেশের বহুবিধ বড় বড় কার্য্যের সাহায্যে বহু পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতেছেন; কাজেই জাতীয় উন্নতি কিম্বা জাতীয় মাসিক পত্রিকার ন্যায় সামান্য সামান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কি তাহার জন্য অধিক কিছু দান করিতে তাঁহারা অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র তাঁহাদের স্কন্ধেই সর্ব্ব বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা আমাদের সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য নহে। সাধারণ কথায় বলে "দশের লাঠি একের বোঝা"। দশ জনের সামান্য সামান্য সমবেত সাহায্য একজনের অতি বড় সাহায্যের সমান অথবা অধিক হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই সকল সময়েই কেবলমাত্র দুই চারিজন বড় লোকের সাহায্যের দিকেই তাকাইয়া না থাকিয়া আমাদের সর্ব্বসাধারণেরও কিছু কিছু চেষ্টা করা সঙ্গত মনে করি।

শ্রীবনমালী কুণ্ডু, Retired Inspector of Police, Po পোতাজিয়া, পাবনা।

তিলিজাতি-সম্মিলনী।

তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন।

সময়—সন ১৩১৯ সাল, ১৪ পৌষ, রবিবার, অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা।

স্থান—৩০২ নং অপার সার্কুলার রোড, কাশীমবাজারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভবন।

একটি সুললিত আবাহন সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্যারম্ভ। তৎপরে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর কর্ত্তৃক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মিলনীর

কার্য্যে সহানুভূতিসূচক টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ। অনন্তর শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনাথ রায়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত বাবু মদনগোপাল দে চৌধুরী মহাশয়ের অনুমোদনমতে ও উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দের পরিপোষণে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মিলনীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, এটর্ণী (রাণাঘাট) গত বর্ষের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন।

প্রথম প্রস্তাব—গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের নব রাজধানী দিল্লি নগরীতে মহামহিম মাননীয় রাজপ্রতিনিধি শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের শুভ পুরপ্রবেশকালে কোন স্বল্পমতি দুর্বৃত্ত নরকুলাঙ্গার তাঁহার জীবন হনন মানসে বোমা নিক্ষেপ করিয়া যে লোমহর্ষণ জঘন্য কার্য্য করিয়াছিল তজ্জন্য এই সম্মিলনী এবং রাজভক্ত তিলিজাতি আন্তরিক ঘৃণা ও আতঙ্ক প্রকাশ করিতেছেন এবং দৈবানুগ্রহে লোকপ্রিয় রাজপ্রতিনিধির জীবন রক্ষা হেতু হৃদয় ও মনের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (সভাপতি)।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—সম্পাদক কর্তৃক পঠিত সম্মিলনীর গত বর্ষীয় কার্য্য-বিবরণী এই সভাকর্ত্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু, এম, এ, বি, এল।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল (কলিকাতা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ সাহা (কুমারখালি)।

তৃতীয় প্রস্তাব—বঙ্গদেশীয় তিলিজাতির সামাজিক, বৈষয়িক ও নৈতিক সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত ও সিদ্ধ করিতে এই সভা এবং প্রত্যেক স্বজাতি বিশেষভাবে যত্নশীল ও আগ্রহবান হউন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল দে বি, এ, (শ্রীরামপুর)

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় (কলিকাতা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাবু বলাই চাঁদ মল্লিক (কলিকাতা)।

চতুর্থ প্রস্তাব—বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল তিলিসমাজ আছে বা তিলিজাতি আছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ বর্দ্ধন, একতা সংস্থাপন, বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধ বন্ধন, সমাজের অনাথা বিধবা নিরাশ্রয়গণকে সহানুভূতি ও সাহায্য, বৈধভাবে সদাচার সংস্থাপন ও প্রবর্ত্তন এবং

কদাচার নিবারণ প্রভৃতি দ্বারা এই সম্মিলনী ও স্বজাতিগণ যে উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন তাহা কায়মনোবাক্যে করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু তারকেশ্বর পাল চৌধুরী বি, এল, (রাণাঘাট)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু মদন গোপাল চৌধুরী (শ্রীরামপুর)।

পঞ্চম প্রস্তাব—স্বজাতি মধ্যে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার বিস্তার হইয়া স্বজাতিগণ উন্নত হয়েন এবং স্বজাতীয় ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিয়া এই সম্মিলনী স্বজাতির উৎকর্ষসাধন জন্য যে প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন তদ্বিষয়ে এই সম্মিলনী ও স্বজাতিবর্গ চির আগ্রহশীল হউন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু সুধাময় প্রামাণিক বি, এল, (শান্তিপুর)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল পাল (ভাগ্যকুল)।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—প্রবল স্বাধীন জাতিগণের সহিত অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে যে সকল কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে সেই সকল কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য করিয়া এবং ব্যাঙ্ক, কল, কারখানা প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ কারবার সংস্থাপন ও পরিচালন করিয়া স্বজাতি ও স্বসমাজের ধনবৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু বি, এল, (কুমারখালি)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরচন্দ্র দে মোক্তার (মেদিনীপুর)।

সপ্তম প্রস্তাব—তিলিজাতির কেন্দ্রে কেন্দ্রে শাখা সম্মিলনী স্থাপন দ্বারা তিলিজাতি-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সুসাধন জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহা অধিকতর আগ্রহের সহিত সম্পন্ন হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল কুণ্ডু (সাঁওতা)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায়, বি, এ, (হাঁপানিয়া)।

অষ্টম প্রস্তাব—স্বজাতিবৃন্দের মধ্যে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য প্রচারার্থ সর্ব্ববিধ উন্নতভাবে একখানি উপযুক্ত মাসিক পত্রিকা প্রচারের যে কল্পনা হইয়াছে অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কার্য্যকরী সমিতি যত্নশীল হউন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন পাল (কালিকাপুর)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু হরিধন কুণ্ডু (হাওড়া)।

নবম প্রস্তাব—তিলিজাতি-সম্মিলনীর ও শাখা সম্মিলনীর পরিচালনা ও তদুদ্দেশ্যসাধক কার্য্য করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। যাহাতে যথেষ্ট ধন সংগ্রহ ও তাহার যথোচিত বিনিয়োগ হয় তদুপায় নির্দ্ধারিত হউক। বিবাহাদি নৈমিত্তিক কার্য্যে দান এবং সাধারণ চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা ও ব্যবসায়াদিতে বৃত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ধন সংগ্রহের চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর।

অনুমোদক—রাজা শ্রীনাথ রায় (ভাগ্যকুল)।

দশম প্রস্তাব—বিগত সাধারণ সভায় স্বজাতিগণের শুমার গ্রহণের যে প্রস্তাব হইয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে কার্য্যকরী সমিতি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে স্বজাতিবর্গের প্রত্যেক্যের উদ্যমে অবিলম্বে তিলি-জাতির ঐ শুমার গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, এটর্ণী।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু এম, এ, বি এল।

একাদশ প্রস্তাব—কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক সম্মিলনীর যে নিয়মাবলী গঠিত ও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা এই সভায় পঠিত হইয়া গৃহীত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচাঁদ দে চৌধুরী (রাণাঘাট)।

দ্বাদশ প্রস্তাব—আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই সম্মিলনীর নিম্নলিখিত কার্য্যে নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হউন।

সভাপতি—শ্রীল শ্রীযুক্ত মাননীয় রাজা প্রমদানাথ রায় (দিঘাপাতিয়া)।

সহকারী সভাপতি—শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাশিমবাজার)। শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় (ভাগ্যকুল)। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস কুণ্ডু চৌধুরী, (মহিয়াড়ী)। শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ নন্দী, (বৈদ্যপুর)। শ্রীযুক্ত রায় নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর, (রাণাঘাট)। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, (হরিপুর, দিনাজপুর)।

কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর (কলিকাতা)।

সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত মাননীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর (১০৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা)। শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, এটর্ণী, হাইকোর্ট (১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু এম, এ, বি, এল, (১১৬ নং কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা)। শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দ লাল কুণ্ডু, বি, এ, বি, এল, (কুমারখালি)।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, এটর্ণী (১১৩নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

হিসাব পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল রায় (ভাগ্যকুল)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী কুণ্ডু (হরিপুর)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ কুণ্ডু (হাবাসপুর)।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—সম্মিলনীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দে (কলিকাতা)

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব—এই সভার সভাপতি মহোদয়কে এবং গত বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর (দীঘাপাতিয়া)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায় (মেহেরপুর)।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

একক‍ালীন দান। ১লা পৌষ তারিখে কলিকাতা ১০২ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট নিবাসী প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মহারাণী দাসীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিলি-বান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে ৫৲ পাঁচ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী কুণ্ডু (Retired Inspector of Police) তাঁহার পুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে ৮ই পৌষ তারিখে তিলি-বান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে ২৲ দুই টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতায় ১৪ নং আশুতোষ দেব লেন নিবাসী ৺কালীপ্রসন্ন মল্লিক

মহাশয়ের কোনও আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষে আমরা তিলি-বান্ধব মুদ্রা যন্ত্রের জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা সাহায্য পাইয়াছি।

উক্ত শুভ বিবাহে নব দম্পতিগণ নিরাপদে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করুন আমরা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি।

রায় বাহাদুর উপাধি। ভাগ্যকুল—ঢাকা; হাল সাকিম ৩৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী তিলিকুলতিলক ও বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন শ্রীল শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় মহাশয় নব বর্ষোপলক্ষে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা তিলি জাতির গৌরবের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শোক সংবাদ। ১৯শে কার্ত্তিক সোমবার ১৪ নং আশুতোষ দের লেন নিবাসী কালীপ্রসন্ন মল্লিক মহাশয় পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহ ধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ ১৯শে অগ্রহায়ণ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বৃত্তি প্রাপ্ত। পাঁচুপুর রাজসাহী নিবাসী ৺ চন্দ্রনাথ সাহা মহোদয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান রাধাগোবিন্দ সাহা স্থানীয় মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পরীক্ষায় রাজসাহীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমারের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কলেক্টার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রলাল নন্দী মহাশয় আমাদিগের স্বজাতি—ইহার জন্ম স্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর মুনসিগঞ্জ মহকুমারের অধীন সানিহাটী গ্রামে। বর্ত্তমান বাসস্থান ব্রাহ্মণ গাঁ, পিতার নাম শ্রীশ্রীনাথ নন্দী। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পত্রিকান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

সদস্য-নির্ব্বাচন। কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর তরফ হইতে রায় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

চট্টোগ্রাম মিউনিসিপালিটীর তরফ হইতে ২৪ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র লাল রায় বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা তিলি জাতির কম গৌরবের কথা নহে।

তিলি সম্মিলনী। বিগত ১৪ই পৌষ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় কাসিমবাজারাধিপতি মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ৩০২ নং অপার সার্কুলার রোডস্থিত ভবনে "তিলিজাতি সম্মিলনীর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দে চৌধুরী মহাশয়ের অনুমোদন মতে ও উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দের পরিপোষণে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় সহস্রাধিক স্বজাতি উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল।

বিদ্যালয় স্থাপন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামের জমিদার বিখ্যাত নন্দী মহাশয়েরা গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয়টির নাম হইয়াছে "বৈদ্যপুর জর্জ্জ ইনষ্টিটিউসন"। গত ৮ই জানুয়ারী তারিখে বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুলের Opening ceremony কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন স্কুল গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে কালনা মহকুমার সবডিভিজন্যাল অফিসার প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরকে স্কুল গৃহ Open করিতে অনুরোধ করেন। এই শুভ কার্য্য উপলক্ষে ঐ দিন প্রায় চারি হাজার কাঙ্গালী ভোজন করান হইয়াছিল। ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাগণের মধ্যে জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন নন্দী ও শ্রীযুক্ত বাবু কুমার কৃষ্ণ নন্দী মহাশয়দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদেরই যত্নে উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে এই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা এই শুভ অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশের ও দশের মহোপকারসাধন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবি করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ। বৈদ্যপুর গ্রামের ধনকুবের শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু নন্দীর পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচরণ নন্দী মহাশয়ের পত্নী গত অগ্রহায়ণ মাসে স্বামী পুত্র পৌত্রী প্রভৃতিকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। সম্প্রতি তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ মহাধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে

ভাটপাড়া, মূলাযোড়, প্রভৃতি অনেক দূরদেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রায় বার তের হাজার কাঙ্গালীর সমাগম হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি কুটুম্ব কাহারও "দীয়তাম ভুজ্যতাম" এর কোনরূপ ক্রটী হয় নাই। নৃসিংহ বাবুকে ও তাঁহার পুত্র কালিপদ বাবুকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। ভগবান তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি প্রদান করুন ইহাই একমাত্র কামনা।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নন্দী B. L.

ছাত্র প্রয়োজন। নিরঘিনী স্কুলের জন্য মধ্য ইংরাজী বা মধ্য বাঙ্গলা স্কুলের ৩য় ও ৪র্থ মানের ২টী গরিব তিলি ছাত্রের প্রয়োজন, ছাত্র অল্প বয়স্ক ও মেধাবীশক্তি সম্পন্ন হওয়া চাই, আহার ও বাসস্থান দেওয়া যাইবে, উপযুক্ত হইলে পোষাকও পাইবে। হেড মাষ্টারের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র সহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে সবিশেষ জ্ঞাতব্য।

কর্ম্মখালি। জেলা গারোহিলের অন্তর্গত ৩৪ টী নিম্ন প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের জন্য কয়েকজন তিলি শিক্ষকের প্রয়োজন আহার ও বাসস্থান পাইবেন, বেতন নিম্নপ্রাইমারীর যোগ্যতানুসারে ১০৲—১২৲ এবং উচ্চ প্রাইমারী ১২৲—১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। প্রাইভেট পড়াইলে আরও ৪।৫৲ টাকা পাইবেন, ভাল ইংরাজী জানা আবশ্যক। কর্ম্মপ্রার্থীগণ নিজ নিজ সার্টিফিকেট ও প্রশংসা পত্রের নকল এবং কোথায় কয় বৎসর কাজ করিয়াছেন উল্লেখ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।　শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শিক্ষক নিরঘিনী স্কুল,

পোঃ মানিকাচর, জেলা গোয়ালপাড়া (আসাম)।

সদনুষ্ঠান। নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফরিদপুর গ্রামে গত কার্ত্তিক মাসে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার কুণ্ডু মহাশয়ের উৎসাহে, যত্নে ও ব্যয়ে তদীয় ভবনে মাসাবধি গীতা, চৈতন্য চরিতামৃত, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনাদি হইয়া সংক্রান্তির দিবস শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর ভোগ-রাগ ও অন্ন মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তৎপরে ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে "গৌরাঙ্গ সমিতির" দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রস্তাব হয় এবং প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সারগর্ভ বক্তৃতা করা হয়। পরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে

জয়ধ্বনি দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা সধর চাঁদ সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক উক্ত সমিতি পরিচালিত হইতেছে।

১। বৈষ্ণবদিগের বৃত্তি নির্ণয় ও সৎপথে জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারণ।

২। বৈষ্ণবগণ যাহাতে সদাচার পরায়ণ হয়েন ও শাস্ত্রসঙ্গত বেশভূষা ধারণ করেন তাহার ব্যবস্থা।

৩। কপটাচারী দ্বারা বর্ত্তমান সাধুগোষ্ঠের গ্লানি।

৪। অনিয়মিত ভেক প্রথার উচ্ছেদ সাধন।

৫। বৈষ্ণবগণের ভক্তি শাস্ত্র শিক্ষা।

৬। শিক্ষা গুরু নির্ণয় ও শিক্ষাগ্রহণ।

সাধুগোষ্ঠের লোপ ও অবাধ ভেক প্রথার উচ্ছেদ সাধনে স্বার্থহানির আশঙ্কায় নিমন্ত্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দুরভিসন্ধিমূলে সমিতিতে যোগদান করেন নাই। উক্ত মহলে কদাচার এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে হিতাহিতের প্রতি তাঁহাদিগের আদৌ লক্ষ্য নাই। নাম মাত্র বৈষ্ণব আখ্যা-ধারী কতকগুলি কপটাচারীদিগের অত্যাচারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত পরম পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বর্ত্তমানে এরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধু নামধারী ভণ্ডদিগের কপটতায় কত সরল হৃদয় ব্যক্তির কত প্রকার সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গৃহস্থগণ প্রায়ই স্থানে স্থানে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায়, সাধারণে সাধু, সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস করিতে সঙ্কুচিত হয়েন। বৈষ্ণব জগতের কলঙ্ক স্বরূপ দুরাচারগণ যতদিন রীতিমত শাসন না হইবে, যতদিন অসচ্চরিত্র স্বহৃদয় কপটাচারীগণ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে থাকিবে, ততদিন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উন্নতি ও কুশল সুদূরপরাহত। বর্ত্তমান বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্লানি দূরীকরণ উদ্দেশে উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে মহানুভব বৈষ্ণবগণের ও গৌরভক্ত মহোদয়গণের আন্তরিক সহানু-ভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রত্যুত্তর। "তিলিবান্ধব শ্রাবণ সংখ্যা। ১ম প্রতিবাদ।" মনিপুর ইতিহাসোক্ত রসিকলাল কুণ্ডু একজন পৃথক ব্যক্তি। কার্পাসডাঙ্গা নিবাসী রসিকলাল কুণ্ডুর সহিত মণিপুর যুদ্ধের কোন সংশ্রব ছিল না।

শ্রীসূর্য্য কুমার কুণ্ডু।

সংবাদ। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে আমাদের শ্রীযুক্ত সন্তোষ নাথ শেট মহাশয় "মহাজন সখা" ও "হিসাব লিখন প্রণালী" প্রকাশ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন নাই। ব্যবসায়ের অনেক ফুটতত্ত্ব আবার লিখিতেছেন কতদিনে যে প্রকাশ হইবে সে খপর আমরা এখনও পাই নাই।

প্রাত্রের প্রয়োজন।

পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান জানিতে হইলে তিলি বান্ধব অফিস, পোঃ কদমতলা, হাওড়া এই ঠিকানায় তিলি-বান্ধব সম্পাদক শ্রীবাহির দাস পাল মহাশয়ের নিকট পত্র লিখুন।

১। পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ সবডিভিসনের সন্নিকট বাগবাটী পোষ্টের অধীন ৮ বৎসর বয়স্ক একটী সুন্দরী সুলক্ষণাক্রান্ত পাত্রী আছে, পাত্রী স্কুলে পড়িতেছে পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া যাই তিলি জাতির দাসপাড়া কিম্বা গোবিন্দপুর সমাজে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক।

২। কলিকাতায় একটী সম্ভ্রান্ত স্বজাতির কন্যা আছে, পাত্রীর পিতা অবস্থাপন্ন, বয়স ১০।১১ বৎসর পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

৩। বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষীতলা গ্রামে একটী বয়স্থা পাত্রী আছে, পাত্র অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

৪। কুমারখালি নদীয়া গ্রামে একটি ১১ বৎসর বয়স্কা একটি পাত্রী আছে পাত্র শিক্ষিত কিম্বা অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

৫। শান্তিপুরে একটি সুন্দরী পাত্রী আছে, পাত্রীর বয়স ১১।১২ বৎসর পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

৬। বগুড়া জেলায় একটি উচ্চ বংশ সম্ভূত সুন্দরী পাত্রী আছে পাত্র শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

৭। কলিকাতায় একটি উচ্চ বংশসম্ভুত মধ্যমা কন্যা আছে পাত্র অবস্থাপন্ন কিম্বা উচ্চ শিক্ষিত হওয়া চাই।

পাত্রীর প্রয়োজন।

১। বগুড়া জেলার অন্তর্গত চান্দাইকোণা পোষ্টের অধীনে একটী পাত্র আছে, পাত্রের বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে, বাঙ্গালা লেখাপড়া জানে, অবস্থা মন্দ নহে, কারবার আছে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতা বর্ত্তমান

মোটের উপর মেয়েটি খাইবার ও পরিবার কষ্ট পাইবে না। দাসপাড়া কিংবা গোবিন্দপুর সমাজে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

২। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাঁদহাট গ্রামে একটি পাত্র আছে পাত্র ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এ বৎসর ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা দিবে। বয়স ২১ বৎসর পিতার জমিদারীর বার্ষিক আয় ২৫০০৲ টাকা পাত্রী সুন্দরী ও বয়স্থা হওয়া চাই। এখন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে।

৩। শান্তিপুরে একটি বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ঘরের পাত্র আছে পাত্রের বয়স ২১।২২ বৎসর, পাত্রী বয়স্থা ও সুন্দরী হওয়া চাই।

৪। হাওড়া জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ ব্যাটরা গ্রামে একটি পাত্র আছে পাত্র Entrance class এ পড়িতেছে পাত্রের পিতার অবস্থা মন্দ নহে পাত্রী সুন্দরী হওয়া চাই।

৬। কলিকাতায় একটি ধনবান ও ব্যবসায়ী গৃহস্থের মধ্যে একটি পাত্র আছে পাত্রী সুন্দরী হওয়া চাই।

৭। বাড়ী ঢাকা জেলায় এক্ষণে কলিকাতায় থাকিয়া বি,এ, পড়িতেছে এ বৎসর বি, এ. পরীক্ষা দিবে পাত্রী অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে হওয়া চাই।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বহুদিন যাবৎ ২২নং বিডনষ্ট্রীট গোয়াবাগান নিবাসী কলিকাতা সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ নন্দী মল্লিক মহাশয় প্রণীত কয়েকখানি ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ইনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু কাল হইতে চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে নানারূপ সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকায় কোন মত সত্য, ইহা স্থির করিতে না পারায় Cal. olcott প্রবর্ত্তিত Theo-Society যখন ১৮৮২ সালেকলিকাতায় স্থাপিত হয় ইনি তাহাতে যোগদান করেন, এবং বঙ্গীয় তত্ত্ব সভায় ১১ সালের সহকারী সম্পাদকরূপে দ্বাদশ বৎসরকাল কার্য্য করেন। পরে ইহাদের মধ্যে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সারমর্ম্মের অভাব দেখিয়া পূজ্যপাদ পরম হংস ৺ শিব নারায়ণ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং ধর্ম্ম সমন্বয়ে ১ম ও ২য় ভাগ প্রচার করেন। ধর্ম্মসমন্বয়ে বেদ উপনিষৎ ও দর্শন শাস্ত্রাদির মধ্যে

যে একই সনাতন ধর্ম্ম নিহিত আছে, তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা পণ্ডিত মণ্ডলীর জ্ঞাপনার্থ রচিত হওয়ায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। পরে ইহারা সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল, এক্ষণে "জ্ঞান কথা" এবং ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি গত বৎসর তিলি জাতি সম্মিলনীতে বিতরণ করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। জ্ঞান কথায় জীব ও জগতের সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জীব কোন কোন উপাদানে গঠিত এবং বহির্জগতে সেই সেই পদার্থ কিভাবে আছে তাহা জানিতে না পারিলে ভগবৎ তত্ত্ব বুঝা সুকঠিন। এই পুস্তকে বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থে অতি সরল ভাষায় প্রশ্নোত্তর স্থলে এই দুরূহ ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তক কয়েকটি বিদ্যালয়ে বালকদিগের শিক্ষার্থে গৃহীত হইয়াছে। বাল্যকালেই যে ধ্রুব ও প্রহ্লাদ মহাশয়েরা যে সনাতন ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া শঙ্খ চক্রধারী শ্রীবিষ্ণুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাহা বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ও গৌরাঙ্গ দেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

"মহাজনী হিসাব লিখন প্রণালী"—শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ নাথ শেঠ মহাশয় কর্ত্তৃক যোং লক্ষ্মীসরাই হইতে লিখিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। সন্তোষ বাবু আমাদের স্বজাতি, তিনি তিলিবান্ধবের একজন গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক এবং সময়ে সময়ে আমাদের পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার লিখিত "মহাজন-সখা" নামক একখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছিলাম। "মহাজন-সখা" লিখিয়া তিনি ব্যবসায়ীর অনেক কূটতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া উপকার করিয়াছেন। তাহার পর "লিখন প্রণালী" খানি যেরূপভাবে ও যেরূপ সহজভাষায় প্রত্যেক বিষয়ের উদাহরণ সহিত লিখিত হইয়াছে তাহাতে মহাজনদিগের একটী বিশেষ অভাব দূর হইবে বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ খাতাপত্র লিখিবার ও রাখিবার সহজ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে খাতাপত্র কি করিয়া লিখিতে হয়, কত প্রকার খাতা রাখা দরকার, কিরূপভাবে হিসাব পরীক্ষা করিতে হয়, দৈনিক, সাপ্তাহিক, বাৎসরিক মনফা কিরূপভাবে বাহির করিতে হয়, চলিত হিসাবের সুদ কি করিয়া কসিতে হয় প্রভৃতি মহাজনী বিভাগের হিসাব তন্ন তন্ন করিয়া খুলিয়া লিখিয়াছেন।

এই ধরণের পুস্তক প্রত্যেক মহাজনের একখানি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। সংবাদপত্রের গুরুতর সম্পাদকের ভারবহন করিয়া আমরা অনেক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকি, কিন্তু এরূপ করিত-কর্ম্মা (practical) লেখনী সহজে কেহ ধরিতে পারেন না। সন্তোষ বাবুকে আমরা অনেক দিন ধরিয়া জানি, তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় ব্যবসা কার্য্য করিয়া যে এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া এরূপ ধরণের পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে সকলে সন্তোষ বাবুর উপরোক্ত দুইখানি পুস্তক খরিদ করিয়া স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদান করুন।

এইবার পুস্তকের ত্রুটীর কথা বলিব। পুস্তকখানি যেরূপ সহজ ও চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মহাজন মাত্রেই বেশ বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু সাহিত্যসেবীদিগের কিছু কটমটে লাগিবে, কারণ উহাতে এমন চলিত শব্দ আছে, যাহা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আমরা আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে উহার একটি পরিশিষ্ট করিয়া দিলে সাধারণের পক্ষে পাঠ করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৩৮২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পাল, চাঁদপুর, পোঃ কালিয়া হরিপুর, পাবনা ১৲
৩৮৩। „ প্যারিমোহন পাল, কারাটিয়া, মৈমনসিংহ ১৲
৩৮৪। „ যামিনী মোহন কুণ্ডু, Gooatalla, পোঃ শিবচর, ফরিদপুর ১৲
৩৮৫। „ সরোজচন্দ্র খাটুয়া, পোঃ তেরপেখিয়া, মেদিনীপুর ১৲
৩৮৬। „ ধ্রুবনারায়ণ দে চৌধুরী, সাহাপুর, পোঃ জেলা মালদহ ১৲
৩৮৭। „ রাধাকৃষ্ণ দে রায়, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ ১৲
৩৮৮। „ যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু সার্ভেয়ার, পোঃ সাগরকান্দী, পাবনা ১৲
৩৮৯। „ সতীশ চন্দ্র চোধুরী, জমিদার, রাউতাড়া পোতাজিয়া, পাবনা ১৲
৩৯০। „ কুমুদ কান্ত শেঠ, ভাঙ্গামোড়া, হুগলি ১৲

৩৯১। „ রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ভাইস্ চেয়ারম্যান, বালি মিউনিসিপ্যালিটী ১৲
৩৯২। „ গোপীনাথ সাউ, পারুলিয়া, পোঃ বহড়ালোড়া, সিংহভূম ১৲
৩৯৩। „ দেবেন্দ্রনাথ পাল, আলগাপুর, কালীবাড়ীবাজার, কাছাড় ১৲
৩৯৪। „ হরচন্দ্র পাল, চৌগ্রাম, রাজসাহী ১৲
৩৯৫। „ রাধারমন দাস কুণ্ডু, ডাক্তার, দুপচাচিয়া, বগুড়া ১৲
৩৯৬। „ সহদেব হালদার, চাঁদপুর, পোঃ চৌড়াল, মালদহ ১৲
৩৯৭। „ কেদার নাথ কুণ্ডু, ডাক্তার, দুপচাচিয়া বগুড়া ১৲
৩৯৮। „ শশীভূষণ পাল, store keeper, শিবপুর জুটমিল, হাওড়া ১৲
৩৯৯। „ আশুতোষ নন্দী, পণ্ডিতঘাট, পোঃ সালিখা, হাওড়া ১৲
৪০০। „ প্রকাশ চন্দ্র কুণ্ডু, ১১৪ ঘুশুড়ী রোড, পোঃ সালিখা, হাওড়া ১৲
৪০১। „ সিদ্ধেশ্বর নন্দী ৪৩নং ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর, কলিকাতা ১৲
৪০২। „ হরিদাস মণ্ডল, ২৬নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৪০৩। „ নিত্যগোপাল বিশ্বাস, Engineer, Martin Co, 6,7 Clive treet Calcutta ১৲
৪০৪। „ নটবর অধিকারী, উইনালা, পোঃ বহড়ালোড়া, সিংহভূম ১৲
৪০৫। „ গিরিশ চন্দ্র পাল, ঘটিয়ারা, পোঃ সুলতানপুর, ত্রিপুরা ১৲
৪০৬। „ সতীশ চন্দ্র মণ্ডল, বাগচরা, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ ১৲
৪০৭। „ ললিত মোহন পাল, ঢালান, পোঃ বাঘিল, মৈমনসিংহ ১৲
৪০৮। „ যোগেন্দ্র চন্দ্র পাল, Dighpait, জামালপুর, মৈমনসিংহ ১৲
৪০৯। „ হরিবন্ধু পাল, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ ১৲
৪১০। „ বিপিনবিহারী কুণ্ডু, পোঃ বিবরতারহাট, মেদিনীপুর ১৲
৪১১। „ দ্বারকানাথ খাটুয়া, পোঃ তেরপেখিয়া, মেদিনীপুর ১৲
৪১২। „ সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, জমিদার, পোঃ হাবাসপুর, ফরিদপুর ১৲
৪১৩। „ উপেন্দ্র বিহারী সরকার, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ ১৲
৪১৪। „ রামব্রহ্ম রায় চৌধুরী, পো, কলিগাঁও, মালদহ ১৲
৪১৫। „ কৃষ্ণলাল মল্লিক, L. M. S. নবদ্বীপ, নদীয়া ১৲
৪১৬। „ ব্রজনাথ কুণ্ডু পোঃ ভদ্রেশ্বর, হুগলি ১৲
৪১৭। „ হৃদয়নাথ দে, পোঃ ভদ্রেশ্বর, হুগলি ১৲
৪১৮। „ কালিদাস শ্রীমানি, মহিয়াড়ী, পোঃ আন্দুল, মহিয়াড়ী হাওড়া ১৲
৪১৯। „ গোষ্ঠবিহারী পাল, ১নং বাজেশিবপুর লেন, হাওড়া ১৲

৪২০। „ দুলাল চাঁদ নন্দী, মহিয়াড়ী পোঃ আন্দুল মহিয়াড়ী, হাওড়া ১৲

৪২১। „ হরিধন পাল, বালির বাজার, পোঃ উত্তরপাড়া, হাওড়া ১৲

৪২২। „ বি, সি, কুণ্ডু, Parks garden Ist Bye Lane বাজে শিবপুর, পোঃ শিবপুর, হাওড়া ১৲

৪২৩। „ দেবেন্দ্রনাথ নন্দী ডাক্তার চাঁদুল, পোঃ জগৎবল্লভপুর হাওড়া ১৲

৪২৪। „ রাজারাম কুণ্ড, ৭।৫ গ্যাস ষ্ট্রীট, রাজার বাজার, কলিকাতা ১৲

৪২৫। „ অধর চন্দ্র কম্বুই-১২২নং করপোরেসন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৪২৬। „ সুরেন্দ্রনাথ দে L. M S, ৬নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৪২৭। „ জগন্নাথ কুণ্ডু B.A. L. M.S. ৪৬নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৪২৮। „ অনাথ নাথ দে, ৮৯।১ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৪২৯। „ অভয় চরণ পাল, ২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৪৩০। „ জিতেন্দ্রনাথ নন্দী, ৫২নং ষ্ট্র্যাণ্ডরোড, কলিকাতা ১৲

৪৩১। „ রামশুক কুণ্ডু, ১৫ নং চাউলপটী, বেলেঘাটা, কলিকাতা ১৲

৪৩২। „ নন্দলাল দে, ১৫ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৪৩৩। „ গোপাল চন্দ্র কুণ্ডু ২২নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲

৪৩৪। „ মহীন্দ্রনাথ দে ২১৩ নং শ্যামবাজার ব্রীজ রোড, কলিকাতা ১৲

৪৩৫। „ কামিনীকুমার রায়, ৯নং চিৎপুর, পাটের আড়ত, কলিকাতা ১৲

৪৩৬। „ বংশী চৌধুরী, মহদা; ষ্টেশন ধাণী, ভগলপুর ১৲

৪৩৭। „ দেবেন্দ্রনাথ পাল, চলকান, পোঃ মগরা, মৈমনসিংহ ১৲

৪৩৯। „ শ্যামাচরণ পাল চৌধুরী, কাদিমহামজানি, পটল, মৈমনসিংহ ১৲

৪৪০। „ রাধাকৃষ্ণ পাল, বাঘিয়া পালবাড়ী, পোঃ বাঘিয়া, ঢাকা ১৲

৪৪১। „ গুণমণি পাল, পোঃ শ্রীগৌরী, শ্রীহট্ট ১৲

৪৪২। „ উমেশ চন্দ্র কুণ্ডু, সাড়াশিয়া, পোঃ নাকানিয়া, পাবনা ১৲

৪৪৩। „ অধর চন্দ্র কম্বুই, বারুইপাড়া লেন, পোঃ শ্রীরামপুর, হুগলি ১৲

৪৪৪। „ এককড়ি দে বি, এল, খড়োবাজার, পোঃ চুঁচুড়া, হুগলি ১৲

৪৪৫। „ প্রবোধ চন্দ্র কুণ্ডু ২৪৭ নং বেলিলিয়স রোড, হাওড়া ১৲

৪৪৬। „ গুণমাধব নন্দী, সাতরাগাছি, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া ১৲

৪৪৭। „ সুরেন্দ্র নাথ পাল, আন্দুল ষ্টেসন মাষ্টার, হাওড়া ১৲

৪৪৮। „ হরিমোহণ দে, ১২ নং শিবতলা লেন, পোঃ শিবপুর, হাওড়া ১৲

৪৪৯। „ নফরচন্দ্র আটা, বেনারস রোড, পোঃ সালিখা, হাওড়া ১৲

Printed and published by Behir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্রিকা প্রকাশিত হয়,গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিক পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য । প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৴১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কার্য্যাধ্যক্ষ—
কদমতলা পোঃ অঃ, হাওড়া। শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধবপত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা। পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

—:০:—

চতুর্থ বর্ষ।	মাঘ ১৩১৯ সাল।	১০ম সংখ্যা।

উপসংহার।

১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসের ৭ম সংখ্যা তিলিবান্ধবে “বঙ্গীয় পাঁচ পরগণাস্থ তিলি জাতির সামাজিক নিয়ম পত্র সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। ঐ নিয়ম পত্রে বহু গণ্য মান্য লোকের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা যে এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়া এই অধঃপতনোন্মুখ তিলি সমাজের উন্নতি সাধন করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি ভগবানের কৃপায় ইঁহাদের এই নিঃস্বার্থ, পরিশ্রম ও যত্নদ্বারা তিলি সমাজের সেই প্রাচীন বিশুদ্ধ পদ্ধতির উন্নতি সাধন হইবে। ইঁহারা সমাজের উন্নতিকল্পে যে সকল নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাগুলিই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তবে দুই এক স্থানে সামান্য কিছু কিছু দোষ থাকা আমার নিকট বোধ হইল। সে গুলিও বোধ হয় সত্বরেই সংশোধিত হইতে পারিবে।

অর্থ সংগ্রহের উপায়গুলি বেশ সহজ সাধ্য হইয়াছে। উহার দ্বারা অতি অল্প সময় মধ্যেই বহু টাকা সংগ্রহ হইতে পারিবে। আদায়ের নিয়মও কঠিন শাসনাধীন হইয়াছে। টাকা বিলম্বে পাঠান জন্য যদি [illegible]

টাকায় মাসে।• আনা সুদ আদায় হয় তাহা হইলে উহাতেও অনেক আয় হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ সকল টাকা হইতে গরিব তিলি-বান্ধবকে বৎসরে মাত্র ১২ বার টাকা সাহায্য করা যথেষ্ট বোধ হইল না। কারণ যখন নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে বহু টাকা ব্যয় হইবে তখন ন্যূন কল্পে ২৫ পঁচিশ টাকা বার্ষিক সাহায্য এবং উহার একটী মুদ্রাযন্ত্রের জন্য এক কালীন ৫০ পঞ্চাশটী টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। ইহাতে এই নির্ব্বানোন্মুখ পত্রিকাখনি হয়ত আরো দশ দিন বেশী জীবিত থাকিতে পারিত। ভরসা করি সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়গণ ইহার পুনর্ব্বিচার করিবেন।

পাঁচ পরগণার মহোদয়গণ সম্মিলিত হইয়া বিবাহের যে সমাজবন্ধন করিয়াছেন এবং প্রাচীন সমাজ বন্ধনকে বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলভাব হইতে ফিরাইয়া আনার জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতেও বঙ্গীয় তিলি সমাজ তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিবে সন্দেহ নাই। কারণ পূর্ব্বে বল্লাল সেনের সময় ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চ শ্রেণীর জাতির মধ্যে কৌলিন্য প্রথা স্থাপন করা হয় এবং দেবীবর ঘটক আবার উহাদের মধ্যে মিল বা মেল বন্ধন করিয়া যাওয়ায় সেই সুন্দর নিয়মানুসারে ঐ সকল জাতির মধ্যে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট মেল ও সমাজ ছাড়া অন্য মেল বা সমাজে বিবাহাদি হইতে পারে না। ইহাতে তাঁহাদের সমাজ মধ্যে কোনই আবিলতা প্রবেশ করিতে পারে না। সেই জন্য এখনও অনেক নিরাবিল পঠির কুলিন আছেন এবং অনেক নৈকশ্য (নিকশ, কশরহিত, অকলঙ্ক বা নির্ম্মল) কুলিন স্থানে স্থানে শবদেহকারে রহিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণান্তেও মেল বা সমাজ ছাড়িয়া অন্য মেলে বা সমাজে বিবাহ করে না ও বিবাহ দেয় না।

আমাদের তিলিজাতির মধ্যে যদিও বল্লালী প্রথা প্রচলিত থাকার কথা শুনিতে পাই না, তত্রাচ তৎকালে আমাদের সমাজেও বল্লাল সেন ও দেবীবর ঘটকাদি ব্যক্তিগণের ন্যায় বুদ্ধিমান লোক যে ছিল না তাহা নহে। তৎকালে আমাদের তিলি সমাজের প্রাচীন বুদ্ধিমান লোকেই আমাদের সমাজবন্ধন করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সেই নির্দ্দিষ্ট সমাজ মধ্যেই বিবাহাদি আবদ্ধ থাকিত। কেহ কখন অন্য সমাজে বিবাহ করিয়া কি দিয়া নিজ সমাজে আবিলতা প্রবেশ করাইত না। কাজেই প্রত্যেক সমাজই নিরাবিল পঠির কুলিনগণের ন্যায় নিরাবিল অবস্থায় থাকিত। কিন্তু হায় এখন

কতকগুলি অবিবেচক লোকে পরামর্শ করিয়া সেই প্রাচীন নিয়ম ভঙ্গ করার চেষ্টায় আছে, এবং কেহ কেহ তাহা ভঙ্গ করিয়া নিজ নিজ সমাজ মধ্যে আবিলতা ও নানা কলঙ্ক আনায়ন করিতেছে। ইহাতে যে সমাজের নির্ম্মলতা নষ্ট হইয়া কত দোষে দুষিত হইতেছে তাহা বিধাতাই জানেন। এই দেখুন না কোথায় উত্তর বঙ্গের রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা আর কোথায় সুদুর দক্ষিণ পাঁচ সাত দিনের পথ রাঢ় দেশের বর্দ্ধমান বীরভূমাদি জেলা। এত ব্যবধানে গিয়াও অজ্ঞাত কুলশীল সমাজে কেহ কেহ বিবাহ করিয়া আপনাপন সমাজ নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। আবার কোথায় পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা ময়মনসিংহ আর কোথায় সাত সমুদ্র তের নদী পার সুদুর পশ্চিম মালদহ পূর্ণিয়া ইত্যাদি বেহার ঘেসা জেলা। ইহার মধ্যেও কেহ কেহ প্রবেশ করিয়া বিবাহ করিতেছে। এই সকল কার্য্য দ্বারা আপনাপন সমাজে আবিলতা আনিয়া সমাজ নষ্ট করা কেবল সভাপতি, মণ্ডল ও মোকামী মহাশয়গণের অমনোযোগীতার ও শিথিলতার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে সুখের বিষয় এই যে আজকাল পাঁচ পরগণার সমাজপতি মণ্ডল ও মোকামী মহোদয়গণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিয়াছেন তাহাতে উপস্থিত উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত অনেক পরিমাণে বন্দ হইয়া যাইবে। সকল স্থানের তিলির সহিত একত্র হইয়া একটা হট্টগোল করা বড়ই অন্যায়।

এ স্থলে আর একটি কথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে যদি আমার সামাজিক অনভিজ্ঞতার কোন পরিচয় প্রকাশ পায় তজ্জন্য পাঠক মহাশয়গণ আমার নির্ব্বুদ্ধিতার ক্ষমা করিবেন। কথাটা এই যে আমাদের রাজসাহী বিভাগে পাবনা রাজসাহী ও বগুড়া প্রভৃতি জেলার মধ্যে যে সকল তিলি সমাজ আছে তন্মধ্যে কোন স্থানেই মণ্ডল বা মোকামী মহাশয়দিগের কোন পদ বা নাম থাকা দেখিতে পাই না। বহু পূর্ব্বে আমাদের বাল্যকালে কদাচিৎ দুই চারিটী মণ্ডল মহাশয়ের নাম কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের যে দুই চারিটী বংশধর আছে তাঁহারা বহুদিন হইতে কুণ্ডু হইয়া গিয়াছে। জানিনা কি দোষে দেখিয়া তাঁহারা ঐ মণ্ডল উপাধি ছাড়িয়া কুণ্ডু নামে পরিচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ প্রাচীন উপাধিটী তাঁহারা শ্রুতি মধুর বোধ না করাতেই উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ গৌরবের উপাধিটী পরিত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে ভাল হয় নাই। যেহেতু ছোট বেলায় আমারা ভূগোল ও খগোল বিবরণ পাঠ করিয়া মণ্ডল শব্দটীতে জ্যোতির্ম্ময় সুবৃহৎ উজ্জ্বল গোলাকার পদার্থ বুঝিয়াছি। যেমন সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল ইত্যাদি। ইহাতে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত নিকৃষ্টও বুঝায় না। বোধ হয় সেই শ্রেষ্ঠত্ব জন্যই পাঁচ পরগণার মণ্ডল মহাশয়গণ এতদিনও গৌরবান্বিত উজ্জ্বল মণ্ডলাকার বুদ্ধি সম্পন্ন থাকিয়া তথাকার সমাজ শাসনভার গ্রহণে সমর্থ রহিয়াছেন। আমার এরূপ অনুমান সত্য কিনা তাহা পাঠক মহোদয়গণ ও পাঁচ পরগণার সমাজপতিগণ বিবেচনা করিবেন।

এখন দেখিতে চাই যে ঐ সকল সমাজপতিগণের মধ্যে মোকামী কাহাকে বলে। আমাদের রাজসাহি বিভাগের সকল সমাজেই ধনী মহাজনগণের ভিন্ন ভিন্ন কারবারি মোকামে বা বাসায় যে সকল প্রধান কর্ম্মচারী থাকেন তাঁহাদের হস্তেই কারবারের সমস্ত ভার ন্যস্ত থাকে। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বেই মোকামের সকল কার্য্য চলে। মোকামের প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়াই তাঁহাদিগকে মোকামী বলা হয়। সমাজের উপর তাঁহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তবে বাণিজ্য মোকামই যখন অর্থোপার্জ্জনের প্রধান আকর, তখন সেই শ্রেষ্ঠ স্থানের কর্ত্তা হইলেই প্রকারান্তরে গৌণ-ভাবে তাঁহাদিগকে সমাজেরও কর্ত্তা বলিয়া ধরিয়া লইতে কোন বাধা নাই। কারণ বহু অর্থোপার্জ্জন দ্বারাই সমাজের পুষ্টি সাধন হয়। তবেই সে হিসাবেও মোকামী মহাশয়েরা সমাজপতি হওয়া কোন দোষের কারণ দেখি না। ইহাতে ভাষা চাতুর্য্যের বেশ পারিপাট্য আছে সন্দেহ নাই। সেইজন্যই সকলের পক্ষে উহা সহজ বোধগম্য নহে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাতেও এরূপ শব্দনৈপুণ্য অনেক দেখা যায়, যাহাতে একটী শব্দ বহু অর্থ প্রকাশ করে। স্থান বিশেষে আবশ্যক মত তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। মোকামী শব্দের অর্থে আমি সহজ জ্ঞানে যাহা বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। ইহাতে পাঁচ পরগণার মহোদয়গণের অভিমত কি তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। আমার বুদ্ধির ভুল হইয়া থাকিলে মার্জ্জনা করিবেন।

এখন দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে ১৩১৯ সালের উপ-যুক্ত ৭ম সংখ্যা তিলিবান্ধবকেই "একটী নিবেদন" নামক আর একটী

প্রবন্ধ পাশাপাশিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নিবেদন প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখিলাম, উহাতে পাঁচ পরগণার সমাজপতি, মোকামী ও মণ্ডল মহাশয়গণের চেষ্টিত সৎকার্য্য সমূহের অযথা প্রতিবাদ করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে তাঁহাদিগকে কূপমণ্ডূক তুল্য ও ভবিষ্যতের উন্নতি বিঘ্নকারী বলিয়াও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধটী হওড়া জেলার অধীন সাঁতরা-গাছির শ্রীযুক্ত বাবু ননিলাল দে মহাশয় লিখিয়াছেন জানা গেল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি শ্রীযুক্ত ননিলাল বাবু পাঁচ পরগণার সমাজভুক্ত লোক হইলেও তিনি সামাজিক উন্নতি করার নিয়মপত্রাদির গূঢ় মর্ম্ম অবগত নহেন। দশ আনি পরগণায় উত্তর ব্যাটরার ৺ পাঁচকড়ি টাট মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে সমস্ত গণ্যমান্য লোকে মিলিত হইয়া পাঁচ পরগণার তিলিজাতির সামাজিক নিয়ম পত্রের যে অবতারণা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক সদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। সেই সকল উদ্দেশ্য সকলে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। যখন ঐ ব্যাপারে সমস্ত গণ্যমান্য কুটম্ব উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার ভিতর উকিল ডাক্তার প্রভৃতিও দেখা যাই-তেছে, তখন তাঁহাদিগের একত্রিত বুদ্ধি বিবেচনায় যাহা সমাজের মঙ্গল-দায়ক তাহাই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। ইহাতে অনিষ্টের কোন আশঙ্কাই করা উচিত নহে। এই নিয়ম পত্র অনুসারে কার্য্য হইতে থাকিলে সকল সমাজের মঙ্গল ও উন্নতি অতি নিকট বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিলে অর্থাৎ বড় লাটের সভায় কুড়ি পঁচিশজন সদস্য একত্রে যে মীমাংসা করিয়া আইনাদি প্রণয়ণ করেন তাহা দ্বারা সমস্ত ভারত শাসন হয় ও তদ্দ্বারা বহু প্রকার উন্নতি সাধিত হইতেছে। আর আমাদের সমা-জের হিতকর কার্য্যে দশ পনর কুড়ি প্রধান প্রধান বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোকের প্রণীত নিয়ম পত্র দ্বারা সম্পাদিত হইবে না ইহা মনেও স্থান দেওয়া উচিত নহে। তবে ননিলাল দে মহাশয়কে ইহার জন্য দোষীও সাব্যস্ত করিতে পারি না। কারণ তিনি হয়ত নব্য ভাবাপন্ন অল্প বয়স্ক শিক্ষিত লোক। সামাজিক বহুদর্শিতা এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন নাই। কাজেই পাঁচ পরগণার সমস্ত কুটম্বগণ * প্রণীত নিয়ম মধ্যে উন্নতির যে গূঢ় অভিপ্রায়

* কুটুম্ব শব্দটী সকল দেশে সমান ও এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না তজ্জন্য ইহার টীকা করিতে হইল। আমাদের রাজসাহি বিভাগে যাঁহাদের মধ্যে

নিহিত রহিয়াছে তাহার রহস্য তিনি ভেদ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তিনি তাঁহার "নিবেদন" প্রবন্ধে পাঁচ পরগণাস্থ ব্যাটরার সভাতে যে সকল নিয়মপত্র ধার্য্য হইয়াছে তাহার কতকগুলি দোষ উল্লেখ করিয়াছেন। আমি এই ৬০।৬৫ বৎসরকাল সংসার সাগরে ভাসিতে ভাসিতে নানা সমাজের কূলে গিয়া ঠেকিয়াছি এবং সেই সকল সমাজের কাজকর্ম্ম দেখিয়া ও শুনিয়া একরূপ বহুদর্শী হইয়াছি। কাজেই পাঁচ পরগণার সামাজিক নিয়মপত্রে জাতীয় উন্নতির যে গূঢ় সদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি।

উপরোক্ত পাঁচ পরগণার নিয়ম পত্রের একটী ধারার মধ্যে দেখিয়াছি যে তরফ শিবপুর পরগণার যে কয়েক ব্যক্তি জয়নগর ও অন্যান্য সমাজে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহারা অপরাধী হইয়া এখনও সমাজের মণ্ডল ও মোকামী মহাশয়গণের বিচারাধীন রহিয়াছেন। আর যে সকল লোক ইহার পর চলিত সমাজ ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজে বিবাহ করিবেন তাহারা পূর্ব্বানুসারে সমাজচ্যুত হইবেন। এই ব্যবস্থা অতি শিথিলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে। আমাদের রাজসাহি বিভাগের তিলিসমাজের কোন ব্যক্তি অন্য সমাজে বিবাহ করিলে আমাদের সমাজপতিগণ ঐ ব্যক্তিকে দ্বীপান্তর পাঠানর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আর যাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ঐরূপ অপরাধে অপরাধী হন তাহাদিগকে কেবলমাত্র সমাজচ্যুত না করিয়া একেবারে জাতিচ্যুত করা হইয়া থাকে। যাহা হউক পাঁচ পরগণার শিবপুরের অপরাধীগণের বিচার ফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

শ্রীবনমালী কুণ্ডু। Retired Inspector of Police. পোতাজিয়া, পাবনা।

বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাঁহারাই পরস্পর কুটম্ব। তদ্ব্যতিত সমাজের অন্য কোন লোককে কুটম্ব বলে না। পাঁচ পরগণাতে দেখিতেছি সমাজভুক্ত সমস্ত লোকই পরস্পর সকলের কুটম্ব। এটী বড়ই উচ্চভাব সন্দেহ নাই। যেমন "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটম্বকম্"। সুতরাং তাঁহারা সকলেই উদার চরিত্র লোক সন্দেহ নাই।

তিলিজাতি সম্মিলনী।

তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন। ১৪ই পৌষ, সন ১৩১৯ সাল।

বিগত ১৫ই পৌষ হইতে বর্ত্তমান ১৪ই পৌষ পর্য্যন্ত তিলিজাতি সম্মিলনীর কার্য্য বিবরণ। সম্মিলনীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বি, এ, এটর্ণি (রাণাঘাট) কর্ত্তৃক পঠিত।

ভগবৎ কৃপায় তিলিজাতি-সম্মিলনী আর এক বৎসর অতিক্রম করিল। বিগত ১৫ই পৌষ তারিখে তিলিজাতি-সম্মিলনীর একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে যে কার্য্য বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর দিঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুর ও ভাগ্যকুলের রায় বাহাদুর মহোদয়গণ ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়াতে তাঁহাদের সংবর্দ্ধনার্থ যে একটি প্রীতি-সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল তদ্বিষয়ক এবং সন ১৩০৫ সালে স্থাপিত নির্ব্বাপিত প্রায় তিলিজাতি-সম্মিলনীর পুনরুদ্দীপন জন্য সন ১৩১৮ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের কলিকাতা বাসভবনে যে সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল তৎসম্বন্ধীয় ও তৎকাল হইতে ঐ সনের ১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত তিলিজাতি-সম্মিলনীর সমস্ত কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঐ ১৫ই পৌষ তারিখের বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে চারিটি প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাবানুসারে মহামহিমান্বিত প্রজাবৎসল ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের বঙ্গদেশে শুভাগমন উপলক্ষে রাজভক্ত তিলিজাতির পক্ষ হইতে তিলিজাতি-সম্মিলনী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করেন এবং রাজভক্তি সূচক এই প্রথম প্রস্তাব সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এককালে ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর জয়গানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রস্তাব দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি পুনরনুমোদিত হয় এবং অধিকতর উদ্যম সহকারে সফল করিবার জন্য

করা হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে বঙ্গদেশীয় তিলিজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ও কল্যাণ বিধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হয় ও তদ্বিষয়ে যাহাতে সমগ্র স্বজাতি মণ্ডলী আগ্রহশীল ও যত্নবান হয়েন তৎসম্বন্ধে কার্য্যকরী সমিতিকে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা জন্য ভারার্পণ করা হয়। উক্ত অধিবেশনে প্রায় দুই সহস্রাধিক স্বজাতি সমবেত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। সভাস্থলে প্রায় ২৫০০৲ টাকা বাৎসরিক ও এককালিন চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ও তন্মধ্যে ২৩২৲ টাকা সভাস্থলে সংগৃহীত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব অধিবেশনে পঠিত কার্য্যাবলীতে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে গত সন ১৩১৮ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের অধিবেশন সময়ে অনেক গবেষণার পর প্রায় ২৫০০ তিলি মহোদয়গণের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়। বিগত সন ১৩১৮ সালের ১৫ই পৌষ তারিখে যে অধিবেশন হয় তদুপলক্ষে প্রায় ৩৩০০ শত নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বর্ত্তমান অধিবেশনে আমরা প্রায় ৫০০০ নিমন্ত্রণ পত্র দিতে সক্ষম হইয়াছি ও সংবাদ পত্রসমূহে যথাসময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের অধিবেশনে আন্দাজ ৮০০ শত ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত সাধারণ অধিবেশনের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন সন ১৩১৮ সালে ৭ই মাঘ ৬ই ফাল্গুন, ২২শে ফাল্গুন, এবং সন ১৩১৯ সালে ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ৫ই শ্রাবণ, ১০ই শ্রাবণ, ১১ই ভাদ্র, ২৩শে ভাদ্র, ২০শে আশ্বিন, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ও ৮ই পৌষ, তারিখে হয়। প্রথম অধিবেশনে সুমারের ফরম বিষয়ে আলোচনা হইয়া একটী ফরমের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় ও কার্য্যকরী সমিতির গঠন বিষয়ে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে সুমারের ফরম সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিগণ যে সমস্ত মতামত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা হইয়া ঐ ফরম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ফরম গৃহীত হয়। নানা স্থানের ও বিভিন্ন সমাজের যে সমস্ত মহোদয়গণের নাম কার্য্যকরী সমিতি গঠন জন্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় ও আবশ্যক মত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়, এবং সর্ব্ব বঙ্গ হিন্দু শিক্ষাসম্মিলন ও কমিশনে তিলিজাতি-সম্মিলনীর পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়। তৃতীয় অধিবেশনে, গত সাধারণ অধিবেশনে

নির্বাচিত কার্যনির্ব্বাহকগণের নিয়োগ পুনরানুমোদিত হয়, এবং বিভিন্ন স্থানে ও সমাজে শাখা সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা ও ঐ শাখা সম্মিলনীর সংগৃহীত অর্থের অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা শাখা সম্মিলনীর পরিচালন ও বক্রী অর্দ্ধাংশ মূল সম্মিলনী পরিপুষ্টি কল্পে বিনিয়োগ স্থির হয়। কার্য্যকরী সমিতির সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সুমারের ফরম ও গণনাকারীর প্রতি উপদেশপত্র গৃহীত হয় এবং গণনাকারী ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত জন্য বিভিন্ন সমাজে একখানি পত্র লেখা স্থির হইয়া ঐ পত্রের মুশাবিদা গৃহীত হয়; এবং বজেট প্রস্তুত জন্য একটী সবকমিটি গঠিত হয়। সন ১৩১৯ সাল ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের অধিবেশনে বজেটের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের অধিবেশনে উক্ত ১৩১৯ সালের প্রস্তাবিত বজেট সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর উহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ১৩১৯ সালের জন্য বজেট গৃহীত হয়। সম্মিলনীর কার্য্য প্রণালী ও অন্যান্য বিষয়ক সমুদয় নিয়মাবলী নির্দ্ধার জন্য একটি সবকমিটি গঠিত হয়; ও কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণকে অনুরোধ করা হয় যে তাহাদের নিজ নিজ ও নিকটবর্ত্তী সমাজের সুমার গ্রহণের ভার তাহারা গ্রহণ করেন। তিলি-বান্ধব পত্রিকাকে সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে গ্রহণ জন্য আলোচনা হয়। ৫ই শ্রাবণের অধিবেশনে, নিয়মাবলী প্রস্তুত বিষয়ে আলোচনা হয়, ও তিলি-বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী বাবু বাহির দাস পালের সহিত উক্ত পত্রিকা সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়া তিলি-জাতির মধ্যে ৯ জন বিখ্যাত লেখক ও সম্পাদক বলিয়া পরিচিত মহোদয়গণের সহিত পরামর্শ ও যুক্তিকরণের ব্যবস্থা হয়। শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে পূর্ব্ব হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র বনবিহারী পাল ব্যতীত কালীপদ দে, মনমোহন ভজন ও প্রাণনাথ চৌধুরী নামক আরও তিনটি ছাত্রকে বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাস হইতে মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইবে। বিগত ১০ই শ্রাবণের অধিবেশনের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ সবকমিটির সদস্যগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত করেন, ঐ সকল পাণ্ডুলিপির মর্ম্মগ্রহণ করিয়া একটি নূতন পাণ্ডুলিপি সঙ্কলন ব্যবস্থা হয়। বিগত ১১ই ভাদ্রের অধিবেশনে নূতন সঙ্কলিত পাণ্ডুলিপি পঠিত ও আলোচিত হয়। বিগত ২৩শে ভাদ্রের অধিবেশনে উক্ত নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি বিশেষভাবে পুনরায় আলোচিত হইয়া কতকাংশ সংশোধন ও পরি-

বর্ত্তনান্তর গৃহীত হয় ও বর্ত্তমান সাধারণ অধিবেশনে উক্ত নিয়মাবলী অনুমোদনের স্থির হয়। বিভিন্ন সমাজে বিবাহাদির দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন বিষয়ে আলোচনা হইয়া পাত্র পাত্রী অনুসন্ধানের সাহায্য জন্য তাহাদের নিজ নিজ সমাজের পাত্র পাত্রীর যথাযথ বিবরণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ জন্য সমগ্র স্বজাতিবর্গকে অনুরোধ করা স্থির হয়। এই প্রস্তাবানুসারে বিগত ১৫ই আশ্বিন তারিখে উক্ত মন্তব্য সম্বলিত একখানি মুদ্রিত পত্র বিভিন্ন সামাজে প্রেরণ করা হয় এবং তাহার প্রত্যুত্তর অদ্যাবধি সামান্যাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। বিগত ২০শে আশ্বিন তারিখের অধিবেশনে তিলি-বান্ধব পত্রিকাকে সম্মিলনীর মুখপত্র করিবার উপায় নির্দ্ধারণ বিষয়ে তিলিজাতির মধ্যে বিখ্যাত লেখক ও সম্পাদক বলিয়া পরিচিত মহোদয়গণের সহিত পরামর্শ ও উপায় নির্দ্ধারণ বিষয়ে আলোচনা হয় কিন্তু ইচ্ছানুরূপ উপযুক্ত পত্রিকা সম্মিলনীর মুখপত্রস্বরূপ বাহির করিতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হেতু ঐ বিষয়ে কিছু অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। উক্ত অধিবেশনে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য প্রচার ও স্থানে স্থানে শাখা সম্মিলনী স্থাপন কল্পে প্রচারক প্রেরণ বিষয়ে আলোচনা হয়। শারদীয়া পূজার বন্ধ উপলক্ষে কার্য্যকারক ও সদস্যগণ কলিকাতা হইতে নানাস্থানে যাওয়ায় প্রায় দুই মাস কাল অধিবেশন হয় নাই। তৎপরে বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে বর্ত্তমান সাধারণ অধিবেশনের স্থান, সময় ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয় এবং উক্ত সমস্ত বিষয় স্থির করিবার জন্য একটী সব্ কমিটী নিযুক্ত হয়। বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে ঐ সব কমিটীর অধিবেশনে অদ্যকার সভার স্থান, সময় ও আলোচ্য বিষয় স্থির হয় ও নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সম্পাদকগণের উপর ভার ন্যস্ত হয়। তৎপরে ৮ই পৌষ তারিখে কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে উক্ত সমস্ত বিষয় পুনঃরায় আলোচনা হইয়া উক্ত সবকমিটির কার্য্যাবলী অনুমোদিত হয়।

পূর্ব্বেই সুমারের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে স্বজাতিবর্গের পরামর্শ লইয়া কার্য্যকরী সভা যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। যে ফরম্ পরিপূর্ণ করিতে হইবে তাহার বিষয়গুলি এইরূপ;—১। ক্রমিক নম্বর, ২। নাম, ৩। পুরুষ কি স্ত্রী, ৪। বয়স, ৫। গোত্র, ৬। পটী বা শ্রেণী, ৭। সমাজ, ৮। নিবাস গ্রাম, ৯। পোষ্টাফিস, ১০। জেলা, মহকুমা, থানা, ১১। কর্ম্মস্থল, বা হালসাকিম,

১২। লেখা পড়া জানেন কিনা? ১৩। ইংরাজী বা অপর কোন ভাষা জানেন কিনা ও বিশ্ব বিদ্যালয় প্রভৃতির উপাধি থাকিলে তাহা, ১৪। পেষা, মুখ্য ও গৌণ, ১৫। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উপাধি আছে কিনা? ১৬। বিবাহিত কি অবিবাহিত মৃতদার কি বিধবা। ১৭। ভিন্ন সমাজে বিবাহ হইয়াছে কিনা, হইলে তাহার বিবরণ, ১৮। গৃহ কর্ত্তার নাম, ১৯। মন্তব্য।

উক্ত ফরম গণনাকারীর ও সুপারভাইজার বা পরিদর্শকের তারিখ সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত হইবে। গণনাকারীরা উক্ত সুমারের ফরম যাহাতে সহজে পরিপূর্ণ করিতে সক্ষম হন তজ্জন্য তাহাদিগের প্রতি উপদেশপূর্ণ একখানি পত্র ঐ সঙ্গে ছাপান হইয়াছে। তাহা হইতে ফরমের কোন ঘর কিরূপভাবে পূরণ করিতে হইবে তাহা সহজে বোধগম্য হইবে। বলাবাহুল্য যে যাহাদের জল আচরণীয়, পুরোহিত সদব্রাহ্মণ (অর্থাৎ বর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন) তাহারাই যথার্থ তিলি বলিয়া পরিগণিত ও তাহাদেরই জন্য এই সুমার গ্রহণ করা উদ্দেশ্য, অন্য কোন জাতির জন্য নহে।

বঙ্গদেশের কোন স্থানে কত তিলির বাস ও স্থানীয় কাহার উপর ঐ কার্য্যের ভার দিলে এই কার্য্য সুচারুভাবে হইতে পারে ইহা কার্য্যকরী সভা জ্ঞাত না থাকায় তদ্বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিগত চৈত্র মাসে সম্পাদকগণ একখানি পত্র বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানের গণ্য মান্য লোকদিগকে লিখিয়াছিলেন ও তাহাতে তাঁহাদিগের সমাজ কোন জেলার কোন কোন গ্রাম লইয়া গঠিত, ঐ সমস্ত গ্রামে তিলিজাতির সংখ্যা আনুমানিক কত, এবং ঐ সকল গ্রামে যে ব্যক্তির উপর ভারার্পণ করিলে কার্য্য সুসম্পাদন হইতে পারে তাহাদের নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা জ্ঞাপন করিবার জন্য একটী ফরম্ পূরণ করিয়া ফেরৎ পাঠাইবার অনুরোধ করা হয়। ফরমে (১) সম্মত আছেন কিনা, (২) সমাজের নাম ও আনুমানিক লোক সংখা, (৩) যে যে জেলায় যে যে গ্রাম লইয়া সমাজ গঠিত, (৪) ঐ সমস্ত গ্রামে যে ব্যক্তির উপর ভারার্পণ করা যাইতে পারে, (৫) কতগুলি ফরমের আবশ্যক, (৬) অন্যান্য দ্রব্য কি কি চাই, এই সমস্ত বিবরণ পরিপূরণ করিবার জন্য লেখা হয়। উক্ত প্রেরিত পত্রের আন্দাজ অর্দ্ধেক অংশের প্রত্যুত্তর পৌঁছিয়াছে, বাকী ব্যক্তিরা কোন উত্তর দেন নাই। যাহারা উত্তর দিয়াছিলেন তাহারাও যে যে ব্যক্তির উপর এ কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত তাহাদিগের ঠিকানা অর্থাৎ গ্রাম পোষ্টাফিস, জেলা প্রভৃতি

স্পষ্ট করিয়া না লেখায় কার্য্য আরম্ভের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বিভিন্ন সমাজের ও স্থানের সেন্সাস্ বিভিন্ন সময়ে আরম্ভ না করিয়া যতদূর সম্ভব এক সময়ে করিবার মানসে কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। অবশ্য সমগ্র একত্রে সম্ভব নহে, কারণ কোন স্থানে কত তিলির বাস তাহা আমরা কিছুই অদ্যাপি জানি না এবং সংগৃহীত সংবাদও অতি সামান্য মাত্র; তথাপি যতদূর জানা গিয়াছে তৎ তৎ সমাজের এক সময়ে হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। সেন্সাস হইলে আমাদিগের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ অনেক প্রসারিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আশা করা যায় স্বজাতিবর্গ মাত্রেই নিজ নিজ সমাজের ও স্থানের সংবাদ কার্য্য-করী সভায় প্রেরণ করিয়া ও উক্ত বিষয়ে ভার গ্রহণ করিয়া উন্নতির পথ প্রসারিত করেন। তিলি-বান্ধব পত্রিকায় এই বিষয়ে বিজ্ঞাপন বহুদিবস হইতে দেওয়া হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় অত্যল্প লোকেই এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ষের শেষভাগে সুমারের কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে আশা করা যায়।

মূল সম্মিলনী ধীরে ধীরে কার্য্য করিতেছেন কিন্তু বিভিন্ন স্থানে ও সমাজে শাখা সম্মিলনী গঠন ব্যতীত প্রকৃত উন্নতি ও স্থায়ীফল হইতে পারে না। সম্মিলনীর মহৎ উদ্দেশ্য গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় শাখা সম্মিলনীর দ্বারা প্রচার হইতে পারে। বৎসরান্তে এক দিন বা দুই দিন আমরা অধি-বেশন করিয়া কি বাস্তবিক সেরূপ আশানুরূপ ফল পাইতে পারি? মূল সম্মিলনী পথ দেখাইতে পারেন, নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন কিন্তু সে পথ ও নিয়মাবলী অনুসরণ ও ধনভাণ্ডারের পরিপুষ্টি করিয়া যাহাতে সাধারণ স্বজাতিবর্গ সম্মিলনীর কার্য্যে আস্থা প্রকাশ করেন তাহা শাখা সম্মিলনীই কার্য্যে পরিবেশিত করিতে পারেন। অধুনা কোন কোন স্থানে স্থানীয় সভা প্রতিষ্ঠিত আছে কিন্তু উঁহারা অদ্যাপি মূল সম্মিলনীর শাখা সম্মিলনী স্বরূপ গণ্য হয়েন নাই। বিগত কার্ত্তিক মাসে কেবল মাত্র নদীয়া জেলার রাণাঘাট গ্রামে রাণাঘাট সমাজে একটী শাখা সম্মিলনী স্থাপিত হইয়াছে। রাণাঘাটের পালচৌধুরী বাবুদিগের উদ্যোগে ও স্থানীয় ব্যক্তি-গণের উৎসাহে ঐ শাখা স্থাপন হইয়াছে ও মূল সম্মিলনীর নিয়মাবলীর অনুগত হইয়াছে। এইরূপ শাখা সম্মিলনী সর্ব্বত্র স্থাপন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শাখা সম্মিলনী

স্থাপন বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। কর্ত্তব্যতা বিষয়ে আর কোন দ্বিধা নাই এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। আশা করা যায় বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানে এইরূপ শাখা সম্মিলনী সত্বর স্থাপন হইবে।

আমাদিগের স্বজাতিবর্গের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আদর ও বিস্তার তদনুরূপ দেখা যায় না, তজ্জন্যই অন্যান্য জাতিরা যেরূপ সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন আমাদিগের স্বজাতিবর্গ সেরূপ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যাশিক্ষা লাভ ও বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা বাহুল্য। তজ্জন্য দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করা এই সম্মিলনীর একটী প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বহুদিন হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে। অনেক ছাত্রের নিকট হইতে আবেদন পত্র মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু অর্থাভাবে সম্মিলনী এ বিষয়ে অতি সামান্যই কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বর্ত্তমানে চারিটী মাত্র বালককে মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করা হয়। অনেক উপযুক্ত বালকের আবেদন পূরণ করিতে সক্ষম হওয়া যায় নাই। ইহা ব্যতীত অনাথ আতুর ও দরিদ্র স্বজাতিকেও সাহায্য করা সম্মিলনীর অন্যতম উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু অর্থাভাবে ঐ বিষয়েও অদ্যাপি কিছুই করিতে পারা যায় নাই।

বলা বাহুল্য বিবাহাদি সম্বন্ধবন্ধন দ্বারা বিভিন্ন শাখা সমাজের মধ্যে একতা স্থাপন এই সম্মিলনীর একটী প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকে বিবাহোপযোগী পাত্র পাত্রীর অনুসন্ধান প্রার্থী হইয়া সম্মিলনীর নিকট উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তদবিষয়ক সংবাদ সম্মিলনী জ্ঞাত না থাকায় তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম হন নাই। তন্নিমিত্ত ২৫শে ভাদ্র তারিখের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে মন্তব্য গৃহীত হয় যে বিভিন্ন সমাজের বিবাহোপযোগী পাত্র পাত্রীর সংবাদ স্বজাতিবর্গ সম্মিলনীকে জ্ঞাপন করেন। বিগত ১৫ই আশ্বিন তারিখে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে কিন্তু তাহার উত্তর অদ্যাপি সামান্যভাবে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

দুঃখের বিষয় যে বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলি কদাচার আমাদিগের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা দূরীভূত করার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে বিবাহের পণ লওয়া বিশেষ দোষনীয়। অবস্থানুসারে ইচ্ছানুরূপ আদানপ্রদান কোন ক্ষতিকর নহে। কিন্তু অবস্থা হীন হইলেও ভাল পাত্র পাত্রী পাইবার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে পণ দিতে হয় ও তাহাতে

অনেক সময়ে ব্যক্তিগত কষ্ট অনেক হয়। তজ্জন্য যাহাতে এই কদাচার দূরীভূত হয় তাহার চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর বিভিন্ন সমাজের সহিত যাহাতে পরস্পর বিবাহের আদান প্রদান হয় তৎসম্বন্ধে সকলেরই যত্নবান হওয়া আবশ্যক। কিছুদিন পূর্ব্বে এমন একটী সংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে একটী শাখা সমাজের ব্যক্তির সহিত অন্য শাখা সমাজের ব্যক্তির বিবাহ হওয়া অতি গর্হিত কার্য্য ও তাহাতে উক্ত ব্যক্তির জাতিঃপতন হইত। সগোত্রে ও নিকট বন্ধুর মধ্যে বিবাহ দেওয়াও ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত। শাস্ত্রানুসারে ও চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে এরূপ বিবাহ হওয়া অনুচিত বলিয়া গণ্য হইলেও বিভিন্ন সমাজে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইতেন না। সুখের বিষয় ভারতবর্ষের যুগসন্ধিকালে যখন সকল জাতি একত্র হইতে চেষ্টা করিতেছেন, যখন সকল শাখার বর্ণভেদ লোপ হইয়া এক হইবার চেষ্টা হইতেছে এমন সময় পরিবর্ত্তনশীল কালের মহিমায় তিলি-জাতিও পূর্ব্ব দৃঢ়বদ্ধজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর মিলিবার চেষ্টা করিতে-ছেন। অনেকে অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিবাহাদির দ্বারা সম্বন্ধ বন্ধন করিতেছেন। কোন কোন সমাজ অদ্যাপি পূর্ব্ব সংস্কার ছাড়েন নাই। আশা করা যায় তাহারাও ঐ সংস্কার সত্বর ছাড়িবেন ও সমস্ত শাখা মিলিত হইয়া একটী মহৎ তিলিজাতি সৃষ্টি হইবে।

ব্যবসা বাণিজ্য তিলি জাতির প্রধান বল ও ব্যবসা বাণিজ্য ব্যতীত কোন জাতি প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প-কার্য ও ব্যাঙ্ক, কল কারখানা প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ কারবার সংস্থাপন ও পরিচালনের দ্বারা স্বজাতির ধন বৃদ্ধি বিষয়ে চেষ্টা সাধন সম্মিলনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে যাহাতে স্বজাতি উন্নতি লাভ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে পরামর্শ স্থির করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য। কয়েক মাস পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুর নিবাসী শ্রীমান প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক একটী ছাতার কারখানা স্থাপন জন্য সম্মিলনীর সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা স্থির জন্য একটী সবকমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। ঐ সব-কমিটীর কয়েকটি অধিবেশনও হইয়াছিল। উক্ত সবকমিটির সদস্যগণের মধ্যে ঐ কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় ও অধিকাংশ সদস্যের মতে জাপান প্রভৃতি ক্ষমতাশীল জাতির সহিত অপ্রতিদ্বন্দীভাবে ঐ কারবার লাভজনকভাবে চলিবার সম্ভাবনা না থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এমন কোনরূপ যৌথ কারবার চালনা ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে ও ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা নিশ্চয় আছে।

সম্মিলনীর মুখপত্র স্বরূপ একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ও তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যতা পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়াছে। জাতি মাত্রেরই উন্নতি সাধন করিতে হইলে একখানি মুখপত্র অত্যন্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান তিলি-বান্ধব নামক যে পত্রিকা খানি আছে, সেইখানি সম্মিলনীর মুখপত্র স্বরূপ গণ্য করিবার প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু অনেকের মতে তাহা করিতে হইলে উহার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন আবশ্যক। কিন্তু উহা করিতে হইলে মাসিক যে অর্থব্যয় এষ্টিমেট করা হইয়াছিল তাহা সম্মিলনীর বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নহে। কারণ অন্ততঃ মাসিক ১৫০৲ শত টাকা করিয়া সাহায্য করিতে না পারিলে ঐ কার্য্য সমাধা হয় না। একখানি উপযুক্ত পত্র বাহির করিতে হইলে বাৎসরিক ৩০০০৲ টাকা ব্যয় আবশ্যক। বর্ত্তমান তিলি-বান্ধবের আনুমানিক আয় ১২০০৲ টাকার অধিক নহে, ১৮০০৲ শত টাকা সম্মিলনীর সাহায্য করিতে পারিলে এ কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু অধুনা সম্মিলনীর ধন ভাণ্ডারের অবস্থা এরূপ নহে যে তাদৃশ সাহায্য করিতে সম্মিলনী সক্ষম। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ স্থির করিবেন।

রাজভক্ত তিলিজাতি শুনিয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন যে রাজপ্রতিনিধি মহিমান্বিত মহামান্য বড়লাট সাহেব বিগত সোমবার ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে নূতন রাজধানী দিল্লী নগরীতে প্রবেশকালে কোন নরপিশাচ দুরাত্মা তাহার প্রাণহিংসা পরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি একটা বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। উক্ত দুঃসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সম্মিলনীর কার্য্যকরী সভার অনুমতি ক্রমে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় বড়লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে এই জঘন্য কার্য্যে ঘৃণাসূচক ও পরমেশ্বরের কৃপায় রাজপ্রতিনিধির জীবন রক্ষা হেতু ধন্যবাদ প্রকাশ একটী টেলিগ্রাম করেন ও ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রত্যুত্তর সভাপতি মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ও উক্ত বিষয়ে বর্ত্তমান অধিবেশনে একটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে। এইরূপ জঘন্য কার্য্য করিলে দেশের অত্যন্ত অহিত করা হয়, ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের দেশের জ্ঞানী লোক মাত্রেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ জঘন্য

কার্য্যোপলক্ষে এইরূপ দুর্ঘটনা হওয়ায় প্রত্যেক রাজভক্ত ব্যক্তি মাত্রেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

সম্মিলনী ও শাখাসম্মিলনী পরিচালনা ও তদুদ্দেশ্যসাধক কার্য্য করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তজ্জন্য ধনভাণ্ডারের পরিপুষ্টি বিশেষভাবে আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বোক্ত প্রীতি সম্মিলনীর ব্যয়াবশিষ্ট ৮৮৩৻৵০ টাকা প্রীতি সম্মিলনীর ধনভাণ্ডারভুক্ত হইয়া ছিল। তাহার পর সন ১৩১৮ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বাৎসরিক ও এককালীন ও নৈমিত্তিক হিসাবে ৫০৫৲ টাকা চাঁদা আদায় হয় ও বর্ত্তমান সনের ১লা বৈশাখ হইতে অদ্য নাগাইৎ ১৪১৬৲ টাকা আদায় হয় অর্থাৎ ২৮০৪৻১০ টাকা সম্মিলনীর ভাণ্ডারে জমা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সন ১৩১৮ সালে ৫৩৩৸১৫ টাকা খরচ হয় ও বর্ত্তমান সনে অদ্য নাগাইৎ ৭০২॥৶১০ টাকা খরচ হয় অর্থাৎ একুন ১২৩৬॥৫ টাকা খরচ হয়। ঐ খরচ বাদে সম্মিলনীর ভাণ্ডারে ১৫৬৭॥৫ টাকা মজুত থাকে। তাহা হইতে বর্ত্তমান সম্মিলনীর আবশ্যকীয় অন্যান্য খরচ বাদে আন্দাজ ১৫০০৲ টাকা ধনভাণ্ডারে মজুত থাকিবার সম্ভাবনা। এই সামান্য অর্থ দ্বারা কোনই বৃহৎ ও হিতকর কার্য্য সম্ভবপর নহে। অতএব সকলের নিকট সানুনয় নিবেদন যে সকলে নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থ সাহায্য দ্বারা সম্মিলনীর মহৎ উদ্দেশ্য যাহাতে সাধিত হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি করেন।

এই কার্য্যাবলী সম্বলিত তালিকা হইতে প্রস্তাবিত প্রীতি-সম্মিলনী ও তিলি জাতি সম্মিলনীর ধনভাণ্ডারের উন্নতি কল্পে যে সকল এককালীন, বাৎসরিক ও নৈমিত্তিক চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তি স্বীকার ও আয় ব্যয়ের বিবরণে দৃষ্ট হইবে। যদ্যপি ভ্রম ভ্রান্তি ক্রমে কোন প্রাপ্তি স্বীকার সন্নিবেশিত না হইয়া থাকে তাহা সম্পাদকের নিকট জ্ঞাপন করিলে ভবিষ্যতে প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে। ঐ তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন যে আমাদিগের স্বজাতিবৎসল সভাপতি কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর যাঁহার সাহায্যে ও যত্নে আমরা বিগত দুইটী ও বর্ত্তমান সাধারণ অধিবেশন করিতে অক্ষম হইয়াছি ও যাহার জন্য তিনি সমগ্র তিলি জাতির প্রীতি ও ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন তিনি বাৎসরিক এক সহস্র টাকা চাঁদা দিয়া সম্মিলনীকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ২৮শে জ্যৈষ্ঠের

১৫ই পৌষের ও বর্ত্তমান অধিবেশনের জন্য স্থান প্রদান করিয়া ও উক্ত অধিবেশনত্রয়ের জলযোগাদি নানাপ্রকার ভার গ্রহণ করিয়া অনেক সাহায্য দ্বারা সম্মিলনীর বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত আমরা সম্মিলনীর কার্য্য ও অধিবেশন করিতে কতদূর সক্ষম হইতাম বলিতে পারি না।

উক্ত মহানুভব ব্যক্তি ভিন্ন আর ও অনেক তিলি মহোদয়গণ অর্থ সাহায্য ও পরামর্শ দ্বারা সম্মিলনীর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তন্মধ্যে দিঘাপতিয়ার মাননীয় রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর, ভাগ্যকুলের রায় মহোদয়গণ, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। আমাদিগের স্বজাতিবৃন্দের মধ্যে বহুতর ধনাঢ্য ও মান্যগণ্য ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সকলে নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিলে সম্মিলনীর ধনভাণ্ডার অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিপুষ্টিলাভ করিয়া বহুতর হিতকর কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সম্মিলনীর প্রতি অনেকের সেরূপ আস্থা না থাকায় ধনভাণ্ডারের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। দুঃখের বিষয় যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কয়েকবার তাগিদ সত্ত্বেও তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা অদ্যাপি আদায় হয় নাই। ধনবান ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ স্বজাতিবর্গ ইচ্ছা করিলে সামান্যাকারে অর্থ সাহায্য দ্বারা ঐ ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি করিতে পারেন। যতদূর জানা যায় অন্ততঃ ৫ লক্ষ তিলিজাতি বঙ্গদেশে বাস করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি ৷৹ হিসাবে চাঁদা দিলে ধনভাণ্ডারের প্রায় ২৷৷৹ লক্ষ টাকা হয়। বিবাহাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় যদি সামান্য পরিমাণে সকলে এই ভাণ্ডারে দান করেন ও তিলিজাতীয় ব্যবসায়ি ব্যক্তিগণ অন্যান্য সাধারণ বৃত্তির ন্যায় সম্মিলনীর জন্য একটী বৃত্তি স্থাপন করেন ও ঐরূপে সংগৃহীত অর্থ ভাণ্ডারে প্রদান করেন, তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে কত অর্থ অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে ও তদ্দ্বারা কত সদনুষ্ঠান হইতে পারে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সম্মিলনী কি কার্য্য করিতেছেন যে আমরা তাহাতে সাহায্য করিব। তদুত্তরে নিবেদন যে সম্মিলনীর কোন সংগৃহীত অর্থ নাই যে তদ্দ্বারা কোন বিশেষ হিতকর কার্য্য করা যায়। সকলের অর্থ লইয়া তাহা সদনুষ্ঠান কল্পে বিনিয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল দেখান যাইতে পারে। অর্থ না হইলে সম্মিলনী কোন কার্য্যই করিতে

পারেন না ও কখনই পারিবেন না। তজ্জন্য পুনঃরায় সম্মিলনীর পক্ষ হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে নিজ নিজ অবস্থা ও ক্ষমতানুসারে স্বজাতিবর্গ সকলে অর্থ সাহায্য দ্বারা সম্মিলনীর কার্য্যের পথ প্রসারণ করিয়া দেন।

শ্রীরাধাচরণ পাল। শ্রীসতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী।

সম্পাদকগণ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

এককালীন দান। ২০শে মাঘ তারিখে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পোষ্ট হাউড়ের অধীন ঘোষপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দে, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতিচরণ দে, শ্রীযুক্ত বাবু রাধা গোবিন্দ দে ও শ্রীযুক্ত বাবু পুলিন বিহারী দে মহাশয়গণ তৌলি-বান্ধব মুদ্রা যন্ত্রের জন্য ১০্ দশ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। আশা করি স্বজাতিগণ উক্ত দাতাগণের ন্যায় সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্য করিয়া সত্বর একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিতে আমাদিগকে সহায়তা করিবেন।

শুভ বিবাহ। বিগত ১৫ই মাঘ নদীয়া জেলার অন্তর্গত মল্লিক সড়াবেড় গ্রাম নিবাসী শ্রীমান গিরীন্দ্রনাথ মল্লিকের সহিত নদীয়া জেলার অন্তর্গত সাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ কুণ্ডুর কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দাসীর শুভ বিবাহ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আয়ুষ্মতীর মাথার সিন্দুর ও হাতের নোয়া অক্ষয় হউক আমরা ইহার অধিক আর কি আশীর্ব্বাদ করিব।

পাত্রীর প্রয়োজন।

পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান জানিতে হইলে তৌলি-বান্ধব অফিস, পোঃ কদমতলা (হাওড়া) এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

১। কলিকাতায় একটী পাত্র আছে পাত্রটী ফরিদপুর জেলার আবাইপুরের শিকদার বংশসম্ভূত। কলিকাতায় থাকেন। বয়স ২০ বৎসর।

২। কলিকাতায় একটী পাত্র আছে পাত্রটী কলিকাতার শিকদারদের

কার্য্যে ৩০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেছেন বয়স ২৫ বৎসর, ফরিদপুর জেলার আবাইপুর গ্রামে ইহার পৈতৃক বাসস্থান। তথায় ২৫।৩০ বিঘা জমি আছে।

৩। মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাঘাদাড়ি গ্রামে একটী পাত্র আছে, পাত্রের বয়স ২২।২৩ বৎসর ম্যাটরিকিউলেসন্ রিপণ কলেজে পড়িতেছে পাত্রের পিতার অবস্থা তত ভাল নহে। যতদুর পড়িবে ততদুর পড়াইতে হইবে।

পাত্রের প্রয়োজন।

১। শিবপুর হাওড়া গ্রামে সুশ্রী গৌরবর্ণ পাত্রী আছে, পিতার এই কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তানাদি নাই, বয়স দশ বৎসর। পিতার অবস্থা মধ্যবিত্ত। পাত্র শিক্ষিত হওয়া চাই।

২। সেরপুর বগুড়ায় ২।৩টী সুন্দরী পাত্রী আছে। পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

৩। ফরিদপুর জেলায় একটী পাত্রী আছে পাত্রীটীর বয়স ১০ বৎসর। সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত। পাত্র শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

৪। তিলি জাতীয় বারেন্দ্র সম্প্রদায় ভুক্ত উচ্চ বংশজ ও কুলোদ্ভব আমার জনৈক বন্ধু মালদহ জেলার ২য় মুন্সেফী আদালতে পেষকারের কার্য্য করেন। তাঁহারই পাঁচটী অপরিণীতা দুহিতা আছে। মেয়ে কয়টী সকলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, তাহাদের অবয়বে কদর্য্যতার চিহ্ন মাত্রও নাই। বিধাতা যেন এক বৃন্তে কয়েকটী গোলাপ পুষ্প কলিকার সৃজন করিয়াছেন। এই মেয়ে কয়টীর মধ্যে ১মা টীর বয়স একাদশ বৎসর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবিধ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়াছে এবং করিতেছে। রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য মঙ্গল, নরোত্তমের প্রার্থনা, ইহা ব্যতীত দুই সহস্রাধিক শ্লোক, পদ্য ও কীর্ত্তন শিখিতে পারিয়াছে। ইহা অত্যাল্প বয়সে অর্থবোধগম্য করিয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি শিখিয়াছে। এতদ্বারা তাহার জ্ঞান সুমার্জ্জিত হইয়া কালে একজন আদর্শ রমণী হইবে, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। ২য়া বালিকাটী নবম বর্ষে পদার্পন করিয়াছে। এটীও ১মাটীর অর্দ্ধেক গুণাবলী গ্রহণ করিয়াছে, ইহার আর একটী গুণ যে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা। ৩য়াটী ৭ এবং ৪র্থাটী ৫ বৎসর বয়স্কা। ইহাদিগকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এই মেয়ে কয়েকটী সৎপাত্রে সম্প্রদান করাই আমার বন্ধুর অভিপ্রায়। যদি কোন

উপযুক্ত পাত্র এই পরিণয় বাসনা করেন, তবে তাহাদের অবস্থা, বিদ্যাচর্চ্চা, ও গুণাবলী এবং সংসারে কে আছে, ও কি প্রণালীতে বিবাহ হইতে পারে তদ্বিষয় সমস্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট লিখিয়া অবগত করাইবেন। শ্রীবীরচন্দ্র দাস পণ্ডিত। সাং সাহাপুর পোঃ ও জেলা মালদহ।

সভা। বিগত ৯ই মাঘ বুধবার স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দে মহাশয়ের বাটীতে তত্রস্থ তিলিজাতির একটী সভা হয়। তাহাতে স্বসমাজস্থ শ্রদ্ধেয় কুটুম্ব মহাশয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন. সমবেত কুটুম্ব মহাশয়গণের অনুমতি ক্রমে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত থাকগোপাল কুণ্ডু মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মান্না মহাশয়ের অনুমোদন ক্রমে ও শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ দে ও শশীভূষণ শ্রীমানী মহাশয়গণের সমর্থন ক্রমে শ্রীযুক্ত মদনমোহন দে মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সভার উদ্দেশ্য বিশদরূপে ব্যাখ্যা হইলে সাধারণ তিলিজাতির উন্নতি কল্পে তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থিরীকরণ মানসে আলোচনা হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বসম্মত ক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব অনুসারে কোন্নগর, রিসিড়া ও শ্রীরামপুর লইয়া শ্রীরামপুর কেন্দ্রে বঙ্গীয় তিলিজাতি সম্মিলনীর একটী শাখা সমিতি স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে শ্রীরামপুর বরাহনগর মৌড়ী প্রভৃতি স্থান লইয়া তাহাদের যে সমাজ বা থাক্ এক্ষণে প্রচলিত আছে সেই থাক্ বা সমাজভুক্ত তিলিগণের সহিত অন্য তিলিজাতির থাক্ বা সম্প্রদায় যাঁহাদের আচার ব্যবহার করণ কারণাদি সমান বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার কন্যাপুত্র আদান প্রদান বিবাহ আদি কার্য্য প্রচলন করা স্থিরীকৃত হয়। পরে অন্যান্য নানা জাতীয় বিষয় সমালোচনান্তর সভার কার্য্য শেষ হয়। শ্রীননিলাল দে।

সদস্য নির্ব্বাচন। আমাদের কাসিমবাজারাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইয়াছেন।

রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বসংখ্যায় আমরা আমাদের গ্রাহকদিগকে জানাইয়াছি যে রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে এবং ১৪ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ রায় চট্টোগ্রাম মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিলিজাতির মধ্য হইতে মোট চারিজন বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। অন্য কোন জাতির মধ্যে চারিজন সদস্য নির্ব্বাচিত হয় নাই। ইহা তিলিজাতির কম গৌরবের কথা নহে।

মাসিক বৃত্তি। শিল্প বিজ্ঞান-সমিতিতে মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাসিমবাজার) মাসিক ৫০৲ টাকা। রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর (দীঘাপতিয়া) মাসিক ৫০৲ টাকা। রাজা শ্রীনাথ রায় এণ্ড ব্রাদার্স (ভাগ্যকুল) মাসিক ৫০৲ টাকা। বাবু হরেন্দ্র লাল রায় ভাগ্যকুল মাসিক ৫০৲ টাকা সাহায্য করিতেছেন দেখিতেছি তিলিজাতির মধ্যে দাতাকর্ণের অভাব নাই। কিন্তু গরীব তিলি-বান্ধবের দুরাদৃষ্ট বশতঃ দাতাকর্ণগণের কৃপাদৃষ্টি লাভে বঞ্চিত।

দান। ঢাকা ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়, অনারেবল রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠকল্পে ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সংবর্দ্ধনা। বঙ্গের গবরণর লর্ড কার মাইকেল ১১ই মাঘ তারিখে কলিকাতায় রিপণ কলেজ দেখিতে গিয়াছিলেন। রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া লর্ড কারমাইকেলের সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নন্দী ও শ্রীযুক্ত পান্নালাল নন্দী মহাশয়ের জননী ও ভগ্নি ৯ই মাঘ উক্ত গ্রামে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এই উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত এবং যথোপযুক্ত বিদায় লাভে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন কাঙ্গালি বিদায় প্রভৃতি কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের এইরূপ সৎকার্য্যে অভ্যাস আছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এই ধর্ম্ম প্রাণ যুবক জমিদার মহোদয়গণ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপ সদনুষ্ঠান করুন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

"তিলিতত্ব" ১ম ভাগ, রাউতারা তিলি সমিতির ও রাউতারা গোতাজিয়া তিলি সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক এবং গোতাজিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ কুণ্ডু সঙ্কলিত। মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র। এই পুস্তক খানিতে বহু পৌরানিক ও আধুনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে সংক্ষেপে কৌশলের সহিত তিলিজাতির বর্ণ নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র সুতরাং সংক্ষিপ্তভাব ব্যতীত ইহাতে বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হওয়া অসম্ভব। গ্রন্থাকার ভূমিকার এক স্থলে লিখিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে গেলে, পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সুতরাং মূল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের পুস্তক ক্রয় করা অসুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবেই লিখিয়াছেন। স্বজাতি মহাশয়গণ কৃপাকটাক্ষপাতে এই পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিলে, তিনি তিলি জাতির অবশ্য জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া "তিলিতত্ব" ২য় ভাগ মুদ্রিত করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইবেন। তিলিজাতির বর্ণ নির্ণায়ক এই প্রকারের গ্রন্থ অতি বিরল আমরা আশা করি স্বজাতি মহোদয়গণ অল্প মূল্যের এই পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়া সমাজ মধ্যে স্বজাতি প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশের পন্থা পরিষ্কৃত করিবেন। পুস্তকের মুদ্রণ পরিষ্কৃত, কিন্তু মুদ্রাকারের অনবধানতায় স্থানে স্থানে ২১৫টী বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হইল। ভরসা করি গ্রন্থকার মহাশয় দ্বিতীয়বার মুদ্রণকালে ভ্রম প্রমাদগুলি সংশোধন করিয়া দিবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

২৫০।	শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ পাল, ৭৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১৲
২৫১।	„ [illegible]প্রসাদ পাল, উরদি বাজার, পোঃ চন্দননগর, হুগলি	১৲

৪৫২। „ উপেন্দ্র নাথ নন্দী, উকিল, পটুয়াখালি, বরিশাল ১৲
৪৫৩। „ হরিবন্ধু পাল, কলাবাধা, পোঃ ঝুরমুট, মৈমনসিংহ ১৲
৪৫৪। „ মহিম চন্দ্র মণ্ডল, শেখের পাড়া; পোঃ মগরা, মৈমনসিংহ ১৲
৪৫৫। „ বেণীমাধব কুণ্ডু, চুড়ীপটী, পোঃ বড়বন্দর, দিনাজপুর ১৲
৪৫৬। „ বিপিণ বিহারী পাল, বড়ালপাড়া লেন, বালি, পোঃ হুগলি ১৲
৪৫৭। „ ভবেন্দ্র নারায়ণ দে, বারাশত, পোঃ চন্দননগর হুগলি ১৲
৪৫৮। „ দুর্লভচন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মীগঞ্জ, পোঃ চন্দননগর হুগলি ১৲
৪৫৯। „ ক্ষীরোদচন্দ্র কুণ্ডু, ২৯ নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৪৬০। „ জ্ঞানাঞ্জন সাহা, Executive Engineer, Ranchee ১৲
৪৬১। „ জটিরাম মাইতি, বেন্দা, পোঃ বংড়া লোড়া, সিংহভূম ১৲
৪৬২। „ গোপাল চন্দ্র পাল, হরচন্দ্র পাল, চিলমারী বন্দর, রংপুর ১৲
৪৬৩। „ ব্রজগোপাল কুণ্ডু, ধলহরা চন্দ্র, ভায়া শৈলকুপা, যশোহর ১৲
৪৬৪। „ ইন্দ্রভূষণ খাঁ, শ্রীনগর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর ১৲
৪৬৫। „ কানাইলাল কুণ্ডু, হরিপুর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর ১৲
৪৬৬। „ ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, পোঃ বাহিন, দিনাজপুর ১৲
৪৬৭। „ দুর্গাপ্রসন্ন কুণ্ডু Barguchha, পোঃ নাটোর, রাজসাহী ১৲
৪৬৮। „ ঝাটুচরণ নন্দী, পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর ১৲
৪৬৯। „ রাজমোহন কুণ্ডু, পোঃ রায়কালী, বগুড়া ১৲
৪৭০। „ হৃদয়নাথ পাল চৌধুরী, কানাইপুর, পোঃ নবিগঞ্জ শ্রীহট্ট ১৲
৪৭১। „ রামচরণ পাল, মরিচা, পোঃ আটগ্রাম, শ্রীহট্ট ১৲
৪৭২। „ উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কুমিরা, খুলনা ১৲
৪৭৩। „ জানকীনাথ কুণ্ডু, দর্পনারায়ণ পাড়া, পোতাজিয়া পাবনা ১৲
৪৭৪। „ ত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু, রাউতাড়া, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা ১৲
৪৭৫। „ ললিতমোহন কুণ্ডু, কার্পাসডাঙ্গা, পোঃ নিশ্চিন্দিপুর, নদীয়া ১৲
৪৭৬। „ শশীভূষণ দে, জটীলেশ্বর পাল, বুড়শিবতলা, যাত্রাপোতা পাড়া, পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা ১৲
৪৭৭। „ গিরিশচন্দ্র পাল, বি, এল, ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা ১৲
৪৭৮। „ সত্যচরণ দে, জ্ঞানমামুদঘাট রোড, পোঃ নৈহাটী ২৪পরগণা ১৲
৪৭৯। „ অন্নদাপ্রসাদ হালদার, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা ১৲
৪৮০। „ রূপবল্লভ দে, মেমারি, বর্দ্ধমান ১৲

৪৮১। „ রাখালচন্দ্র দে, মিরহাট, পোঃ বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান ১৲
৪৮২। „ শশীভূষণ কুণ্ডু, নূতনগঞ্জ, বর্দ্ধমান ১৲
৪৮৩। „ উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু খাজা আলোয়ার বেড়, বর্দ্ধমান ১৲
৪৮৪। „ হরিচরণ নন্দী, ক্যাকশিয়ালি, কদমতলা, চুঁচুড়া, হুগলি ১৲
৪৮৫। „ অমৃতলাল কুণ্ডু, কালীপুর বাজার, পোঃ আরামবাগ, হুগলি ১৲
৪৮৬। „ কাঙ্গালিচরণ শেঠ, লক্ষ্মীগঞ্জ, পোঃ চন্দননগর, হুগলি ১৲
৪৮৭। „ রাধিকাচরণ শেঠ, মোক্তার, আরামবাগ, হুগলি ১৲
৪৮৮। „ বৃন্দাবন চন্দ্র দে, আরামবাগ, হুগলি ১৲
৪৮৯। „ গিরীন্দ্রনারায়ণ নন্দী, পোঃ সাহাগঞ্জ, হুগলি ১৲
৪৯০। „ বসন্তকুমারি কুণ্ডু, কালীপুর বাজার পোঃ আরামবাগ; হুগলি ১৲
৪৯১। „ তিনকড়ি শ্রীমানি, রোড মিত্রবাগান, ফ্রেঞ্চ চন্দননগর,হুগলি ১৲
৪৯২। „ পরেশ চন্দ্র কুণ্ডু. ২০।১ বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
৪৯৩। „ যতীন্দ্র মোহন পাল, ৩৪ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিঃ ১৲
৪৯৪। „ রঞ্জিত কুমার কুণ্ডু, হাবাসপুর স্কুল, ফরিদপুর ১৲
৪৯৫। „ বৈকুণ্ঠ নাথ পাল যুবরাজান প্রকাশিত পশ্চিম সিংহের কাছ
পোঃ গোবিন্দগঞ্জ, শ্রীহট্ট ১৲
৪৯৬। „ বনমালী পোদ্দার, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা ১৲
৪৯৭। „ যশোদানন্দন কুণ্ডু, বড় বাজার, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া ১৲
৪৯৮। „ শম্ভূচরণ পাল, কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা ১৲
৪৯৯। „ মন্মথ নাথ পাল, নাটাপোল, পোঃ দত্তকপুকুর, ২৪ পরগণা ১৲
৫০০। „ ভূষণ চন্দ্র দে, শিঠীর বাজার, পোঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা ১৲
৫০১। „ সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু তিলিপাড়া, পোঃ জয়নগর, ২৪ পরগণা ১৲
৫০২। „ ফটিকচন্দ্র পাল, নৈহাটী, ২৪ পরগণা ১৲
৫০৩। „ মহেন্দ্র নাথ দে, বীজপুর; পোঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা ১৲
৫০৪। „ লক্ষ্মীকান্ত দে, নৈহাটী তিলি সংরক্ষিণী সভার সম্পাদক,
নৈহাটী, ২৪ পরগণা ১৲
৫০৫। „ ভুবনমোহন দে, জানমামুদঘাট রোড পোঃ নৈহাটী, ২৪ পঃ ১৲
৫০৬। „ কালীপদ দে, মনোহারীর দোকান, মগরাহাট, ২৪ পরগণা ১৲
৫০৭। „ জলধর দে, পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা ১৲
৫০৮। „ শ্রীকান্ত সাহা, বেগুনিয়া খাদ কলিয়ারি, বরাকর, বর্দ্ধমান ১৲

Printed and published by Bahir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Bandhad Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Basar, Howrah.

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি কাশীমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও ভাগ্যকুলের মাননীয় রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর ভারতীয়, এবং কলিকাতার মাননীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর ও চট্টগ্রামের মাননীয় বাবু উপেন্দ্রলাল রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হওয়াতে তিলি-জাতি সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিলিজাতি-সম্মিলনী কর্ত্তৃক একটী প্রীতি-সম্মিলনী অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গত ১০ই মাঘ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়াছে। আগামী চৈত্র মাসের মধ্যভাগে ঐ প্রীতি-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য ন্যূনাধিক ১০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এতদ্বিষয়ে স্বজাতিবর্গের আন্তরিক সহানুভূতি ও উপযুক্ত সাহায্য অবশ্যক। আশা করি স্বজাতি মহোদয়গণ এতদ্‌কল্পে অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপযুক্ত সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বলা বাহুল্য যে স্বজাতীয় উক্ত মহোদয়গণকে সম্মানিত করা আর তিলি-জাতির গৌরব বর্দ্ধণ করা একই কথা। চাঁদার টাকার যোগ্য প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে। নিবেদনমিতি।

তিলিজাতি সম্মিলনী কার্য্যালয়
১১৩নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বশম্বদ—
শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী
সম্পাদক।

দ্রষ্টব্য—সন ১৩১৬ সালে প্রস্তাবিত এবম্বিধ প্রীতি-সম্মিলনী দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ সংঘটিত হয় নাই ও তন্নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থ বিগত সন ১৩১৮ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সাধারণ অধিবেশনের নবম প্রস্তাব অনুসারে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সম্মিলনীর সাধারণ ধনভাণ্ডারে ভুক্ত করা হইয়াছে। সন ১৩১৯ সালের ১৪ই পৌষ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে পঠিত ও গৃহীত কার্য্য বিবরণীতে তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

Regd N. O, 548.

চতুর্থ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল। [১১শ সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচী পত্র।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। ১৩১৯ ফাল্গুন সাল। ১১শ সংখ্যা।

তিলিবান্ধবের গ্রাহকগণের সমীপে নিবেদন।

কালের অপরিবর্ত্তনীয় গতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল মানব সমাজের সকল দিকেই সামাজিক আন্দোলন দেখা যাইতেছে। এই পৃথিবীর যে স্থানে যত প্রকারের মনুষ্য সমাজ আছে, তাহার সকল স্থানেই বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই তাহারা জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেছে এবং সকল শ্রেণীর লোকই আপন আপন সমাজের ও অবস্থার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের কথাত দূরের কথা; আমাদের এই ভারতবর্ষেও হিমাচল হইতে কুমারিকা এবং বম্বে হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যত শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের সকলেই প্রায় শতাধিক বৎসর হইতে আপনাপন উন্নতির জন্য নানাবিধ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সামাজিক ও অবস্থার উন্নতি দেখাইয়া আসিতেছে। এ বিষয় আমাদের বঙ্গদেশের প্রায় সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ পশ্চিম দেশীয় পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী এবং বম্বে প্রদেশের পার্সি এবং মান্দ্রাজের ব্যবসায়ী লোকদিগের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের

ফল স্বরূপ ভারতের নানাস্থানে তাহাদের গতিবিধি ও পসার প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টি করিলেই এ বিষয় সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়। এ সকল বিষয় দেখিয়াও বঙ্গদেশের লোকেরা আপন আপন সমাজের ও অবস্থার উন্নতির দিকে বিশেষ কোন প্রকার চেষ্টা করিতে দেখা যায় নাই। অদ্য প্রায় সাত আট বৎসর হইতে যখন বঙ্গদেশের কায়স্থ সমাজ বৈদ্যজাতির সহিত প্রতিযোগীতায় আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করতঃ পৈতা ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই হইতেই তাহাদের দেখাদেখি বঙ্গের অন্যান্য প্রায় সকল জাতিই আপনাদিগকে বৈশ্য ইত্যাদি নানাবিধ উচ্চ জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে এবং পৈতা ধারণাদি নানা প্রকার আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের নিম্ন শ্রেণীর লোকের এই প্রকার উদ্যোগে ও ব্যবহারে যদিও উচ্চ শ্রেণীর অনেক লোকের আপাততঃ কতক পরিমাণে অসুবিধার কারণ হইয়াছে বটে তত্রাচ ন্যায় চক্ষে দেখিতে গেলে সকল জাতিরই আপন আপন উন্নতি দৃষ্টে ঈর্ষা প্রকাশ বা তাহাতে অন্যায় বাধা জন্মান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সকল জাতিই আপনাপন গুণ ও অবস্থানুসারে আপন স্বত্ব বজায় রাখিতে ও পাইতে অধিকারী, তাহাতে অযথা ঈর্ষা প্রকাশ করার কোনই কারণ নাই।

যাহা হউক এ সকল বিষয় যখন আমাদের তিলিবান্ধবের পাঠকগণ মাত্রেই অবগত আছেন, তখন ইহার বিস্তৃত বর্ণন এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন, এখন আমার বক্তব্য এই যে অল্প কিছুদিন হইতে বৈশ্যতত্ব বলিয়া একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে দেখিতেছি। উহার একখণ্ড পত্রিকা হঠাৎ আমার হস্তগত হওয়াতে, উহার কতকাংশ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে উহা বঙ্গদেশের বারুজীবী (বারুই) জাতির সমাজ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত জাতি বৈশ্য এবং উহারা তিলি, মালাকর, কর্ম্মকার ও গন্ধবণিকাদি প্রচলিত নবশাখ হইতেও উচ্চ জাতি এবং কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির সমকক্ষ এবং ঐ দুই জাতির সহিত একাসন প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে মিলিত হইবার উপযুক্ত, তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। যদিও তাহাদের বাসনা

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মহামুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।"

অথবা

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

ইত্যাদি মহাকবি কালিদাসের বাক্যের মত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় তত্রাচ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা যে অতি উচ্চ এবং চেষ্টাও যে খুব বেশী তাহার আর সন্দেহ নাই। ভিক্ষুক যদি হস্তী লাভের প্রার্থনা করিয়া নিতান্ত পক্ষে ছাগ-শিশুটীও প্রাপ্ত হয়, তাহাও তাহার পক্ষে চৌদ্দ আনা বলিতে হইবে। ঐ বারুজীবীদিগের সামাজিক পত্রিকাতে আরো দেখিলাম, যে উহার গ্রাহক সংখ্যা দেড় হাজার অপেক্ষাও কিছু বেশী হইয়াছে। উহার পর যে আরো বেশী গ্রাহক হইবে তাহাও বোধ হইতেছে। এই বঙ্গদেশে বারুই জাতির সংখ্যা যে খুব বেশী এবং তাহাদের অবস্থাও যে ততদূর উন্নত, তাহাও আমার বোধ হয় না। এই বঙ্গদেশে আমাদের তিলিজাতি সংখ্যা ও তাহাদের অবস্থার সহিত বারুই জাতির তুলনাই হইতে পারে না। তিলি জাতির সংখ্যাও তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা বারুই জাতি অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যদিও লোক সংখ্যার বিষয় আমি ঠিক কিছু জানিনা তত্রাচ বারুই অপেক্ষা তিলির সংখ্যা যে অনেক বেশী তাহার আর সন্দেহ নাই। আর অর্থিক অবস্থাতে যে সহস্রগুণে অধিক বলিতেছি তাহা আমাদিগের রাজা, মহারাজা, জমিদার ও বড় বড় মহাজন ও মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের দিকে দৃষ্টি করিলেই পাঠক মহোদয়গণ উহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যে যাহাই হউক যদি ঐ প্রকারে বারুই জাতির মধ্য হইতে উক্ত বৈশ্যতত্ত্ব পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দেড় হাজার হইতে পারিয়াছে তাহার সহিত তুলনায় তিলিবান্ধবের গ্রাহক সংখ্যা দশ পনর হাজার হওয়া উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বান্ধবের গ্রাহক সংখ্যা এ পর্য্যন্ত বার শত হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে, তিলিজাতি আমাদের সামাজিক উন্নতির দিকে কতদূর যত্নবান হইয়াছেন। বিষয় তো অতি সামান্য। বার্ষিক এক টাকা মাত্র ব্যয় করিয়া তিলিবান্ধবের গ্রাহক হওয়া এবং তদ্দ্বারা ঐ পত্রিকা খানিকে জীবিত রাখিয়া সমাজের উন্নতির সহায়তা করা। ইহাই অধিকাংশ মহাত্মার সাহসে কুলাইয়া উঠে না। এই সকল লোককেই প্রতি মাসে নানাবিধ অযথা কার্য্যে ও কুকার্য্যে কত ব্যয় করিতে দেখা যায়, অথচ স্বজাতির মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্যে সামান্য কিছু দান করিতে বলিলেই অনেকে দন্তে দন্তে চাপিয়া যেন মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাদের অবস্থা ও সময় ভাল নহে বলিয়া নানা প্রকার যুক্তি তর্ক উপস্থিত করে। ইহাদের এই প্রকার মতিগতি হওয়া তাহাদের শিক্ষার

অভাব, কি বিধাতার অভিসম্পাত তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। পাঠকগণ যদি ইহার কোন মীমাংসা করিতে পারেন ভালই, আমার বুদ্ধিতে কিন্তু ইহা কুলায় না।

আমাদের জাতির মধ্যে প্রায় পৌনে ষোল আনা লোকেই তিলিবান্ধব পত্রিকা পাঠ করে না এবং তিলিবান্ধব নামে যে একখানা জাতীয় পত্রিকা আছে তাহাও তাহারা অবগত নহে। যাহারা ইহার কোন সংবাদ রাখে না ও ইহার কোন ধার ধারে না, তাহাদের কাছে আমাদের শত সহস্র লেখাপড়া ও অনুনয় বিনয় পৌঁছিতে পারে না, কাজেই আমাদের প্রার্থনাতে তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এই পত্রিকার গ্রাহক তাঁহারা ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছাতেই হউক আমাদের অনুনয় বিনয় ও কাতর প্রার্থনা অবশ্যই একবার পাঠ করিয়া উদ্দেশ্যটী বুঝিতে পারিবেন। সেই জন্যই এই প্রবন্ধটী কেবল গ্রাহকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের মানসেই লিখিত হইল। গ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে যাহারা জাতীয় উন্নতির জন্য প্রস্তুত আছেন এবং লেখাপড়াতে যাহাদের রুচি আছে, তাঁহাদের দ্বারা যদি এই পত্রিকাখানির কোন সাহায্য হইতে পারে সেইজন্যই আমার এই বিষয়টী প্রকাশ করা হইল এবং তাঁহাদের সহানুভূতি প্রাপ্তির অভিলাষেই তাঁহাদের সমীপে নিবেদিত হইল। অর্থ সাহাস্য নহে। কেবল একটু সাধারণ চেষ্টা দ্বারা সাহায্য করা মাত্র। আমি ভাবিয়াছিলাম যে যখন এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা এত অল্প, তাহাতে ইহাকে অধিক দিন জীবিত রাখা সম্ভব নহে। ইহার নিজের একটী মুদ্রাযন্ত্র হইলে ইহার ছাপার ব্যয় ভার অনেক পরিমাণে কম হইবে এবং ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশ হইতে পারিলে গ্রাহক সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সেই অভিপ্রায়েই আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুই একটি প্রবন্ধে আমাদের জাতীয় রাজা মহারাজা ও অন্যান্য ধনকুবেরগণের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য ক্রমে সে চেষ্টায় কোনই ফল লাভ না হওয়ায় অবশেষে আমাদের কলিকাতাস্থ জাতীয় মহাসভাতেও সাহায্য প্রর্থনায় আবেদন করা হইয়াছিল। যাহাতে আমাদের সমাজের সাহায্যে একখানা উন্নত অবস্থায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয় অথবা এই চলিত তিলিবান্ধব পত্রিকাকেই কিছু সাহায্য করিয়া ইহাকেই সুচারুরূপে চালান যায় এই প্রস্তাব অনুসারে মন্তব্য প্রকাশ হইয়াও তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত

হইতে দেখা যাইতেছে না। মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ নন্দী বি, এল, উকিল মহাশয় এই বিষয় তাঁহার একটী প্রবন্ধেও বিস্তারিত রূপে সকলকেই জানাইয়া ছিলেন। আমাদের অদৃষ্ট দোষে আমাদের কাহারই প্রার্থনায় কোন ফল হয় নাই। যে সকল ধনকুবের দ্বারা এক মুহূর্ত্তে এই সামান্য পত্রিকার ন্যায় দশখানা পত্রিকা অতি সহজে চলিতে পারে এবং যাহাদের যথা ও অযথা ব্যয়ের মাত্রা ইহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে অধিক, তাঁহারা কেহই এ পর্য্যন্ত একখানা জাতীয় মাসিক পত্রিকা চালাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই সকল দেখিয়াই মনে হয় এ বুঝি বিধাতারই অভিসম্পাত নতুবা তিলিজাতি ধনবান হইয়াও আপনার জাতীয় মান মর্য্যাদা বজায় রাখিতে এতদূর পরাঙ্মুখ কেন ?

যখন এত চেষ্টা যত্নেও কোন উপকার হইল না, তখন ভাবিলাম যে বর্ত্তমানে তিলিবান্ধবের যে পরিমাণ ও যে অবস্থার গ্রাহক আছেন ইহায় আরও দশ পনর গুণ অধিক এবং এই অবস্থার স্বজাতি বঙ্গদেশ মধ্যে রহিয়াছেন যাহারা এ পর্য্যন্ত ইহার গ্রাহক হন নাই। তিলিবান্ধবের ন্যায় এক খানা সামান্য ও অল্প মূল্যের মাসিক পত্রিকা যে এই শ্রেণীর লোকের সাহায্যে চলিতে পারে না তাহা মনেও স্থান দেওয়া যায় না। রাজা মহারাজাগণের সাহায্য ব্যতীতও ইহাকে সুন্দররূপে চালান যাইতে পারে। সকল কার্য্যেই যে কেবল মহারাজার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে এবং আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকে সকল বিষয়েই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে তাহাও যুক্তি সঙ্গত নহে। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা অতি ক্ষুদ্র হইয়াও যখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অতি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তখন আমাদের ন্যায় অবস্থার আরও বহু সহস্র তিলি থাকিতে, সাধারণ ভাবের একখানা মাসিক পত্রিকা সুচারুরূপে চালান যাইবে না কেন ? কায়স্থ, বৈদ্য এমন কি উপরোক্ত বারুই জাতির সমাজ হইতে যখন জাতীয় মাসিক পত্রিকা হইতেছে তখন আমাদের মত অবস্থাপন্ন তিলি সমাজ হইতে ঐ সকল পত্রিকা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের পত্রিকাই বাহির হওয়া উচিত। গত বৎসর হইতে ধনীগণের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনার কোনই ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় এবং আমাদের মধ্যে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা মনে মনে চিন্তা করিতে আমাদের কোন প্রাচীন পণ্ডিতের একটী উপদেশ মনে পড়িয়া গেল,

"স্বল্পানামপিবস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্যকারিকা।
তৃণৈগু'ণত্বমাপন্নৈ ব'দ্ধন্তে মত্তদন্তিনঃ॥"

সামান্য তৃণ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিয়া যখন মত্ত মাতঙ্গকেও আবদ্ধ করা যায়, তখন আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলেও একখানা জাতীয় মাসিক পত্রিকা সুন্দর রূপে চা[illegible] পারিবে। এই তিলি বান্ধবের বর্ত্তমানে প্রায় বার শত গ্রাহক হওয়া দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে শিক্ষিত এবং লেখাপড়া ও গ্রন্থাদি পাঠ প্রিয় তিন চারি শত গ্রাহক মহোদয়গণও যদি আপনাপন গ্রামের মধ্যে এবং তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্য হইতে প্রত্যেকে পাঁচ সাতটী করিয়া নতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার আরো এক হাজার দেড় হাজার নূতন গ্রাহক হইতে পারে। তিলিবান্ধবের মত একখানা মাসিক পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা তিন হাজার কি আড়াই হাজার হইলেই উহা অন্যের বিনা সাহায্যে কেবল গ্রাহকদিগের সাহায্যেই চলিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই কার্য্যটী যে বিশেষ কঠিন কি ব্যয় সাপেক্ষ তাহাও নহে। কেবল একটু আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা স্বজাতি ও আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদের মধ্যে সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রাদি পাঠের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিলেই বহু লোকে ইহার গ্রাহক হইতে পারিবে। ইহার বার্ষিক মূল্য অতি সামান্য, উহা ব্যয় করিতে অধিকাংশ লোকেই সক্ষম, কেবল উৎসাহ ও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়ার লোকের অভাবেই অনেকে এতদিন ইহার গ্রাহক হয় নাই। আমার জানা আছে যে উত্তর বঙ্গের মধ্যে বগুড়া জেলায় সেরপুর, দিনাজপুর জেলায় চূড়ামন, বাহিম এবং হরিপুর, মালদহ জেলায় কলিগ্রাম এবং এবং পাবনা জেলায় দোগাছি ও সুজানগর এবং ফরিদপুর জেলায় পাংসা, হাবাসপুর প্রভৃতি যে সকল তিলি প্রধান স্থান আছে তন্মধ্যে তিলিবান্ধবের বর্ত্তমান গ্রাহকগণ ব্যতীতও আরো বহু শিক্ষিত লোক আছেন যাহারা এখন পর্য্যন্তও তিলিবান্ধবের গ্রাহক হন নাই। যদি ঐ সকল স্থানের পুরাতন গ্রাহক মহোদয়গণ কিছু মনোযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল লোককে অনুনয় করেন এবং জাতীয় উন্নতির জন্য তাহাদিগের চিত্তাকর্ষণ করেন তাহা হইলে সহজেই যথেষ্ট নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। এই ভাবে সমগ্র বঙ্গের তিলি সমাজের মধ্য হইতে যে আর কত নূতন গ্রাহক হইতে পারিবে

তাহা গ্রাহক মহোদয়গণ নিজেরাই অনুমান করিবেন। চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা এই প্রকার বিনা পয়সার সাহায্যেও যদি কেহ না করেন তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে "তিলিজাতি যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

আর একটী কথা, আমি যে কেবল কল্পনা-বৃক্ষমূলে বসিয়া এই কাল্পনিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা যেন কোন পাঠক মহোদয় মনে না করেন। আমি যে সময় হইতে ধনী মহোদয়গণের নিকট হইতে ইহার সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই হইতেই গত চারি পাঁচ মাসের মধ্যে সামান্য কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াই আমাদের নিজ গ্রামের অন্যান্য গ্রামের মধ্য হইতে প্রায় ত্রিশ জন নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছি। আরো দশ পনর জন গ্রাহক যে সংগ্রহ করিতে পারিব এরূপ আশাও করিতেছি। এই সকল গ্রাহকগণের কেহই বার্ষিক এক টাকা মাত্র ব্যয় করিতে কষ্ট বোধ করেন না; কেবল এই পত্রিকার বিষয় তাঁহারা ততদূর অবগত ছিলেন না এবং ইহাতে জাতীয় উপকারিতার বিষয় তাহাদিগকে কেহ এতদিন বুঝাইয়া না দেওয়াতেই তাঁহারা ইহার গ্রাহক হইতে পারেন নাই। এই সকল কারণে এবং ইহার প্রকৃত অবস্থা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতেই তিলিবান্ধবের বর্ত্তমান গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন যে যাহারা লেখাপড়ার চর্চ্চায় ইচ্ছুক এবং আমাদের জাতীয় উন্নতির দিকে যাঁহাদের মনোযোগ আছে তাঁহারা যেন একটু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া প্রত্যেকেই পাঁচ সাতজন অথবা যতদূর সাধ্য নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। ইহার গ্রাহক সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি হইলেই ইহাকে আর ভিখারীর ন্যায় কাহারও দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিতে এবং স্থান বিশেষ হইতে ভগ্ন মনোরথ হইয়া শূন্য হস্তে বিষণ্ণ বদনে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। আজকাল আমাদের স্বজাতীয় ধনকুবেরগণ নামকাওয়াস্তে অপারিমিত অর্থব্যয় করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু স্বজাতির সাধারণ মঙ্গলের জন্য সভা এবং জাতীয় সম্মিলনী ইত্যাদির বাহ্যাড়ম্বর দেখাইতেছেন বটে কিন্তু তাহাতে স্থায়ী কল্যাণের কোন কার্য্যই হইতেছে না। এইরূপ ভাবে কার্য্য চলিলে তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ কোন উপকার প্রাপ্ত হওয়ার আশা করা যায় না। তাঁহাদের তুলনায় আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও আমাদের সাধারণের নিজ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা করাই সঙ্গত মনে করি। যখন

অন্যান্য জাতির মধ্যে দশের সমবায় শক্তির দ্বারাই তাহারা নিজ নিজ সমাজের উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেছে তখন আমাদের সংখ্যা তদপেক্ষা বেশী সত্ত্বেও আমাদের সমাজ হইয়া পশ্চাৎপদ হওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আমাদের ধনশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ধন ও দানের গৌরব অন্যান্য জাতির নিকট সম্মানিত হইতেছেন সত্য কিন্তু জাতীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের সামাজিক ও অবস্থার উন্নতি না হইলে অন্যান্য জাতির নিকট তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় হীন হইয়াই থাকিবে; কাজেই জাতির হিসাবে কি ছোট কি বড় সকলকেই হীন জাতি বলিয়া অন্যের নিকট উপেক্ষিত হইতে হইবে। বড়লোককে কেহ হীনজাতি বলিয়া সাক্ষাতে কিছু না বলিতে পারিলেও সাধারণের হীনতা দোষে বড়কেও হীন জাতির অঙ্গ স্বরূপ মনে করিয়া আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করিতে ক্রটী করিবে না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সকল ভাব মন মধ্যে সর্ব্বদা উদয় হওয়াতেই স্বজাতির মঙ্গল ইচ্ছায় তাহার একটী আংশিক উপায় স্বরূপ এই জাতীয় মাসিক পত্রিকা খানিকে জীবিত রাখার চেষ্টা মনমধ্যে বলবতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রাহক মহোদয়গণ যদি আমার প্রার্থনা সঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে উপরের লিখিত উপায় অবলম্বনে অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীবনমালীকুণ্ডু Retired Inspector of Police, Po পোতাজিয়া, পাবনা।

বিবাহ না ব্যবসায়?

বর্ত্তমান সময়ে তিলি জাতির মধ্যে অবনতির যে সমস্ত কারণ দেখা যায়, অত্যধিক পাত্র-মূল্য তন্মধ্যে বোধ হয় একটী প্রধান কারণ। এই অত্যধিক পাত্র-মূল্য বশতঃ আমাদের সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ জর্জ্জরিত এবং ততোধিক ক্লিষ্ট। দশ পনর বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, আমাদের মধ্যে এই কু-প্রথা আদৌ ছিল না। তখন বর ও কন্যা পক্ষ উভয়েই উভয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, শুভ সম্বন্ধ স্থির করিয়া, যথাকালে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ কার্য্য সমাধা করিতেন। কন্যার যৌতুকাদি বা পাত্রের পণ বলিয়া কোন কথাই ছিল না। বরং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পণ প্রথা প্রচলিত থাকায় নানারূপ

বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু আজকাল আর সে সকল বিধি-সঙ্গত নিয়ম নাই। এখন পাত্রপক্ষগণ যেন কন্যা পক্ষের নিকটে গিয়া তাঁহাদের পুত্রগণের জন্য বিবাহের প্রস্তাব করা বিষম অবমানজনক মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন' তাঁহাদের পুত্রগণের আর বিবাহের আবশ্যক নাই, কন্যাপক্ষগণই তাঁহাদিগকে খোসামোদ করিয়া টাকা পয়সা দিয়া বিবাহ দিবে। এই প্রকারে ক্রমে আমাদের মধ্যে বিবাহের নামে একটা ব্যবসায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাই এক্ষণে প্রকারান্তরে পাত্র-পণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি আমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়াদি নামক গ্রামে, আমাদের স্বজাতীয় কোন এক ধনীপুত্রের এইরূপ একটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রের মূল্য হইয়াছিল নগদ ২৫০৲ আড়াই শত টাকা ও ৩০ ত্রিশ ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার। একমাত্র ধনী সন্তান ব্যতীত পাত্রের অন্য কোন বিশেষ গুণ আপাততঃ দেখা যায় না। শুনিলাম, বরের সঙ্গে ৩০।৪০ জন মাত্র যাত্রী গিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যাকর্ত্তার অপ্রতুলতা হেতু তাঁহাদিগকে যথারীতি আদর আপ্যায়ন ও আহার্য্য প্রদান করিতে পারেন নাই। আবার ইহাও শুনা গেল, পাত্র-মূল্য কিঞ্চিৎ অল্প হওয়ায়, পাত্রীর পিতা দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাত্র-কর্ত্তা স্বয়ং কন্যার ভাবীশ্বশুর—এক কপর্দ্দকও বাকী থাকিতে, পাত্রকে বিবাহ সভায় আনায়ন করিতে স্বীকার হন নাই। হায়রে আমাদের উন্নতি! আমরাই আবার মনুষ্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব বলিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করি, সভা সমিতি করি! ধৃষ্টতাও কম নহে!

যে শুল্ক প্রথায় জর্জ্জরিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায় এক্ষণে তাহা সমাজ হইতে দূরীকৃত করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, আমরা আধুনিক বিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, অবলীলাক্রমে সেই কুৎসিত প্রথা সমাজে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। তবে পার্থক্য এই, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায় কুলের শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে, বর ও কন্যা উভয় পক্ষকেই এ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, আর আমাদের তিলি জাতির মধ্যে সাধারণতঃ এক কন্যা পক্ষকেই এই নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। যে জীব-শ্রেষ্ঠ মানব নামধারী নরাধম দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌বৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া এ লোক নিন্দায় মস্তকে পদাঘাত করিয়া, অম্লানবদনে [illegible]

এই পশু বিগর্হিত নিকৃষ্ট ব্যবহার করে, কেবল যে সেই পাপকারী নরকস্থ হয় তাহা নহে ; পরন্তু তদ্দ্বারা সমাজের যে কতদূর অনিষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় তাহাদের মানসপটে এক মুহূর্ত্তের তরেও উদয় হয় না।

আজকাল আমাদের সমাজে, এই রাক্ষসাপেক্ষা নৃশংস আচরণ দ্বারা কত কন্যার পিতৃকুল যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অন্ন বস্ত্রের জন্য অতি দীনভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয়ে অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয়। অনেককে কন্যা-দায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য, ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হয়। ইহাতেও কি নিষ্কৃতি আছে ? যাবজ্জীবন কত প্রকার নগণ্য ত্রুটীতে যে শ্লেষ বাক্য সহ্য করিতে হয় তাহার নিরাকরণ নাই। পরিতাপের বিষয় বলিব কি,—অনেক সময় বাগ্দান ও জন্মপত্রিকা আদান প্রদান, এমন কি, শুভ বিবাহের দিনস্থির হইবার পরেও, বর কর্ত্তা অধিক অর্থের প্রলোভনে পূর্ব্ব সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া, কন্যা নিকৃষ্ট হইলেও, পুনরায় নূতন সম্বন্ধ স্থির করিয়া বসেন ; এরূপ স্থলে কন্যা পক্ষ কিরূপ বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়েন তাহা বোধ হয় ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের অনমুমেয়। ইহাকে কি বিবাহ না ব্যবসায় বলিব ? বঙ্গদেশের মধ্যে তিলি সম্প্রদায় একটী ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া গণ্য, কিন্তু বর্ত্তমান কালের সময়ের সঙ্ঘাতে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের সেই জাতীয় পেশা,—ব্যবসায়বাণিজ্য হারাইয়া, স্বীয় ঔরসজাত পুত্র বিক্রয় ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের হিন্দুর বিবাহ কি আত্মসুখ পরিতৃপ্তির জন্য ? আর্য্য ঋষিগণ কি আমাদের প্রবল ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন ? কখনই নহে। হিন্দু পুরুষের সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান সহকারিণী করিবার জন্য, একটী বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পিত করিয়া স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হওয়ার নামই বিবাহ। সেইজন্যই বোধ হয় বিবাহিতা স্ত্রীর আর একটি আখ্যা সহধর্ম্মিণী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে বিবাহ প্রথা যেরূপভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে বসিয়াছে, তাহাতে সনাতন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহের উদ্দেশ্য যথারীতি সাধিত হয় কিনা সে সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণই বিচার করিবেন।

এতৎ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু আমার মত বিদ্যা বুদ্ধি হীন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে, একটী সমাজের সর্ব্বাংশে অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। যতদূর

বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয়, তিলিজাতি, মানব সমাজে যাহা নিকৃষ্ট বৃত্তি, জ্ঞান শূন্য হইয়া আজ কাল তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক, অতি খরবেগে, অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তজ্জন্য আমার কর-জোড়ে নিবেদন,—আমাদের সমাজের প্রত্যেক হৃদয়বান্ মহৎ ব্যক্তি, বিশেষতঃ যাঁহারা তিলি জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করাইবার বাসনায় বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যেন এই প্রকার বিষ বৃক্ষগুলি অঙ্কুরেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন, নচেৎ বদ্ধমূল হইয়া গেলে উন্মূলিত করা সহজ সাধ্য হইবে না।

জনৈক গ্রামবাসী।
জগতী।

কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর দীঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুর ও ভাগ্যকুলের রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার্থ প্রস্তাবিত প্রীতি-সম্মিলনীর জন্য

চাঁদা আদায়ের তালিকা।

সন ১৩১৬ সালের ফাল্গুন হইতে সন ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত।

	চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা।	চাঁদার পরিমান
শ্রীযুক্ত বাবু	জানকী নাথ রায়, ভাগাকুল ...	১০০৲
"	রাজা শ্রীনাথ রায়, ভাগ্যকুল ...	৭৫৲
"	কাশীনাথ কুণ্ডু, কেশব চন্দ্র কুণ্ডু, আনন্দ চন্দ্র কুণ্ডু কৈলাশ চন্দ্র কুণ্ডু ব্রজবাসী ভৌমিক, জলধর কুণ্ডু চৌধুরী, বল্লভচন্দ্র কুণ্ডু, হরচন্দ্র কুণ্ডু, (নাকালিয়া পাবনা) দীননাথ কুণ্ডু, দীননাথ মণ্ডল, দীননাথ কুণ্ডু প্রামাণিক, দ্বারকানাথ পাল, শাড়াসিয়া, পাবনা ...	৫০৲
	বেণীমাধব, রামেশ্বর ও রমণীকান্ত সাহা, পাঁচুপুর রাজসাহী ...	৫০৲

চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা।	চাঁদার পরিমাণ
শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ, ভগবানচন্দ্র, অধরচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, কেদারনাথ, আদ্যনাথ ও মন্মথনাথ সাহা, আমলা	২৫৲
" জগন্নাথ খাঁ, উলা নদীয়া ...	২৫৲
" জগবন্ধু সাহা, জগতি নদীয়া, ...	২৲
" বিজয়কুমার, বসন্তকুমার মল্লিক, ৪৫।১ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ...	১৭৲
" গৌরচন্দ্রলাল, রাখালদাস ও রাজেন্দ্রমোহন দে চৌধুরী, মিরহাট ...	১৫৲
" ক্ষেত্রনাথ পাল, সয়দাবাদ ...	১৫৲
" অক্রুরচন্দ্র, ক্ষেত্রমোহন, ধ্রুবচন্দ্র, ভুবনমোহন ও বঙ্কুবিহারী শিকদার, ৮৬।৮৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ	১৫৲
" অমরনাথ, রেবতীমোহন, ব্রজেন্দ্র কুমার, হেমেন্দ্রকুমার, ললিতমোহন, রমণীমোহন, নন্দলাল, নীলকৃষ্ণ ও যোগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, ২৪নং মদনরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১৫৲
" গোপালচন্দ্র সাহা, উকিল, পাবনা, ...	১০৲
" মতিলাল কুণ্ডু, রাণাঘাট, নদীয়া ...	১০৲
" অভয় চরণ পাল, ২০৩।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১০৲
" জ্যোতিন্দ্রনাথ খাঁ, জেলা নদীয়া ...	১০৲
" সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ২৫নং নবাবপটী লেন, কলিকাতা	১০৲
" লক্ষণ দাস মল্লিক, ৩৬নং সীতানাথ রোড, কলিকাতা	১০৲
" আশুতোষ খাঁ, উলা, নদীয়া ...	১০৲
" প্রহ্লাদচন্দ্র পাল, ১০২ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট	১০৲
" সর্ব্বানন্দ নন্দী, জামগ্রাম, হুগলি ...	১০৲
নৈহাটী তিলিসমাজ সংরক্ষণী সভা, নৈহাটী ...	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেট, সাঁতরাগাছি, হাওড়া ...	১০৲
" রাজকুমার ও হীরালাল পাল চৌধুরী, ভোজেশ্বর, ফরিদপুর	১০৲
" কাশীমবাজার, সমাজের আদায় মাঃ হেমন্তকুমার নন্দী	১০৲
" মন্মথনাথ দে, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া	১০৲
" কৃষ্ণধন দে, দক্ষিণ ব্যাঁটরা, হাওড়া ...	১০৲

চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা।		চাঁদার পরিমাণ
শ্রীযুক্ত বাবু	রাধারমণ পাল, ৪৯নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১০৲
"	বৃন্দাবন চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র পাল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা	৮৲
"	সনাতন পাল, নারায়ণগঞ্জ ঢাকা ...	৮৲
"	মুকুন্দলাল কুণ্ডু, কুমারখালি ...	৬৲
"	কিশোরীলাল কুণ্ডু ঐ ...	৬৲
"	রাধিকা প্রসাদ কুণ্ডু ঐ ...	৬৲
"	কৃষ্ণপ্রসাদ কুণ্ডু ঐ ...	৬৲
"	রঘুনাথ মল্লিক, ৯নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৬৲
"	অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, রণাঘাট ...	৫৲
"	চারুচন্দ্র প্রামাণিক, শান্তিপুর নদীয়া ...	৫৲
"	গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, শান্তিপুর ...	৫৲
"	বরদাপ্রসাদ দে, শ্রীরামপুর ...	৫৲
"	ননিলাল দে ঐ ...	৫৲
"	নগেন্দ্রনাথ দে ঐ ...	৫৲
"	সুশীলকুমার দে ঐ ...	৫৲
"	কিশোরীলাল, মোহিনী মোহন ও পঞ্চানন সাহা, দোগাছী	৫৲
"	মতিলাল দে, ১২৭।১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫৲
"	রজনীকান্ত সাহা, দমদমা রাজসাহী ...	৫৲
"	ভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক, রাণাঘাট, নদীয়া ...	৫৲
"	বিনোদবিহারী পাল, ঝালকাটী, বরিশাল ...	৫৲
"	শ্রীকৃষ্ণদাস কুণ্ডু, ৮নং প্যারিমোহন পালের লেন, কলিকাতা	৫৲
"	সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫৲
"	নীলমাধব দে, ১৩।১ সীতানাথ রোড, কলিকাতা	৫৲
"	বনমালী মল্লিক, ১৫।১ নং সীতানাথ রোড, কলিকাতা	৫৲
"	শান্তিপ্রিয় মল্লিক, ৭৭নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা	৫৲
"	জগন্নাথ কুণ্ডু, ৪৬নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫৲
"	শশীমোহন কুণ্ডু, চরগোবিন্দপুর, পাবনা	৫৲
"	ললিতমোহন ও মুরারীমোহন পাল, ৬৫ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ...	৫৲
"	হরিমাধব পোদ্দার, পাড়ীদহ, বগুড়া ...	৫৲

চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা।	চাঁদার পরিমাণ
শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল দাস পাল, ৩০ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিঃ	৫৲
„ বলাইচাঁদ মল্লিক, ২২।১ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫৲
„ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, ঘোড়ামারা, রাজসাহী	৫৲
„ অম্বিকাচরণ, জানকীনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ নন্দী, জামগ্রাম, হুগলি ...	৫৲
„ গোবিন্দ, নবদ্বীপ ও শ্যামলাল তালুকদার, বিশ্বম্ভর মল্লিক লেন, কলিকাতা ...	৫৲
„ প্রতাপচন্দ্র দে, ৪২।৪৩ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫৲
„ শরৎচন্দ্র পাল, ৪৫।১নং ঐ ঐ	৫৲
„ প্রবোধচন্দ্র মল্লিক, ৩২।১ নং মধুরায়ের লেন, কলিকাতা	৫৲
„ যদুনাথ মাহিন্দার, রামকৃষ্ণপুর হাওড়া ...	৫৲
„ প্রিয়নাথ খাঁ, রামকৃষ্ণপুর ঐ ...	৫৲
„ বসন্তকুমার নন্দী, ব্যাতোড়, হাওড়া ...	৫৲
„ আশুধর দে, সাঁতরাগাছি, হাওড়া ...	৫৲
„ নগেন্দ্রনাথ দে, ১২।২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫৲
„ অভয়চরণ কুণ্ডু, ১৪১।২।১নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিঃ	৫৲
„ কালীপ্রসন্ন মল্লিক, ১৪নং আশুতোষ দের লেন, কলিকাতা	৫৲
„ ভূতনাথ শেঠ, ২৭নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫৲
„ শরৎচন্দ্র মল্লিক, ৬১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা	৫৲
তিলি সমিতি, হাওড়া, ...	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু বাহিরদাস পাল, তিলিবান্ধব সম্পাদক, কদমতলার বাজার, হাওড়া ...	৫৲
„ শরৎচন্দ্র শেঠ, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া ...	৫৲
„ দয়ালচন্দ্র খাঁ, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া ...	৫৲
„ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু, ঐ ...	৫৲
„ মহেন্দ্রনাথ, যদুনাথ, প্রিয়নাথ শ্রীমানী, শ্রীরামপুর,	৪৲
„ সুরেশ চন্দ্র দে ঐ	৪৲
„ প্রমথনাথ পাল, ১৯।১নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৪৲
„ ভুবনচন্দ্র কুণ্ডু, ২১ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৪৲

চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা।		চাঁদার পরিমাণ
শ্রীযুক্ত বাবু	অক্ষয়কুমার পাল, ১৮ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৪৲
"	উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৪৲
"	অন্নদাচন্দ্র কুণ্ডু, ৫০নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৩৲
"	গুনেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, রাণাঘাট, নদীয়া	৩৲
"	পদ্মানাথ কুণ্ডু, সোনাতলী, পাবনা	৩৲
"	শশীমোহন তালুকদার, রিঃ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, লৌগঞ্জ, ঢাকা ...	৩৲
"	রাধিকানাথ দে, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পাবনা	৩৲
"	নগেন্দ্রনাথ শ্রীমানী, ৯০।২নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিঃ	২৲
"	রূপচন্দ্র পাল চৌধুরী, ৪০ নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট,	২৲
"	ব্রজকৃষ্ণ পাল ও রসিকচন্দ্র তালুকদার ৪০নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ...	২৲
"	নিমচাঁদ ও বর্দ্ধমনারায়ণ চৌধুরী, ৫০।১ নং ঐ	২৲
"	রামকান্ত ...	২৲
"	শরৎচন্দ্র ও প্রভাস চন্দ্র সরকার চৌধুরী শিবনিবাস নদীয়া	২৲
"	হরিপ্রসাদ নন্দী, জামগ্রাম, হুগলি ...	২৲
"	কৃষ্ণলাল সাহা, পাবনা ...	২৲
"	থাকগোপাল কুণ্ডু, শ্রীরামপুর ...	২৲
"	উপেন্দ্রকৃষ্ণ দে ঐ ...	২৲
"	ভূষণ চন্দ্র দাস, শান্তিপুর ...	২৲
"	ব্রজনাথ শ্রীমানী, শ্রীরামপুর ...	২৲
"	আশুতোষ পাল, ১৪।১নং বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৲
"	উমেশচন্দ্র পাল, শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ...	২৲
"	সুশীলচন্দ্র পাল, ১৩০নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৲
"	সতীশচন্দ্র মণ্ডল ডাক্তার; ২৬৪নং অপার চিৎপুর রোড, কলিঃ	২৲
"	যদুনাথ চৌধুরী, চাকচোর, রাজসাহী, ...	২৲
"	নৃত্যগোপাল বিশ্বাস, কোন্নগর, ...	২৲
"	রজনী মোহন সাহা বগুড়া ...	২৲
"	হীনেন্দ্রনাথ পাল, ১৪১।১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিঃ	২৲

	চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা।	চাঁদার পরিমাণ
শ্রীযুক্ত বাবু	কেশবচন্দ্র পাল, ৪৯।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৲
"	হরিদাস দে, ৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৲
"	কৃষ্ণদাস মল্লিক, ৫।১নং ভৈরব দাসের লেন, কলিকাতা	২৲
"	রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ২১নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট	২৲
"	আমির চন্দ্র শেঠ ঐ ...	২৲
"	মনিলাল দে ঐ ...	২৲
"	অনুকুল চন্দ্র পাল ১৭ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৲
"	নন্দলাল নন্দী, ঐ ...	২৲
"	কালীপদ মাহিন্দার ঐ ...	২৲
"	কালিপদ সেট, মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ার, হাওড়া	২৲
"	হারাণচন্দ্র সেট, সাঁতরাগাছি ...	২৲
"	প্রসন্নকুমার সাউ, ব্যাতোড়, হাওড়া ...	২৲
"	বিধুভূষণ পাল, রামকৃষ্ণপুর ...	২৲
"	অধরচন্দ্র দে, ঐ ...	২৲
"	ডাক্তার অম্বিকাচরণ কুণ্ডু সাঁতরাগাছি ...	২৲
"	কৃষ্ণচন্দ্র দে, ৩৭০।৩নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা	২৲
"	গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু, ৭৮ নং জোড়াসাঁকো কলিকাতা	২৲
"	গণেশচন্দ্র কুণ্ডু, বড়বন্দর দিনাজপুর ...	২৲
"	বনমালী কুণ্ডু, পোতাজিয়া, পাবনা ...	২৲
"	কানাইলাল সাহা, দিঘাপাতিয়া, রাজসাহি	২৲
"	কৃষ্ণলাল মল্লিক ডাক্তার, নবদ্বীপ, নদীয়া	২৲
"	শরৎচন্দ্র মল্লিক, ২১ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৲
"	জ্যোতিন্দ্রনাথ পাল, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা	২৲
"	চিন্তামণি পাল, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা ...	২
"	চন্দ্রশেখর কুণ্ডু, ১২নং জোড়াপুকুর লেন ...	২৲
"	শশধর কুণ্ডু, এল, এম,এস, বগুড়া ...	২৲
"	সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৩৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা	২৲
"	শ্রীনিবাস দে, ২১ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, ...	২৲
"	রমানাথ নন্দী, [illegible]নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট ...	[illegible]

চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা।	চাঁদার পরিমাণ
শ্রীযুক্ত বাবু মনরঞ্জন দে, ৬৭নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা	২৲
„ আশুতোষ পাল, উত্তর বাঁটরা, হাওড়া ...	২৲
„ কেশবচন্দ্র দে, বি, এল, দক্ষিণ বাঁটরা, হাওড়া	২৲
„ প্রফুল্লকুমার সেট, ২।২ নং বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া	২৲
„ রামচন্দ্র টাট, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া ...	২৲
„ রাখালচন্দ্র দে, ১১৩নং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া	২৲
„ অধরচন্দ্র নন্দী, ঐ ...	২৲
„ উপেন্দ্রনাথ দে, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া ...	২৲
„ পাঁচকড়ি টাট, উত্তর বাঁটরা, হাওড়া ...	২৲
„ নটবর পাল, ২৬নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ...	২৲
„ রসিকলাল পাল, ২৬নং দরমাহাটা, কলিকাতা ...	২৲
„ শীতলচন্দ্র মল্লিক, ২১নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১৲
„ কেশবচন্দ্র কুণ্ডু, ধর্ম্মতলা সাতরাগাছি, হাওড়া...	১৲
„ সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, চক্রবেড়ে, হাওড়া ...	১৲
„ ভোলানাথ দে, সাঁতরাগাছি, হাওড়া ...	১৲
„ কৈলাসচন্দ্র দে, বাকসাড়া, হাওড়া ...	১৲
„ প্রিয়নাথ পাল সাঁতরাগাছি, হাওড়া ...	১৲
„ গয়ানাথ নন্দী, উত্তর বাঁটরা, হাওড়া ...	১৲
„ অমরচাঁদ পাল, মিরকাদিম, ঢাকা ...	১৲
„ কালীদাস পাল, ২৩নং মধু রায়ের লেন, কলিকাতা	১৲
„ অক্ষয়কুমার চৌধুরী ...	১৲
„ শ্রীনাথ চন্দ্র দে ও বিহারীলাল কুণ্ডু, ২৪০ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ...	১৲
„ অনুকূল চন্দ্র পাল, সাতরাগাছি, হাওড়া ...	১৲
„ রাধাবল্লভ সাহা, এলাসী, কুমারখালি ...	১৲
„ পূর্ণচন্দ্র সাহা, কালীবাড়ী ...	১৲
„ মুকুন্দলাল সাহা, ঐ ...	১৲
„ মাখনলাল কুণ্ডু, শেরকান্দি ...	১৲
„ মতিলাল কুণ্ড, শ্রীরামপুর, হুগলি ...	১৲

চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা			চাঁদার পরিমাণ
শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস মল্লিক, ৩৩নং সীতানাথ রোড, কলিকাতা			১৲
,, যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ৪৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা			১৲
,, প্রমথনাথ কুণ্ডু ১০নং প্যারীমোহন পালের লেন, কলিঃ			১৲
,, ভোলানাথ মজুমদার, কুমারখালী		...	১৲
,, রামরাজ কুণ্ডু	ঐ	...	১৲
,, বসন্ত কুমার কুণ্ডু	ঐ	...	১৲
,, মতিলাল কুণ্ডু	ঐ	...	১৲
,, হেমন্তলাল সাহা	ঐ	...	১৲
,, বিজয়চন্দ্র কুণ্ডু	ঐ	...	১৲
,, সুরেশচন্দ্র সাহা, কুষ্টিয়া, পাবনা		...	১৲
,, গোকুল চন্দ্র মণ্ডল, মধ্যমপুর		...	১৲
,, শশীভূষণ সাহা, এলাঙ্গী		...	১৲
,, গোকুল চন্দ্র সাহা, ঐ		...	১৲
,, পঞ্চানন কুণ্ডু, শেরকান্দি		...	১৲
,, শ্যামাপদ শেঠ, রামকৃষ্ণপুর		...	১৲
,, যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু ঐ		...	১৲
,, মন্মথনাথ নন্দী রামকৃষ্ণপুর,		...	১৲
,, অন্নদাপ্রসাদ পাল হাওড়া		...	১৲
,, উপেন্দ্রনাথ দে, ২১৯ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া			১৲
,, শশীভূষণ দে, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া		...	১৲
,, চণ্ডীচরণ কুণ্ডু, বাজে শিবপুর, ৩২নং শিবতলা গলি			১৲
,, রামলাল কুণ্ডু ২৬নং মিরজাফর লেন, কলিকাতা			১৲
,, কালীকুমার নন্দী, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া		...	১৲
,, দীনবন্ধু কুণ্ডু, রিটায়ার পোষ্টমাষ্টার, পোতাজিয়া, পাবনা			১৲
,, হরিধন পাল, বালী, হাবড়া		...	১৲
,, নফরচন্দ্র কুণ্ডু বালী, হাবড়া,		...	১৲
,, রাজেন্দ্রনাথ শেঠ, ঐ		...	১৲
,, ক্ষীরোদচন্দ্র পাল, ঐ		...	১৲
,, শিবচন্দ্র পাল, ঐ		...	১৲

চাঁদাদাতার নাম ও ঠিকানা।		চাঁদার পরিমাণ
শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ সেট, সাতরাগাছি, হাওড়া	...	১৲
তারিণী চরণ কুণ্ডু, দক্ষিণ ব্যাঁটরা, হাওড়া	...	॥০

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

বিবাহে পণ বর্জ্জন। ১১ই ফাল্গুন তারিখে হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তর ব্যাঁটরা নিবাসী ৺গোপাল চন্দ্র শেঠ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান শৈলেশ্বর শেঠের সহিত দক্ষিণ ব্যাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস শেঠের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী চারুবালা দাসীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে এই বিবাহের বিশেষত্ব এই যে বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র শেঠ মহাশয় কন্যা কর্ত্তার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। কন্যা কর্ত্তা ঘাটের জল ও নাচের দুর্ব্বা দিয়া কন্যাটী পার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই পাত্রকে অন্যান্য অনেক স্থানে নগদ টাকা মায় অলঙ্কারাদিতে ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার অধিক দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু শরৎ বাবু সে সকল উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া গরিবের ঘরে বিবাহ দেন। কন্যাকে যে সকল অলঙ্কারাদি দেওয়া হইয়াছে সে সমস্ত শরৎ বাবু দিয়াছেন তিলি সমাজে শরৎ বাবু যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা তিলি মাত্রেরই অনুকরণীয়। আশা করি পাঁচ পরগণাস্থ তিলি সভা একটী বিশেষ বৈটকে শরৎ বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিবেন। দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে এই শ্রেণীর ত্যাগশীল মহাজনকে সম্মানিত করিয়া অপর সাধারণের চোক ফুটাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শুভ বিবাহ। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তর ব্যাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাল চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান বিধু-ভূষণ পাল চৌধুরীর সহিত উক্ত গ্রামবাসী ৺পাঁচকড়ি টাটের কন্যা শ্রীমতী সুবর্ণ প্রতিমা দাসীর শুভ পরিণয় কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আদ্যশ্রাদ্ধ। ৭ই মাঘ তারিখে জেলা হাওড়া অন্তর্গত নাইকুলি গ্রাম নিবাসী ৺বিপ্রদাস শেঠ মহাশয়। তিন পুত্র, পুত্রবধু এবং পৌত্রাদি রাখিয়া প্রায় একশত বৎসর বয়সে তাঁহার হাওড়ার বাস ভবনে দেহত্যাগ করেন। তদুপলক্ষে ৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ক্ষৌর কার্য্য। ৭ই ফাল্গুন বুধবার

আদ্যশ্রাদ্ধ (সভারোহণ) ও অধ্যাপক বিদায়। ৮ই ফাল্গুণ বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশায়ক ভোজন। ৯ই ফাল্গুন শুক্রবার প্রাতে কাঙ্গালি বিদায় ও মধ্যাহ্নে কুটুম্বদিগের জলপান। ১০ই শনিবার কুটুম্ব ভোজন। ১১ই রবিবার কুটম্ব নেত্রীবর্গের সম্মান ও পাথেয় প্রদান। এই কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মৃত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅখিল চন্দ্র শেঠ, মধ্যম শ্রীনটবর শেঠ কনিষ্ঠ শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শেঠ মহাশয়গণ ১৫০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃদেবের বৃষোৎসর্গাদি শ্রাদ্ধ মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। প্রায় ২০০।২৫০ অধ্যাপক বিদায় করেন তাঁহাদিগকে মূল্যবান ধাতুপাত্র ও মিষ্টান্ন দ্বারায় সন্তোষ করিয়াছিলেন। প্রায় ৪০০।৫০০ ব্রাহ্মণ ও সহস্রাধিক কায়স্থ, বৈদ্য, নবশায়-কাদি ভোজন করান হইয়াছিল। এই কার্য্যে পাঁচ পরগণাস্থ যাবতীয় স্বজাতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, অতিদূরবর্ত্তী স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ আসিয়া-ছিলেন প্রায় ৪।৫ হাজার স্বজাতি ২।৩ দিন ধরিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, জ্ঞাতি ও কুটুম্ব কাহারও দীয়তাম্ ও ভুজ্যতামের ক্রটী হয় নাই। প্রায় ৩০০০ কাঙ্গালি বিদায় করা হয়। এই বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। এ কার্য্যে অখিল চন্দ্র শেঠ মহাশয়ের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অভ্যাগত সকলেই শেঠ মহাশয়ের সরল ব্যবহারে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সুজনোচিত কার্য্য করিয়া অভ্যাগতগণকে নিরতিশয় পরিতুষ্ট করিয়া-ছিলেন। গললগ্নবাসে প্রত্যেকের নিকট অতি বিনীতভাবে স্বীয় সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন আয়োজন তেমনি বিনয়, প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি তাঁহার যত্নে ও আদরে অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছিলেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শেঠ মহাশয়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

৺গঙ্গা। ১লা পৌষ তারিখে জেলা হাওড়ার অন্তর্গত চক্রবেড়ে গ্রাম নিবাসী অক্ষয় কুমার কুণ্ডু মহাশয় ২টী পুত্র ও ৫টী কন্যা রাখিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে রক্তাতিসার রোগে দেহত্যাগ করেন। মৃত মহাত্মার পরিবারবর্গ শান্তিলাভ করুন ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সদনুষ্ঠান। কলিকাতা ঠনঠনে নিবাসী ৺নবীন চন্দ্র কুণ্ডু আড়ৎদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল কুণ্ডু মহাশয় যে ৯ খানি নামাঙ্কিত মার্ব্বেল

পাথর মথুরা বিশ্রামঘাটে ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেবালয় নিধুবন ও নিকুঞ্জবনে বসাইবার জন্য উক্ত শ্রীযুক্ত ননিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়াছিলেন তাহা যথা স্থানে স্থাপিত হওয়া সংবাদে আমরা সুখী হইলাম। পবিত্র স্থানে নামাঙ্কিত পাথর বসাইয়া কুণ্ডু মহাশয় স্বীয় জীবনের সার্থকতা লাভ করিলেন সন্দেহ নাই শ্রীননিলাল চট্টোপাধ্যায়, রাধা রাণীর মন্দির, বৃন্দাবন ধাম।

ধন্য রাধাচরণ রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনাররূপে কলিকাতার বিশেষতঃ কলিকাতার উত্তর অংশের করদাতৃবর্গের অভাব অভিযোগাদির বিশেষ আলোচনা করিয়া তাঁহাদের কৃতজ্ঞ অর্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র, পিতার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া যশোলাভ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতার রাজপথের দুরবস্থা সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে কবি হেমচন্দ্র "কলির সহর কলিকাতার" বর্ণনায় বলিয়াছিলেন—যায় "চৌরঙ্গী সোনার থালা, সহর ধুলায় হাড়ি।" রাধাচরণ বাবুকে এতদিন পরে সেই কথাই বলিতে হইয়াছে। ইহা মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। স্বায়ত্ত শাসনের সাফল্য নিদর্শনও নহে। পাল মহাশয় বলিয়াছেন, চৌরঙ্গী, লাল-দিঘী অঞ্চলের অবস্থা কিছু ভাল বটে, কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টি সাধারণতঃ যে দিকে পতিত হয় না সেদিকে রাস্তার অবস্থা মফঃস্বলস্থ গ্রাম্য রাস্তারই মতন। কেন এমন হয়? মিউনিসিপালিটীর আয়ের অধিকাংশ যাহারা দেয় তাহাদের প্রতি এ অবহেলার কারণ কি? আজকাল কোন কোন রাস্তার ফুটপাতে বিলাতী মাটীর মেজে করা হইতেছে, কিন্তু ফুট-পাতে আবর্জ্জনা, রাবিস প্রভৃতি পড়িয়া থাকে কেন? আর ফুটপাথ গুলি দিনান্তে একবারও ধৌত করার ব্যবস্থাই বা হয় না কেন? বর্ত্তমান অবস্থায় ফুটপাথ গুলি নিতান্তই পিচ্ছিল ও যাত্রীদিগের পক্ষে বিপদজনক হয় পূর্ব্বে বৃষ্টির পর পথে সঞ্চিত কর্দ্দম দূর করা হইত। এখন সে ব্যবস্থাও পরিত্যক্ত করা হইয়াছে। পথে জল ড্রেণ, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতির জন্য গর্ত্ত করা হয় তাহার পর পথ সংস্কৃত হইলে কেহ দেখিয়া লয় কি? পথে আবর্জ্জনা সমস্ত দিন বিক্ষিপ্ত হয়—পড়িয়াও থাকে। আবর্জ্জনাস্তূপে থাকিবার সময়ে পথ চলা দায় হইয়া উঠে, আর বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়া রাজপথের কে

দুর্দশা হয় তাহার কথা আর অধিক বলিতে হইবে না। পাল মহাশয় এসব কথার আলোচনা করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন আমাদের ইচ্ছা কলিকাতা বাসীরা পল্লীতে পল্লীতে সমিতি গঠিত করিয়া এই সব বিষয়ের আলোচনা করুন, পাল মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করুন তাহা হইলে এ অবস্থার প্রতীকার হইবে।

বৈষ্ণব সম্মিলনী। ভক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী গা ঝাড়া দিয়াছেন। শুভ লক্ষণ। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাঝে যাঁহারা ভণ্ডামী করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা আচার অনুষ্ঠানে প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে সরিয়া পড়িতেছেন, তাঁহাদিগকে সুপথে আনিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কাসিম বাজারের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র পাল প্রভৃতি বৈষ্ণব হিতৈষীর উদ্যোগ ও শ্রমে "এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী" প্রতি মাসে কোন না কোন ভক্তের বাড়ীতে ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। গত মাসে কলিকাতায় মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বাড়ীতে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল। গত রবিবার হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য বৈষ্ণব অনুরাগী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের বাড়ীতে ইহার অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে গঙ্গার এ-পার ও ও-পারের বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ, ধনাঢ্য ভক্ত ভাবুক উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর স্বভাবজ ধীর শান্তভাব মিষ্ট ভাষায় সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যখন এ সম্মিলনীর পৃষ্ঠপোষক তখন ইহার দ্বারায় যে কাজ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

দ্বারোদ্‌ঘাটন। ১৬ই ফাল্গুন তারিখে কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর কুড়ি গ্রামের কৃষি শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন।

ভাবী-বিবাহ। শুনিতে পাইতেছি যে কাসিম বাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কন্যার সহিত ৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট নিবাসী রায় [illegible]নাথ পাল বাহাদুরের পুত্রের বিবাহ হইবে। পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে এখন ভগবান কৃপায় দুই হাত এক হইলেই হয়।

দিঘাপতিয়ার রাজা। দেখিতেছি দিঘাপতিয়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদা নাথ রায় নবপ্রবর্ত্তিত "প্রাচ্য শিল্পকলায়" পাকা পেট্রণ হইতেছেন। তিনি শিল্প প্রদর্শনীতে অনেক দামে অনেক গুলি ছবি কিনিয়াছেন। পঠ-দশায় রাজা ও তাঁহার ভ্রাতারা চিত্র শিল্পের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। কুমার বসন্ত কুমার প্রতিকৃতি অঙ্কণে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। কুমার শরৎ কুমারের শিল্প শিক্ষা যে তাঁহাকে প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে সাহায্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কুমার হেমন্ত কুমার নিপুণ শিল্পী। "দাদা বাবু" ছাত্র অবস্থায় রাজা বাস্তবমূলক প্রতীচ্য শিল্পেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

পাত্রীর প্রয়োজন।

১। আমার ১০।১১ বৎসরের ২টী পাত্রী প্রয়োজন। পাত্রী ২টী সামান্ত শিক্ষিতা ও মধ্যবিত্ত ঘরের হইলেও হইবে, সমাজ ভাল হওয়া চাই। দেখিতে সুন্দরী না হইলেও শ্যামবর্ণ অথচ মুখের ও শরীরের গঠন ভাল হওয়া দরকার। আমার দুইটী ২০।২২ বৎসরের পাত্র আছে দেখিতে মন্দ নহে। অবস্থা এক প্রকার মন্দ নহে। মোটের উপর খাওয়া পরার কষ্ট হইবে না। ১ম পাত্রটী উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত পাড়িয়া ব্যবসা করিতেছে। অন্যটী এণ্ট্রেন্স দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাড়িয়া রাজসাহী টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়িতেছে।

লেখক শ্রীউপেন্দ্র বিহারী সরকার, কানসাট, মালদহ।

২। বাগুনেপটী—দিনাজপুরে একটী পাত্র আছে পাত্রের বয়স ১৯ বৎসর এন্‌ট্রেন্স তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া একণে নিজে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে। পাত্রের পিতা মাতা জীবিত আছেন।

৩। বেদবাড়ী—মৈমনসিংহে একটী পাত্র আছে। পাত্রের বয়স ১৭।১৮ বৎসর দেখিতে সুশ্রী, অবস্থা ভূসম্পত্তি ও কারবার উভয় প্রকারেই খুব ভাল পাত্রটী এন্‌ট্রেন্স পড়িতেছে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নি বর্ত্তমান আছেন।

৪। জেলা মালদহে আমাদের স্বজাতি একজন জমিদার আছেন। জমিদারীর বার্ষিক আয় ২৫।৩০ হাজার টাকা। তাঁহার বয়স ৩৪।৩৫ বৎসর। সংসারে তাঁহার মাতা এবং স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ নাই। সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি বংশ রক্ষা ও জমিদারি রক্ষার জন্য দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক। কন্যা তাঁহার এ সম্পত্তি উপভোগ করিবে। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বিবাহ করিতে মত দিয়াছেন।

৫। সেরপুর—বগুড়ায় একটী সুশ্রী ও অবস্থাপন্ন ঘরের পাত্র আছে। পাত্র পড়িতেছে বয়স ১৫।১৬ বৎসর।

পাত্রের প্রয়োজন।

১। সেরপুর, বগুড়ায় ২।৩টী সুন্দরী ও বয়স্থা পাত্রী আছে, পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

২। দেবহাট্টা—খুলনায় একটী দশ এগার বৎসর বয়স্ক গৌরবর্ণা সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত পাত্রী আছে। পাত্র কলিকাতা বা কলিকাতার সন্নিকটস্থ দ্বাদশ তিলি হওয়া চাই।

৩। বেদবাড়ী—মৈমনসিংহে একটী অতি সুন্দরী গৌরবর্ণা ১০।১১ বৎসরের পাত্রী আছে। পাত্রীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি বর্ত্তমান।

৪। কলিগাঁও—মালদহে একটী ৮।৯ বৎসর বয়স্কা পাত্রী আছে। মেয়েটী দেখিতে শ্যামবর্ণ অথচ গঠন এক প্রকার মন্দ নহে। পাত্রটী শিক্ষিত সৎসমাজ ও মধ্যবিত্ত অবস্থার হওয়া চাই।

পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান জানিতে হইলে তিলিবান্ধব অফিস, পোষ্ট কদমতলা, হাওড়া, এই ঠিকানায় তিলিবান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাহিন্দাস পাল মহাশয়ের নিকট রিপ্লাই কার্ড অথবা ৵১০ পয়সা ডাক টিকট সহ পত্র লিখুন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৯ সালের গ্রাহকদিগের নিকট বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তি।

৪৫০।	শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ পাল, ৭৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১৲
৪৫১।	" সারদাপ্রসাদ পাল. উর দ বাজার, পোঃ চন্দননগর, হুগলি	১৲
৪৫২।	" উপেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ডাকঘর, পটুয়াখালি বারিশাল	১৲
৪৫৩।	" হরিবন্ধু পাল, কলাবাধা, পোঃ হুরমুট, মৈমনসিংহ	১৲
৪৫৪।	" মহিমচন্দ্র মণ্ডল, শেখেরপাড়া, পোঃ নগরা, মৈমনসিংহ	১৲
৪৫৫।	" বেণীমাধব কুণ্ডু, চুরাপাটী, পোঃ বড়বন্দর, দিনাজপুর	১৲
৪৫৬।	" বিপিন বিহারী পাল, বড়াগপাড়া লেন, পোঃ ও জেলা হুগলি	১৲
৪৫৭।	" ভবেন্দ্র [illegible], পোঃ চন্দন নগর, হুগলি	১৲
৪৫৮।	" দুর্লভ চন্দ্র, নন্দী, লক্ষ্মীগঞ্জ, পোঃ চন্দননগর, হুগলি	১৲

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্রিকা প্রকাশিত হয়,গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা পোঃ অঃ, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮ সালের তিলি-বান্ধবপত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা অধিক চার্য্য করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ। | চৈত্র ১৩১৯ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

এককালীন দান। গোকাতিপুর—মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণ দে মহাশয় নিজ বিবাহ উপলক্ষে তিলিবান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে এককালীন ৫৲ পাঁচ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

কাঁসারিপটী—খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ পাল মহাশয় স্বীয় শালী-পতি-ভাই শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় বঙ্গীয় তিলি জাতির একমাত্র মুখপত্র "তিলি-বান্ধব" এর জন্য একটী নূতন বৃত্তি স্থাপন করিয়া বরপক্ষীয়ের নিকট হইতে ১৲ এক টাকা আদায় করিয়া তিলিবান্ধব আফিসে জমা দিয়াছেন। আমরা প্রিয়নাথ বাবুর এই সুনিয়মে অত্যন্ত সুখী হইলাম যদি প্রত্যেক সমাজের নেতৃবর্গ প্রত্যেক বিবাহে শয্যাতোলানি, বাসরজাগানি, ঢেলামারা, স্কুল, বারওয়ারি, পাঠশালা প্রভৃতির বৃত্তির ন্যায় "তিলিবান্ধব" এর একটী বৃত্তি স্থাপন করেন তাহা হইলে তিলিবান্ধবকে অর্থাভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। যাহা হউক প্রত্যেক সমাজের নেতৃবর্গ প্রিয়নাথ বাবুর এই পন্থা অবলম্বন করিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রস্তাব বিফল। গত ৭ই মার্চ্চ দিল্লী সহরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক [illegible]য় এক অধিবেশন হইয়াছিল ভারতের শাসন বিভাগের সহিত[illegible]

বিভাগের পার্থক্য সম্পাদিত হউক, অন্ততঃ আপাততঃ পরীক্ষা হিসাবে ভারতের অংশ বিশেষে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হউক,—অনারেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কাসিম বাজারের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতি এই প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিয়াছিলেন। তর্ক-বিতর্ক খুবই উঠিয়াছিল। শেষে কিন্তু সবই ফাঁসিয়া গেল, তর্ক-বিতর্কের পর এই প্রস্তাবের ভোট দাঁড়াইল ২৫টী, আর বিপক্ষে দাঁড়াইল ৩৭টী, কাজেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুরেন্দ্র নাথ এক্ষেত্রে পরাজিত হউন, কিন্তু তিনি যে পুনরপি এ প্রস্তাব লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবেন না ইহা আমরা মনে করি না। শাসন বিভাগের সহিত বিচার বিভাগের যে একটা পার্থক্য বিধান একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, একের উপরই যে আর শাসন বিচার—দুয়েরই অধিকার রাখা উচিত হইতেছে না, ইহা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টও ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অথচ সুরেন্দ্র নাথের প্রস্তাব ভোটের চোটে উড়িয়া গেল; আজ না হয় কাল গবর্ণমেণ্টকে যে এ ব্যবস্থা করিতেই হইবে—অনেক অবস্থাভিজ্ঞের এইরূপই অনুমান।

সদনুষ্ঠান। বিগত ৮ই ৯ই ফাল্গুন তারিখে ভট্টপল্লী পরীক্ষা সমাজে বার্ষিক আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। দেশ বিদেশের প্রায় দেড় শত ছাত্র এই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। বৈদ্যপুরের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত নৃসিংহনাথ নন্দী মহোদয় মাতৃস্বর্গার্থে পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের ভোজন করাইবার জন্য ২০০৲ দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা নৃসিংহ বাবুর এই দানে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

আদম সুমারীর হিসাব। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলিকাতায় ১৯১১ সালের খৃষ্টাব্দে যে আদম সুমারি হইয়াছিল সেই সুমারের হিসাব দৃষ্টে জানা গেল যে কলিকাতা এবং সহরতলী মিউনিসিপালিটী সমূহের (সহরতলী মিউনিসিপালিটী বলিলে কাশীপুর,চিৎপুর, মাণিকতলা এবং গার্ডেনরিচ বুঝাইবে এবং কলিকাতা বলিলে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অধিকার ভুক্ত স্থান, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, ময়দান বা গড়ের মাঠ কলিকাতা বন্দর ও খালের সন্নিহিত কোন কোন স্থান বুঝাইবে।) অধিকার ভুক্ত স্থানে তিলির সংখ্যা ২০৬৪৬ ব্রাহ্মণ ১০৭১৫১ কায়স্থ ৮৬৬৩৩ কৈবর্ত্ত ৪৩৯১০ চামার ৩১৪০৮ গোয়ালা ৩১৪৮০ সুবর্ণবণিক

২৮৭৮০ কাহার ২০০০০ তাতী ২১৭৫১ দেখিতেছি কলিকাতায় তিলিজাতির সংখ্যা অতি কম। এবং উক্ত হিসাব দৃষ্টে আরও জানা গেল—যে সকল কারখানার স্বত্বাধিকারী একজন দেশীয় ব্যক্তি সেরূপ কারখানার সংখ্যা ৩৬০ ঐ সকল স্বত্বাধিকারীর মধ্যে ৬৫ জন কায়স্থ, ৫২ জন ব্রাহ্মণ, ২৮ জন তিলি, ১৬ জন সদেগাপ, ২০ জন কলু। (কলুদিগের তেলের কল ব্যতিত কোন কল কারখানা নাই) ১৬ জন বৈশ্য, ১২ জন চাষী কৈবর্ত্ত ও ১০জন সুবর্ণ বণিকের কলিকাতায় কারখানা আছে। লোক সংখ্যার অনুপাতে তুলনা করিতে গেলে তিলি জাতির কল কারখানা সর্ব্বাপেক্ষ অধিক। শুদ্ধ কলিকাতা সহরে গেল বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় লোক সংখ্যার তুলনায় তিলি জাতির কারবারের সংখ্যাই অধিক। এখন দেখা যাইতেছে যে তিলিজাতি বঙ্গের অন্যান্য জাতি মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাত্রীর প্রয়োজন।

১। জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত পোষ্ট হাউড়ের অধীন ঘোষপুর গ্রামে দুইটী পাত্র আছে, একটী এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে পাত্রের পিতার জমিদারী আছে কলিকাতায় ২।৩ খানি বাড়ীও আছে পাত্রী সুন্দরী ও বয়স্থা হওয়া চাই।

২। সেরপুর—বগুড়ায় একটী পাত্র আছে পাত্রটী এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেন্ট হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেছে পাত্রের সাংসারিক অবস্থা মন্দ নহে, জোত জমিও আছে পাত্রী বয়স্থা হওয়া চাই। পাত্রের বয়স ২৪।২৫ বৎসর।

৩। সেরপুর—বগুড়ায় আর একটী পাত্র আছে পাত্রের জমিদারীর আয় আছে, বয়স ১৯।২০ বৎসর। পাত্রী সুন্দরী হওয়া চাই।

৪। সেরপুর—বগুড়ায় একটী পাত্র আছে পাত্রের পিতার অবস্থা ভাল।।

পাত্রের প্রয়োজন।

১। সেরপুর বগুড়ায় একটী সুন্দরী পাত্রী আছে পাত্র শিক্ষিত কিম্বা অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

২। কলিকাতায় ১২ বৎসর বয়স্থা একটী পাত্রী আছে পাত্রীর পিতা অবস্থা ভাল নহে পাত্র অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান জানিতে হইলে তিলিবান্ধব অফিস পোঃ কদম-তলা. শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]

[illegible]

[illegible] (সন ১৩১৮ সাল)

তিলি-বান্ধব মুদ্রাযন্ত্রের জন্য।

১। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল দে B. A. শ্রীরামপুর, হুগলি — ১৲

২। „ বনমালী কুণ্ড Retired Inspector of Police, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা — ২৲

৩। „ কুঞ্জমোহন পাল, চৌধুরীবাজার, পোঃ হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট — ১৲

৪। „ মণিলাল কুণ্ড M. B asst surgeon, civil Hospital Meiktila — ২৲

৫। „ প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল ১০২ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা পৌত্রীর বিবাহ উপলক্ষে — ১০৲

৬। „ যদুনাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত বনমালী কুণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী স্বজাতি কোন কার্য্যোপলক্ষে আদায় করিয়া দিয়াছেন — ২০৲

৭। „ বৈদ্যনাথ কুণ্ডু, কার্পাসডাঙ্গা, নদীয়া — ১৲

৮। „ ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা, খাগড়া আচার্য্য পাড়া, মুরশিদাবাদ, স্বীয় বিবাহ উপলক্ষে — ২৲

৯। „ জ্ঞানদাচরণ পাল, মানকাচর, আসাম — ২৲

১০। „ শ্রীমতী দুর্গাময়ী চৌধুরাণী, চূড়ামন, দিনাজপুর, পুত্রের কর্ণবেদ উপলক্ষে — ১৫৲

১৩১৮ সালে তিলিবান্ধব মুদ্রাযন্ত্রের জন্য আদায় মোট — ৫৬৲

তিলি-বান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে

১। শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ দাম [illegible] চানপটীয়া, চাম্পারণ — ১।০

২। „ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী এটর্ণি ২১৩নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা পত্নীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে — ৫৲

৩। কলিকাতাস্থ তিলিজাতি সাম্মিলনী — ১০৲

৪। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল মণ্ডল, গাড়িদহ, সেরপুর, বগুড়া — ২৲

৫। B[illegible]club, শ্রীনরংগঞ্জ, [illegible]গঞ্জ, ঢাকা ১৲
৬। শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর সাহা, সেরপুর, বগুড়া ২৲
৭। " ব্রজনাথ মৌলিক, চুড়ামন, দিনাজপুর ১৲

১৩১৮ সালে তিলিবান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে মোট আদায় ২২।০

এককালীন দান। (১৩১৯ সালের)

তিলি-বান্ধব মুদ্রাযন্ত্রের জন্য

১। শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন পাল, আটিলা, মুগকল্যাণ, হাওড়া
ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ২৲
২। " রাধারমণ পাল, ৯৭, ৯৯নং সীতারাম ষ্ট্রীট কলিকাতা
কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ২৲
৩। জনৈক স্বজাতি, চুঁচুড়া, হুগলি ৪৲
৪। শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষনাথ শেঠ লক্ষীসরাই, মুঙ্গের ১৲
৫। ৺ কালীপ্রসন্ন মল্লিক মহাশয়ের কোন আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে
(সাং ১৪নং আশুতোষ দের লেন, কলিকাতা) ৫৲
৬। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ, শ্রীপতিচরণ, রাধাগোবিন্দ, পুলিন বিহারী দে
মহাশয়গণ একত্রে ১০৲

১৩১৯ সালে তিলি-বান্ধব মুদ্রাযন্ত্রের জন্য মোট আদায় ২৪৲

১৩১৭ সালের তিলিবান্ধব মুদ্রাযন্ত্রের জন্য আদায় ১১১৲
১৩১৮ " " " " ৫৬৲
১৩১৯ " " " " ২৪৲

মুদ্রাযন্ত্রের জন্য মোট আদায় হইয়াছে ১৯১৲

১২০০৲ টাকার মধ্যে ১৯১৲ টাকা আদায় এখনও বাকি ১০০৯৲

এককালীন দানের তালিকা (১৩১৯ সালের)

তিলিবান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে

১। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জচরণ সরকার কলিগাঁও, মালদহ,
পিতৃদেবের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫৲
২। " আশুতোষ পাল, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ কন্যার বিবাহোপলক্ষে ২৲

৩। " প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল, ১০২নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা
কন্যার বিবাহোপলক্ষে ৫

৪। " বনমালী কুণ্ডু, Retired Inspector of Police
পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা, পুত্রের বিবাহোপলক্ষে ২

৫। " রাধাচরণ দে, মোকাতিপুর, পোঃ নিমসরাই, মালদহ
স্বীয় বিবাহোপলক্ষে ৫

৬। " প্রিয়নাথ পাল কাঁসারিপটী, খিদিরপুর
আত্মীয় কন্যার বিবাহোপলক্ষে ১

১৩১৯ সালে তিলিবান্ধব পত্রিকার উন্নতি কল্পে আদায় মোট ২০

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১৯ সালের প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট বার্ষিক মূল্য ১ প্রাপ্তি।

৪৫৯। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র কুণ্ডু, ২৯ নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৪৬০। ,, জ্ঞানাঞ্জন সাহা, Executive Engineer, Ranchee
৪৬১। ,, জটিরাম মাইতি, বেন্দা, পোঃ বহড়ালোড়া, সিংহভূম
৪৬২। ,, গোপাল চন্দ্র ও হরচন্দ্র পাল, চিলমারী বন্দর, রংপুর
৪৬৩ ,, ব্রজগোপাল কুণ্ডু, পোঃ ধলহরা চন্দ্র, যশোহর
৪৬৪। ,, ইন্দুভূষণ খাঁ, শ্রীনগর, পোঃ সূর্য্যদিয়া, ফরিদপুর
৪৬৫। ,, কানাইলাল কুণ্ডু, হরিপুর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর
৪৬৬। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, পোঃ বাহিন্, দিনাজপুর
৪৬৭। ,, দুর্গাপ্রসন্ন কুণ্ডু, Bergacha, পোঃ নাটোর, রাজসাহী
৪৬৮। ,, ঝাটুচরণ নন্দী, কাঁথি, মেদিনীপুর
৪৬৯। ,, রাজমোহন কুণ্ডু, পোঃ রায়কালী, বগুড়া
৪৭০। ,, হৃদয়লাল পাল চৌধুরী, কানাইপুর, পোঃ নবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৪৭১। ,, রাধচরণ পাল, মরিচা, পোঃ আট গ্রাম, শ্রীহট্ট
৪৭২। ,, উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কুমিরা, খুলনা

৪৭৩। „ জানকীনাথ কুণ্ডু, বর্ণনারায়ণপাড়া,পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা
৪৭৪। „ ত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু, রাউতাড়া, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা
৪৭৫। „ ললিতমোহন কুণ্ডু, কার্পাসডাঙ্গা, পোঃ নিশ্চিন্দিপুর, নদীয়া
৪৭৬। „ শশীভূষণ দে, জটাশেখর পাল, বুড়শিবতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৪৭৭। „ গিরিশচন্দ্র পাল, বি, এল, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা
৪৭৮। „ সত্যচরণ দে, জানমামুদঘাট রোড, পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৪৭৯। „ অন্নদাপ্রসাদ হালদার, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা
৪৮০। „ রামবল্লভ দে, মেমারি, বৰ্দ্ধমান
৪৮১। „ রাখালচন্দ্র দে, মিরহাট, পোঃ বৈদ্যপুর, বৰ্দ্ধমান
৪৮২। „ শশীভূষণ কুণ্ডু, নূতনগঞ্জ, বৰ্দ্ধমান
৪৮৩। „ উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু, খাজা আনোয়ারবেড়, পোঃ ও জেঃ বৰ্দ্ধমান
৪৮৪। „ হরিচরণ নন্দী, ক্যাকাশরাণী, কদমতলা, পোঃ চুচুড়া, হুগলি
৪৮৫। „ অমৃতলাল কুণ্ডু, কালীপুরবাজার পোঃ আরামবাগ, হুগলি
৪৮৬। „ কাঙ্গালীচরণ শেঠ, লক্ষ্মীগঞ্জ, পোঃ চন্দননগর, হুগলি
৪৮৭। „ দ্বারিকাপ্রসাদ শেঠ, মোক্তার, আরামবাগ, হুগলি
৪৮৮। „ বৃন্দাবনচন্দ্র দে, আরামবাগ, হুগলি
৪৮৯। „ গিরীন্দ্র নারায়ণ নন্দী, পোঃ সাহাগঞ্জ, হুগলি
৪৯০। „ বসন্তকুমার কুণ্ডু, কালীপুর বাজার, পোঃ আরামবাগ,হুগলি
৪৯১। „ তিনকড়ি শ্রীমানি, রোড মিত্র বাগান, ফ্রেঞ্চ চন্দননগর,হুগলি
৪৯২। „ পরেশচন্দ্র কুণ্ডু, ২০।১ বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৪৯৩। „ যতীন্দ্রমোহন পাল, ৩৪নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪৯৪। „ রঞ্জিত কুমার কুণ্ডু, ষ্টুডেণ্ট, হাবাসপুর স্কুল, ফরিদপুর
৪৯৫। „ বৈকুণ্ঠনাথ পাল, যুবরাজার প্রকাশিত পাল্কিন সাহেবের কাছে
পোঃ গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর
৪৯৬। „ বনমালী পোদ্দার, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা
৪৯৭। „ যশোদানন্দন কুণ্ডু, বড়বাজার, পোঃ খড়্গপুর, ময়ূর
৪৯৮। „ পঞ্চুচরণ পাল, পোঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা
৪৯৯। „ মন্মথ নাথ পাল, নাটাপোল, পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা
৫০০। „ ভূষণচন্দ্র দে, শিবের বাজার, পোঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা
৫০১। „ সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ড, তিলিপাড়া, পোঃ জয়নগর, ২৪ পরগণা

৫০২। " ফটিকচন্দ্রপাল পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৫০৩। " মহেশচন্দ্র দে, বীজপুর, পোঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা
৫০৪। " লক্ষ্মীকান্ত দে, নৈহাটী তিলি সংরক্ষিণী সভার সম্পাদক
পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৫০৫। ভুবনমোহন দে, জানমামুদঘাট রোড, পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৫০৬। কালীপদ দে, মনোহারীর দোকান, পোঃ মগরাহাট, ২৪ পরগণা
৫০৭। " জলধর দে পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৫০৮। " শ্রীকান্ত সাহা, বেগুনিয়া খাস কলিয়ারি, বরাকর, বর্দ্ধমান
৫০৯। " নিরঞ্জন পাল, পোঃ পাঁটুলি, বর্দ্ধমান
৫১০। " ক্ষিরোদনাথ চৌধুরী জমিদার, ছোটতরফ, দুপচাচিয়া, বগুড়া
৫১১। " রামদুর্লভ সাধুচরণ রায়, ১৪নং চিৎপুর কলিকাতা
৫১২। " জ্ঞানদাচরণ পাল, পোঃ মানকাচর, আসাম
৫১৩। " মৃত্যুঞ্জয় সাহা, বাঁকুড়া জেলা স্কুল, বোর্ডিং হাউস, বাঁকুড়া
৫১৪। " জ্যোতিরিন্দ্র নাথ কুণ্ডু, আলমনগর, রংপুর
৫১৫। " হরিশচন্দ্র পাল, বাহারবন্দ, পোঃ চিলমারী, রংপুর
৫১৬। " মদনমোহন পাল, কাগমারি বাজার, পোঃ কাগমারি, মৈমনসিংহ
৫১৭। " নকড়ি চরণ ভুঞা, ভাগালিয়া পোঃ খড়্গপুর, মেদিনীপুর
৫১৮। " সত্যভূষণ সাহা, মালঞ্চী, পোঃ লক্ষণহাটী, রাজসাহী
৫১৯। " রাজকুমার কুণ্ডু, পোঃ সদরগদি, ফরিদপুর
৫২০। " জিতেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী জমিদার, পোঃ গোপায়া, শ্রীহট্ট
৫২১। " গিরিশচন্দ্র পাল, পোঃ গোপায়া, শ্রীহট্ট
৫২২। " মোহনবাঁশী কুণ্ডু, কুণ্ডুরগদি, পোঃ সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৫২৩। " হরগোপাল দাস কুণ্ডু, মাহিগঞ্জ, রংপুর
৫২৪। " যতীন্দ্রমোহন নন্দী, বড়দল বাজার, পোঃ চাঁদখালি, খুলনা
৫২৫। " যতীন্দ্রমোহন দে, রাজাপুরঘুগুড়া, খুলনা
৫২৬। " মন্মথনাথ পাল L. M. S. পাবনা ফার্ম্মেসী, পাবনা
৫২৭। " বনমালী প্রামাণিক, রাণাঘাট, নদীয়া
৫২৮। " সর্ব্বেশ্বর পাল চৌধুরী, রাণাঘাট, নদীয়া
৫২৯। " সুরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক, রামনগরপাড়া, শান্তিপুর
৫৩০। " চারুচন্দ্র প্রামাণিক, পাটেশ্বরীতলা, শান্তিপুর, নদীয়া

৫৩১। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল, খ্যাববাজার পাড়া, পোঃ শান্তিপুর
৫৩২। " রাধাবিনোদ সাহা, এলঙ্গী, পোঃ কুমারখালি, নদীয়া
৫৩৩। " শ্রীমন্তলাল সাহা, কুষ্টিয়া, নদীয়া
৫৩৪। " পূর্ণচন্দ্র পাল, ছোটবাজার, রাণাঘাট, নদীয়া,
৫৩৫। " উত্তমচরণ পাল, মাদারপুর, পোঃ নৈহাটী ২৪ পরগণা
৫৩৬। " হরিদাস দে, পানিহাটী বাজার, পোঃ পানিহাটী, ২৪ পরগণা
৫৩৭। " হরিপদ প্রামানি, পানিহাটী বাজার,পোঃ পানিহাটী ,২৪ পরগণা
৫৩৮। " ব্রজনাথ কুণ্ডু বাদুড় বাজার, পোঃ বাদু, ২৪ পরগণা
৫৩৯। " সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু, Emigration Hospital, নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৫৪০। " উপেন্দ্রনাথ দে, বসন্তপুর, পোঃ হিঙ্গলগঞ্জ, ২৪ পরগণা
৫৪১। " দ্বারকানাথ কুণ্ডু, পোঃ ডাকুরিয়া, ২৪ পরগণা
৫৪২। " [illegible]চরণ পাল. বীজপুর, পোঃ রজিলাবাদ, ২৪ পরগণা
৫৪৩। " [illegible] পশারি. [illegible], পোঃ বড়বেলুন, বর্দ্ধমান
৫৪৪। " [illegible] পাল, [illegible], পোঃ [illegible]পুর, বর্দ্ধমান
৫৪৫। " সুরেন্দ্র নাথ পাল, [illegible], পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
৫৪৬। " অটলবিহারী দে, [illegible], পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
৫৪৭। " হেমন্তকুমার নন্দী, [illegible], পোঃ বৈচি, বর্দ্ধমান
৫৪৮। " সহায় হরি কুণ্ডু [illegible]ঘাট, বর্দ্ধমান
৫৪৯। " ভোলানাথ পাল, কুকশা, পোঃ ক্ষীরগ্রাম, বর্দ্ধমান
৫৫০। " কেশবচন্দ্র কুণ্ডু পাথারপাড়া, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলি
৫৫১। " রাখালদাস নন্দী. বামগ্রাম, হুগলি
৫৫২। " [illegible]কান্ত পাল, গোস্বামী মালিপাড়া.ভায়া পাণ্ডুয়া, হুগলি
৫৫৩। " ভবতারণ নন্দী, বালি দেওয়ানগঞ্জ, হুগলি
৫৫৪। " আশুতোষ দে, ডাইনান, পোঃ ধানাকুল, হুগলি
৫৫৫। " ভূতনাথ নন্দী, নপাড়াহাট, পোঃ আরামবাগ, হুগলি
৫৫৬। " রাধাবল্লভ পাল, জমিদার, জাহানগর, হুগলি
৫৫৭। " প্রবোধ চন্দ্র কুণ্ডু, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি
৫৫৮। " ননিলাল দে, সাতরাগাছি, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া
৫৫৯। " রামচন্দ্র প্রামানি ২নং সিমলা ষ্ট্রীট. কলিকাতা
৫৬০। " ননিলাল দে, ১০ নং কৃষ্ণদাস পালের লেন, কলিকাতা

৫৬১। „ শ্রীদামচন্দ্র কুণ্ডু, চাউলপটী রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা
৫৬২। „ সতীশচন্দ্র সাহা, চৈতন্যনিবাস, পোঃ কুষ্টিয়া, নদীয়া
৫৬৩। „ নীলমণি পাল, পোঃ Ghuri, নদীয়া
৫৬৪। „ প্রমদানাথ সাহা, বাসের সদা, নিমচাঁদ ফার্ম্মেসি, দাপুনিয়া,পাবনা
৫৬৫। „ কানাইলাল কুণ্ডু, জমিদার, মহানপুর, পোঃ মহাজনপুর, নদীয়া
৫৬৬। „ শশধর সাহা, জগতি, নদীয়া
৫৬৭। „ শশীভূষণ দে, আলমপুর, পোঃ বাথানতলা, বর্দ্ধমান
৫৬৮। „ ভবতারণ শেঠ, হাট বসন্তপুর, পোঃ মায়াপুর, হুগলি
৫৬৯। „ মাণিকচন্দ্র তালুকদার, আঠারদানা, পোঃ কালিহাটী,মৈমনসিংহ
৫৭০। „ রাধামাধব পাল, বড়াইবাড়ী, দিয়াড়াকাছারি, মানকাচর, ধুবড়ী
৫৭১। „ লালচন্দ্র পাল, টেকাহানী, পোঃ বড়লিখা, শ্রীহট্ট
৫৭২। „ চৈতন্যচরণ পাল, মহাদ্বিকুল, পোঃ বড়লিখা, শ্রীহট্ট
৫৭৩। „ গোকুলমণি পাল, করিমগঞ্জ বাজার, পোঃ করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৫৭৪। „ নবীনচন্দ্র পাল, করিমগঞ্জ বাজার, পোঃ করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৫৭৫। „ শরৎচন্দ্র পাল, করিমগঞ্জ বাজার, পোঃ করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৫৭৬। „ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট, হুগলি
৫৭৭। „ জ্যোতিশ্চন্দ্র নন্দী, সাহাগঞ্জ হুগলি
৫৭৮। „ রাধিকাপ্রসাদ দে, কানপুর, পোঃ মায়াপুর, হুগলি
৫৭৯। „ মিহিরলাল কুণ্ডু, সঙ্গতবাজার, মেদিনীপুর
৫৮০। „ মিহিরলাল শেঠ, কোলাঘাট, মেদিনীপুর
৫৮১। „ নবদ্বীপ চন্দ্র কুণ্ড, পোঃ দিঘা, পাবনা
৫৮২। „ গঙ্গাপ্রসাদ কুণ্ডু, বাসুনিয়াপটী, দিনাজপুর
৫৮৩। „ অকিঞ্চন নন্দী, পাঠপুর, পোঃ ও জেলা বাঁকুড়া
৫৮৪। „ হৃষিকেশ কুণ্ডু, শিক্ষক, দমদম মাইনর স্কুল, পাঁচবিবি, বগুড়া
৫৮৫। „ অমৃতলাল কুণ্ডু রেশমকুঠি, পোঃ ঘাটাল, মেদিনীপুর
৫৮৬। „ নন্দলাল কুণ্ডু, পুরাতনগঞ্জ, পোঃ ঘাটাল, মেদিনীপুর
৫৮৭। „ সারদাপ্রসাদ কুণ্ডু, সুজাগঞ্জ, মেদিনীপুর
৫৮৮। „ রজনীকান্ত সাহা, পোঃ তোটানালা, মেদিনীপুর
৫৮৯। „ নিমাই চন্দ্র মহিষ, পোঃ রাজনগর, মেদিনীপুর
৫৯০ „ ভজহরি পাল, নাড়াজোল বাজার মেদিনীপুর

৫৯১। " শশীভূষণ কুণ্ডু, সঙ্গতবাজার, মেদিনীপুর
৫৯২। " শরৎচন্দ্র পাল, ডেলীওল, পোঃ বড়লিখা, শ্রীহট্ট
৫৯৩। " নবীনচন্দ্র পাল, মাষ্টার, গাঙ্গকুল, পোঃ দক্ষিণভাগ, শ্রীহট্ট
৫৯৪। " চন্দ্রনাথ ও শ্রীশ চন্দ্র কুণ্ডু পোঃ চাটমোহর, পাবনা
৫৯৫। " অধরচন্দ্র সাহা, নূতনবাড়ী, পোঃ আমলাসদরপুর, নদীয়া
৫৯৬। " জগবন্ধু সাহা, পোঃ জগতি, নদীয়া
৫৯৭। " কেদারনাথ সাহা B. L, আমলা, আমলা সদরপুর, নদীয়া
৫৯৮। " রণজিৎ চন্দ্র পাল, ভবানীপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া
৫৯৯। " রায় নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী বাহাদুর, রাণাঘাট, নদীয়া
৬০০। " হরলাল কুণ্ডু বাঙ্গালঝি বাজার, পোঃ বাঙ্গালঝি, নদীয়া
৬০১। " হৃষিকেশ মজুমদার, B. A কুষ্টিয়া হাইস্কুল, নদীয়া
৬০২। " রামগোপাল কুণ্ডু, ভুলটিয়া, পোঃ কালুপোল, নদীয়া
৬০৩। " গিরিলাল ও শশীভূষণ কুণ্ডু, গজরা, পোঃ সেনগ্রাম, নদীয়া
৬০৪। " সতীশচন্দ্র সাহা, জগতি নদীয়া
৬০৫। " গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, L. M. S. কুষ্টিয়া, নদীয়া
৬০৬। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, জগতি, নদীয়া
৬০৭। " পঞ্চানন মণ্ডল, পোঃ তালবেড়িয়া, নদীয়া
৬০৮। " সুরেশচন্দ্র সাহা, বড়হিস্যা, আমলাসদরপুর, নদীয়া
৬০৯। " ভোলানাথ শ্রীমানি, পরামাণিকঘাট লেন, বরাহনগর, ২৪পরগণা
৬১০। " হরিচরণ দে, বীজপুর, পোঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা
৭১১। " ফকিরদাস নাথ ১৩নং মেকিঞ্জি লেন, পোঃ সালিখা, হাওড়া
৬১২। " রাজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নাদনঘাট বাজার, পোঃ নাদনঘাট, বর্দ্ধমান
৬১৩। " আশুতোষ পাল, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ
৬১৪। " নিমাইচরণ সাহু, হেডপণ্ডিত মাজনামাড়ো U. P. school পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর
৬১৫। " গোবিন্দপ্রসাদ সাহু, হেড পণ্ডিত, কালীচরণপুর, মাইনর স্কুল, পোঃ নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর
৬১৬। " চন্দ্রনাথ কুণ্ডু, রাজবাড়ী, দিঘাপাতিয়া, রাজসাহী
৭১৭। " ভবানীচরণ বাবু, জমিদার, শিরইল, পোঃ রাজসাহী
৬১৮ " কৃষ্ণমোহন দে, সাহাপুর, মালদহ

৬১৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পোঃ জয়পুরহাট, বগুড়া
৬২০। " যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, করদুয়ারি, পোঃ সেরপুর, বগুড়া
৬২১। " রামচরণ নন্দী, বৈটপুর, পোঃ বাগহাট খুলনা
৬২২। " নিমচাঁদ কুণ্ডু বাগহাট, খুলনা
৬২৩। " অম্বিকাচরণ দে, নকীপুর, খুলনা
৬২৪। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, দোগাছি, পাবনা
৬২৫। " যদুনাথ নন্দী, উদয়পুর, পোঃ রাজহাটী, হুগলি
৬২৬। " শরৎচন্দ্র সরকার, জমিদার, শিবনিবাস, পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬২৭। " পাল ফ্রেণ্ডস্, ৭নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৬২৮। " সত্যপ্রসন্ন দে, রামসেবক মল্লিকের লেন, বড়বাজার কলিকাতা
৬২৯। " মাখমলাল কুণ্ডু, সাড়াশিলা, পোঃ নাকালিয়া, পাবনা
৬৩০। " রাজেন্দ্রচন্দ্র পোদ্দার, কালিনগর, পোঃ রূপাপাত, ফরিদপুর
৬৩১। " কানাইলাল সাহা, দিঘাপাতিয়া, রাজসাহী
৬৩২। " বিনোদবিহারী মণ্ডল, পলসা কাছারি, পোঃ বেলেপলসা, বীরভূম
৬৩৩। " রাধিকাপ্রসাদ নন্দী, superintending Engineering office, Cuttock.
৬৩৪। " অভয়চরণ পাল, Merchant, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা
৬৩৫। " পূর্ণচন্দ্র পাল, মোক্তার, মাধিপুর ভগলপুর
৬৩৬। " যতীন্দ্রলাল পাল, উকিল, বরিশাল জজকোর্ট, বরিশাল
৬৩৭। " বিনোদলাল কুণ্ডু, C/o David & Co শিতলক্ষা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
৬৩৮। " কালীকিশোর পাল, মোক্তার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
৬৩৯। " শশধর দে, মাণিকপাড়া, পোঃ চাঁদড়া, মেদিনীপুর
৬৪০। " রামচরণ কুণ্ডু পোঃ পাংসা, রেলঘাট, ফরিদপুর
৬৪১। " রাখালচন্দ্র মল্লিক, পোঃ রাজাপুর ঘুগুড়ী, খুলনা
৬৪২। " দামোদর সাহা গোরাবাড়ী, পোঃ অম্বিকানগর, বাঁকুড়া
৬৪৩। " মিছুরাম ফৌজদার, দীঘাপাতিয়া, রাজসাহী
৬৪৪। " R. K. Saha, ডাক্তার, দিঘাপাতিয়া, রাজসাহী
৬৪৫। " প্রতাপচন্দ্র সাহা, পোঃ পাঁচুপুর, রাজসাহী
৬৪৬। " রামগোপাল সাহা, বুদ্ধপাড়া, পোঃ লালপুর, রাজসাহী

৬৪৭। " সুরেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরী, মালঞ্চী, পোঃ লক্ষণহাটী, রাজসাহী
৬৪৮। " গোবিন্দচন্দ্র রায় M. A Private secratary, দিঘাপতিয়া রাজ, পোঃ দিঘাপতিয়া, রাজসাহী
৬৪৯। " হরিশ্চন্দ্র সাহা, পাঁচপুর, পোঃ নিয়াত্রাঘী, রাজসাহী
৬৫০। " [illegible] কুণ্ডু কররা[illegible]গোলা, পোঃ সেরপুর, বগুড়া
৬৫১। " বঙ্কবিহারী কুণ্ডু, [illegible] পোঃ সেরপুর, বগুড়া
৬৫২। " যোগেন্দ্রনারায়ণ পাল, পোঃ খাগড়া, মুরশিদাবাদ
৬৫৩। " ক্ষেত্রনাথ পাল, সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া মুরসিদাবাদ
৬৫৪। " বৈদ্যনাথ কুণ্ডু, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
৬৫৫। " ক্ষিতীশচন্দ্র দে, মোক্তার, বহরমপুর, পোঃ খাগড়া, মুরশিদাবাদ
৬৫৬। " নিলমণি নন্দী, station master কাশিমবাজার ষ্টেসন মুরসিদাবাদ
৬৫৭। " কোপীনচন্দ্র মণ্ডল, আমলাই, পোঃ সিজগ্রাম, মুরসিদাবাদ
৬৫৮। " জগৎচন্দ্র পাল, পোঃ ছাতিয়াইন, শ্রীহট্ট
৬৫৯। " গোপালচন্দ্র পাল, পোঃ পাগলা, শ্রীহট্ট
৬৬০। " পণ্ডিতচরণ পাল, চিরাটি, পোঃ আজমিরিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৬৬১। " চূড়ামণি পাল, করিমগঞ্জ বাজার, পোঃ করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৬৬২। " বিশ্বম্ভর কুণ্ডু, কবিরাজ, পোঃ গাজোল, মালদহ
৬৬৩। " কৃষ্ণনিধি দাস, কলিগ্রাম, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ
৬৬৪। " অক্ষয়কুমার পাল, চাঁদপুর, পোঃ কালিয়াহরিপুর, পাবনা
৬৬৫। " শশধর সাহা, দোগাছি, পাবনা
৬৬৬। " মতিলাল সাহা, দোগাছি, পাবনা
৬৬৭। " খবিশর পাল, বাঙ্গালঝি বাজার, পোঃ বাঙ্গালঝি, নদীয়া
৬৬৮। " নফরচন্দ্র মজুমদার চৌড়হাস, পোঃ জগতি, নদীয়া
৬৬৯। " শ্রীমন্তলাল কুণ্ডু, নূতনহাট, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া
৬৭০। " জ্ঞানাঙ্কুর সাহা, ডাক্তার, জগতি, নদীয়া
৬৭১। " রাখালচন্দ্র দে, মেহেরপুর, নদীয়া
৬৭২। " দীনেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, মেহেরপুর, নদীয়া
৬৭৩। " মহেন্দ্রলাল কুণ্ডু ৵ রাধাবল্লভতলা বাজার, রাণাঘাট
৬৭৪। " পদ্মহরি পাল, শ্রীরামপুর, হুগলি
৬৭৫। " নগেন্দ্রনাথ দে, ৫৯নং খুরুট রোড, হাওড়া

৬৭৬। " লোকেন্দ্র কুমার পাল চৌধুরী, কালোকাটী, বরিশাল
৬৭৭। " যজ্ঞেশ্বর পাল, Marchent, পোঃ ভৈরববাজার, মৈমনসিংহ
৬৭৮। " হরচন্দ্র পাল, সাড়াশিয়া, পোঃ নাকানিয়া, পাবনা
৬৭৯। " অভয়াচরণ পাল, শ্রীগৌরী, শ্রীহট্ট
৬৮০। " পাঁচুগোপাল কুণ্ডু, পোঃ গাড়াপোতা, যশোহর
৬৮১। " মুকুন্দ মুরারী দে, সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুরশিদাবাদ
৬৮২। " মহিমচন্দ্র পাল M. A. ১৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, ঢাকা
৬৮৩। " বিনোদবিহারী দে, রাজাপুর ঘুগুড়ী, খুলনা
৬৮৪। " মাণিকচন্দ্র দে, খলিসখালি, খুলনা
৬৮৫। " মতিলাল দাস কুণ্ডু গোঁসাই, খলিসখালি, খুলনা
৬৮৬। " সহায়হরি কুণ্ডু, মাজদহ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬৮৭। প্রসন্নচন্দ্র কুণ্ডু, শিবনিবাস, নদীয়া
৬৮৮। " হরমোহন পাল, উত্তরপাড়া, পোঃ সন্তোষ, মৈমনসিংহ
৬৮৯। " দীননাথ দে সাধুখাঁ, গাইদগাছি, পোঃ বসুন্দিয়া, যশোহর
৬৯০। " শশীভূষণ কুণ্ডু, গাইদগাছি, পোঃ বসুন্দিয়া, যশোহর
৬৯১। " খুদিরাম কুণ্ডু মণ্ডল, বসুন্দিয়া, যশোহর
৬৯২। " চন্দ্রকিশোর পাল, পোঃ রায়পাড়া, ঢাকা
৬৯৩। " গিরিধর পালচৌধুরী, জমিদার, হাসিমপুর, রায়পুরা, ঢাকা
৬৯৪। " মহেন্দ্র নাথ পালচৌধুরী, পোঃ ভোজেশ্বর, ফরিদপুর
৬৯৫। " শিবেশ্বর সাহা, দমদমা, পোঃ তাহিরপুর, রাজসাহী
৬৯৬। " মহিমচন্দ্র সাহা, পোঃ দিঘাপাতিয়া রাজসাহী
৬৯৭। " দ্বারিকানাথ নন্দী, যকলা, তালডাঙ্গারা, বাঁকুড়া
৬৯৮। " অন্নদাপ্রসাদ দে, B. L. উকিল, পোঃ মানকানলী, বাঁকুড়া
৬৯৯। " ত্রৈলোক্যনাথ পাল, উকিল, মানকানলী, বাঁকুড়া
৭০০। " শ্রীরামচন্দ্র মণ্ডল, অর্জ্জুনপুর, পোঃ পাঁচাল, বাঁকুড়া
৭০১। " যজ্ঞেশ্বর নন্দী, পাঁচমুড়া, পোঃ তালডাঙ্গারা, বাঁকুড়া
৭০২। " দীননাথ পাল, সাহালামপুর, পোঃ রাজনগর, মেদিনীপুর
৭০৩। " জীবনকৃষ্ণ পাল, খাগড়া, মুরশিদাবাদ
৭০৪। " কুলদানাথ মণ্ডল, কোঁড়গ্রাম, পোঃ পাঁচগ্রাম, মুরশিদাবাদ
৭০৫। " হরিপদ কুণ্ডু, কান্তনামারি, মুরশিদাবাদ

৭০৬। " পতিতপাবন দে, ঘুগুড়ী পোঃ রাজাপুর ঘুগুড়ী, খুলনা
৭০৭। " যদুনাথ কুণ্ডু, রায়পাড়া, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা
৭০৮। " বৈদ্যনাথ নন্দী, মহম্মদপুর, বারহারোয়া, সাওতাল পরগণা
৭০৯। " সীতানাথ কুণ্ডু, হাকবা, পোঃ মনিরামপুর, যশোহর
৭১০। " পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, বসুন্দিয়া, যশোহর
৭১১। " বেণীমাধব দে, শিক্ষক, ধলগ্রাম, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
৭১২। " মতিলাল কুণ্ডু পোঃ চাঁদহাট, ফরিদপুর
৭১৩। " রঘুনাথ পাল, আমলাই, পোঃ সিজগ্রাম, মুরশিদাবাদ
৭১৪। " ব্রজনাথ মৌলিক বড়তরফ, পোঃ চূড়ামন, দিনাজপুর
৭১৫। " জগবন্ধু পাল, পোঃ ছাতিয়াইন, শ্রীহট্ট
৭১৬। " নীলাম্বর কুণ্ডু, রাজাপুর ঘুগুড়ী, খুলনা
৭১৭। " যোগেন্দ্র নাথ দে, রাজাপুর ঘুগুড়ী খুলনা
৭১৮। " মাখনলাল কুণ্ডু, ডাক্তার, জগতি, নদীয়া
৭১৯। " নিশিথনাথ পালচৌধুরী, শিবনিবাস নদীয়া
৭২০। " মৃত্যুঞ্জয় নন্দী, বৈঁচা হাইস্কুল, পোঃ বৈঁচা, বৰ্দ্ধমান
৭২১। " হরিপদ শ্রীমানি, ভিক্টোরিয়া রোড, বরাহনগর, ২৪ পরগণা
৭২২। " শ্যামাচরণ কুণ্ডু, চাঁপাইগাছি, পোঃ আলমনগর, নদীয়া
৭২৩। " নিত্যানন্দ সাউ, Arunodya Press, চাঁদনিচক, কটক
৭২৪। " কৃষ্ণদাস সাধুখাঁ M, A, বালসী, বাঁকুড়া
৭২৫। " যোগেশচন্দ্র কুণ্ডু ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
৭২৬। " দুলালচন্দ্র পাল, Bachirpur, পোঃ জুরি, শ্রীহট্ট
৭২৭। " চূড়ামণি পাল, মেদিনীমহল, পোঃ লালাবাজার, শ্রীহট্ট
৭২৮। " মহাদেব চন্দ্র কুণ্ডু, Sumirdhia, নদীয়া
৭২৯। " শরৎচন্দ্র পাল, তালুকদার, মজলিসপুর, পোঃ নিকলি দামপুর, মৈমনসিংহ
৭৩০। " শ্রীনিবাস পাল, পালবাড়ী, পোঃ গুণেরবাড়ী, মৈমনসিংহ
৭৩১। " অভয়চরণ পাল, বড় বাবু, চিটাগঞ্জ কোং, পোঃ নিকলিদাম পাড়া, মৈমনসিংহ
৭৩২। " যতীন্দ্রমোহন কুণ্ডু, পাহাপাড়া, পোঃ কালামৃধা, ফরিদপুর
৭৩৩। " মতিলাল কুণ্ড, ফুলহরি, যশোহর

১৩৪। " বিপিনবিহারী কুণ্ডু, সেরপুর, বগুড়া
১৩৫। " বিশ্বেশ্বর সাহা, পাঁচুপুরের গদি, পোঃ হিলি, বগুড়া
১৩৬। " বনবিহারী কুণ্ডু, সেরপুর, বগুড়া
১৩৭। " প্রসন্নকুমার পাল, জমিদার, কাগারগাঁও, পোঃ দিথঙ্গল, শ্রীহট্ট
১৩৮। " চন্দ্রমণি পাল, ডলু, কালিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
১৩৯। " চৈতন্যচরণ পাল, ডলু, কালিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
১৪০। " সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সাহাপুর, পোঃ আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া
১৪১। " উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সাহাপুর, পোঃ আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া
১৪২। " হেমচন্দ্র পাল, চাকদহ, নদীয়া
১৪৩। " নবীন চন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, হরিনারায়ণপুর, নদীয়া
১৪৪। " নবীনচন্দ্র পাল, তালুক[illegible]
১৪৫। " রামনারায়ণ হাতী, বান[illegible], [illegible]
১৪৬। " চন্দ্রনাথ পাল, বি, এল, উকিল মুনসেফ কোর্ট, [illegible]
মৈমনসিংহ
১৪৭। " মতিলাল কুণ্ডু, মনিরামপুর বাজার, পোঃ মনিরামপুর, যশোহর
১৪৮। " বনমালী কুণ্ডু, হেড মাষ্টার, গোড়াপোতা, যশোহর
১৪৯। " হৃদয়নাথ কুণ্ডু, ত্রিবেণী, পোঃ কুলহরি, যশোহর
১৫০। " কালিদাস দে, [illegible] পোঃ [illegible], মুরসিদাবাদ
১৫১। " জ[illegible] কুণ্ডু, [illegible] কুমারী
১৫২। " রামনাথ [illegible]
১৫৩। " বিষ্ণুগোপাল কুণ্ডু, [illegible], [illegible]
১৫৪। " বনমালী পাল, [illegible], [illegible]
১৫৫। " প্রিয়নাথ সাহা, পোঃ ভালখোড়িয়া, নদীয়া
১৫৬। " পঞ্চানন নন্দী, সারাবেড়িয়া, পোঃ আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া
১৫৭। " রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডু, ফরিদপুর, পোঃ আলমডাঙ্গা নদীয়া
১৫৮। " গোপালচন্দ্র দে Excise Sub Inspector পুরুলিয়া
১৫৯। " যাদবচন্দ্র পাল, রংপুর ট্রেজারি, রংপুর
১৬০। " মহেশ্বর পাল, ডাক্তার, কর্ণ[illegible] পোঃ কালিহাটী, মৈমনসিংহ
১৬১। " গোকুলনাথ কুণ্ডু, হাটবাড়িয়া, পোঃ রূপগঞ্জ, যশোহর
১৬২। " পূর্ণচন্দ্র পালচৌধুরী, পোঃ ভোজেশ্বর, ফরিদপুর

১৬৩। শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুণ্ডু, সাহাপুর, মালদহ
১৬৪। „ পরেশনাথ পালচৌধুরী, গয়ড়া, আকুলিয়া, নদীয়া
১৬৫। „ পঞ্চানন কুণ্ডু, নাজিরপুর, পোঃ আলমপুর, নদীয়া
১৬৬। „ দাশরথি দে (দালাল) পোঃ ভদ্রেশ্বর, হুগলি
১৬৭। „ শ্যামলাল কুণ্ডু, চরমুগরিয়া, ফরিদপুর
১৬৮। „ মনোহর সর্দ্দার, পোঃ ফুলতলি, যশোহর
১৬৯। „ গিরিশচন্দ্র দে, আবাইপুর স্কুল, আবাইপুর, যশোহর
১৭০। „ যুগলকিশোর কুণ্ডু, কুমিরাদহা, পোঃ আবাইপুর, যশোহর
১৭১। „ বেণীমাধব ও মাণিক চন্দ্র কুণ্ডু, মল্লিকপাড়া
পোঃ জগন্নাথপুর, মালদহ
১৭২। „ জানকীনাথ চৌধুরী, ঝাউদিয়া, পোঃ বৈদ্যনাথপুর, নদীয়া
১৭৩। „ কালীনফর সাহা, সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট দোগাছি ষ্টেট,
পোঃ খালমপুর, যশোহর
১৭৪। „ বনমালী পাল, তালুকদার, হাসিমপুর, পোঃ রায়পুরা, ঢাকা
১৭৬। „ গগণচন্দ্র পাল, Head master Paik Bard Board's school
Po Deulbar, মেদিনীপুর
১৭৭। „ বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডু, পোঃ বস্তা, বালেশ্বর
১৭৮। „ প্রাণনাথ পাল, মরিচাকান্দী, পোঃ মহেন্দ্রগঞ্জ, ধুবড়ী
১৭৯। „ ধরণীমোহন কুণ্ডু, পেস্কার, দোগাছি ষ্টেট, খালিসপুর, যশোহর
১৮০। „ প্রতাপচন্দ্র র য়, কলিগাঁও, মালদহ
১৮১। „ রাধারমণ মজুমদার, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ
১৮২। „ বসন্তচন্দ্র কুণ্ডু, সাড়াশিয়া, পোঃ নাকালিয়া, পাবনা
১৮৩। „ হরিপদ কুণ্ডু বি, এ, তালপুকুর, পোঃ বারাকপুর, ২৪ পরগণা
১৮৪। „ রাইমোহন কুণ্ডু, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার
১৮৫। „ আদিনাথ পাল, নরসিংহ মাইনর স্কুল, পোঃ শিলচর (আসাম)
১৮৬। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী, Beaoclerk, কুমারখালি, নদীয়া
১৮৭। „ আর, কি, কুণ্ডু, সান্তহার, বগুড়া
১৮৮। „ গোবিন্দচন্দ্র পালচৌধুরী, জমিদার, হাসিমপুর, রায়পুরা, ঢাকা
১৮৯। „ যুগলকিশোর দে, পোঃ জনঙ্গী, মুরশিদাবাদ
১৯০। „ রাজেশ্বর কুণ্ডু, বয়রতলি, মুকসুদপুর, ফরিদপুর

৭৯১। " বিজয়চন্দ্র পাল, পোঃ বাউসি বাঙ্গালি, মৈমনসিংহ
৭৯২। " হরচন্দ্র পাল কলাবাগা, পোঃ ভুরুঙ্গা, মৈমনসিংহ
৭৯৩। " কাশীনাথ কুণ্ডু, ষ্টুডেণ্ট, পোঃ আদমদিঘি, বগুড়া
৭৯৪। " যোগেন্দ্রনাথ নন্দী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কালনা, বর্দ্ধমান
৭৯৫। " নবদ্বীপ চন্দ্র কুণ্ডু, পেটীবাড়ী, পোঃ ধুনট, বগুড়া
৭৯৬। " অভয়চরণ কুণ্ডু, নকীপুর, খুলনা
৭৯৭। " অক্ষয়কুমার পাল ২০৯ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৭৯৮। " অমূল্যচরণ শেঠ, সৈন্ধব লবণপটী, বড়বাজারের ভিতর, কলিঃ
৭৯৯। " অবিনাশচন্দ্র পাল, Ulipur school, Po Ulipur, রংপুর
৮০০। " শরৎচন্দ্র মল্লিক, ৬১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
৮০১। " অটলবিহারী মল্লিক, হরিপুর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর
৮০২। " যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু, নায়েব, চাম্পাপুর, বগুড়া
৮০৩। " অনুকুল চন্দ্র পাল, কলারবাগান লেন, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া
৮০৪। " রূপলাল নন্দী, ১৩নং রূপচাঁদ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮০৫। " বৃন্দাবন চন্দ্র দে, কাকাশওয়ালী, কদমতলা, পোঃ চুঁচুড়া, হুগলি
৮০৬। " শশীভূষণ নন্দী, ২১নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮০৭। ৺ গোপীনাথ পালের ফার্ম্ম, ২১০নং হেরিসন রোড, কলিকাতা
৮০৮ শ্রীযুক্ত মহাদেব চন্দ্র পাল, চক্রবেড়, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া
৮০৯। " সুরেন্দ্র নাথ দে, নারায়ণপুর, পোঃ বাতানল, হুগলি
৮১০। " বারাধন পাল, আটিলা, পোঃ মুগকল্যান, হাওড়া
৮১১। " প্রিয়নাথ খাঁ, কদমতলা, হাওড়া
৮১২। " হারাধন টাট, উত্তর ব্যাটরা, হাওড়া
৮১৩। " হরিদাস দে, বাসনের দোকান, সন্ধ্যাবাজার, হাওড়া
৮১৪। " শশীভূষণ দে, মাকড়দাহ সাইলেন, কদমতলা, হাওড়া
৮১৫। " অপূর্ব্বচরণ পাল ৩৮নং গোলাবাড়ী রোড, পোঃ সালিখা, হাওড়া
৮১৬। " গোবিন্দ চন্দ্র কুণ্ডু, ১০নং হাওড়া রোড, পোঃ সালিখা, হাওড়া
৮১৭। " অধরচন্দ্র মেদ্দা, বাসনের দোকান, সন্ধ্যাবাজার, হাওড়া
৮১৮। " রাখালদাস দে, উত্তর ব্যাটরা, হাওড়া
৮১৯। " সুবোধনাথ মল্লিক, ২২০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
৮২০। " [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, হাওড়া

৮২১। „ নগেন্দ্রনাথ দাস্তিদার, ডাক্তার পুরুষ, পোঃ কুলাকাশ, হাওড়া
৮২২। „ উপেন্দ্রনাথ দে, কিরণশালেন মিল, দক্ষিণ বাঁটরা, হাওড়া
৮২৩। „ রসিকলাল নন্দী কালাচাঁদ নন্দীর লেন, হাওড়া
৮২৪। „ কুঞ্জলাল কুণ্ডু, বাগবাটী, পাবনা
৮২৫। „ যোগেন্দ্রনাথ দে, নকীপুর, খুলনা
৮২৬। „ সত্যচরণ কুণ্ডু, ২৩১ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮২৭। „ ক্ষেত্রনাথ পাল, ২১নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮২৮। „ বীরেন্দ্রনারায়ণ নন্দী সাহাগঞ্জ, হুগলি
৮২৯। „ গঙ্গানারায়ণ দে, ডাকা পোঃ আকুই, বৰ্দ্ধমান
৮৩০। „ অনাথচরণ পাল, কাঁটাপুকুর চক্, পোঃ কাঁটাপুকুর, হাওড়া
৮৩১। „ R. K. Kundu, L. M. S. Karmatar E. I. R.
৮৩২। „ বনমালী কুণ্ডু, Retired Inspector of Police, পোতাজিয়া, পাবনা
৮৩৩। „ গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, বেটখোর, পোঃ চান্দাইকোণা, বগুড়া
৮৩৪। „ হেমনাথ পাল, নকীপুর, খুলনা
৮৩৫। „ ফণীভূষণ কুণ্ডু, পোঃ চান্দাইকোণা, বগুড়া
৮৩৬। „ মধুসূদন পাল, করিমগঞ্জ বাজার, পোঃ করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট
৮৩৭। „ বসন্তকুমার কুণ্ডু, বাসুনিয়া পটী, দিনাজপুর
৮৩৮। „ গোপীবল্লভ কুণ্ডু বাসুনিয়াপটী দিনাজপুর
৮৩৯। „ ভূতনাথ রাণা, রামসেবক মল্লিকের লেন, বড়বাজার, কলিকাতা
৮৪০। „ সুরেন্দ্রনাথ পাল, ১৮৬নং পুরাতন চিনেবাজার, কলিকাতা
৮৪১। „ গোকুলচন্দ্র দে, আমাদাবাদ, পোঃ বৈদ্যপুর, বৰ্দ্ধমান
৮৪২। „ মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানি, ১৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা
৮৪৩। „ মুকুন্দলাল শিকদার, পোঃ গোহাইলবাড়ী, ফরিদপুর
৮৪৪। ৺ রাজকৃষ্ণ খাঁর পাদ, ৪নং মিরবহর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৪৫। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাল, ১৬নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৪৬। „ মদনচন্দ্র সাহা, উত্তরবাসা, পোঃ হিলি, বগুড়া
৮৪৭। „ যতীন্দ্রনাথ খাঁ, ৬৮নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৪৮। „ যুগলকিশোর পাল, ২২৮।৫ নং হারিসন রোড, কলিকাতা,
৮৪৯। „ কৃষ্ণলাল কুণ্ডু, উদাইগঞ্জ, পোঃ ও জেলা দিনাজপুর
৮৫০ „ রাধাগোবিন্দ কুণ্ডু, উদাইগঞ্জ, পোঃ ও জেলা দিনাজপুর

৮৫১। „ সুরেন্দ্রনাথ দে, ১৭নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৫২। „ নারাণচন্দ্র শেঠ ৭নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৫৩। „ অমূল্যচরণ মল্লিক, ২৬৪নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৫৪। „ গুরুদাস কুণ্ডু চৌধুরী, মহিয়াড়ী, পোঃ আন্দুল মহিয়াড়ী, হাওড়া
৮৫৫। „ প্রভাসচন্দ্র সাহা, ২৪নং হরচন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৫৬। „ আশুতোষ কুণ্ডু, চক্রবেড়, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া
৮৫৭। „ আশুতোষ খাঁ, কদমতলা, হাওড়া
৮৫৮। „ সাধুচরণ পাল, কলাপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা
৮৫৯। „ রজনীকান্ত কুণ্ডু, রাধাডাঙ্গা, পোঃ সালিখা, যশোহর
৮৬০। „ প্রবোধচন্দ্র রায়, মেহেরপুর, নদীয়া
৮৬১। „ অশ্বিনীকুমার শেঠ, ঢাকুবাবুর ঘাট পোঃ সালিখা, হাওড়া
৮৬২। „ মন্মথনাথ নন্দী ৫৫ নং মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৬৩। „ মহেন্দ্রনাথ পাল, ২৬নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৬৪। „ কমলকৃষ্ণ কুণ্ডুচৌধুরী, ২৬নং নাথেরবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৬৫। „ যশোদানন্দন পাল, ভবানীপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া
৮৬৬। „ বিপ্রচরণ পাল, ২২নং চিৎপুর, ঢাকাপটী, কলিকাতা
৮৬৭। ৺ গোপালচন্দ্র নন্দীর গদি, স্বর্ণময়ীর চক্ বড়বাজার, কলিকাতা
৮৬৮। শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ শেঠ, বড়বাজার, পোঃ রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান
৮৬৯। „ রাইচরণ নন্দী, ৩১ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৭০। „ তারিণীচরণ কুণ্ডু, কুণ্ডুপাড়া লেন, দক্ষিণব্যাটরা, হাওড়া
৮৭১। „ উমাচরণ কুণ্ডু, ক্ষিরেরতলা গলি, দক্ষিণ ব্যাটরা, হাওড়া
৮৭২। „ সত্যেন্দ্রকুমার নন্দী, Office of the Deputy accountant general, Jahangir mansion Po. & Telegraph, Delhi
৮৭৩। „ মথুরানাথ দে, পুইনি, পোঃ ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান
৮৭৪। „ চন্দ্রমোহন কুণ্ডু, পোদ্দারপটী, পোঃ বড়বন্দর, দিনাজপুর
৮৭৫। „ গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ সৈয়দপুর, রংপুর
৮৭৬। „ বিপিনবিহারী পাল, ১৮৮ নং পুরাতন চিনেবাজার, কলিকাতা
৮৭৭। „ লক্ষণ দাস মল্লিক, ৩৬নং সীতানাথ রোড, কলিকাতা
৮৭৮। „ অধরচন্দ্র শেঠ, জোট বাগান, ঘুশুড়ী, পোঃ সালিখা, হাওড়া
৮৭৯। „ কুমুদকান্ত চৌধুরী, ৫০নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৮০। „ রামচরণ মণ্ডল, বাজেপ্রতাপপুর, পোঃ বর্দ্ধমান

৮৮১। „ গণেশচন্দ্র পাল, ছাপরা বাজার, পোঃ শ্রীরামপুর, হুগলি
৮৮২। „ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ [illegible], থানা পাণ্ডুয়া, হুগলি
৮৮৩। „ রাজেন্দ্রনারায়ণ নন্দী [illegible] হুগলি
৮৮৪। „ বসন্ত কুমার নন্দী পোঃ ও গ্রাম বাগোড় হাওড়া
৮৮৫। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, পূর্ব্বপাড়া, পোঃ মাকড়দহ, হাওড়া
৮৮৬। „ সুরেন্দ্রনাথ দে, [illegible] পালচৌধুরীর গলি হাওড়া
৮৮৭। „ পূর্ণচন্দ্র চিনে, কলাপটী, মিউনিসিপাল মারকেট কলিকাতা
৮৮৮। „ হরিচরণ দে, আলুপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা
৮৮৯। „ সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ৮৬।৮৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৯০। „ নরেন্দ্রনাথ পাল, ৬নং রমাপ্রসাদ রায়ের গলি, কলিকাতা
৮৯১। „ অন্নদাপ্রসাদ শেঠ, ডাক্তার, নাইকুলি, পোঃ নারেন্দ্রপুর, হাওড়া
৮৯২। „ গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু L. M. S. পোঃ [illegible], হুগলি
৮৯৩। „ মহিমচন্দ্র পাল, পোঃ জামালপুর, থানা মেমারি, বর্দ্ধমান
৮৯৪। „ যোগীন্দ্রনাথ দে, পোঃ নামোগ্রাম, বর্দ্ধমান
৮৯৫। „ সুরেশচন্দ্র নন্দী ঐ Defuty collector, Hooghli
৮৯৬। „ তারিণীচরণ দে, লক্ষ্মীগঞ্জ, পোঃ চন্দননগর, হুগলি
৮৯৭। „ ফণীন্দ্রনাথ পাল, গৌরহাটী, পোঃ ভদ্রেশ্বর, হুগলি
৮৯৮। „ রামচন্দ্র সাহা, পোল্লাডাঙ্গা, Po Sadi Khan's dearh, মুরশিদাবাদ
৮৯৯। „ কার্ত্তিকচন্দ্র কুণ্ডু, [illegible] store keeper, Lodhna colliery, পোঃ ঝরিয়া, মানভূম
৯০০। „ পুলিনবিহারী বট, রামনগরপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া
৯০১। „ কুমুদনাথ মল্লিক, জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়া
৯০২। „ ভূতনাথ ও ফকিরচাঁদ পাল, নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৯০৩। „ গৌরলাল দে, মিরহাট, পোঃ বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান
৯০৪। „ রাজেন্দ্রমোহন দে, মিরহাট, পোঃ বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান
৯০৫। „ বিনোদবিহারী পাল, সুরের পুকুর, পোঃ চন্দননগর, হুগলি
৯০৬। „ পান্নালাল নন্দী, ২৩৪ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৯০৭। „ ভূষণ চন্দ্র কুণ্ডু, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৯০৮। „ হাজারিলাল কুণ্ডু, আলমডাঙ্গা বাজার, পোঃ আলমডাঙ্গা, নদীয়া

২০৯। „ যুগলকৃষ্ণ দত্ত নৈহাটি, ২৪ পরগণা
২১০। „ শচীনন্দন পাল, পোঃ আমুল, বর্দ্ধমান
২১১। „ প্রিয়নাথ পাল, ডাক্তার, সাঁতরাগাছি, পোঃ বাকসাড়া, হাওড়া
২১২। „ রসিকলাল নন্দী, ২২নং নবাবপটী রোড, চিৎপুর, কলিকাতা
২১৩। „ অনুকূলচন্দ্র দে, বাউট, পোঃ ভাঙ্গাডিহি, বর্দ্ধমান
২১৪। „ ভুবনমোহন কুণ্ডু সরকার পোঃ খানখানাপুর, ফরিদপুর
২১৫। „ ব্রজেন্দ্রকুমার সাহা, আমলা, পোঃ আমলাসদরপুর, নদীয়া
২১৬। „ অতিভূষণ কুণ্ডু, লাভীপুর, পোঃ মেহেরপুর, নদীয়া
২১৭। „ ছিদ্দমলাল কুণ্ডু, ডাক্তার, পোঃ মহেশবাথান, নদীয়া
২১৮। „ ষষ্টিচরণ কুণ্ডু, পোঃ মহেশ বাথান, নদীয়া
২১৯। „ সতীশচন্দ্র সাহা, ডাক্তার, পোঃ আমলা সদরপুর, নদীয়া
২২০। „ ভবতারণ পাল বনগ্রাম, পোঃ ক্ষীরগ্রাম, বর্দ্ধমান
২২১। „ মনিলাল নন্দী, পরসোনা, পোঃ মানডাঙ্গা, বর্দ্ধমান
২২২। „ দুর্গাচন্দ্র কুণ্ড, বারাসত, পোঃ চন্দননগর, হুগলি
২২৩। „ বেহারীলাল খাঁ ও অতুলচন্দ্র পাল, রামকৃষ্ণপুর চড়া, হাওড়া
২২৪। „ জীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু, পোঃ রায়গঞ্জ, দিনাজপুর
২২৫। „ রজনীমোহন সাহা, পোঃ হিলি বগুড়া
২২৬। „ ললিতমোহন কুণ্ডু, দক্ষিণ ডিহি, পোঃ ফুলতলা খুলনা
২২৭। „ নিকুঞ্জবিহারী কুণ্ডু, দক্ষিণডিহি, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
২২৮। „ রসিকলাল কুণ্ডু, দক্ষিণডিহি, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
২২৯। „ যাদবচন্দ্র দে (মণ্ডল) আলকা, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
২৩০। „ দ্বিজবর দে, দক্ষিণডিহি, পোঃ ফুলতলা খুলনা
২৩১। „ নবীনচন্দ্র সাহা, পোঃ কনসাট, পাবনা
২৩২। „ প্রিয়নাথ কুণ্ডু, বালিডাঙ্গা, পোঃ বাঙ্গালঝি, নদীয়া
২৩৩। „ খগেন্দ্রনাথ পাল পোঃ ডাকুরিয়া, ২৪ পরগণা
২৩৪। „ ভূষণচন্দ্র নন্দী, পাকুলিয়া, পোঃ বাথানতলা, বর্দ্ধমান
২৩৫। „ অমৃতলাল নন্দী, ১১নং মোহনলাল মিত্রের লেন, শ্যামবাজার, কলি
২৩৬। „ মহিমচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ আদমদিঘি, বগুড়া
২৩৭। „ রতিকান্ত কুণ্ডু, পোঃ পাঁচবিবি বগুড়া
২৩৮। „ জীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর

১৩৯। " যদুনাথ সাহা, ভাঙ্গাপাড়া ভায়া নাটোর, রাজসাহী
১৪০। " ভগবতীচরণ কুণ্ডু, Sub Judge, রাজসাহী
১৪১। " হরিচরণ ও সতীশচন্দ্র কুণ্ডু, দক্ষিণডিহি, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
১৪২। " প্রফুল্লকুমার তলপদার, দোগাছি, নদীয়া
১৪৩। " বিহারীলাল কুণ্ডু, বাসনের দোকান, পোঃ সেওড়াফুলি, হুগলি
১৪৪। " বীরেন্দ্রকুমার নন্দী, পোঃ রাজপুর খুড়ী, খুলনা
১৪৫। " কুঞ্জবিহারী পাল, চৌধুরী বাজার, পোঃ ও গ্রাম হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
১৪৬। " হরিমোহন কুণ্ডু, সাহাপুর, পোঃ ইংরেজবাজার, মালদহ
১৪৭। " অভয়চরণ কুণ্ডু, সেরেস্তাদার মুনসেফ কোর্ট, বড়বন্দর, দিনাজপুর
১৪৮। " নিমাইচরণ মাইতি, পলাসি পোঃ বাপদপলাসি, মেদিনীপুর
১৪৯। " চন্দ্রকান্ত দে, কাষনগর, পোঃ শক্তিপুর, মুরশিদাবাদ
১৫০। " কোপীনচন্দ্র নায়েক, শ্রীবাঁছিপুর পোঃ পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর
১৫১। " দীনবন্ধু কুণ্ডু, খানখানাপুর, ফরিদপুর
১৫২। " কৃষ্ণলাল কুণ্ডু, খানাখানাপুর, ফরিদপুর
১৫৩। " জগৎচন্দ্র কুণ্ডু, ভাণ্ডারিয়া পোঃ খানখানাপুর, ফরিদপুর
১৫৪। " সতীশচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ চাম্পাপুর, বগুড়া
১৫৫। " ভুবনচন্দ্র নন্দী, সাহাপুর, পোঃ মালদহ
১৫৬। " পরমানন্দ পাল হবিগঞ্জ ৪র্থ মুনসেফ আদালত, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
১৫৭। " গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ সুজানগর, পাবনা
১৫৮। " শচীনন্দন কুণ্ডু, L. M. S মনাখালি পোঃ দরিয়াপুর, নদীয়া
১৫৯ " সূর্য্যকুমার কুণ্ডু, কারদপুর, আলমডাঙ্গা, নদীয়া
১৬০। " তারকনাথ কুণ্ডু, পোঃ হাবাসপুর, ফরিদপুর
১৬১ " রজনীকান্ত দে, পোঃ বারমাই, মালদহ
১৬২। " জগবন্ধু কুণ্ডু, কলিগাঁও, মালদহ
১৬৩। " দেবকুমার রায় চৌধুরী, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ
১৬৪। " গোপীমোহন রায় কাবাতীর্থ, পোঃ কলিগাঁও, মালদহ
১৬৫ " বনমালী কুণ্ডু, কাটাবাড়ী, পোঃ পত্নীতলা, দিনাজপুর
১৬৬। " উমাচরণ কুণ্ডু, পোঃ দারিয়াপুর, শিবগঞ্জ, রাজসাহী
১৬৭। " স্বরূপ বিহারী পাল, মহাদিকুল, পোঃ বড়লিখা, শ্রীহট্ট
১৬৮ " [illegible] কুণ্ডু, [illegible], পোঃ [illegible]

১৬৯। „ গিরীন্দ্রনাথ সাহা, দোগাছি, পাবনা

১৭০। „ কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ মোহনপুর, পাবনা

১৭১। „ সত্যচরণ শেঠ, আলুপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা

১৭২। „ সুরেন্দ্রনাথ সাউ, ১৫ ক্লিক্ রুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৭৩। „ সুরেন্দ্রনাথ দে, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২য় গলি, হাওড়া

১৭৪। „ হীরালাল দে মণ্ডল, মহিয়াড়ী, পোঃ আন্দুল মহিয়াড়ী, হাওড়া

১৭৫। „ কেদারনাথ পাল, তড়ুলিয়া, পোঃ কাদয়া, [illegible], পাবনা

১৭৬। „ শশীভূষণ রায় চৌধুরী, পোঃ কালগাঁও, মালদহ

১৭৭। „ শিবচরণ নন্দী, [illegible] মুর্শিদাবাদ

১৭৮। „ ভূষণচন্দ্র মণ্ডল, বংশবাটী, পোঃ [illegible]গ্রাম, মুর্শিদাবাদ

১৭৯। „ যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সেরপুর, বগুড়া

১৮০। „ হরিচরণ মণ্ডল, কৃষ্ণসায়ের পোঃ পাঁচাল, বাঁকুড়া

১৮১। „ মথুরানাথ ভাজন, ভাণ্ডারিয়া, পোঃ খানখানাপুর, ফরিদপুর

১৮২। „ সুশীলচন্দ্র সাহা, পোঃ পাংসা, ফরিদপুর

১৮৩। „ ললিতমোহন নন্দী, খানখানাপুর, ফরিদপুর

১৮৪। „ দ্বারিকানাথ কুণ্ডু পোঃ চান্দাইকোণা, ঐ বন্দর, বগুড়া

১৮৫। „ কুবের কৃষ্ণনন্দী, সেনগ্রাম, পোঃ কু[illegible], নদীয়া

১৮৬। „ দীননাথ দে, ভাঙ্গাকন্দের, পোঃ পাঁচল, বাঁকুড়া

১৮৭। „ জগৎচন্দ্র নন্দী, হেতে, পোঃ গেলে, বাঁকুড়া

১৮৮। „ গুরুপ্রসাদ সাহু, বাঘাদাড়ি, পোঃ মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর

১৮৯। „ গোপালচন্দ্র সাহু, বাঘাদাড়ি, পোঃ মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর

১৯০। „ গোলগোবিন্দ মণ্ডল, কাঞ্চনগর, পোঃ নালিয়া পলসা, বীরভূম

১৯১। „ গৌরচরণ সাহু, জমিদার, ৬ নং পাড়া, কটক।

১৯২। „ রাধাবল্লভ কুণ্ডু পোঃ মিরকাদিম, ঢাকা

১৯৩। „ অভয়চরণ ভক্ত, খানখানাপুর, ফরিদপুর

১৯৪। „ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, ষ্টেসন মাষ্টার, নূতনবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

১৯৫। „ অযোধ্যাপ্রসাদ নন্দী, বাজাপুর ঘুগুড়ী, খুলনা

১৯৬। „ উপেন্দ্রনাথ পাল, পোঃ খাগড়া, মুরসিদাবাদ

১৯৭। „ চন্দ্রমণি পাল, পোঃ শ্রীগৌরী, শ্রীহট্ট

১৯৮। „ হরচন্দ্র পাল, মুনসেফ কোর্ট, কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ

৯৯৯। ,, কেদারনাথ কুণ্ডু, গোপীনাথপুর, পোঃ পাংসা, ফরিদপুর
১০০০। ” অবিনাশচন্দ্র নন্দী, উকিল, সমস্তীপুর, দ্বারভাঙ্গা
১০০১। ” জগবন্ধু পাল, খোল্লা, পোঃ কোম্পানিগঞ্জ, ত্রিপুরা
১০০২। ” গোষ্টবিহারী পাল, পালপাড়া, মুখাডাঙ্গা, পোঃ মায়াপুর, হুগলি
১০০৩। ” কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু, পোঃ বড়বন্দর, দিনাজপুর
১০০৪। ” বিজয়কুমার কুণ্ডু, Badorgonge, রংপুর
১০০৫। ” কুঞ্জবিহারী পাল, টেলিগ্রাম অফিস, ধানবাদ, E. I R.
১০০৬। ” গোবিন্দ চন্দ্র পাল, c/o রামদুলাল পালের গদি, ভৈরব বাজার, মৈমনসিংহ
১০০৭। ” কুঞ্জবিহারী নন্দী, পোঃ সোণামুখী, বাঁকুড়া
১০০৮। ” ভেড়ব লাল কুণ্ডু, ডাক্তার, রেলঘাট, পোঃ পাংসা, ফরিদপুর
১০০৯। ” বীরনারায়ণ দে, আশদতোলিয়া, পোঃ তেরপেখিয়া, মেদিনীপুর
১০১০। ” নন্দলাল দে, সেক্রেটারি অশদতোলিয়া হাইস্কুল, পোঃ তেরপেখিয়া, মেদিনীপুর
১০১১। ” ত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু শিবগঞ্জ, পোঃ দরিয়াপুর, রাজসাহী
১০১২। ” প্রিয়নাথ কুণ্ডু, নিজবাটী, পোঃ হাবাসপুর, ফরিদপুর
১০১৩। ” বিশ্বম্ভর সাউ, মগানপুর, পোঃ বাহারাগোরা, সিংহভূম
১০১৪। ” শ্রীনিবাস অধিকারী, কোকপাড়া, সিংহভূম
১০১৫। ” দুর্গাচরণ পাল, পোঃ ইসলামপুর, মৈমনসিংহ
১০১৬। ” অক্ষয়কুমার কুণ্ডু প্রামাণিক, নারিকেলবেড়িয়া, যশোহর
১০১৭। ” নটবর দে, হরিদ্রাচক্, পোঃ মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর
১০১৮। ” শশীভূষণ প্রধান, বাঘাদাড়ি, পোঃ মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর
১০১৯। ” রাধাবল্লভ কুণ্ডু, Po Dunkal, মুরসিদাবাদ
১০২০। ” দীননাথ পাল, দত্তরাইল, পোঃ ঢাকা দক্ষিণ, শ্রীহট্ট
১০২১। ” রাধারমণ মণ্ডল চাঁচলি, পোঃ বিপ্রনন্দী গ্রাম, বীরভূম
১০২২। ” শ্রীশচন্দ্র পাল, হালালপুর, পোঃ মহুলা, মুরসিদাবাদ
১০২৩। ” রঘুনাথ নন্দী, পোড়াবেদা, পোঃ সাটুই, মুরসিদাবাদ
১০২৪। ” দেবেন্দ্রনাথ নন্দী, মহুলা, মুরসিদাবাদ
১০২৫। ” রাধাগোপাল সরকার, সেক্রেটারী রাজসাহী তিলিসম্মিলনী পোঃ ঘোড়ামারা, রাজসাহী

১০২৬। " দীননাথ পাল, মহাজন, খিল্লগ্রাম, Po Charkhai, শ্রীহট্ট
১০২৭। " অঘোরনাথ পাল, ঠাকুরপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া
১০২৮। " রজনীকান্ত কুণ্ডু, কালুকালী, পোঃ মধ্যপল্লি, যশোহর
১০২৯। " তুষ্টচরণ কুণ্ডু, কালুকালী, পোঃ মধ্যপল্লি, যশোহর
১০৩০। " দীননাথ কুণ্ডু মণ্ডল, বল্লামুখ, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৩১। " গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, ধলগ্রাম, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৩২। " অবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু, মগরা চৌরাস্তা, পোঃ যশোহর
১০৩৩। " ক্ষুদিরাম কুণ্ডু সাধুখাঁ, বল্লামুখ, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৩৪। " হৃদয়নাথ কুণ্ড, ধলগ্রাম, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৩৫। " পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ কালিয়া, ঐ বাজার, যশোহর
১০৩৬। " পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু মণ্ডল, বল্লামুখ, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৩৭। " গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, জয়রামপুর, পোঃ বসুন্দিয়া, যশোহর
১০৩৮। " মধুসূদন দে মণ্ডল, জয়রামপুর, পোঃ বসুন্দিয়া, যশোহর
১০৩৯। " রাধিকামোহন পাল, ভৃঙ্গরাজ, পোঃ বলিয়াদি, ঢাকা
১০৪০। " যদুনাথ সাধুখাঁ, ভবানীপুর, পোঃ রূপদিয়া, যশোহর
১০৪১। " বিষ্ণুচরণ কুণ্ডু, সুলতাননগর, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৪২। " রাইচরণ কুণ্ডু, হাট সুলতান নগর, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৪৩। " শান্তিরাম পোদ্দার, নারিকেলবেড়িয়া যশোহর
১০৪৪। " মথুরানাথ কুণ্ডু, হাট সুলতাননগর, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৪৫। " বিষ্ণুচরণ দে মণ্ডল, ধলগ্রাম, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৪৬। " বেণীমাধব কুণ্ডু মণ্ডল, বল্লামুখ, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৪৭। " উমেশচন্দ্র সাহু, বারুইপুর, পোঃ তোটানালা, মেদিনীপুর
১০৪৮। " বিজয়গোপাল নন্দী, Husseingung, Lucknow.
১০৪৯। " ভগবানচন্দ্র পাল, Po Palang, Dhanodk; ফরিদপুর
১০৫০। " ভূপেন্দ্রচন্দ্র দে ১ নং পর্ত্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০৫১। " কালীকিশোর পাল, উকিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা
১০৫২। " ভাগ্যধর কুণ্ডু, পোঃ রূপগঞ্জ, ঐ বাজার, যশোহর
১০৫৩। " সুরেন্দ্রমোহন নন্দী, সেক্রেটারী, দক্ষিণপাড়া তিলিসমাজ লাইব্রেরী, পোঃ খানখানাপুর, ফরিদপুর
১০৫৪। " প্রতাপচন্দ্র কুণ্ড, পোঃ বজেশ্বর দি, ঐ বাজার, ফরিদপুর

১০৫৫। " রামচন্দ্র কুণ্ডু, সাগরকান্দী, পাবনা
১০৫৬। " প্রসন্নকুমার কুণ্ডু, বাহিরগ্রাম, পোঃ রূপগঞ্জ, যশোহর
১০৫৭। " যোগেন্দ্র নাথ নায়েক, পাতারহাট, পোঃ মেহেন্দিগঞ্জ. বরিশাল
১০৫৮। " প্রাণবল্লভ কুণ্ডু, মনোহরগঞ্জ. পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৫৯। " রাসবিহারী কুণ্ডু. ঝিকিরা, পোঃ উল্লাপাড়া, পাবনা
১০৬০। " গগণচন্দ্র পাল, পোঃ তালসহর, ত্রিপুরা
১০৬১। " রামদয়াল পাল, Local Board office, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ
১০৬২। " রজনীকান্ত পাল, নারান্দিয়া, পোঃ নগরবাড়ী, মৈমনসিংহ
১০৬৩। " হারাণচন্দ্র পাল, শ্রীনিধি পোঃ রায়পুরা, ঢাকা
১০৬৪। " শশীভূষণ কুণ্ডু শিক্ষক, নারিকেলবেড়িয়া, যশোহর
১০৬৫। " সীতানাথ কুণ্ডু, ধলগ্রাম. পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১০৬৬। " নটবর কুণ্ডু, কালুকালী, পোঃ মধ্যপল্লি, যশোহর
১০৬৭। " রমনীকান্ত সাহা, দমদমা, পোঃ তাহিরপুর, রাজসাহী
১০৬৮। " যাদবচন্দ্র কুণ্ডু, সুজানগর, ঐ বাজার, পাবনা
১০৬৯। " তারকনাথ কুণ্ডু; Sripangashi, পোঃ মোহনপুর, পাবনা
১০৭০। " প্রতাপচন্দ্র দে, বেলডাঙ্গা, মুরসিদাবাদ
১০৭১। " রাসবিহারী কুণ্ডু, দক্ষিণডিহি, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
১০৭২। " বিপিনবিহারী মণ্ডল, বিভিষণপুর, পোঃ তোটানালা,মেদিনীপুর
১০৭৩। " মহিমচন্দ্র কুণ্ডু, বদরগঞ্জ, রংপুর
১০৭৪। " মহিমচন্দ্র পাল; বাগমারা, পোঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকা
১০৭৫। " হৃদয়নাথ কুণ্ডু, চিলিমারী. রংপুর
১০৭৬। " প্রসন্ননাথ পাল, চিলিমারী, রংপুর
১০৭৭। " বিহারীলাল কুণ্ডু, দরওয়ানি, রংপুর
১০৭৮। " প্রাণকৃষ্ণ দে, পোঃ কারকেন্দ, মানভুম
১০৭৯। " নদীয়া চাঁদ কুণ্ডু, পশ্চিমে. নরিকেলবেড়িয়া, যশোহর
১০৮০। " বনমালী সাহা, ভাগনাগরকান্দী, রাজসাহী
১০৮১। " পলাশ চন্দ্র কুণ্ডু Sripangashi, পোঃ মোহনপুর, পাবনা
১০৮২। " জলধর কুণ্ডু, কালুকালী, পোঃ মধ্যপল্লি, যশোহর
১০৮৩। " বাণীকান্ত নন্দী, কালুকালী, পোঃ মধ্যপল্লি. যশোহর
১০৮৪। " বিপিনবিহারী কুণ্ডু, বাগামাছা, পোঃ নিলকমারী, রংপুর

১০৮৫। " কৈলাসচন্দ্র পালচৌধুরী বাইল জুরির বাজার, পোঃ মাদরগঞ্জ, মৈমনসিংহ
১০৮৬। " দীননাথ কুণ্ডু, পোঃ ফুলতলা ঐ বাজার খুলনা
১০৮৭। " জানকীনাথ কুণ্ডু রাধাডাঙ্গা পোঃ বুনাগাতি যশোহর
১০৮৮। " চন্দ্রকান্ত কুণ্ডু, পোঃ নলদি, যশোহর
১০৮৯। " ললিতমোহন কুণ্ডু, পোঃ আমলসার, যশোহর
১০৯০। " কালিদাস পাল, ৯৪ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০৯১। " রাধাচরণ পাল রায় বাহাদুর, ১০৮নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট কলিঃ
১০৯২। " তারকেশ্বর পালচৌধুরী, উকিল ১৯নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট কলিঃ
১০৯৩। " ললিতমোহন নায়েক, ২৩১ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০৯৪। " যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু 5/8 West canel Road, কলিকাতা
১০৯৫। " নিশিভূষণ পাল, ৪৫।৩ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা
১০৯৬। " নীলমাধব দে, ১৯।৩ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০৯৭। " রামবিষ্ণু দে, ১১৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০৯৮। " প্রাণনাথ কুণ্ডু, ৪৪নং আড়ৎ বাগবাজার, কলিকাতা
১০৯৯। " গোবর্দ্ধন পাল চৌধুরী, পোঃ হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
১১০০। " বরদাকান্ত প্রামাণিক, দক্ষিণডিহি, পোঃ ফুলতলা; খুলনা
১১০১। " পঞ্চানন কুণ্ডু, দক্ষিণডিহি, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
১১০২। " দীননাথ ও শশীভূষণ কুণ্ডু, দক্ষিণডিহি, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
১১০৩। " বিপিনবিহারী, কুণ্ডু, ঢাকা সদর পোষ্ট অফিস, ঢাকা
১১০৪। " রঘুনাথ কুণ্ডু, গোয়াড়ীবাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১১০৫। " ত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু, Kristonagore city station Bazar, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১১০৬। " ব্রজনাথ কুণ্ডু, চাঁদসড়ক, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১১০৭। " হরিচরণ দে, ১৩নং সারপেন টাইন লেন, কলিকাতা
১১০৮। " বিপিনচন্দ্র শ্রীমানি, রতনবাবুর ঘাট রোড, বরনগর, ২৪পরগণা
১১০৯। " রামদয়াল দে, সাহেবগঞ্জ, হৈলকল, পোঃ সকরিগলি, E. I. R.
১১১০। " জিতেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, গোয়াড়ীবাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১১১১। " কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী, পোঃ হাঁসখালি, নদীয়া
১১১২। " ননিগোপাল পাল, ৩নং নাথেরবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১১১৩। „ গোপীপদ নন্দী, কাসিমবাজার, রাজবাড়ী, মুরসিদাবাদ
১১১৪। „ বিভূতিভূষণ দে, কাসিমবাজার রাজবাড়ী, মুরসিদাবাদ
১১১৫। „ হরিদাস কুণ্ডু, কৃষ্ণনগর, মল্লিকপাড়া, পোঃ নূতনবাজার, নদীয়া
১১১৬। „ নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, তিলিপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া
১১১৭। „ অন্নদাপ্রসাদ দে, বলুটী, পোঃ মাকড়দাহ, হাওড়া
১৯১৮। „ উমেশচন্দ্র পাল, ৫৪নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১১১৯। „ সুরেন্দ্রনাথ পাল, বেজপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া
১১২০। „ সূর্য্যকুমার পাল, ৬২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১১২১। „ রামচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ আলমপুর, নদীয়া
১১২২। „ মহিমচন্দ্র ও শশধর কুণ্ডু, চাটমোহর, পাবনা
১১২৩। „ গোবিন্দ চন্দ্র কুণ্ডু, চাটমোহর, পাবনা
১১২৪। „ গোপেশ্বর কুণ্ডু, চাটমোহর, পাবনা
১১২৫। „ বেণীমাধব কুণ্ডু, বালুচর, পোঃ চাটমোহর, পাবনা
১১২৬। „ কৈলাস চন্দ্র ও বাণীচরণ কুণ্ডু, পোঃ চাটমোহর, পাবনা
১১২৭। „ প্রাণবন্ধু কুণ্ডু, নূতন বাজার, পোঃ চাটমোহর, পাবনা
১১২৮। „ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, নূতন বাজার, পোঃ চাটমোহর, পাবনা
১১২৯। „ যোগেশ চন্দ্র দে, কাসিমবাজার রাজবাটী, মুর্শিদাবাদ
১১৩০। „ রাজেন্দ্রলাল কুণ্ডু, বালীডাঙ্গা, পোঃ বাঙ্গালঝি, নদীয়া
১১৩১। „ কানাইলাল কুণ্ডু, মহাজনপুর, নদীয়া
১১৩২। „ হৃদয়নাথ কুণ্ডু, ভবানীপুর, পোঃ সুজানগর, পাবনা
১১৩৩। „ কৃষ্ণলাল কুণ্ডু, সুজানগর, পাবনা
১১৩৪। „ বৃন্দাবন চন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ চাটমোহর, পাবনা
১১৩৫। „ সচ্চিদানন্দ কুণ্ডু, পোঃ চাটমোহর, পাবনা
১১৩৬। „ রসিকলাল ও মাখমলাল কুণ্ডু, নূতনবাজার, চাটমোহর, পাবনা
১১৩৭। „ মাখমলাল কুণ্ডু, উকিল, জলপাইগুড়ি
১১৩৮। „ যোগীন্দ্রনাথ নন্দী, ৬৯নং উপেন্দ্রনাথ মিত্রের লেন, পোঃ সালিখা, হাওড়া
১১৩৯। „ নিবারণচন্দ্র নন্দী, সুদীরহাট, পোঃ মথুরাপুর, ২৪ পরগণা
১১৪০। „ নীলকৃষ্ণ রায়, চক্‌বাজার, চট্টোগ্রাম
১১৪১। „ তারকনাথ নন্দী, পোঃ মগরাহাট, ঐ বাজার, ২৪ পরগণা

১১৪২। „ রামচরণ কুণ্ডু, মানিকদি পোঃ সুজানগর. পাবনা
১১৪৩। „ ত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু, বামনগ্রাম. পোঃ চাটমোহর, পাবনা
১১৪৪। „ জি. কুণ্ডু, ৬।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
১১৪৫। „ মহিমচন্দ্র কুণ্ডু, পোঃ দরওয়ানি, রংপুর
১১৪৬। „ তারাপ্রসাদ নায়ক, Srib"chipur, পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
১১৪৭। „ গোপালচন্দ্র মাইতি, দ্বারিকাপুর, পোঃ তোটানালা, মেদিনীপুর
১১৪৮। „ ভোলানাথ মণ্ডল, পোঃ কৈচর, বর্দ্ধমান
১১৪৯। „ শশীভূষণ কুণ্ডু, ভবানীপুর, পোঃ সুজানগর, পাবনা
১১৫০। „ ক্ষুদিরাম সাহা, কালীগঞ্জবাসা, পোঃ হিলি, বগুড়া
১১৫১। „ মতিলাল নন্দী, বড়বাজার, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া
১১৫২। „ রামকানাই কুণ্ডু, পোঃ খানখানাপুর, ফরিদপুর
১১৫৩। „ মাখমলাল খাঁ, গোতাম স্কুল, পোঃ গোতাম, বর্দ্ধমান
১১৫৪। „ মাখমলাল কুণ্ডু, সুজানগর, পাবনা
১১৫৫। „ সখীচরণ দে সাধুখাঁ, আলফা, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
১১৫৬। „ উমেশচন্দ্র দে. মোক্তার, বর্দ্ধমানকোর্ট, বর্দ্ধমান
১১৫৭। „ বিজয়গোবিন্দ কুণ্ডু, খাজা আনোয়ারবেড়, পোঃ বর্দ্ধমান
১১৫৮। „ গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক, রামনগরপাড়া, পোঃ শান্তিপুর
১১৫৯। „ মতিলাল কুণ্ডু, আলমপুর নদীয়া
১১৬০। „ অবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু, খাগড়া, মুরসিদাবাদ
১১৬১। „ ইন্দ্রমোহন পাল, রিকাতপুর, পোঃ নবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
১১৬২। „ কাঙ্গালিচরণ দে, জামালপুর, পোঃ বেলডাঙ্গা, মুরসিদাবাদ
১১৬৩। „ বরদাকান্তদে, মহৎগাঁ, পোঃ ভোগদিয়া, ঢাকা
১১৬৪। „ ক্ষেত্রমোহন নন্দী ৩৯নং হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর লেন, হাওড়া
১১৬৫। „ প্রসন্নকুমার সাহু, গুড়াবন্দর, পোঃ কোকপাড়া, সিংহভূম
১১৬৬। „ উমেশচন্দ্র নন্দী, দৌলতপুর, পোঃ মধ্যপল্লি, যশোহর
১১৬৭। „ কেশবচন্দ্র কুণ্ডু, সাঁতরাগাছি, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া
১১৬৮। „ হরিদাস কুণ্ডু, বারুইপাড়া লেন, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া
১১৬৯। „ প্রসন্নকুমার দে, ডাক্তার, কাসিমবাজার, মুরসিদাবাদ
১১৭০। „ দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, চাটমোহর, পাবনা
১১৭১। „ অবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু, সেরপুর, বগুড়া

১১৭২। ,, অবিনাশচন্দ্র টাট, চাকুলিয়া, সিংহভূম
১১৭৩। ,, গজেন্দ্রনাথ সাউ, গড়হরি ডাঙ্গর, পোঃ পট্টাশপুর, মেদিনীপুর
১১৭৪। ,, ব্রজগোপাল কুণ্ডু, Engineer subdivisional officer, Palasia Indore state, Indore. পাবনা
১১৭৫। ,, রজনীকান্ত ও চন্দ্রনাথ কুণ্ডু, নূতনবাজার, চাটমোহর, পাবনা
১১৭৬। ,, সাধুচরণ নন্দী, দিলাকাশ, পোঃ কুলাকাশ, হুগলি
১১৭৭। ,, যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডুমণ্ডল, বল্লামুখ, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১১৭৮। ,, চন্দ্রকান্ত কুণ্ডু মণ্ডল, খলগ্রাম, পোঃ বাগারপাড়া, যশোহর
১১৭৯। ,, মোহিনীমোহন কুণ্ডু, লক্ষ্মীতলা, পোঃ সেরপুর, বগুড়া
১১৮০। ,, উত্তমচন্দ্র কুণ্ডু মণ্ডল, আলকা, পোঃ ফুলতলা, খুলনা
১১৮১। ,, রাধাকিশোর নন্দী, ডাক্তার, পাণ্ডুয়া, E. I. R. হুগলি
১১৮২। ,, হরিহর দে B. A. ১৬২।১৫ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১১৮৩। ,, সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী, ১১৩নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১১৮৪। ,, হরিচরণ দে, কলাপটী, মিউনিসিপাল মারকেট, কলিকাতা
৮৫। ,, চুনীলাল কুণ্ডু, কবিরাজ, গোবিন্দপুর, সাগরকান্দী, পাবনা
১১৮৬। ,, সুরেন্দ্রনাথ পাল, ৬০নং করাযগঞ্জ, ঢাকা
১১৮৭। ,, মহিমচন্দ্র কুণ্ডু, কামপেড়ীকণীয় বাজার, পোঃ রামপল, খুলনা
১১৮৮। ,, উমাচরণ কুণ্ডু, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, হাওড়া
১১৮৯। ,, অসিপদ খাঁ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, হাওড়া
১১৯০। ,, রামচরণ শেঠ, সাঁতরাগাছি, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া
১১৯১। ,, শশীভূষণ পাল, সাঁতরাগাছি, পোঃ ব্যাতোড়, হাওড়া
১১৯২। ,, অধরচন্দ্র ও দীনবন্ধু কুণ্ডু নূতনবাজার, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা
১১৯৩। ,, নন্দলাল কুণ্ডু, পণ্ডিত, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা
১১৯৪। ,, মন্মথনাথ কুণ্ডু, ৯নং কালুঘোষের লেন, কলিকাতা
১১৯৫। ,, চণ্ডীচরণ কুণ্ডু, বাজেশিবপুর, পোঃ শিবপুর, হাওড়া
১১৯৬। ,, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ৭৬নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
১১৯৭। ,, নবীনচন্দ্র সাহা চৌধুরী, কৈবারা, পোঃ মন্দা, রাজসাহী
১১৯৮। ,, কেশবচন্দ্র দে B.L. ৩৮ হৃদয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, হাওড়া
১১৯৯। ,, কেদারনাথ কুণ্ডু, উকিল, শিবগোপাল ব্যানার্জ্জির লেন, পোঃ সালিখা, হাওড়া

১২০০। „ যোগীন্দ্রনাথ খাঁ, নিলমণি মল্লিকের লেন, হাওড়া
১২০১। „ প্রিয়নাথ নন্দী, কদমতলা, হাওড়া
১২০২। „ হরিপদ চিনে, কদমতলা, হাওড়া
১২০৩। „ ললিতমোহন পাল, ৮০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১২০৪। „ প্রমথনাথ কুণ্ডু, ইংরেজবাজার, মালদহ
১২০৫। „ এককড়ি দে, ৩নং ময়দাপট্টী কলিকাতা
১২০৬। „ বসন্তকুমার ও অশ্বিনীকুমার কুণ্ডু, পোতাজিয়া, পাবনা
১২০৭। „ বঙ্কুবিহারী কুণ্ডু, Sialkarth Lane, সালিখা, হাওড়া
১২০৮। „ অনন্তরাম চিনে, ৯নং নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া
১২০৯। „ প্রতাপ চন্দ্র নন্দী, শিবপুর, পোঃ রাধিকাপুর, দিনাজপুর
১২১০। „ বলাই চাঁদ মল্লিক, ২২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১২১১। „ গোষ্টবিহারী কুণ্ডু ২।৩ A প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১২১২। „ সুরেন্দ্রনাথ টাট ১৯নং রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোড, হাওড়া
১২১৩। „ গোপালচন্দ্র সরকার, হরিপুর, পোঃ সিটাহার, দিনাজপুর
১২১৪। „ তিনকড়ি কুণ্ডু জগন্নাথপুর, পোঃ মল্লিকপাড়া, মালদহ
১২১৫। „ কেশবচন্দ্র দে, জগন্নাথপুর, পোঃ মল্লিকপাড়া, মালদহ
১২১৬। „ যদুনাথ পাল, জগন্নাথপুর, পোঃ মল্লিকপাড়া, মালদহ
১২১৭। „ বেহারীলাল নন্দী, কদমতলা, হাওড়া
১২১৮। „ সুরেন্দ্রনাথ দে উবিদপুর, পোঃ খানাকুল, হুগলি

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ।

(১৩১৯ সাল, বৈশাখ—চৈত্র)

——:০:——

কার্য্যালয়—কদমতলা বাজার, হাওড়া।

Printed and published by Bahir Das Pal at the Model Printinm Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and frog Tili Bandhad Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtals Bazar, Hhwrah.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ হয় এবং প্রতি মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে তিলিবান্ধব পত্রিকা প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে,আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা পোঃ অঃ, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। যে সকল তিলি-সন্তান ১৩২০ সালে ম্যাটরিকিউলেসন; ইন্টারমিডিয়েট ; বি, এ ; বি, এস, সি; এম, এ ; এম, এস, সি; ওকালতি, ডাক্তারী, মোক্তারী, ওভারসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, কিম্বা অন্য কোন কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং কোন পরীক্ষায় কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতি মহোদয়গণকে স্বজাতির পরীক্ষার ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

২। আমাদের গ্রাহক কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের মধ্যে প্রকাশ যোগ্য কোন কার্য্য করিলে কিম্বা হইলে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিখিয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করান, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৩। তিলিজাতির মধ্যে বিবাহোপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী থাকিলে পাত্র বা পাত্রীর অভিভাবকগণ পরিচয়োপযোগী নাম, ধাম, গোত্র, বয়স, কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিরূপ পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা বিবাহের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশীয় সকল তিলি সম্প্রদায়ের বিবাহের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

৪। আগামী ১৩২০ সাল হইতে চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার করা যাইবে না, চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার ও এককালীন দানের তালিকা ব্যতিত আর কিছু থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩২০ সালের চাঁদা ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে আদায় না হইবে প্রাপ্তি-স্বীকারে তাহাদিগের নাম উল্লেখ থাকিবে না। গ্রাহকগণ আষাঢ় মাসের মধ্যে তিলি-বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ১৲ মণি অর্ডার যোগে না পাঠাইলে আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারায় ব্যয় ⁄০ মোট ১⁄০ গ্রহণ করিব।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়	কার্য্যাধ্যক্ষ
পোঃ কদমতলা, হাওড়া।	শ্রীবাহির দাস পাল।

Printed and published by Bahir Das Pal at the Model Printing Press, No. 22 & 23 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Baudhad Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.